ধম্মপদ

ধম্মপদ

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

বা. এ. ৮৪৪

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৭৩
মে, ১৯৬৬

দ্বিতীয় প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪
জুন, ১৯৭৭

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-বিক্রয় ও মুদ্রণ বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা-২

মুদ্রাকর
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
কালার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯৩, কে, পি, ঘোষ ষ্ট্রীট
ঢাকা-১

প্রচ্ছদ
শচীন বরুয়া

দাম ঃ ত্রিশ টাকা

Bengali translation of DHAMMAPADA by Grishchandra Barua, Published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh. First Edition May, 1966, Second Edition, June, 1977. Price Taka : 30·00

প্রসঙ্গ কথা

ধম্মপদ বৌদ্ধ মহাগ্রন্থ ত্রিপিটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ। বিভিন্ন প্রসঙ্গে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত উপদেশাত্মক বাণীসমূহ এতে সংকলিত হয়েছে। একাধিক কারণে এ-গ্রন্থের জনপ্রিয়তা সমধিক। দেশী-বিদেশী বহু পণ্ডিত ব্যক্তি গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বাংলা অনুবাদও ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তথাপি স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে এ মহৎ গ্রন্থটির একটি প্রাঞ্জল অনুবাদের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে বাংলা একাডেমী উক্ত গ্রন্থের একটি অনুবাদ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। একাডেমীর নির্দেশানুসারে স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র বড়ুয়া বিদ্যাবিনোদ পালি হতে মূল গ্রন্থ ও সংশ্লিষ্ট আখ্যানসমূহের অনুবাদকার্য সম্পন্ন করেন। অনিবার্য কারণে গ্রন্থটির প্রকাশনা বিলম্বিত হয়েছে বলে আমরা দুঃখিত। সুধী সমাজে এ অনুবাদটি সাদরে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সৈয়দ আলী আহসান

মে, ১৯৬৬ — পরিচালক : বাংলা একাডেমী।

অবতরণিকা

বুদ্ধবাণী-ধম্মবিনয়-ত্রিপিটক

বুদ্ধত্বলাভের পর হইতে তাঁহার মহাপরিনির্বাণকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বিষয়বস্তু অবলম্বনে, বিভিন্ন ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া, তথাগত সম্যক্ সম্বুদ্ধ নানাস্থানে নানাপ্রসঙ্গে, যেই বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনামূলক সত্য-তথ্য সর্বসাধারণের কল্যাণার্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সাধারণতঃ সেইগুলিকে 'বুদ্ধবাণী' নামেই অভিহিত করা হয়।

তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি স্বয়ং কিংবা তাঁহার শ্রাবকবৃন্দ কেহই তাঁহার বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তাঁহার সমগ্র উপদেশ অবিকৃতভাবেই তাঁহার শ্রাবক সঙ্ঘের অন্তরে প্রোথিত হইয়া থাকিত। তাঁহার শ্রাবক সঙ্ঘের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই ছিলেন শ্রুতিধর, সুতরাং শ্রুতিধর পরম্পরায় তাঁহার বাণী সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছিল।

তাঁহার মহাপরিনির্বাণলাভের তিন মাস পরেই (খ্রীস্ট-পূর্ব ৪৮৩ অব্দ) বৃদ্ধ-প্রব্রজিত ভিক্ষু—সুভদ্রের বুদ্ধোপদিষ্ট বিনয়ানুশাসনগুলির বিরুদ্ধাচরণ প্রবণতা দেখিয়াই মহান অর্হৎ মহাকাশ্যপ, সমগ্র বুদ্ধবাণী, সঙ্গায়ন জন্য, রাজগৃহ নগর সন্নিকটবর্তী, বৈভার পর্বতের সপ্তপর্ণী গুহায় নির্বাচিত পঞ্চশত অর্হৎ ভিক্ষুর সাহচর্যে প্রথম 'বৌদ্ধমহাসঙ্গীতি'র অধিবেশন আহ্বান করেন। সেই বুদ্ধবাণী সঙ্গায়ন মহাসভায় মহাকাশ্যপ মহাস্থবির মহোদয় পৌরহিত্য করেন, আনন্দ স্থবির 'ধর্ম' এবং উপালি স্থবির 'বিনয়' সেই মহাসভায় আবৃত্তি করেন। প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে এই রূপে সমগ্র বুদ্ধবাণী ধর্ম ও বিনয় ভেদে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সংগ্রহ করা হয়।

দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে বৈশালিতে—সপ্তশত অর্হৎ ভিক্ষু সঙ্ঘের সমবায়ে। সাত মাস ব্যাপিয়া সমগ্র বুদ্ধবাণী সঙ্গায়নের কাজ চলে। রেবত মহাস্থবির সেই ধর্ম মহাসঙ্গীতিতে পৌরহিত্য করেন এবং সমগ্র বুদ্ধবাণী—'ধম্ম ও বিনয়' দুইভাগে বিভক্ত করিয়াই সংগৃহীত হয়। তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত বৎসর পরে (খ্রীস্ট-পূর্ব ৩৭৭ অব্দ)। পাটলীপুত্রে প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বকালে মহান অর্হৎ মৌদগল্য পুত্র তিষ্য মহাস্থবির মহোদয়ের অধিনায়কত্বে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী সমূহকে ধর্ম ও বিনয় নামে অভিহিত করিয়া সঙ্গায়ন কার্য চলিয়াছিল। তৃতীয় মহাসঙ্গীতি-কারকেরা সমগ্র বুদ্ধবাণীকে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম নামে অভিহিত করিয়া 'ত্রিপিটক' নামে আখ্যায়িত করেন।

প্রত্যেক মহাসঙ্গীতিতেই সর্বপ্রথমে বিনয়, দ্বিতীয়তঃ সূত্র এবং তৃতীয়তঃ অভিধর্ম পিটক সঙ্গায়িত হয়। এই রূপে বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের দুইশত বৎসরের মধ্যে বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক সাহিত্য, শ্রুতধর শ্রাবক সংঘের স্মৃতিপটেই অঙ্কিত হইয়া থাকে।

বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদর্শিত হইল ঃ

১—বিনয় পিটক তিনভাগে বিভক্ত, যথা ঃ (১) সুত্ত বিভঙ্গ, (২) খন্ধক, (৩) পরিবার পাঠ। পাতিমোক্‌খ সুত্ত বিভঙ্গের প্রধান অঙ্গ। ইহাতে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য প্রাতিমোক্ষের অনুশাসনগুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই অনু-শাসনগুলির ব্যাখ্যার জন্য সুত্ত বিভঙ্গ রচিত। সুত্ত বিভঙ্গ দুইভাগে বিভক্ত ঃ (১) মহাবিভঙ্গ—ভিক্ষুদের আচার-ব্যবহারের আলোচনা। (২) ভিক্‌ক্ষুণী বিভঙ্গ—ভিক্ষুণীদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা। খন্ধক দুইভাগে বিভক্ত—(১) মহাবগ্‌গ—ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিনয় সম্বন্ধীয়

প্রধান বিষয়গুলির বিশদ ব্যাখ্যা। (২) চুল্ল বগ্‌গ—বিনয় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র বিষয়ের আলোচনা। পরিবার পাঠ—বিনয় সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরমালা ও সূচী ইত্যাদি।

২—সুত্ত পিটক। সুত্ত পিটকে নানাবিধ জটিল ধর্ম-তত্ত্বের আলোচনা, সমালোচনা ও উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত: (ক) দীর্ঘ নিকায়, (খ) মজ্‌ঝিম নিকায়, (গ) সংযুক্ত নিকায়, (ঘ) অঙ্গুত্তর নিকায়, (ঙ) খুদ্দক নিকায়। এই শেষোক্ত ক্ষুদ্দক নিকায় পনরখানি বিভিন্ন গ্রন্থের সমষ্টি—(১) খুদ্দক পাঠ, (২) ধম্মপদ, (৩) উদান, (৪) ইতিবুত্তক, (৫) সুত্তনিপাত, (৬) বিমান বত্থু, (৭) পেতবত্থু, (৮) থেরগাথা, (৯) থেরীগাথা, (১০) জাতক, (১১) নিদ্দেস, (১২) পটিসম্ভিদামগ্‌গ, (১৩) অপাদান, (১৪) বুদ্ধবংস ও (১৫) চরিয়া-পিটক।

৩—অভিধম্মপিটক। অভিধম্মপিটকে লৌকিক ও লোকুত্তর, চিত্ত, চৈতসিকের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ও শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। ইহাও সাত খণ্ডে বিভক্ত: (১) ধম্ম সঙ্গনী, (২) বিভঙ্গ, (৩) কথাবত্থু, (৪) পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি, (৫) ধাতু কথা, (৬) যমক ও (৭) পট্‌ঠান।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ 'ধম্মপদ' খুদ্দক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ। 'ধম্মপদ' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এই শব্দটিকে নানাভাবে পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। 'ধম্ম' শব্দের অর্থ সাধারণতঃ বুদ্ধের প্রচারিত উপদেশসমূহ অথবা পুণ্য, যাহার আচরণে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করা হয়। 'পদ' শব্দেরও নানারূপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। অভিধর্ম পিটকে ইহার অর্থ করা হইয়াছে—স্থান, রক্ষা, নির্বাণ, কারণ, শব্দ, পদার্থ, অংশ, পদ এবং পদ বিক্ষেপ। সুতরাং ধম্মপদ শব্দের অর্থ—নির্বাণ উপলব্ধির পন্থা বা সংসার-দুঃখের অবসানের উপায়। ধম্মপদের শ্লোকসমূহে ও ধর্মপদ শব্দের অর্থ বিভিন্নরূপে করা হইয়াছে। আচার্য বুদ্ধঘোষ অর্থ করিয়াছেন—'সম্পত্ত সদ্ধম্মপদো। সথা ধম্মপদং সুভং দেসেসসি।'—বুদ্ধ চতুরার্য সত্য-সম্যক্

উপলব্ধি করিয়া মঙ্গলময় ধর্মপদ (নির্বাণোপলব্ধির পন্থা) প্রচার করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণও ধম্মপদ শব্দের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গগলি সাহেব শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'ধর্মের সোপান'। স্পেন্স হার্ডির মতে, শব্দটির অর্থ 'ধর্মের পথ'। ম্যাক্সমুলারও অনুরূপ অনুবাদের পক্ষপাতী। ফিয়ার সাহেবের মতে, ধম্মপদের অর্থ 'ধর্মের ভিত্তি'। ফৌজবল ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'ধর্মগাথা সংগ্রহ'। চীন দেশে ধম্মপদকে বলা হয় 'শাস্ত্র বাক্য'।

সুতরাং মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, ধম্মপদ শব্দের অর্থ বুদ্ধের প্রচারিত চতুরার্য সত্য উপলব্ধি করিয়া সংসার তৃষ্ণা বিনাশের উপায়।

চারিটি ভাষায় লিখিত ধম্মপদ পাওয়া গিয়াছে—সংস্কৃত, মিশ্রসংস্কৃত, প্রাকৃত এবং পালি। ইহা ছাড়াও 'ফা-খিউ-কিঙ্' নামক ধম্মপদের একখানি চৈনিক অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সংস্কৃত—'চু-ইয়-কিঙ্' নামক ধম্মপদের একখানি সঠিক চৈনিক সংস্করণ আছে। গ্রন্থখানি বিশ খণ্ডে সমাপ্ত। আনুমানিক ৪১০ খ্রীস্টাব্দে বুদ্ধস্মৃতি (চু-ফো-নিয়েন) নামক একজন প্রাক-ভারতীয় ভিক্ষু চীন দেশে যাইয়া গ্রন্থখানি স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে, বসুমিত্রের পিতৃব্য ধর্মত্রাত এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করেন। এই ধম্মপদে তেত্রিশটি বর্গ আছে। প্রত্যেক বর্গের সহিত ভাষ্যও সংযোজিত আছে। ডক্টর নাঞ্জিও বলেন যে, মূল গ্রন্থখানি ছিল সংস্কৃত ভাষায়। ৩৮৩ খ্রীস্টাব্দে কাবুলবাসী শ্রমণ সঙ্ঘভূতি চীনে যাইয়া গ্রন্থখানি চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেন।

তুরফানে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আর একখানি ধম্মপদ পাওয়া গিয়াছে। পুস্তকখানির নাম কিন্তু ধম্মপদ নহে। গুপ্ত যুগের হরফে লিখিত ঐ গ্রন্থখানির নামকরণ করা হইয়াছে 'উদান বর্গ'। গাথা ও বর্গ সংখ্যার দিক হইতে রক্হিল সাহেবের অনূদিত তিব্বতী ধম্মপদের সহিত উদান বর্গের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। 'ধর্মসংগ্রহ-মহার্ঘগাথা' নামক আরও একখানি

ধম্মপদের চৈনিক অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। ধর্মত্রাত এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করেন। ৯৮০—১০০১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে থি-সি-সাই পুস্তকখানি চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেন।

মিশ্রসংস্কৃত—'ফা-খিউ-কিঙ্গ' নামক ধম্মপদের যে চৈনিক অনুবাদ আছে, উহার ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে, বাইশটি বর্গে বিভক্ত পাঁচশত গাথা সম্বলিত মূল গ্রন্থখানি 'ওয়াই-চি-লান' নামক একজন প্রাক-ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ—'হোয়াঙ্গ-উব' রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (২২৩ খ্রীস্টাব্দ) প্রাক-ভারত হইতে চীনে আনয়ন করেন। পরে অন্য একজন প্রাক-ভারতীয় শ্রমণের সাহায্যে তিনি পুস্তকখানি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থখানির ভূমিকায় বলা হইয়াছে মূল পুস্তকে বাইশটি বর্গে বিভক্ত পাঁচশত গাথা ছিল; কিন্তু 'পালি' ধম্মপদের গাথা সংখ্যা চারিশত তেইশ।

'ফা-খিউ-কিঙ্গ' গ্রন্থে উনচল্লিশটি বর্গ এবং সাতশত বায়ান্নটি গাথা আছে। বলা বাহুল্য, মূল পুস্তকের বহির্ভূত বহু গাথা ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

প্রাকৃত—খোটানের তের মাইল দূরে অবস্থিত গো-শৃঙ্গ বিহারের ধ্বংসাবশেষ হইতে খরোষ্টি অক্ষরে লিখিত একখানা ধম্মপদ উদ্ধার করা হইয়াছে; কিন্তু সম্পূর্ণ পুস্তকটি পাওয়া যায় নাই। সুতরাং মূল গ্রন্থের গাথা ও বর্গ সংখ্যা সঠিকভাবে জানা যায় না। বর্গ সমূহের পারম্পর্য নির্ণয় করাও কঠিন। প্রাকৃত ধম্মপদের কোন চৈনিক বা তিব্বতীয় অনুবাদ আছে কি-না তাহা অদ্যাবধি জানা যায় নাই।

পালি—পালি ধম্মপদে চারিশত তেইশটি গাথা আছে। গাথাগুলি ছাব্বিশটি বর্গে বিভক্ত। সিংহলী পুরাবৃত্ত মহাবংশে বলা হইয়াছে যে, পাটলীপুত্র নগরে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হইবার পরে সম্রাট অশোকের পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) মহিন্দ্র থেরকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে সিংহলে প্রেরণ করা হইয়াছিল। মহিন্দ্র সমগ্র ত্রিপিটক পালি ভাষায় এবং ভাষ্যসমূহ সিংহলী ভাষায় প্রচার করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ভাষ্যসমূহ সহ পিটকত্রয় লিপিবদ্ধ করা হয়।

বর্তমান অনুবাদে পালি ধম্মপদকেই অনুসরণ করা হইয়াছে। সিংহলী ভাষায় পালি ধম্মপদের একখানা ভাষ্যও আছে। খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শতাব্দীতে সম্ভবতঃ আচার্য বুদ্ধঘোষ উহা পালি ভাষায় অনুবাদ করেন। এই ভাষ্যখানির নাম 'সদ্ধম্ম জ্যোতিকা'।

ত্রিপিটকের ন্যায় সম্ভবতঃ ভাষ্যসমূহও সঙ্কলিত হইয়াছিল। বুদ্ধ ঘোষ সিংহলী ভাষা হইতে পালি ভাষায় ধম্মপদথকথায় অনুবাদ করিয়াছেন।

ধম্মপদের গাথাগুলি বুদ্ধের শ্রীমুখনিসৃত বাণী। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন উপলক্ষে এই গাথাসমূহ উক্ত হইয়াছে। সঙ্গীতিকারক স্থবির, মহাস্থবিরগণ এই সকল গাথা চয়ন করিয়া ধম্মপদ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

ধম্মপদ ত্রিপিটকেরই অন্তর্গত ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং ত্রিপিটকের সঙ্কলন কালই ইহার সঙ্কলন কাল বলিয়াই ধরিয়া নেওয়া সঙ্গত।

মহাবংশে বলা হইয়াছে যে সিংহলের রাজা বট্টগামনির রাজত্বকালে (খৃষ্ট-পূর্ব ৮৮—৭৬ অব্দ)-এ অট্ঠ কথা সহ ত্রিপিটক—বুদ্ধবচন লিপিবদ্ধ করা হয়। ধম্মপদের প্রাচীনত্বের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ যে, প্রথম শতাব্দীতে রচিত 'মিলিন্দ পঞ্হে' (মিলিন্দ প্রশ্নে) ধম্মপদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অভিধম্ম পিটকের কথা বত্থুতেও ধম্মপদের অনেকগুলি গাথা পরিলক্ষিত হয়।

'ধম্মপদট্ঠ কথা' নামে এই ধম্মপদ গ্রন্থের পালি ভাষায় একখানা ভাষ্য (Comentary) আছে, আচার্য বুদ্ধঘোষই ইহার রচয়িতা।

ইহা বলা বাহুল্য যে, এই বিষয়ে যদিও আধুনিক পণ্ডিতগণ একমত নহেন, তথাপি আচার্য বুদ্ধঘোষকেই এই গ্রন্থের ভাষ্যকার বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়া যায়।

অতএব, এখানে আচার্য বুদ্ধঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা বলার যুক্তি-যুক্ততা আমরা উপলব্ধি করি।

প্রখ্যাত বোধিবৃক্ষের নিকটবর্তী বুদ্ধ গয়ায় ঘোষক গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে বুদ্ধঘোষের জন্ম হয়। তিনি অত্যন্ত তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন ও জ্ঞানপিপাসু হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। কুলরীতি অনুসারে তিনি

শৈশব হইতেই যথোপযুক্তভাবে শিক্ষালাভ করিতে করিতে, ত্রিবেদে পারদর্শিতা লাভ করার পরও তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা না মিটায়, সমগ্র জম্বু-দ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি নানাস্থানে বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। এইভাবে জনসমাজে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও তার্কিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেও তাঁহার অদম্য জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত হইল না।

এই সময় রেবত মহাস্থবিরের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে এবং মহাথের পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ যুবককে তর্কে পরাস্ত করিলেন। তখন তিনি বুদ্ধ-মন্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য মহাথেরের নিকট ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিলেন। সভাষ্য ত্রিপিটক অধ্যয়ন করিয়া তরুণ ভিক্ষুর একরূপ প্রতীতি জন্মে যে, একমাত্র বুদ্ধের ধর্ম অনুসরণ করিলেই মুক্তির পন্থা পাওয়া যায়।

বুদ্ধের ন্যায় তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ছিল বলিয়া বোধ হয় যুবককে বুদ্ধঘোষ আখ্যা দেওয়া হয় এবং জগতে তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধিলাভ করেন। অতঃপর তিনি জ্ঞানোদয় নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং প্রায় এই সময়েই অভিধর্ম পিটকের প্রথম গ্রন্থ ধর্মসঙ্গনির ভাষ্য অট্‌ঠসলিনীর এক পরিচ্ছেদও রচনা করেন।

বুদ্ধঘোষ সমগ্র ত্রিপিটকের ভাষ্য সঙ্কলন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, রেবত মহাথের তাঁহাকে বলিলেন, 'মূল ত্রিপিটকই শুধু জম্বুদ্বীপে আছে; কিন্তু ভাষ্য পাওয়া যাইবে না, সিংহলী অট্‌ঠকথাই প্রামাণ্য। বুদ্ধ ও সারপুত্র প্রমুখ মহাস্থবিরগণের আলোচনাসমূহ অনুধাবন করিয়া সুপণ্ডিত মহিন্দথের সিংহলীভাষায় এই অট্‌ঠকথা প্রণয়ন করেন, অতএব মাগধী ব্যাকরণ অনুযায়ী আপনিই ইহার অনুবাদ করুন। তাহাতে সমগ্র বিশ্বের উপকার হইবে'।

বুদ্ধঘোষ মহাথের রেবতের উপদেশে সানন্দচিত্তে সিংহলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মহানাম সিংহলের রাজা (৪১০-৪৩২ খ্রীস্টাব্দ) অনুরাধাপুরের অন্তর্গত মহাবিহারের 'মহাপধান' কক্ষে বসিয়া

বুদ্ধঘোষ সঙ্ঘপালথেরের নিকট হইতে সিংহলী অট্‌ঠকথা এবং থেরবাদ শ্রবণ করেন। তখন তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, সিংহলী অট্‌ঠকথা ও থেরবাদের মধ্যেই বুদ্ধের বাণীসমূহ যথাযতভাবে নিহিত আছে। অতঃপর তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট অট্‌ঠকথা অনুবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। ভিক্ষুসঙ্ঘ বুদ্ধঘোষের পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ ত্রিপিটক হইতে দুইটি গাথা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন।

গাথা দুইটিকে মূলরূপে গ্রহণ করিয়া অট্‌ঠকথাসহ পিটকত্রয়ের সাহায্যে বুদ্ধঘোষ 'বিসুদ্ধিমগ্গ' নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। বিসুদ্ধিমগ্গ রচনা সমাপ্ত হইলে বুদ্ধঘোষ সমবেত শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুগণকে তাহা পড়িয়া শুনান। তাহা শুনিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ বুদ্ধঘোষের পাণ্ডিত্যে অতিশয় মুগ্ধ হন এবং উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, 'ইনি নিশ্চয়ই স্বয়ং মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব বা (ভাবীবুদ্ধ)'। তখন ভিক্ষুসঙ্ঘ বুদ্ধঘোষকে ত্রিপিটকের আট্‌ঠকথা (ভাষ্য) সিংহলী ভষা হইতে পালিভাষায় অনুবাদ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। গ্রন্থাকর পরিবেণে অবস্থান করিয়া বুদ্ধঘোষ সিংহলী অট্‌ঠকথা পালিতে অনুবাদ করেন। পুনরায় সিদ্ধকাম বুদ্ধঘোষ জম্বুদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিয়া বোধিবৃক্ষের নিকটবর্তী কোন বিহারে অবস্থান করিতে থাকেন।

ধম্মপদের গাথাগুলি পরমার্থ ভাবধারায় সঞ্জীবিত, পারমীপূর্ণ ব্যক্তি-গণের নিকট ধর্মভাষণ প্রসঙ্গে বুদ্ধ এই গাথাসমূহ উচ্চারণ করিয়া-ছেন। যাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া গাথাসমূহ উচ্চারিত হইয়াছিল, তাঁহারা মার্গফল লাভ করিয়াছিলেন। মার্গফল লাভ করিলে নির্বাণের নিকটবর্তী হওয়া যায়, বুদ্ধ নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাহায্যে নির্বাণ-সাধনা শুরু করিতে হয়, তবে কোন কোন সাধক সম্যক্-ব্যায়াম, সম্যক্-স্মৃতি ও সম্যক্-সমাধি এই তিন প্রকার সমথধ্যানের সাহায্যে বিদর্শনধ্যান লাভ করেন। আবার কোন কোন সাধক শুধু সাম্যক্-দৃষ্টি ও সম্যক্-সঙ্কল্প এই দুই প্রকার বিদর্শনধ্যানের সাহায্যে মার্গফল লাভ করিয়া

নির্বাণ উপলব্ধি করেন। সমথধ্যানে নির্বাণ উপলব্ধি হয় না—বিদশন-ধ্যানেই নির্বাণের পূর্ণ উপলব্ধি হয়। ধম্মপদট্ঠকথায় উল্লেখ আছে যে, ধম্মপদের প্রথম শাখা শ্রবণে ত্রিশ সহস্র, দ্বিতীয় গাথায় চুরাশী সহস্র, তৃতীয় গাথা শ্রবণে শত সহস্র শ্রোতা, মার্গফল চতুষ্টয়ের একটি না একটির অধিকারী হইয়াছিলেন। অট্ঠকথায় শ্রোতাদের সংখ্যা অতিরঞ্জিত করা হইলেও ধম্মপদের প্রত্যেক গাথা শ্রোতাদের বিমুক্তি-রস পরিবেশনে সার্থকতালাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

ধম্মপদের গাথা পঠন ও শ্রবণের সহিত আচরণের সঙ্গতি না থাকিলে দুঃখ মুক্তির উপায় উদ্ভাবন হেত্বুৎপত্তিমূলক জ্ঞানলাভ হয় না। শ্রুতময় ও চিন্তাময় জ্ঞানের সাহায্যে গাথাগুলির নিগূঢ় অর্থ অনুধাবন করিয়া নির্জন জায়গায় বসিয়া ধ্যানানুশীলনে বিমুক্তিরস পান করিয়া লোভ, দ্বেষ ও মোহের অবসান করিতে হয়, তাহাতেই নির্বাণ উপলব্ধি সম্ভব। যাহা অনুভূতির বিষয়, তাহা শুধু আবৃত্তি করিলে কোন ফল হয় না, সুতরাং ধম্মপদের গাথা পঠন ও শ্রবণের সঙ্গে সম্যক্ আচরণের সঙ্গতি রাখিলেই মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়।

ধম্মপদের ৩৬৭ নম্বর গাথায় বলা হইয়াছে যে, প্রকৃত জ্ঞানী নামরূপের প্রতি আসক্তিপরায়ণ হন না; কিন্তু অবিদ্যাচ্ছন্ন অজ্ঞব্যক্তিগণ নামরূপেতে মমত্ব উৎপাদন করিয়া ভাবে—'এতং মম, এসোহমস্মি, এসো মেঅত্তা'—'ইহা (নামরূপ) আমার, ইহাতে আমি অবস্থিত, ইহা আমার আত্মা'। এইরূপে জীব ব্যবহারিক জীবনে মোহাবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে তৃষ্ণা জটায় বিজড়িত হইয়া পড়ে এবং বারংবার সংসারে আনাগোনা করিয়া দুঃখ ভোগ করে। বিদ্যালোকে অলোকিত মুক্তিকামী সাধক পারমার্থিত সত্য উপলব্ধি করিয়া নামরূপের প্রতি নিতৃষ্ণ হইয়া ভাবেন—'নেতং মম, নেসোহমস্মি, ন মেসো অত্তা'—'ইহা আমার নহে, ইহাতে আমি অবস্থিত নহি, ইহা আমার আত্মা নহে'। সাধক এইরূপ চিন্তায় পঞ্চস্কন্ধের প্রতি নিতৃষ্ণ হইয়া সংসার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

সাধারণ জীব 'আমিত্ব' ও 'মমত্ব' এই দুই মিথ্যা দৃষ্টির বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই দৃষ্টির মোহ নিগড়ে আবদ্ধ হইলে সত্যের সন্ধান লাভ করা যায় না। সেজন্য জীব ক্ষণভঙ্গুর পঞ্চস্কন্ধের প্রতি আসক্ত হইয়া ইহাতে 'আমিত্ব' ও 'মমত্ব' উৎপাদন করে। জীবে এই বিভ্রান্তির কারণ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণসুত্তে বলিয়াছেন—'চতুন্নং ভিক্খবে অরিযসচ্চানং অননুবোধা অপ্পটিবেধা এবমিদং দীঘমদ্ধানং সন্ধাবিতং সংসরিতং মমঞ্চেব তুম্হাকঞ্চ'—চতুরার্য সত্যের অননুভূতি হেতুই জীব সংসারে বারবার আনাগোনা করিয়া নিদারুণ দুঃখ ভোগ করে।

সংসারের দৈনন্দিন ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জরিত হইয়া জীবের সাময়িক দুঃখ প্রতীতি জন্মিলেও পরক্ষণে সে তাহাই সুখ বলিয়া মনে করে।

সুতরাং তাহার সাময়িক দুঃখানুভূতিতে প্রকৃত সত্যোপলব্ধির পথ সুগম হয় না। অধিকন্তু সে দুঃখকেই সুখ মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, কিন্তু দুঃখকে প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করিলেই দুঃখ হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। এই সম্যক্ দুঃখানুভূতি ধ্যানানুশীলনেই আসে। মনের উৎকর্ষ সাধন না হইলে কখনও প্রকৃত দুঃখের উপলব্ধি হয় না, দুঃখের সম্যক্ উপলব্ধিতেই দুঃখ বিনাশের হেতু হয়। বুদ্ধ তথাগত এই দুঃখ বিনাশের উপায়স্বরূপ আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ প্রচার করিয়াছেন—সম্যক্-দৃষ্টি, সম্যক্সঙ্কল্প, সম্যক্-বাক্য, সম্যক্-কর্মান্ত, সম্যক্- জীবিকা, সম্যক্-প্রচেষ্টা, সম্যক্স্মৃতি ও সম্যক্-সমাধি। এই অষ্টমার্গের অনুশীলনেই মানুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে। মুক্তিলাভের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা; মুক্তিলাভের অন্য কোন পন্থা নাই। সংসার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য সকল মুক্তিকামী সাধকের এই পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। এই আর্যমার্গের সম্যক্ অনুশীলনেই দুঃখের প্রকৃত অনুভূতি আসে এবং চতুরার্য-সত্য উপলব্ধি করিয়া নির্বাণ প্রত্যক্ষ করা যায়। এইরূপে ধম্মপদের প্রত্যেকটি গাথায় বুদ্ধের সার-কথা চতুরার্য-সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মুক্তি-রস বিতরণ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ত্রিপিটকের মধ্যে ধম্মপদেরই প্রচার সমধিক। পৃথিবীর প্রায় সকল সমৃদ্ধ ভাষাতেই ইহার অনুবাদ আছে; কিন্তু কোন কোন অনুবাদক ধম্মপদকে মামুলী উপদেশমূলক পুস্তক মনে করিয়া উহার অন্তর্নিহিত পরমার্থ ভাবধারার প্রতি যথোচিত মর্যাদা দেন নাই। বৌদ্ধ দর্শনের সহিত সম্যক্ পরিচয় না থাকিলে অনুবাদের মধ্যে ভাব-মাধুর্য রক্ষা করা সম্ভব নহে।

ধম্মপদট্ঠকথায় আচার্য বুদ্ধঘোষ প্রত্যেক গাথার পারমার্থিক ব্যাখ্যা করিয়া গাথা সমূহের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। ইহা সাধনা সাপেক্ষ। শুধু ভাষার বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধ ভাবধারায় অপরিচিত ও সাধনাবিহীন ব্যক্তির পক্ষে ত্রিপিটকের সম্যক্ অর্থ উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়ে। সেজন্য কোন কোন অনুবাদক 'পঠবী' শব্দকে 'পঞ্চস্কন্ধ' রূপে অনুবাদ না করিয়া 'পৃথিবী' বলিয়া অনুবাদ করিয়া ভূ-মণ্ডলের পরিচয় দিয়াছেন। সেরূপ 'লোক' শব্দ। ইহার অর্থও পঞ্চস্কন্ধ। 'সব্বে সঙ্খারা'কে পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, সংজ্ঞা, সংস্কার বিজ্ঞান, বেদনা) অনুবাদ না করিয়া শুধু 'সমস্ত সংস্কার' রূপে অনুবাদ করা হইয়াছে। ইহাতে একটিমাত্র সংস্কার স্কন্ধেরই কথা বলা হয়; অপর চারি স্কন্ধের কথা বাদ পড়িয়া যায়। 'সচিত্তপরিয়োদপনং'-এর অর্থ কাম, হিংসা, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য, কৌকৃত্য ও সন্দেহ এই পঞ্চ নীবরণ হইতে নিজের চিত্তকে পরিশুদ্ধ বা মুক্ত রাখা। কেবল 'স্বীয় চিত্ত বিশুদ্ধ রাখা' অনুবাদ করিলে প্রকৃত অর্থ হয় না। এইরূপ ধম্মপদের অনুবাদ সমূহে আরও অনেক শব্দ দেখা যায়, যেগুলির পারমার্থিক ব্যাখ্যা বাদ দিয়া শুধু ব্যবহারিক ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে। ব্যবহারিক ব্যাখ্যাতেই শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকট হয় না, ইহাতে ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা হয় মাত্র।

ধম্মপদের গাথাগুলিকে অবলম্বন করিয়া ধম্মপদট্ঠ কথায় এক একটা চমৎকার গল্প রচনা করা হইয়াছে। সেই গল্পসমূহের নায়ক-নায়িকার মনের অবস্থানুযায়ী বুদ্ধ গাথাগুলি বলিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা নবজীবন লাভ করিয়া অমৃতের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এই গল্পগুলি জানা না থাকিলে ধম্মপদের গাথার অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। সেজন্য গল্পগুলির সারাংশ পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

ধম্মপদের বিষয়বস্তু আলোচনা করার পূর্বে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে দুই-একটি কথার উত্থাপন করা প্রয়োজন মনে করি।

প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ নীতি ও ধ্যানমূলক। বুদ্ধ তাহা সুস্পষ্ট করিয়াছেন তাঁহার অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিবৃতিতে। এই মার্গের আটটির মধ্যে তিনটি নীতিমূলক, অর্থাৎ কায়িক বাচনিক সংযমের দ্বারা কিরূপে নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী হওয়া যায় সে সম্বন্ধে; আর চারিটি ধ্যানমূলক অর্থাৎ চিত্ত সংযম, চিত্তের একাগ্রতা ও অকুশলচিন্তা ত্যাগ করিয়া কুশল চিন্তায় মনোনিবেশ করা। ব্রহ্মচর্য চিত্তসংযম, চিত্তের একাগ্রতা ও অকুশল চিন্তা ত্যাগ করিবা কুশলচিন্তায় মনোনিবেশ করা। ব্রহ্মচর্য ও চিত্ত সংযম, তৎসহ চিত্তের একাগ্রতা যে মুক্তির প্রথম দুই সোপান, তাহা সকল ধর্মেই প্রায় গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু বৌদ্ধধর্মে এই দুই-এর উপর যতটা গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে ততটা অন্যধর্মে দেখা যায় না। অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাতটি অঙ্গই সব ধর্মাবলম্বীর নির্বিবাদে গ্রহণযোগ্য। এই হিসাবে বৌদ্ধধর্মকে সর্বাদীসম্মত বলা যাইতে পারে।

অন্যান্য ধর্ম হইতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভেদ অষ্টম অঙ্গে, অর্থাৎ সম্যক্‌ দৃষ্টিতে। বৌদ্ধ দর্শনে সম্যক্‌-দৃষ্টি অর্থে বলা হয় জগৎ অনিত্য ও অনাত্ম, এই জ্ঞান। জগতের অনিত্যতা ভারতের বহু দর্শন মতে গৃহীত হইয়াছে; কিন্ত অনাত্মবাদ স্বীকৃত হয় নাই। বুদ্ধ বার বার বলিয়াছেন যে, জগৎ যখন অনিত্য তখন উহাতে নিত্য বা সার বস্তুর স্থান কোথায়?

স্থূল শরীর অথবা সূক্ষ্ম চিত্ত, দুইটিকে বা দুইটির একটিকে জনসাধারণ আত্মা মনে করে, কিন্তু শরীর ও চিত্ত দুইই যখন অনিত্য তখন ইহাদের কোনটিকেই আত্মা অথবা সার যুক্ত নিত্য বলা অযৌক্তিক; আর শরীরের মধ্যে নিষ্ক্রিয় আত্মার কল্পনাও নিরর্থক। বুদ্ধের এই বাণী ভারতের সকল দার্শনিক গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাহার কিছুটা কারণ এই যে বহু প্রাচীন কাল হইতে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা চলিয়া আসিতেছে আর সেই চিরন্তন বিশ্বাস ত্যাগ করা বহু দার্শনিকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বৌদ্ধ দর্শনের সহিত অন্যান্য দর্শনের প্রভেদ আত্মার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মতবাদ গ্রহণের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধদের কর্মফল ও পুনর্জন্ম এমন কি নির্বাণের সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কর্মবাদ, পুনর্জন্ম ও মুক্তির বিশেষ কোন প্রভেদ নাই।

নির্বাণ সম্বন্ধে বুদ্ধের প্রচার যৎসামান্য; কারণ তিনি বারবার শিষ্যদের জানাইয়াছেন যে সাধন মার্গের চরমে না পৌঁছাইলে নির্বাণ যে কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যাঁহারা সাধনার নীচের স্তরে আছেন তাঁহাদের নির্বাণ সম্বন্ধে যতই কিছু বলা হোক না কেন উহাতে অরণ্যে রোদন ব্যতীত আর কোন ফল হইবে না। নির্বাণ এতই গভীর সত্য যে তিনি উহা নিজে উপলব্ধি করার পর উহার প্রচারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যখন তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে চরম বা পারমার্থিক সত্যের কথা উত্থাপন না করিয়া সাধন মার্গের প্রচার ফলপ্রদ হইতে পারে; তখন তিনি ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং তাঁহার ধর্মপ্রচারে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। যাঁহারা ধর্মপ্রচারে বুদ্ধের এই দ্বিধার বিষয় জ্ঞাত আছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, কেন বুদ্ধ নির্বাণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু দেশনা করেন নাই।

তিনি নির্বাণ সম্বন্ধে যতটা সম্ভব আভাস দিয়াছেন; কিন্তু যুক্তি-তর্কের দ্বারা উহার সঠিকরূপে বর্ণনা করা ন্যায়সঙ্গত মনে করেন নাই, তবে তাঁহার পণ্ডিত শিষ্যেরা এই আভাস হইতে যতটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা পিটকের অনেক সুত্তে তাঁহারা প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের সাধনা ও দর্শন সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল তাহা ধম্মপদের তিনটি শ্লোকে সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে, যেমন—

যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো।
চত্তারি অরিয়সচ্চানি সম্মপঞ্ঞায পস্সতি ॥ ১৯০
দুক্খং দুক্খ সমুপ্পাদং দুক্খস্স চ অতিক্কমং।
অরিযট্ঠঙ্গিকং মগ্গং দুক্খূপসমগামিনং ॥ ১৯১
এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং।
এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্খা পমুচ্চতি ॥ ১৯২

এই গাথা তিনটিতে ত্রিশরণ, চতুরার্য-সত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গের উল্লেখ রহিয়াছে। এই তিনটির মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের ব্যাখ্যার উপরই ধম্ম-পদের দৃষ্টি বেশী বলিয়া মনে হয়। ধম্মপদের মুখ্য উদ্দেশ্য গৃহস্থ বা জনসাধারণকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া অর্থাৎ তাঁহারা কি উপায়ে জীবন যাপন করিয়া নৈতিক উন্নতি সাধন করিতে পারেন তাহা বলা হইয়াছে। ৩৩২।৩৩৩ শ্লোকে—

সুখা মত্তেয্যতা লোকে অথো পেত্তেয্যতা সুখা।
সুখা সামঞ্ঞতা লোকে অথো ব্রহ্মঞ্ঞতা সুখা।। ৩৩২
সুখং যাব জরা সীলং সুখা সদ্ধা পতিট্ঠিতা।
সুখো পঞ্ঞায পটিলাভো পাপানং অকরণং সুখো ।। ৩৩৩

সাধারণ গৃহস্থদের জন্য ব্যবস্থা আছে শীলাদি পালন, দানশীলতা, ত্রিরত্নে শ্রদ্ধা, ইন্দ্রিয় সংযম, অপ্রমাদ, রাগ ও দ্বেষত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয় ইত্যাদি। মোহক্ষয় গৃহীদের জন্য নয়। সেজন্য একটিমাত্র শ্লোকে ৩১৮ মোহের সরল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যেমন—'অবজ্জে বজ্জমতিনো' ইত্যাদি; কিন্তু সংসার ত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ বহু শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম ঃ

দুপ্পব্বজ্জং দুরভিরমং দুরাবাসা ঘরা দুখা।
দুক্খো সমান সংবাসো দুক্খানুপতিতদ্ধগূ।
তস্মা ন চ'দ্ধগূ সিযা ন চ দুক্খানুপতিতো সিযা।। ৩০২

অষ্টাঙ্গিক মার্গে তিন সাধনা—কায় মন ও বাক্‌সংযম সংক্রান্ত। কায ও বাক্‌সংযমের জন্য বৌদ্ধশাস্ত্রে শীলাদি পালনের ব্যবস্থা আছে। শীল অর্থে ধম্মপদে ২৪৬ শ্লোকে পঞ্চশীলের উল্লেখ দেখা যায়, দশ শীলের নয়, উহার কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে। ধম্মপদের মুখ্য উদ্দেশ্য গৃহস্থদের নৈতিক শিক্ষাদান। যদিও শ্রমণ ও ভিক্ষুদের প্রতি উপদেশ কিছু কম নাই, তবুও উহা ধম্মপদের গৌণ উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে। শীল পালনের দ্বারা সাধক নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী হইতে পারেন এবং উহাই বৌদ্ধ সাধনার প্রথম সোপান।

ব্রহ্মচর্য সাধনা সম্পন্ন করার পর, সাধককে চিত্ত সংযমের উপদেশ দেওয়া হয় এবং চিত্ত সংযমের ফলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ সাধিত হয়। চিত্তই যে সর্ব দুঃখের কারণ এবং সর্ব মানসিক ক্রিয়াদির অগ্রগামী। ঐ চপল চিত্তকে দমন করা যে সুকঠিন তাহা ধম্মপদের বহুশ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। চিত্ত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ

দূরঙ্গমং একচরং অসরীরং গুহাসয়ং।

যে চিত্ত সঞ্ঞ্ঞেস্সন্তি মোক্খন্তি মার বন্ধনা ।। ৩৭

এরূপ চিত্তকে দমন করার একমাত্র উপায় ধ্যান ও ধারণা। তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে ধম্মপদের ৩৭২ শ্লোকে ঃ

নত্থি ঝানং অপঞ্ঞ্ঞেস্স, পঞ্ঞ্ঞা নত্থি অঝাযতো।

যম্হি ঝানঞ্চ পঞ্ঞ্ঞা চ স বে নিব্বাণ সন্তিকে ।। ৩৭২ ।।

এই ধ্যান ও প্রজ্ঞার কথা ভিক্ষু বর্গে স্থান দেওয়া হইয়াছে; কারণ উহা ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। শ্রমণ ও ভিক্ষুদের জন্য বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে, যেমন অশুভ ভাবনা—জরাবর্গে, অরণ্যবাস, শূন্যতা, অনিমিত্ততা ও জ্ঞানার্জন—অরহন্ত বর্গে এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহত্যাগ—ব্রাহ্মণ বর্গে ইত্যাদি।

অষ্টাঙ্গিক মার্গে দ্বিতীয় সোপান—চিত্ত সংযম, চিত্তের একাগ্রতা ও অকুশল চিন্তা ত্যাগ, কুশল চিন্তার প্রযাস। চিত্ত দমনের একমাত্র উপায় ধ্যান। বৌদ্ধশাস্ত্রে উহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ত্রিপিটকের আলোচনা সর্বজনপ্রিয় হয় না, যেহেতু পণ্ডিত সাধকরাই কেবল উহা অনুধাবন করিতে পারেন; সে জন্য ঐ সমস্ত বিষয় গৃহস্থ বা অন্য ধর্মাবলম্বী বা শ্রমণের জন্য শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া ধম্মপদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রথম দুই সোপান অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য পালন ও চিত্ত সংযম শিক্ষার জন্য সাতটি অঙ্গের ব্যবস্থা রহিয়াছে। একটি মাত্র অঙ্গ বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ক সম্যক্-দৃষ্টি, ইহাই বুদ্ধের নিজস্ব মত। উহার সত্যতা সম্বন্ধে তিনি যে কতটা স্থির নিশ্চয় তাহা সর্বজ্ঞ মহাপুরুষের বাণীতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ঃ

সব্বাভিভূ সব্ববিদূহমস্মি
সব্বেসু ধম্মেসু অনুপলিত্তো।
সব্বঞ্জহো তণ্হক্খযে বিমুত্তো
সযং অভিঞ্ঞায কমুদ্দিসেয্যং ? ॥ ৩৫৩

বুদ্ধের সম্যক্-দৃষ্টি ধম্মপদে কি ভাবে আলোচিত হইযাছে তাহাই এখন আমাদেব বক্তব্য।

প্রথম সাধনাব দিক হইতে বুদ্ধ পুনঃ পুনঃ বলিযাছেন যে 'অত্তা হি অত্তনো নাথো' (৩৮০) 'ন তং মাতাপিতা কযিবা অঞ্ঞেবাপিচ ঞাতকা' (৪৩) 'ন সন্তি পুত্তা তানায ন পিতা নাপি বান্ধবা' (২৮৮) ইত্যাদি। মানুষকে নিজেব মুক্তি নিজেই অর্জন কবিতে হইবে। কোন দেবতা বা পিতামাতা বা পুত্র কেহই মুক্তি দানে সাহায্য করিতে পাবিবে না। প্রত্যেক পুরুষকে স্বকীয় বীর্য ও সাধনাব উপর নির্ভর কবিতে হইবে। হোমাগ্নি, যজ্ঞ বা দেব-দেবীব পূজাব দ্বাবা মুক্তিলাভ অথবা এমন কি স্বর্গলাভ হওয়াও সম্ভব নয। আত্মনির্ভবশীল হওযা যে সকলের একান্ত প্রযোজন ইহাই তিনি প্রচাব কবিযাছিলেন এবং তাহাব জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদেব নিকট অপ্রীতিভাজন হইযাছিলেন।

দ্বিতীযতঃ তিনি বলিযাছেন যে সংসাব অনিত্য ও অনাত্ম—সে জন্য উহা দুঃখময। সংসাবেব জীব এবং বস্তুসমূহ যে নিত্যবস্তু নহে—উহারা পবিবর্তনশীল, তাহা সকলেরই জ্ঞাত। সুতবাং তাঁহাব অনিত্যতা মত লইযা বিশেষ মতভেদ দেখা যায না, তবে কেহ কেহ বলেন যে তিনি অণুপবমাণুব নিত্যতা স্বীকাব করিযাছিলেন; কিন্তু অণুপবমাণুব সমষ্টিগত-ভাব অর্থাৎ সংস্কৃত বস্তু অনিত্য ইহা বলিযাছেন। এই মতেব জন্য যুক্তিতর্ক ও বুদ্ধ বচনের প্রযোগ যথেষ্ট কবা হইযাছে, তবে বেশীব ভাগ সম্প্রদায অনিত্যতা অর্থে সংসাবেব সকল জীব ও বস্তুব ক্ষণভঙ্গুরতা ও বিনাশিতা স্বীকার কবিযাছে; অণুপবমাণুকে সমষ্টিগতভাব বা সংকৃত বলিযা প্রতিপাদন করিযাছেন এবং এই ব্যাখ্যাই ধম্মপদেও গৃহীত হইযাছে।

১৭০ শ্লোকে দেখা যায় লোক ও জগৎকে জলবুদ্বুদ বা মরীচিকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং ১৭১ শ্লোকে জীবদেহকে রথের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ৪৬ শ্লোকে মানবদেহকে বলা হইয়াছে ফেন-পিণ্ড বা মরীচিকা তুল্য। সাধকেরা যেন জগৎশূন্য ও লক্ষণবিহীন—এই জ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্ট হন। সুতরাং ধম্মপদে জগৎ বা সংসার অনিত্য অর্থে উহার স্বভাব বা চির অস্তিত্ব বা নিত্যত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। এক কথায় জগৎ মায়া বিশেষ। ফেন-পিণ্ড বা মরীচিকা তুল্য।

সংসার যদি অনিত্য হয় তাহা হইলে উহাতে সার বা নিত্য বস্তু কি করিয়া থাকিতে পারে। সেজন্য বুদ্ধ বলিয়াছেন যে সংসার অনিত্য ও অনাত্ম। অনিত্য জীবদেহে নিত্য আত্মার অবস্থান কল্পনা তাঁহার মতে ভ্রমাত্মক। ধম্মপদে ৬২ ও ২৭৯ শ্লোক দু'টিতে সেজন্য বলা হইয়াছে, 'অত্তাহি অত্তনো নত্থি' 'সব্বে ধম্মা অনত্তা'। নামরূপ অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিকে কেহ কেহ আত্মা কল্পনা করিয়া ভ্রমে পতিত হন। সেজন্য ৩৬৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে ঃ

সব্বসো নামরূপস্মিং যস্‌স নত্থি মমায়িতং।
অসতা চ ন সোচতি স বে ভিক্‌খুতি বুচ্চতি ॥ ৩৬৭

নির্বাণ সম্বন্ধে ধম্মপদে কি উক্তি আছে এখন তাহা দেখা যাক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বুদ্ধ নির্বাণ সম্বন্ধে যথা সম্ভব নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কি কারণে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। শিষ্যেরা কিন্তু বুদ্ধের ন্যায় নির্বাণ সম্বন্ধে কোন বিবৃতি না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। ধম্মপদেও কিছু কিছু আভাস আছে ঃ যেমন, 'নিব্বাণং পরমং বদন্তি বুদ্ধা' (১৮৪), 'নিব্বাণং পরমং সুখং' (২০৪), 'নিব্বাণং যোগক্‌খেমং অনুত্তরং' (২৩), 'অধিগচ্ছে পদং সন্তং, সঙ্খারূপসমং সুখং' (৩৮১), 'অমতং পদং' (১১৪) ইত্যাদি। এই সকল বাক্য হইতে বুঝা যায় যে নির্বাণকে চরম মোক্ষাবস্থার স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। উহাতে নির্বাণের সদ্ভাব কল্পনা আসিয়া পড়ে; কিন্তু বুদ্ধ বলিয়াছেন, নির্বাণ অনির্বচনীয়, উহার সম্বন্ধে যদি কিছু বলা

যায় তাহা কেবল 'নেতি নেতি' দ্বারা বলা যাইতে পারে' যেমন অদুঃখ, অসুখ. অব্যাধি, অজর, অমর,অস্কন্ধ, অসাংসার ন অন্ত, ন অনন্ত ইত্যাদি। উহাকে কোন পদ বা অবস্থা বলা বুদ্ধের মতে সমীচীন নয়।

ধম্মপদ সঙ্কলিত হইয়াছে জনসাধারণের জন্য। সেই কারণে ঠিক দার্শনিক মতানুযায়ী নির্বাণের স্বরূপ দেওয়া হয় নাই। নির্বাণ শান্তি ও আনন্দে পরিপূর্ণ এই ব্যাখ্যা ঠিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় কি রূপে? বিরাগকে কেনই বা নির্বাণ নামে অভিহিত করা হইবে তাহাও বুঝা যায় না। এই ধম্মপদে এমন কথাও আছে যাহা হইতে বুঝা যায় যে নির্বাণ অকল্পনীয়, যেমন ঃ

আকাশে বা পদং নত্থি সমনো নত্থি বাহিরে।
পপঞ্চাভিরতা পজা নিপ্পপঞ্চা তথাগতা ॥ ২৪৫

এই শ্লোকে তথাগত অর্থাৎ নির্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধ 'নিপ্প্রপঞ্চ' অর্থাৎ কোন বিবৃতি সাপেক্ষ নহেন, ইহা বলা হইয়াছে। তুলনা করা হইয়াছে—আকাশে পদচিহ্নের সহিত,১৮০ শ্লোকে বলা হইয়াছে তং বুদ্ধ মনন্ত গোচরং অপদং। এরূপ বাক্য প্রয়োগের দ্বারা মনে হয় নির্বাণের ব্যাখ্যা ধম্মপদে সঠিকভাবে পাওয়া যায় না, অথবা বলিতে হয় ধম্মপদ সঙ্কলনের যুগে নির্বাণ সম্বন্ধে 'অমৃতপদরূপ' কোন এক অনির্বচনীয় অবস্থার কল্পনা প্রচলিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্মের ও বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন দিক দিয়া ইহার মূলতত্ত্ব বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে গেলে সমগ্র ত্রিপিটকে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন না হইলে ইহার ধরন ধারণ ও মর্মার্থ গ্রহণে অসুবিধার পড়িতে হয়। সেজন্য এ ক্ষেত্রে আমরা বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদর্শন বিষয়ে বিশদ আলোচনার কথার অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া এ গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিশ্ব বরেণ্য পণ্ডিতগণের অভিমত এবং ধম্মপদ গ্রন্থের পূর্ববর্তী সমকালীন ও পরবর্তী গ্রন্থগুলির তুলনামূলক আলোচনার বিশিষ্ট প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মণীষীবৃন্দের মন্তব্য যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়া যাওয়ার আকাঙ্খা করি।

প্রাচীন উপমহাদেশীয় সভ্যতার বাহন বলে যে কয়খানি গ্রন্থ আধুনিক বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, উহার মধ্যে চতুর্বেদ, ত্রিপিটক, মহাভারত, রামায়ণ, মনুসংহিতা এবং মহাকবি কালীদাসের মেঘদূত ও শকুন্তলা এইগুলিই প্রধান। এইগুলির মধ্যেও আবার প্রথমোক্ত তিনখানি অর্থাৎ চতুর্বেদ, ত্রিপিটক ও মহাভারত একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। উক্ত গ্রন্থত্রয় প্রাচীন উপমহাদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির তিনখানি বিশ্বকোষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বেদ, ত্রিপিটক ও মহাভারতের বিপুল সংস্কৃতি মণ্ডলের উজ্জ্বলতম প্রকাশ ও পরিণতি ঘটিয়াছে তিনটি সংহত কেন্দ্রে। উপমহাদেশীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির এই তিনটি প্রকাশ কেন্দ্র যথাক্রমে উপনিষদ্, ধম্মপদ ও ভাগবতগীতা। উপমহাদেশীয় চিত্তের অভিবর্তনের আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন; 'ভারতের ইতিহাসে আমরা প্রাচীন কাল হইতেই দেখিয়াছি, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাঁহার চিত্ত বরাবরই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে ; ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ্—তাঁহার উপনিষদ্, তাঁহার গীতা, তাঁহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম সমস্তই এই মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী—ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাপরিচয়।

বৌদ্ধ ধর্মের পূর্ণতম ও সংহততম প্রকাশ ঘটিয়াছে ধম্মপদ গ্রন্থে। সুতরাং উপনিষদ্, গীতা ও ধম্মপদকে জড়ত্বের বিরুদ্ধে পাক-ভারতীয় চিৎশক্তির জয়লব্ধ শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়।

সমগ্র বৈদিকযুগ ব্যাপী চিত্ত মন্থনের ফলে যে অমৃত উঠিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় বারখানি উপনিষদ্ গ্রন্থে। মহাভারতীয় সংস্কৃতির জগতে গীতার স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'আতস কাচের এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর এক পিঠে তেমনি তাহারই সংহত দীপ্তি রশ্মি।' মহাভারতেও তেমনি এক দিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর এক দিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি, সেই জ্যোতিটিই ভাগবতগীতা। —ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরমতত্ত্বকে দেখিয়াছিল। মানুষের সকল চেষ্টাই

কোন্খানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে, মহাভারত সকল পথের মাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে—তাহাই গীতা।

'ভারতচিত্তের সমস্ত প্রয়াসকেই এক মূল সত্যের মধ্যে এক করিয়া দেখাই মহাভারতের দেখা। তাই মহাভারতের এই গীতার মধ্যে লজিকের ঐক্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের ঐক্যতত্ত্ব আছে'—ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা : পরিচয়।

বিশাল মহাভারতে গীতার যেমন বিপুল স্থান তদ্রূপ দিগন্তবিসারী বারিধিতুল্য ত্রিপিটক সাহিত্যে ধম্মপদের স্থানও বিরাট। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—'ভাগবতগীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে যেমন একস্থানে একটি সংহত মূর্তিদান করিয়াছেন, ধম্মপদ গ্রন্থে ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে'—ধম্মপদ : ভারতবর্ষ।

বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ্, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও অনুরূপ উক্তি করিয়া গিয়াছেন, 'আমরা শ্রীমৎ ভাগবতগীতার যেরূপ সমাদর করি, বৌদ্ধগণ ধম্মপদ গ্রন্থেরও তদ্রূপ সমাদর করিয়া থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সকল ধর্মের সার স্বরূপ গীতোক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, বুদ্ধ তথাগতও সেইরূপ ধম্মপদ গ্রন্থে স্বীয় ধর্মের স্থূলমর্ম সংক্ষিপ্ত ভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন'—চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত : ধম্মপদ, ভূমিকা, প্রথম সংস্করণ।

উপনিষদ্, ধম্মপদ ও গীতা এই তিনটি উপমহাদেশীয় সংস্কৃতির মুখ্যতম প্রতীক। সুতরাং এই সংস্কৃতির ইতিহাসে ধম্মপদের স্থান নির্ণয় করিতে হইলে উপনিষদ্ ও গীতার সঙ্গে উহার সম্বন্ধ বিচার করার প্রয়োজন থাকে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অত্যাবশ্যক কাজটি এখনও পর্যন্ত যথোচিতভাবে সম্পন্ন হয় নাই। সংস্কৃতিমণ্ডলের এই তিনটি উজ্জ্বলতম কেন্দ্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন উহাদের ঐতিহাসিক কালক্রম এবং তৎকালীন সংস্কৃতিগত পরিবেশ

সম্বন্ধে সুস্পষ্ট পরিচয লাভ। এইস্থানে সে আলোচনা সম্ভব নয। ধম্মপদ গ্রন্থের পরিচয় প্রসঙ্গে এই বিষযে সাধারণভাবে কযেকটি কথা বলাই আমাদের পক্ষে উত্তম। বলা বাহুল্য, এই সব ক্ষেত্রে পণ্ডিত মহলে মতভেদের অবকাশ কম নয। আমরা মতানৈক্যের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করিবা এই বিষযে সাধারণতঃ স্বীকৃত সিদ্ধান্তগুলির পরিচয দিয়া যাওযাই উচিত মনে করি। (তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাবকাল (খ্রীস্ট-পূর্ব ৫৬৩—৪৮৩ অব্দ) যে উপনিষেদের যুগের অব্যবহিত পরবর্তী, এই বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে তেমন মতভেদ নাই। সুতরাং (খ্রীস্ট-পূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতককে) মোটামুটিভাবে উপনিষদ্ রচনা কাল বলিযা গণ্য করা হইয়াছে।) এই বিষযে ভারততত্ত্ববিদ্ কীথ সাহেব (A. B. Keith) -এর মত উদ্ধৃত করা যাইতেছে : The death of Buddha falls in all probability somewhere within the second decade of the fifth century before christ : the older Upanishads can therefore be datde as on the whole not later than 550 B. C. From that basis we must reckon backwards, taking such periods as seem resonable.—Cambridge : History of India, Vol. 1, P. 112. [বুদ্ধের মৃত্যু হয সম্ভবতঃ খ্রীস্ট-পূর্ব পঞ্চম-শতাব্দীর দ্বিতীয দশকের কোন সময়ে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন উপনিষদ্গুলিকে খ্রীস্ট-পূর্ব ৫৫০ সালের এ দিকে আনা যায না। উপনিষদের যুগ নির্ণয় করিতে হইলে ঐ তারিখ হইতে সম্ভবতঃ পশ্চাৎ গণনা করিবাই অগ্রসর হইতে হইবে। এই গ্রন্থের অন্যত্র কীথ্ বলিযাছেন : We must legitimately carry the Upanishads of the older type later than 550 or perhaps more probably 600 B. C. .

[অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ধরনের উপনিষদ্গুলিকে আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে খ্রীস্ট-পূর্ব ৫০০ অব্দের এদিকে টানিয়া আনিতে পারি না ; এমনকি ঐগুলি খ্রীস্ট-পূর্ব ৬০০ অব্দেরই পরবর্তী নয, ইহাই অধিকতর সম্ভব।] ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নয যে, খ্রীস্ট-পূর্ব সপ্তম শতকই উপনিষদ রচনার মুখ্যকাল।

এবার ভাগবতগীতার রচনা কাল-সম্বন্ধে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস লেখক ভিনটারনিটস্ (Winternitz) বলেন : There is evidence from inscriptions that, as early as the beginning of the second century B.C. the religion of the Bhagabatas had found adherents even among the Greeks in Gandhara, It is perhaps not too bold to assume that the old Bhagabatgita was written at about this time as an Upanishad of the Bhagabatas. —History of Indian-Literature : Vol 1, P 437—38..

[প্রাচীন খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে খ্রীস্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকের আরম্ভকালে গান্ধারবাসী গ্রীকদের মধ্যেও কেউ কেউ ভাগবত ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মূল ভাগবতগীতা ভাগবত সম্প্রদায়ের উপনিষদ্ হিসাবে এই সময়েই লিখিত হইয়াছিল। এই অনুমান সম্ভবতঃ খুব অযৌক্তিক নয়।]

কৃষ্ণ প্রবর্তিত ভাগবত ধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণেরা প্রথমে প্রসন্ন ছিলেন না; কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহারা বাসুদেব কৃষ্ণকে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়াই স্বীকার করেন এবং ভাগবত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করেন। বিদেশীদূত হেলিওদোরসের বিদিশাস্থ গরুড়স্তম্ভ লিপি হইতে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, খ্রীস্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকেই বাসুদেব কৃষ্ণ গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুরূপে পূজিত হইতেন। কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর এই অভিন্নতা প্রথম কখন স্বীকৃত হয়, সে সম্বন্ধে ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেন : A clear indication of the identification of Vasudeva with Narayana—Vishnu is found in the Taittiriya Aranyaka, The Aranyaka probably dates from the third century B. C.—Early History of the Vaishnava Sect (1936) : P 107.

[বাসুদেব (কৃষ্ণ) ও বিষ্ণুর অভিন্নতা স্বীকৃতির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে। এই আরণ্যকটি সম্ভবতঃ খ্রীস্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের বই।

উক্ত পুস্তকেই ডক্টর রায়চৌধুরী বলেন, 'খ্রীস্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের একটি ব্রাহ্মণ্যগ্রন্থে যে বাসুদেবকে বিষ্ণু বলিয়া স্বীকার করা হইল ইহা তাৎপর্যহীন নয়'। তিনি অনুমান করেন অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণেরা আত্মরক্ষার্থ ভাগবত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াই বাসুদেব কৃষ্ণে বিষ্ণুত্ব আরোপ করেন; ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারেরও এই মত।

গীতায়ও কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এক স্থলে (১০।২১) কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, 'আদিত্যানামহং বিষ্ণু'। তারপর অর্জুনও তাঁহাকে দুই বার বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন (১১।২৪।৩০), অতএব গীতাকে অশোকের পরবর্তীকালের গ্রন্থ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। সব ঐতিহাসিক অবশ্য এই বিষয়ে একমত নহেন। কালিনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙের মতে গীতা, খ্রীস্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্ববর্তী। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকারের মতে উহা খ্রীস্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকের সূচনাকালের পরবর্তী নয়; কিন্তু কাহারও মতেই গীতা বুদ্ধের পূর্ববর্তী নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নহেন। তাহা হইলেও তাঁহার ন্যায় মনীষীর ইতিহাস-দৃষ্টির একটি বিশেষ মূল্য আছে। সুতরাং গীতার ঐতিহাসিক সত্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত উদ্ধৃত করা অসমীচীন হইবে না। রবীন্দ্র সদনে রক্ষিত একখানি পত্রে (১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ তারিখে লিখিত) তিনি গীতার স্বরূপ সম্বন্ধে এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, 'গীতার ঠিক ইতিহাসটি পাওয়া গেলেই ওর হেঁয়ালীর মীমাংসা পাওয়া যাইত। গীতার মধ্যে কোন একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে, তাই ওর নিত্য অংশের সঙ্গে একটা ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাঁধিয়ে দিয়েছে। কোনো একজন মহাপুরুষের বাক্যকে কোনো একটি সংকীর্ণ ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করলে যে রকমটি হয়, গীতায় সেরকম একটা টানাটানি আছে। অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্য আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তার মধ্যেও বিশুদ্ধ সত্যের

সবলতা নেই। আমার মনে হয়, বৌদ্ধ উপদেশ ভারতবর্ষকে যখন নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল, যখন অহিংসা ধর্মের সাত্ত্বিকতা কেবলমাত্র negetive লক্ষণাক্রান্ত; সুতরাং পূর্ণ সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল, তখন কোনো একজন মনস্বী পূর্বতন গুরুর উপদেশকে কর্মোৎসাহকরভাবে ব্যাখ্যা করে-ছিলেন। সম্মুখে একটি সাময়িক প্রয়োজন অত্যন্ত উৎকটভাবে থাকতে ব্যাখ্যাটির মধ্যে খুব উচ্চভাবের সঙ্গেও তর্ক-চাতুরী খানিকটা না মিশে থাকতে পারেনি। গীতার সঙ্গে সঙ্গে গীতার সেই ইতিহাসটি যদি দেখতে পাওয়া যেত, তা হলে বোঝাবার পক্ষে ভারি সুবিধা হত।

গীতা রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে যুদ্ধে প্রবর্তনা দান, আর প্রাণহননে বিরুদ্ধ মানাভাবকে প্রশমিত করা। গীতা পড়িলে মনে হয়, তৎকালের দেশে যুদ্ধ বিমুখ মনোভাব খুবই প্রবল ছিল, অথচ যুদ্ধ করিবার প্রয়োজনও প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই রকম সঙ্কট দেখা দিয়াছিল কখন? আমরা জানি কলিঙ্গ যুদ্ধ (খ্রীস্ট-পূর্ব ২৬১)-এর পর হইতেই সম্রাট অশোক যুদ্ধ পরিহার নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, আর মৃত্যুর অল্পকাল পর হইতেই (খ্রীস্ট-পূর্ব ২৩২ অব্দ) বৈদেশিকদের উপর্যুপরি ভারত আক্রমণ আরম্ভ হয়। এই সময়েই দেখা দেয় হিংসা বিরোধী মনোভাবকে অতিক্রম করিয়া যুদ্ধে প্রবর্তনা দিবার তথা ধর্ম ও যুদ্ধকে সমন্বিত করিবার প্রয়োজন। আত্মার অনশ্বরত্বের কথা উত্থাপন করিয়া নরহননের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যকতা দেখা দেয় ঐ রকম সঙ্কটকালেই। তাই গীতাকারকে তর্ক-চাতুরীর আশ্রয় লইয়াই প্রাণীহত্যা ও আত্মার অনশ্বরত্বের অবিরোধ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে এবং ঐতিহ্যগত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রসংগে কৃষ্ণার্জুন-সংবাদের অবতারণা করিয়া ধর্মব্যাখ্যাচ্ছলে যুদ্ধের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে হইয়াছে। এই সব যুক্তির যদি কোন সারবত্তা থাকে তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, অশোকের মৃত্যুর পরে খ্রীস্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে যখন অশ্বমেধ পরাক্রম পুষ্যমিত্র প্রমুখ নৃপতিরা বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার কাছাকাছি কোনো সময়ে গীতা রচিত হইয়াছিল।

ধম্মপদের রচনাকাল

বুদ্ধোপদিষ্ট ধম্মপদের সংগে গীতার পৌর্বাপর্য নির্ণয় উপলক্ষে ধম্মপদের রচনাকাল সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা প্রয়োজন।

বৌদ্ধ প্রসিদ্ধি অনুসারে বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ প্রভৃতি তাঁহার তিরোধানের পর অন্ততঃ তিন কিস্তিতে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই সঙ্কলন কার্যের সূত্রপাত হয় মহাপরিনির্বাণ (খ্রীস্ট-পূর্ব ৪৮৩ অব্দ)-এর অত্যল্পকাল পরেই রাজ-গৃহের মহাসংগীতি (খ্রীস্ট-পূর্ব ৪৭৭ অব্দ)-তে। এ কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বুদ্ধের বিশ্বস্ত শিষ্য সম্প্রদায়; কিন্তু তখন সঙ্কলনকার্য স্পষ্টত'ই সম্পূর্ণ হয় নাই এবং মতভেদেরও অবসান ঘটে নাই। তাই আরও একশত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় মহাসংগীতি (খ্রীস্ট-পূর্ব ৩৭৭ অব্দ)আহ্বানের প্রয়োজন অনুভূত হয়; আর তৃতীয় মহাসংগীতি আরম্ভ হয় পাটলিপুত্রে প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বকাল (খ্রীস্ট-পূর্ব ২৪৭ অব্দ)-এ। এই তৃতীয় কিস্তিতে বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য যে রূপ ধারণ করে, বৌদ্ধগণের মতে, তাহাই রাজপুত্র (মতান্তরে রাজভ্রাতা) মহেন্দ্র তাম্রপর্ণী অর্থাৎ সিংহল দ্বীপে লইয়া যান। সেখানে এই বিপুল সাহিত্য আরও দুইশত বৎসর মুখে মুখেই সংরক্ষিত ও প্রচারিত হয় এবং সিংহলরাজ বট্টগামনি (খ্রীস্ট-পূর্ব ৮৮--৭৬ অব্দ)-র শাসনকালে স্থায়ী-ভাবে লিপিবদ্ধ হয়। এই বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত এবং তাই ত্রিপিটক নামে পরিচিত। ইহার ভাষার নাম পালি। এই পালি ত্রিপিটক কালক্রমে ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। রক্ষা পাইয়াছিল শুধু সিংহলে এবং সেইখান হইতে প্রচারিত হইয়াছিল ব্রহ্ম এবং শ্যামদেশে।

সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্ম এই তিনটি বৌদ্ধ দেশেই মূল ত্রিপিটক এতকাল শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে অধীত ও রক্ষিত হইতেছিল। অবশেষে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে পাশ্চাত্য মনীষীদের আগ্রহে এই সিংহলী ত্রিপিটক শিক্ষিত সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছে।

ত্রিপিটকের তিনটি বিভাগের নাম যথাক্রমে বিনয, সূত্র ও অভিধর্ম। বিনয পিটকে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়ম ও অনুশাসনাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। সূত্র পিটকে আছে বুদ্ধের বাণী ও তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের বিবরণ; আর অভিধর্ম পিটকে আছে এই ধর্মের তত্ত্ব বিশ্লেষণ। ইতিহাসের বিচারে পিটকত্রয়ের মধ্যে সূত্র পিটকের মূল্যই সর্বাপেক্ষা বেশী। বস্তুতঃ বেদসমূহের মধ্যে ঋগ্‌বেদের যে স্থান, বৌদ্ধ ধর্ম সাহিত্যে সূত্র পিটকেরও সেই স্থান। বুদ্ধের জীবন-চরিত ও বাণী তাঁহার প্রচারিত ধর্ম এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যবর্গের ইতিহাস রচনার প্রধান অবলম্বনই এই সূত্র পিটক। বৌদ্ধ সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট রচনাসমূহও সঙ্কলিত হইয়াছে এই পিটকেই। ধম্মপদ গ্রন্থটিও এই পিটকেরই অন্তর্গত। সুতরাং ইহার আরও একটু বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

সূত্র পিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এক একটি ভাগকে বলা হয় নিকায অর্থাৎ সংগ্রহ। নিকাযগুলির নাম যথাক্রমে দীঘ, মজ্‌ঝিম, সংযুক্ত, অঙ্গুত্তর এবং খুদ্দক। এই খুদ্দক নিকায়ে পনেরখানি বিভিন্ন প্রকৃতির গ্রন্থ সঙ্কলিত হইযাছে। এই গ্রন্থগুলিও এক সময়ের রচনা নহে। বিভিন্ন সময়ে রচিত এই গ্রন্থসমূহ যে পরবর্তীকালে একত্র সঙ্কলিত হইয়া খুদ্দক নিকায নামে সূত্র পিটকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে পণ্ডিত মহলে কোন মতভেদ নাই, কিন্তু এই সব গ্রন্থই যে অর্বাচীন তাহা নহে বরং বৌদ্ধদের রচিত কোন কোন প্রাচীনতম পুস্তকও এই নিকাযে স্থান পাইযাছে। শুধু তাহাই নহে, বৌদ্ধদের রচিত যে-সব গ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের মধ্যে স্থান পাইতে পারে, সেইগুলিও এই নিকায়েরই অন্তর্গত। খুদ্দক নিকাযে সঙ্কলিত পনেরখানি গ্রন্থের মধ্যে

দ্বিতীয় গ্রন্থ ধম্মপদই সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং এক হিসাবে ভারতীয় প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠদান বলিয়া স্বীকৃত।

ধম্মপদ রচনাকাল সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট প্রমাণ কোথাও নাই। এ বিষয়ে কতকগুলি পরোক্ষ প্রমাণের উপরেই ঐতিহাসিকগণের একমাত্র নির্ভর। নিষ্ঠাবান বৌদ্ধদের বিশ্বাস ধম্মপদের উপদেশাবলী স্বয়ং বুদ্ধেরই মুখনিঃসৃত এবং ত্রিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় বুদ্ধের পরিনির্বাণের অত্যল্পকাল পরেই রাজগৃহের মহাসঙ্গীতিতে সঙ্কলিত হয়। সুতরাং তদনুসারে ধম্মপদের গ্রন্থাকারে সঙ্কলনকাল হইতেছে খ্রীস্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকের প্রথমাংশ। গীতার ন্যায় ধম্মপদের উপদেশসমূহ ছন্দোবদ্ধ ভাষায় রচিত।

প্রচলিত ত্রিপিটকের মধ্যেই রাজগৃহ ও বৈশালীর মহাসংগীতির উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, বর্তমান ত্রিপিটকের সঙ্কলন কাল বুদ্ধের অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পরবর্তী। সুতরাং ধম্মপদও সম্ভবতঃ তৎপূর্ববর্তী নহে। একটি বৌদ্ধ প্রসিদ্ধি আছে যে, ধম্মপদের অপ্পমাদ বগ্গ (দ্বিতীয় অধ্যায়) প্রিয়দর্শী অশোক (খ্রীস্ট-পূর্ব ২৭২-৩২ অব্দ) কে আবৃত্তি করিয়া শোনান হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, খ্রীস্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বেই ধম্মপদের সঙ্কলন সমাপ্ত হইয়াছিল। এই অনুমান কতখানি নির্ভরযোগ্য বিচার করিয়া দেখা যাক।

মিলিন্দ-পঞ্‌হ নামক সুখ্যাত পালি গ্রন্থে (খ্রীস্ট-পূর্ব প্রথম শতক) সিংহলে ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ত্রিপিটকের সঙ্কলনকাল আরও পূর্ববর্তী মনে করার হেতু আছে। ভরহুত ও সাঁচির বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণের সময় যে খ্রীস্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতক, উহার প্রমাণ আছে। এই স্তূপের বেষ্টনী প্রাচীর গাত্রে বুদ্ধের জীবন-কাহিনী ও জাতকের অনেক গল্প চিত্রাকারে খোদিত আছে।

ইহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ঐ স্তূপ নির্মাণ কালে ত্রিপিটকে উল্লিখিত বুদ্ধের জীবন-চরিত ও জাতক-কাহিনী সকল সুবিদিত

ছিল। শুধু তাহাই নহে, ভরহুত এবং সাঁচির স্তূপ প্রাচীরে ক্ষোদিতলিপি-সমূহের মধ্যে পেটকী, সুতংতিক, পচনে কাযিক, ধম্মকথিক প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সেই সময়েই পিটক সাহিত্যের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও প্রচার অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছিল। পঞ্চনিকায়জ্ঞের উল্লেখ হইতে মনে হয় তৎকালে সমগ্র সুত্র পিটকই বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল।

এ-সমস্ত এবং আরও অন্যান্য কারণে পণ্ডিতেরা মনে করেন, ত্রিপিটক সাহিত্য খ্রীস্ট-পূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকে, অর্থাৎ অশোকের সময়ে বা তাঁহার কিছু পূর্বে প্রচলিত ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতেই ত্রিপিটক সঙ্কলন কার্যতঃ সমাপ্ত হইয়াছিল এবং অশোককে ধম্মপদের অপ্পমাদ বগ্গ শোনান হইয়াছিল, এই বৌদ্ধ প্রসিদ্ধি ভিত্তিহীন না-ও হইতে পারে। ভাষার বিচারেও দেখা যায় অশোকের অনুশাসনাবলী এবং ত্রিপিটকের ভাষা এক না হইলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। ত্রিপিটক সাহিত্যে রাজগৃহ ও বৈশালীর মহা-সঙ্গতির কথা আছে; কিন্তু পাটালিপুত্রের মহাসঙ্গীতি বা অশোকের নামোল্লেখ পর্যন্ত নাই। তাহাতে ত্রিপিটকে মোটামুটিভাবে অশোকের পূর্ববর্তী বলিয়াই স্বীকার করা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, ধম্মপদে যে বুদ্ধ ধম্ম ও সঙ্ঘ শরণ তথা পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের উল্লেখ আছে, ইহা হইতে উক্ত গ্রন্থকে বুদ্ধের বেশ কিছুকাল পরবর্তী বলিয়া মনে করাই সমীচীন। ভাব্রু অনুশাসনে স্বয়ং অশোক বুদ্ধ ধম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতেছেন, "ভগবান বুদ্ধ যাহা কিছু বলিয়াছেন সবই উত্তম—'এ কেংচি ভংতে ভগবতা বুধেন ভাসিতে সবে সে সুভাসিতে বা'।" এই সম্পর্কেই তিনি সঙ্ঘের ভিক্ষু-সম্প্রদায়কে অভিবাদন করিয়া জানাইতেছেন যে, সদ্ধর্ম (অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের) চিরস্থিতির জন্য ভিক্ষু-ভিক্ষুণী এবং উপাসক-উপাসিকা সকলের পক্ষেই কয়েকটি ধর্মপর্যায় (অধ্যায়) বিশেষভাবে জানা ও স্মরণ রাখা উচিত। অতঃপর অশোক বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য সাতটি ধর্মপর্যায়ের

নাম দিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় অশোকের সময়ও একটি সুবিস্তৃত বৌদ্ধ সাহিত্য বিদ্যমান ছিল ; আর সে সাহিত্য এবং পালি ত্রিপিটক সাহিত্য সম্পূর্ণ এক না হইলেও যে অনেকাংশেই এক তাহার প্রমাণ এই যে, অশোকের নির্দিষ্ট অধ্যায়গুলি আধুনিক ত্রিপিটকেও পাওয়া যায়।

ভাবরুলিপি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় অশোকের সময়েই বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের রীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে,অশোকের সময়ে পূর্বগামী বুদ্ধদেব পূজাও প্রচলিত হইয়াছিল, উহার প্রমাণ অশোকের নিগ্‌লীপ স্তম্ভলিপি। ইহা হইতে জানা যায় অশোক নিজেই 'কোনাগমন' বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে একটি স্তূপ ও একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং ধম্মপদ তথা ত্রিপিটকের অন্যান্য অংশে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ স্মরণ এবং পূর্বগামী বুদ্ধপূজার কথা থাকা সত্ত্বেও সেইসব অংশ অশোকের সমকালীন বা তাঁহার পূর্ববর্তী হওয়া অসম্ভব নহে।

বস্তুতঃ এই সব তথ্য বিবেচনা করিয়াই বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাস লেখক প্রসিদ্ধ ভিনটারনিট্‌স্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন : At some period prior to the second century B. C., probably as early as the time of Asoka or a little later, there was a Buddhist canon, which, if not entirely identical with our Pali canon, resembled it very closely. The texts contained in the later hard back to early period, not so very far removed from the time of Buddha himself, and in any case may be regarded as the most trust worthy evidences of the orignl dretrine of Buddha and the Buddhism of the first two centuries after Buddhas death. —History of Indian Literature : Vol. II, P. 18.

[অশোকের সমকালে অথবা তাঁহার কাছাকাছি সময়ে, কিন্তু খ্রীস্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্বেই, এমন একটি বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য ছিল যাহা আধুনিক পালি ত্রিপিটকের সঙ্গে অবিকল এক না হইলেও অনেকাংশেই উহার অনুরূপ। প্রচলিত ত্রিপিটকে যে পাঠ পাওয়া যায়, তাহা খুবই প্রাচীন এবং বুদ্ধের সময় হইতে খুব দূরবর্তী নয়, উহাকেই বুদ্ধের মূলনীতি তথা তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী প্রথম দুই শতকের বৌদ্ধ ধর্মের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করা যায়।]

বলা বাহুল্য, ত্রিপিটকের সমস্ত অংশ একই সময়ে রচিত হওয়াও সম্ভব নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, খুদ্দক নিকায়ের পনেরখানি গ্রন্থের কতকগুলি অতি প্রাচীন এবং অন্যগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বলিয়াই পণ্ডিত সমাজের অভিমত। বস্তুতঃ সমগ্র ত্রিপিটকই যে অশোকের পূর্ববর্তী এ-কথাও স্বীকার করা যায় না। এই সাহিত্যে উক্ত মৌর্য সম্রাটের নাম কোথাও স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার পরোক্ষ উল্লেখ আছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ের অব্যাকতবগ্গে জন্ম খণ্ডের যে চক্রবর্তী অধীশ্বর অদণ্ড অশস্ত্রের দ্বারা পৃথিবীজয় এবং অপীড়ন ও ধর্মের দ্বারা রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তিনি যে ধর্ম বিজয়ী রাজা প্রিয়দর্শী অশোক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সুতরাং ত্রিপিটক সাহিত্য মোটামুটিভাবে বুদ্ধের পরে দুই শত বৎসরের মধ্যে রচিত এবং অশোকের পূর্ববর্তী এ-কথা স্বীকার করিলেও ধম্মপদ কত প্রাচীন, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র উত্তরের অপেক্ষা রাখে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ধম্মপদের ছন্দোবদ্ধ ভাষাকে অবিকল বুদ্ধবচন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাহা ছাড়া, বুদ্ধ এই গ্রন্থের সব উপদেশই এক সঙ্গে দিয়াছিলেন, এ-কথাও স্বীকৃত হইতে পারে না; সুতরাং মানিতেই হইবে যে, ধম্মপদের উপদেশাবলী পরবর্তীকালের সঙ্কলন মাত্র। ভগবতগীতার সমস্ত উপদেশ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে এক উপলক্ষে একই কালে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ধম্মপদ ঐরকম কোনও কল্পিত ভূমিকার উপর

প্রতিষ্ঠিত নহে। বস্তুতঃ, এই গ্রন্থের টীকাতে স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে যে, ধম্মপদ আসলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে বুদ্ধের উপদেশসমূহের সংগ্রহ মাত্র। এই সংগ্রহকর্তা যিনিই হউন, তিনি নিজের রুচি ও বিবেচনা অনুসারেই উপদেশসমূহ নির্বাচন ও বিন্যাসে করিয়াছেন। এই নির্বাচন ও বিন্যাসে যথেষ্ট সুবিবেচনার পরিচয় আছে বটে, কিন্তু স্বভাবতঃই তাহাতে কালক্রম রক্ষিত হয় নাই। সুখের বিষয় এই যে, ধম্মপদের অর্ধেকেরও বেশী শ্লোক ত্রিপিটকের অন্যান্য অংশে যথাস্থান (অর্থাৎ যে স্থান হইতে সঙ্কলন কর্তা গ্রহণ করিয়াছেন)-এ পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপিটক যে প্রাচীন—অর্থাৎ বুদ্ধের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী এ বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না। সুতরাং ধম্মপদও স্বয়ং বুদ্ধের উপদেশবাণী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। অবশ্য এ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়বস্তু বা তৎকালীন বিভিন্ন মতবাদীর মতও তৎকালীন প্রচলিত শ্রুতি, কিংবদন্তী, নীতি ইত্যাদিতে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও, কোন্‌টা কোন্‌টার পরবর্তী বা পূর্ববর্তী সে বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে আসা আমাদের পক্ষে নিতান্তই একটা সমস্যার বিষয়। তাই আমরা ঐ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ স্থান, তর্কযুক্তির মারপ্যাঁচ পরিহার করিয়া মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই সমীচান বলিয়া মনে করি। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে এ কথাও মানিতে হয় যে, ত্রিপিটক সাহিত্য বুদ্ধবাণী-সম্বন্ধে 'ভিনটারনিট্‌স' সাধারণভাবে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ধম্মপদ সম্বন্ধেও তাহা সমভাবে প্রযোজ্য অর্থাৎ ধম্মপদের প্রচলিত পাঠ বুদ্ধের সময় হইতে খুব দূরবর্তী নয় এবং তাহাকে বুদ্ধের মূল উপদেশ তথা তাঁহার পরবর্তী প্রথম দুই শতকের ধর্মনীতির প্রাচীনতম ও প্রকৃষ্টতম নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করা যায়। অন্য প্রমাণের দ্বারাও এ অনুমান সমর্থিত হয়। মিলিন্দ-পঞ্‌ঞহ্ নামক বিখ্যাত পালি গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় ধম্মপদের উল্লেখ আছে এবং সে উল্লেখ এমনভাবেই আছে, যাহাতে মনে হয়, এ গ্রন্থ রচনার সময় ধম্মপদ একটি প্রাচীন পুস্তক বলিয়াই গণ্য হইত। মিলিন্দ-পঞ্‌ঞহ্ রচনার কাল আনুমানিক খ্রীস্ট-পূর্ব প্রথম শতক। অভিধর্মপিটকের অন্তর্গত কথাবত্থু,

নামক গ্রন্থটি অশোকের আমলের অর্থাৎ খ্রীস্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ঐতিহাসিকেরাও এই প্রসিদ্ধিকে সত্য বলিয়া মনে করেন। এ গ্রন্থে এমন কতগুলি শ্লোক আছে যাহা ধম্মপদ ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং কথাবত্থু ও ধম্মপদের মধ্যে পূর্বাপর্য বিষয়ে বিচার করিতে না যাইয়া এ-কথা নিঃসন্দেহে বলাচলে যে উভয় গ্রন্থের শ্লোকগুলি সম্রাট অশোকের পূর্ববর্তী।

এইসব নানা কারণে পণ্ডিতেরা ধম্মপদকে খ্রীস্ট-পূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতকের গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন কিন্তু তাহা হইলেও এ গ্রন্থের উপদেশ-গুলি যে প্রধানতঃ বুদ্ধেরই শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী—অনুশাসন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

ধম্মপদোক্ত শ্লোকগুলির অনুরূপ মূলনীতিবোধক ও আদর্শ পরিদীপক শ্লোক ও নীতি বাক্য মহাভারত, গীতা এবং অন্যান্য নীতিশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। এ বিষয় লইয়া ধম্মপদ সঙ্কলিত হইবার পূর্ব হইতেই অনুরূপ ছন্দোবদ্ধ রচিত বা নীতিবাক্য হিসাবে প্রচলিত বাণীগুলিকে একমাত্র বুদ্ধ ভাষিত নীতি বা মর্মবাণীই শুধু নহে; বুদ্ধোত্তর যুগেও উপমহাদেশীয় অধ্যাত্ম ও নীতিমূলক চিন্তাধারা বহুলাংশে প্রচলিত ছিল। সে সমস্তের প্রতিচ্ছবি ও প্রতিধ্বনি দৃষ্টিগোচর ও শ্রুতিগোচর হয়। বুদ্ধ ও তাঁহার শ্রাবকমণ্ডলী তাঁহাদের মনস্বিতা ও চরিত্র মাধুর্যে সেইগুলিকেও তাঁহাদের ধ্যান ধারণা ও চরিত্র মাধুর্যে রূপায়িত করিয়া বিশ্বমানব মহামন্দিরে অবিধ্বংসী, চির-ভাস্বর, নিষ্কলুষ, মহামহিমাময় ও মূর্তমান প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

এই বিষয় লইয়া ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপাসকগণের মধ্যে ও বৌদ্ধপন্থীদের মধ্যে উক্তিসমূহের পূর্বাপর্য সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ অনেকেই খুঁজিয়া বেড়ান। পাশ্চাত্য তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতদের মধ্যেও কেহ কেহ এই বিষয় লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐতিহাসিক গণনার কাল নির্ণয়ের বিচার করিতে যাইয়া যেখানে উক্তিসমূহ ও নীতিবাক্য

এবং অধ্যাত্মবাদের ভাবধারা, প্রায় বা বহুলাংশে অথবা অবিকৃতভাবেই ভাষাভেদে প্রকাশ-চাতুর্যে ও ভাবভঙ্গিমায়, একীভূত বা অনুরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়, সেখানেই পূর্বাপর্যের ও সাম্প্রদায়িক গণ্ডীবদ্ধদের মধ্যে কে কাহার আগে, কে কাহার পরে—কে প্রাচীন আর কেই-বা অর্বাচীন, এ লইয়া হুড়াহুড়ি, কাড়া-কাড়ি ও যুক্তিতর্কের অবতারণায়, আলোচনার আসর সরগরম হইয়া উঠে। এইরূপ ক্ষেত্রে জটিলতা ও সাম্প্রদায়িক বাকবিতণ্ডা এবং মন কষাকষির সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু অন্য বিষয়ে কোনরূপ সুফলেরও আশা করা যায় না এবং প্রকৃত সুমীমাংসাও হয় না। এ বিষয় লইয়া বিশেষ উক্তি বা যুক্তির অবতারণা না করিয়া মূল বক্তব্য বিষয়ের ভাবধারাটাকে অনুসরণ করিয়া যাওয়াই আমরা শ্রেয় মনে করি।

ধম্মপদ গ্রন্থে অপ্রমাদকেও বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের দ্বারাও এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। ডক্টর বেনীমাধব বড়ুয়া বলেন: Apramada was the root principle or basic idea Buddha's teaching with Buddha apramada is the single term by which the whole of his teaching might be summed up —Asoka and His inscriptions (1946): pp, 27, 250.

[অপ্রমাদই হইল বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি ও মূলনীতি। তাঁহার মতে, এই অপ্রমাদ কথাটির মধ্যেই তাঁহার সমস্ত উপদেশের সারমর্ম নিহিত রহিয়াছে।]

বুদ্ধোপদিষ্ট ধর্মের সারমর্ম নির্ণয় প্রসঙ্গে ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন; 'প্রত্যেকের নির্বাণ লাভের জন্য উদ্যম ও অপ্রমাদ অত্যাবশ্যক, ইহাই ভগবান বুদ্ধের শেষবাণী।' —ভারতবর্ষের ইতিহাস: ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৯।

বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মের মূলনীতিই যে এই অপ্রমাদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা দেখিয়াছি, অশোকের নিকট ন্যগ্রোধ কথিত শ্লোকটীর তাৎপর্যও তাহাই। এই সুখ্যাত শ্লোকটি হইতেছে ধম্মপদ গ্রন্থের অপ্পমাদ বগগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক। সুতরাং সন্দেহ নাই যে, ধম্মপদ গ্রন্থে বুদ্ধবাণী অনেকাংশেই যথাযথভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। ভিনটারনিট্‌স বলেন: **We may without laying ourselves open to the charge credulousness, regard as originating with Buddha himself, speeches such as the famous sermon of Baenras. Some of the farewell speeches handed down in the Mahaparinibbansutta, and some of the short utterances handed down as, 'words of Buddha' in the Dhammapada. —History of Indian Literature: Vol, pp, 2-3**

[ধম্মচক্কপবত্তন সুত্তে উক্ত উপদেশবাণী, মহাপরিনিব্বাণসুত্তে উক্ত বিদায়বাণী এবং ধম্মপদে উক্ত কতকগুলি নীতি-বচনকে যথার্থ বুদ্ধের উক্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাহাকে অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া গণ্য করা চলে না।]

এই বার প্রমাদ কথার তাৎপর্য বিচার করা যাক। মেঘদূতের প্রথমেই আছে, 'স্বাধিকারপ্রমত্ত'। মল্লিনাথ প্রমত্ত কথার অর্থ করিয়াছেন 'অনবহিত'। অমরকোষে আছে 'প্রমাদোহনবধানতা'। বস্তুতঃ প্রাচীন প্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, কর্তব্য বিষয়ে অনিবিষ্টতা বা অবহেলারই নাম প্রমাদ এবং স্বাধিকার বা স্বকর্তব্যে অবিচলিত নিষ্ঠাই অপ্রমাদ। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, অপ্রমত্ততার জন্য চাই সদাজাগ্রত উদ্যম ও আত্মনির্ভরতা বা পুরুষকার। তাই বৌদ্ধ ধর্মনীতিতে অপ্রমাদের সঙ্গে এই দুইটি নীতির উপরেও যথেষ্ট জোর দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে উদ্যমের প্রতিশব্দ হিসাবে উত্থান, উৎসাহ, পরাক্রম প্রভৃতি কথার প্রয়োগ দেখা যায়। অশোকের অনুশাসনসমূহে অপ্রমাদ কথার ব্যবহার নাই বটে, কিন্তু উত্থান প্রভৃতির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। বস্তুতঃ এইগুলিই হইতেছে অশোকের জীবন ও রাষ্ট্রনীতির মূল কথা। এ বিষয়ে ডক্টর বড়ুয়ার উক্তি

উল্লেখযোগ্য ঃ Parakrama, Pakama, Uyama, Usaha, and Uthana are the keywords of Asoka's life as well as his Covernment.
—Asoka and His Inscription.

[পরাক্রম, উদ্যম, উৎসাহ এবং উত্থান এইগুলিই হইল অশোকের শাসন তথা তাঁহার জীবনের মূলকথা ।]

অশোকানুশাসনের একটি অংশ এখানে তুলিয়া ধরিলে উহার যথার্থতা প্রমাণ করা যায় ।

কতব্‌ বমতে হি মে সর্বলোকহিতং ।
তস চ পুন এস মুলে উস্‌টানং ।

—ষষ্ঠ পর্বতলিপি (গিরনার)

[সর্বলোকহিতই কর্তব্য, কিন্তু তাহার মূল হইতেছে উত্থান ।]

ধম্মপদে অপ্রমাদের পার্শ্বেই উত্থানের স্থান দেওয়া হইয়াছে, যথা—

উট্‌ঠানেনপ্পমাদেন সংযমেন দমেন চ ।
দীপং কয়িরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি ।।

—অপ্পমাদ বগগ ।। ৫ ।।

[মেধাবী, উত্থান, অপ্রমাদ, সংযম ও দমের দ্বারা এমন দ্বীপ তৈয়ারী করিবেন, যাহা প্লাবনেও ধ্বংস হইবে না ।]

এখানে মেধাবীকে উত্থান, অপ্রমাদ প্রভৃতির দ্বারা নিজেই নিজের আশ্রয় দ্বীপ রচনা করিতে বলা হইয়াছে । কেননা আত্মনির্ভরতা ব্যতীত উত্থান তথা অপ্রমাদ সম্ভব নয় । তাই বৌদ্ধ ধর্মে আত্মনিষ্ঠার উপরেই খুব জোর দেওয়া হইয়াছে । মহাপরিনির্বাণের পূর্বে আনন্দকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান বুদ্ধ যে শেষ উপদেশ দিয়াছিলেন তার মূলকথাই আত্মনিষ্ঠা । অত্তদীপা, অত্তসরণা, অনঞ্ঞ্‌ সরণা, বিহরথ, ধম্মদীপা, ধম্মসরণা, অনঞ্ঞ্‌ সরণা, দীঘনিকায় মহাপরিণির্বান সুত্তান্ত ।

[আত্ম (নিজের) ও ধর্মের দ্বীপ রচনা করিয়া আশ্রয় নাও ; আত্ম ও ধর্মের শরণ নাও, আর কাহারও নহে ।]

ধম্মপদেও এই কথাই ঠিক আছে।

অত্তা হি অত্তনো নাথো কোহিনাথো পরো সিযা।
অত্তনা হি সুদন্তো নাথ লভতি দুল্লভং ॥

—অত্তবগ্‌গ ॥ ৪ ॥

[নিজেই নিজের আশ্রয, অন্য আশ্রয আর কে হইবে? নিজেকে দমযুক্ত (অর্থাৎ সংযত) করিলেই দুর্লভ আশ্রয লাভ করা হয।]

এই আত্মশরণ ও উত্থান যে বৌদ্ধধম্মের অন্যতম প্রধান নীতি তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধম্মপদ, উপনিষদ্‌ ও গীতা, উপমহাদেশীয সংস্কৃতির এই তিনটি কেন্দ্রজ্যোতির প্রতি আধুনিক সভ্য জগতের দৃষ্টি যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে ইহা কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নহে। সত্যই এই তিন মহান গ্রন্থই উপমহাদেশকে বিশ্ব সমাজের শ্রদ্ধার আসনে বসাইযাছেন একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয না। এই গ্রন্থ তিনটিকে বিশ্বচিত্তবিজয়ী বলিযা বর্ণনা করা অসঙ্গত নয।

বিশ্ব-মনীষার ক্ষেত্রে ধম্মপদ গ্রন্থখানি ইউরোপীয শিক্ষিত সমাজের নিকট হইতে প্রচুর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অর্জন করিযাছে, তবে উপমহাদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য সাময়িক ভাবেই লুপ্ত হইযা যাওযাতে সে শ্রদ্ধা পাইতে কিছু বিলম্ব ঘটিযাছে মাত্র, কিন্তু সিংহলের পালি সাহিত্যের প্রতি পাশ্চাত্য মনীষীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার পর হইতেই ধম্মপদ স্বীয মর্যাদায প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। লাটীন, ফরাসী, ইংরেজী, জর্মান, ইটালীয, রুশ প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় ধম্মপদের বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইযাছে। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম লাটীন ভাষায় অনুবাদ হয। অনুবাদ-কর্তা ডেনমার্কের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডক্টর ফৌজবল (V. Fousbooll)। লক্ষ্য করার বিষয গীতা, উপনিষদ ও ধম্মপদ এই তিনটি গ্রন্থের প্রতি ইউরোপীয-দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওযার প্রায সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপের দেবভাষা লাটীনে অনুদিত হয। একটা কথা এখানে বলিবার প্রয়োজন মনে করি যে, এই

তিনটি গ্রন্থের মধ্যে গীতার অনুবাদ প্রথমে ইংরেজীতে এবং পরে লাটীনে হয়। কিন্তু উপনিষদও ধম্মপদের অনুবাদ প্রথমতঃ লাটীনেই হইয়াছিল। ইহা হইতে এই ধর্মগ্রন্থগুলির প্রতি ইউরোপের শ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে যাহাই হউক ফৌজবল সাহেবের উৎকৃষ্ট সংস্করণটি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন ভাষায় ধম্মপদ লইয়া আলোচনা আরম্ভ হয়। ১৮৮৯ সালে Sacred Books of the East নামক বিখ্যাত গ্রন্থমালায় (দশম খণ্ডে) ম্যাক্সমূলারের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তারপর হইতেই এই গ্রন্থের মর্যাদা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সে সময় হইতে এদিকে উপমহাদেশীয় মনীষীদেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে ধম্মপদের স্থান সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ম্যাকডোনেল (A.A. Macdonel) বলেন ঃ It is a collection of aphorism representing the most beautiful, profound and poetical thoughts in Buddhist Literature.—History of Sanskrit Literature (1900) ঃ p. 379.

[বৌদ্ধ সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সর্বাপেক্ষা মহৎ ও সর্বাপেক্ষা কাব্যময় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ধম্মপদের সুভাষিত সংগ্রহের মধ্যে।] ম্যাক্সমূলারের পর ধম্মপদের অনেক ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মধ্যে অধ্যাপক আলবার্ট জে' এডমণ্ডস (Adomunds)-এর অনুবাদ (Hymns of the faith ঃ শিকাগো, ১৯০২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অনুবাদের ভূমিকায় গ্রন্থকার ধম্মপদ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করা গেল ঃ If ever an immortal classic was produced on the continent of Asia it is this ; These old refrains from life beyond time and sense as it was wrought out by generations of earnest thinkers, have been fire to many a muse...And to day after twenty centuries of Roman and Chiristian culture,

they have won the administration of European and Americans in every seat of learnning from Copenhagen to the Cambr dges anu from Chigaco to St. Petersburg. —Hymns of the faith (1902) ঃ ভূমিকা।

[এশিয়া মহাদেশের মধ্যে যদি কোনও অমর মহাকাব্য কখনও রচিত হইয়া থাকে তবে উহা হইল এই ধম্মপদ। উপমহাদেশের ঋষি মনীষীরা যুগ যুগ ধরিয়া যে অতীন্দ্রীয় মহাজীবন গড়িয়া তুলিযাছিলেন, সেই জীবনের এই চিরন্তন বাণীসমূহ কত হৃদয়ে উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দুই হাজার বৎসরের রোমক ও খ্রীস্টান সংস্কৃতির পরে অদ্যাবধি সেই বাণী কোপেনহেগেন হইতে কেমব্রিজ এবং শিকাগো হইতে সেণ্ট পিটাস'-বার্গ (আধুনিক লেলিনগ্রাড) পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে ইউরোপীয ও আমেরিকানদের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে।]

ধম্মপদ সম্বন্ধে এডলগুস সাহেবের এই মন্তব্যকে অত্যুক্তি মনে করা সঙ্গত হইবে না। ধম্মপদ বস্তুতঃই এশিয়ার মহাকাব্য—আলঙ্কারিকের মাপকাঠিতে অর্থাৎ রঘুবংশ কুমারসম্ভব যে অর্থে মহাকাব্য সে অর্থে তো নয়ই। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াদ যে অর্থে মহাকাব্য সে অর্থেও নয়। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি এক এক দেশ ও জাতির হৃদয় হইতে উদ্ভূত হইয়া এক একটি জাতীয় জীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাই এইগুলিকে বলা চলে জাতীয় মহাকাব্য বা ন্যাশনাল এপিক। ধম্মপদও উপমহাদেশের মর্মকোষ হইতে উদ্‌গত হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে—সর্বমানবীয় জীবনকে নানাভাবে পরিপূর্ণতা দান করিয়াছে, কিন্তু এখানেই ইহার সার্থকতা শেষ হয় নাই, উপমহাদেশের হৃদকেন্দ্র হইতে যাত্রা করিয়া সে অগ্রসর হইয়াছে বিশ্বচিত্ত বিজয়ে। নদী-পর্বত-সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া ধম্মপদ দেশে দেশে বিস্তার করিয়াছে আপন অধিকার। সুকুমার কাব্যের মত শুধু রসিকজনের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করাই ইহার লক্ষ্য নহে। সমগ্র জাতির হৃদয়কে আবৃত্ত করাই ছিল ইহার ব্রত; আর শুধু ভাবের

ক্ষেত্রে যে কাব্য উপভোগের বস্তু হইয়া থাকে, ধম্মপদ সে শ্রেণীর কাব্যও নয়। মানুষের সমগ্র জীবনকে সর্বাঙ্গীন ভাবে বিকাশিত করার মধ্যেই এই কাব্যটীর সার্থকতা। এশিয়া মহাদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগে, যে সমষ্টিগত জাতীয় মহা-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল, ধম্মপদকে ইহার প্রেরণা-স্থল বলিয়া বর্ণনা করিলে অন্যায় হইবে না। সিংহল হইতে মঙ্গোলিয়া এবং মধ্য এশিয়া হইতে যবদ্বীপ পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে এক মহা জাতীয় জীবন গড়িয়া তোলার ব্যাপারে ধম্মপদ অপরিসীম, ইহার ইতিহাস তুলনাহীন। এই মহা জনতার সমগ্র জীবনে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি যে চিরন্তন মাধুর্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কোন মহাকাব্যের কোন লক্ষণই এইটির নাই। বাহ্য লক্ষণের বিচারে ধম্মপদকে নীতিকাব্য বলিতে হয়, আর রসরচনা হিসাবে ইহার স্থান গীতি কবিতার সমপর্যায়ে। মূলতঃ নীতিকাব্য হইলেও ধম্মপদের প্রভাব পৃথিবীর শ্রেষ্ট মহাকাব্যকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। এখানেই ধম্মপদের প্রভাব পৃথিবীর শ্রেষ্ট মহাকাব্য-কেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। এখানেই ধম্মপদের বিশেষ গৌরব। ইহার কারণ হইতেছে, এক দিকে ইহার গভীরতা ও উদারতা এবং অপর দিকে ইহার সর্বকালীনতা ও বিশ্বজনীনতা।

এক হিসাবে বলিতে গেলে একমাত্র খ্রীস্টান বাইবেলের সঙ্গে ইহার তুলনা হইতে পারে; কিন্তু পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না। বাইবেল মহাকাব্য বলিয়া গণ্য না হইলেও ইউরোপের জাতীয় জীবনের পক্ষে মহাকাব্যের আসনেই ইহার স্থান। বাইবেলের সঙ্গে ধম্ম-পদের পার্থক্য এই যে, বাইবেল বিশেষ কালের ভূমিকায়, বিশেষ সম্প্রদায়ের উপযোগী করিয়াই রচিত হইয়াছে, কিন্তু ধম্মপদ বৌদ্ধ সাহিত্য হইলেও ইহার সুর এবং ব্যঞ্জনা মূলতঃই অসাম্প্রদায়িক। সর্ব-কালের, সর্বমানবের জীবন প্রতিষ্ঠায় এমন কাব্য আর একটিও নাই।

উপনিষদ এবং গীতার বাণী যদিও প্রধানতঃ অসাম্প্রদায়িক; কিন্তু ঐ দুইটি গ্রন্থেই এমন একটি পরিবেশ আছে যাহা সর্বকালে সর্বজনের

স্বীকার্য নয। তাহা ছাড়া, গীতা ও উপনিষদ্ যে যে অংশে সার্বজনীন সে সে অংশও এমন কতগুলি তত্ত্ব ও রহস্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যাহা সকলের পক্ষে সমভাবে অধিগম্য নয এবং অধিগম্য হইলেও সমভাবে স্বীকার্য নয। ধম্মপদ কিন্তু প্রায সম্পূর্ণরূপে তত্ত্ববিচার নিরপেক্ষ, তাই সকলের হৃদযকেই প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করার পক্ষে কোন বাধা নাই। এ প্রসঙ্গে ধম্মপদের অনুবাদক সন্ডার্স (K. J. Sounders) বলেন ঃ Mysticism finds an entrance here—a fact which make the Dhammapada almost unique amongst the great things of religious literature. Instead we find Common Sence, Supreme... Confident of itself and of its firm grasp of all the factors in lifes equation. —The Buddhas way of virtue (1912).

[ধম্মপদে রহস্য বা তত্ত্ববিচারের কোন স্থান নাই; ফলে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি অনন্য সাধারণ বিশিষ্টতা লাভ করিযাছে। তত্ত্ববিচারের পরিবর্তে এইটিতে পাই নিছক সাধারণ বুদ্ধির অব্যাহত প্রয়োগ, যাহা আত্মপ্রত্যয এবং জীবনের সর্ববিধ বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত।]

আত্মা ও ব্রহ্মের তত্ত্ব অনুসন্ধানই উপনিষদের প্রাণবস্তু। তত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠা না হইলে জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা সম্ভব নয। এই মত উপনিষদে স্বতঃসিদ্ধ বলিযাই স্বীকৃত। গীতার আদর্শ ও অধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু গীতাও আসলে উপনিষদ, উহার পূর্ণ নাম ভাগবদ্ গীতোপনিষদ, এই নাম হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায, কিন্তু ধম্মপদ স্বরূপতঃ উপনিষদ নয, অর্থাৎ অধ্যাত্ম নিষ্ঠা ইহার প্রকৃতিগত নয। তত্ত্ববিদ্যা নিরপেক্ষ ভাবে শুধু আচরণ সাধ্য জীবননীতির আদর্শে সর্ব মানবকে সার্থকতার পথে প্রবর্তিত করাই ইহার লক্ষ্য। এই বিশিষ্টতাই ধম্মপদকে বিশ্ব সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য মহিমায প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ধম্মপদের এই বলিষ্ঠ নীতিপরাযণতার একমাত্র তুলনাস্থল হইতেছে উপমহাদেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের ধর্মানুশাসন সমূহ।

ধম্মপদের এই তত্ত্বনিরপেক্ষ সরল নীতিনিষ্ঠতাই তাহার জ্ঞানচিত্ত প্রবেশের পথকে সুগম করিয়াছিল। পক্ষান্তরে তত্ত্বপ্রধান অধ্যাত্মনিষ্ঠতাই গীতা ও উপনিষদকে জনসাধারণের অধিকারের ঊর্ধ্বে মনস্বীতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহা ছাড়া, যে জনকল্যাণের প্রবর্তনা ধম্মপদকে হিমালয় পর্বত ও ভারত সমুদ্র লঙঘন করিয়া মহাদেশজয়ে নিয়োজিত করিয়াছিল উপনিষদ ও গীতার মধ্যে সেই প্রেরণা নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যায় আধুনিক যুগের মনস্বীদের বুদ্ধিবৃত্তিকে গভীরভাবে নাড়া দিলেও গীতা-উপনিষদ প্রাচীনকালের মানব হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই, কিন্তু ধম্মপদ প্রাচীন ও আধুনিক উভয়কালের মানুষকেই অনায়াসেই জয় করিতে পারিয়াছে। অশোকের পুত্র বা ভ্রাতা মহেন্দ্র যখন বুদ্ধের বাণী লইয়া সিংহলে যান, ধম্মপদও সেই সময় সেখানে প্রচারিত হয় বলিয়া সিংহলবাসি.দের বিশ্বাস। তথা হইতে তাহার প্রভাব প্রসারিত হয় ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশে। ঐ তিন বৌদ্ধ দেশে প্রথম প্রচারের সময় হইতে এখন পযন্ত ধম্মপদের চর্চা অবিশ্রান্তভাবেই চলিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক বৌদ্ধকেই সচরাচর উপসম্পদা অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণকালে এ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ দেশগুলিতে এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে পারেন এইরূপ লোকের সংখ্যা কম নয়। সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে পালি ধম্মপদই প্রচলিত এবং পালি পরীক্ষার্থীর পক্ষে এইরূপ উপযোগী গ্রন্থ আর বেশী নাই। সেজন্যও ঐ সব দেশে এই গ্রন্থের এত সমাদর।

যে গ্রন্থের সমাদর ও প্রভাব এত বেশী এবং যে গ্রন্থ প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন দেশে বিজয় যাত্রা শুরু করিয়াছে, তাহার পক্ষে শুধু এক ভাষাতেই আবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়। নানা দেশীয় ভাষায় ভাষান্তরিত হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। ধম্মপদেরও তাহাই হইয়াছে। পালি ধম্মপদ সঙ্কলনের অনতিকাল পরেই (সম্ভবতঃ খ্রীস্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকেই) সংস্কৃত ভাষায় তাহার রূপান্তর ঘটে।

প্রথমে যে সংস্কৃতে ধম্মপদের ভাষান্তর তাহা হইলে ভাঙা সংস্কৃত।

এই ভাঙ্গা সংস্কৃতে রচিত একাধিক ধম্মপদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষাও ধম্মপদ একাধিকবার রূপান্তরিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ভাঙ্গা সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া ২২৩ খ্রীস্টাব্দে চীনা ভাষায় প্রথম ধম্মপদ লিখিত হয়। অতঃপর চীনা ভাষায় আর তিন বার ধম্মপদের অনুবাদ হয়। শেষ অনুবাদ হয় সম্ভবতঃ দশম শতকের শেষভাগ (৯৮০—১০০১)-এ। শুধু সংস্কৃত নয়, প্রাকৃতেও ধম্মপদের অনুবাদ হইয়াছিল। মধ্য এশিয়ার খোটান অঞ্চলে গোস্থঙ্গ বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খরোষ্টি লিপিতে লিখিত ধম্মপদের একটি খণ্ডিতাংশ পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতদের মতে, এইটাই নাকি সম্ভবতঃ প্রাচীনতম ভারতীয় পাণ্ডুলিপি। ইহার ভাষা গান্ধার জনপদ (রাওয়ালপিণ্ডি অঞ্চলের)-এর তৎকালে প্রচলিত প্রাকৃত। ইহার রচনা কাল খ্রীস্ট জন্মের কাছাকাছি সময়ে। মধ্য এশিয়ার তুরফান অঞ্চলেও ধম্মপদের একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত এবং ইহার লিপি উত্তর গুপ্তযুগ (ষষ্ঠ-সপ্তম শতক)-এর ব্রাহ্মী। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই বিশেষ সংস্কৃত সংস্করণটিই পরবর্তীকালে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। সম্ভবতঃ তিব্বতরাজ রল—প=চন (৮১৭—৪২-এর রাজত্বকালে পণ্ডিত বিদ্যা প্রভাকর এই অনুবাদ করেন। নেপালেও ধম্মপদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে।

সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় যে অশোকের রাজত্বকাল (খ্রীস্ট-পূর্ব ২৭২-৩২ অব্দ) হইতে ধম্মপদের যে বিশ্ববিজয় যাত্রা শুরু হয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতকেও উহার গতি ব্যাহত হয় না। বস্তুতঃ অশোক বিশ্বব্যাপী ধর্মবিজয় অভিযান আরম্ভ করেন, পরবর্তীকালে উহারই পতাকাবহনের গুরু দায়িত্ব পড়ে ধম্মপদের উপরে।

ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে অশোকের আরব্ধকার্য সমাপনের ব্রত লইয়াই ধম্মপদের জয়যাত্রা শুরু হয়। অশোকের ধর্মবিজয় প্রধানতঃ পশ্চিম ভূখণ্ডেই আবদ্ধ ছিল। বাকি তিন

দিক বিজিত হয ধম্মপদেব দ্বারা। মৌর্য আমলে যে ধর্মবাহিনী বিজয অভিযানে নিষ্ক্রান্ত হন, তাহাব পৃষ্ঠ বক্ষা কবিবা স্বযং আশোকেব চবিত্র মহিমা, তাঁহাব পববর্তীকালে যে সব বাহিনী বিভিন্ন দিকে ধর্মবিজযে অগ্রসব হন তাহাব পুবোভাগেই ছিল ধম্মপদেব বাণী গৌবব। উপ-মহদেশ যখন বিদেশী-শক্ পল্ হব এবং হুন গুর্জব তুর্কীব পুনঃপুনঃ আক্রমণেব বিপ্লবে পর্যুদস্ত হইতেছিল তখনও ধম্মপদেব ধর্মাভিযান ব্যাহত হব নাই। বিজযী সুলতান মাহ্মুদ যখন (৯৯৭-১০৩০) উত্তব ভাবতবর্ষে বিজয অভিযান চালাইতে ছিলেন তখন এদিকে চলিতেছিল ধম্মপদের চীনা অনুবাদ এবং অপব দিকে বুদ্ধেব মৈত্রীবাণী লইযা হিমালয লঙ্ঘন কবিযা তিব্বতজযে অগ্রসব হইতেছিলেন নালন্দা মহাবিহাবেব মহাস্থবিব বুদ্ধি দীপঙ্কব। ধম্মপদেব এই প্রভাব বিস্তাবেব ফলে এক দিকে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম এবং অপব দিকে মধ্য এশিযা, নেপাল তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে বুদ্ধেব বাণী স্বীকৃত হইযাছিল। এই ভাবে ধম্মপদে যে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অর্জন কবে সে কথা ডক্টব বেণীমাধব বড়ুযা এবং শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রেব প্রাকৃত ধম্মপদ নামক গ্রন্থে অতি স্পষ্ট-ভাবেই ব্যক্ত হইযাছে ঃ The hitory of Dhammapada Literature cover some twelve centuries from the fourth century B. C. to the ninth century A. D. The Dhammapada texts have an international importance, for it is through them that the lofty messages of Buddhism could be appealed to the various nations of Asia.—Prakit Dhammapada (1921).

[ধম্মপদ সাহিত্যেব খ্রীস্ট-পূর্ব চতুর্থ শতক হইতে খ্রীষ্টীয নবম শতক পর্যন্ত বাব শত বৎসব ব্যাপী ইতিহাস আছে। তাহা ছাড়া, উহাব আন্তর্জাতিক গুরুত্বও আছে, কেননা এই ধম্মপদেব সাহায্যেই বৌদ্ধ ধর্মেব মহৎবাণী এশিযাব বিভিন্ন জাতিব হৃদয স্পর্শ কবিযাছিল।]

আন্তর্জাতিক গুরুত্বের বিচারে ধম্মপদের সঙ্গে উপমহাদেশের আর কোন গ্রন্থেরই তুলনা হয় না। গীতা, উপনিষদও কোন কালেই ধম্মপদের ন্যায় বিভিন্ন জাতির শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিতে পারে নাই। আধুনিক-কালে অবশ্য গীতা, উপনিষদ পাশ্চাত্য জাতিসমূহের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছে বটে, কিন্তু এশিয়ার দেশগুলিতে সে মর্যাদা এখনও পায় নাই। ধম্মপদও আধুনিক ইউরোপীয় হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে, আর এশিয়ার জাতিসমূহের হৃদয়ে তাহার প্রতিষ্ঠা চিরকালের।

বাস্তবিক পক্ষে এই গ্রন্থের দ্বারা পৃথিবীতে উপমহাদেশের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অন্য কোন গ্রন্থের দ্বারা তাহা হয় নাই। এই হিসাবেই ধম্মপদকে উপমহাদেশের সর্বোত্তম গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করা যায়। ধম্মপদ গ্রন্থে পুষ্পবর্গের প্রথমেই আছে :

১ কো ইমং পঠবিং বিজেসসতি যমলোকং চ ইমং সদেবকং।
কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেস্সতি॥
সেখো পঠবিং বিজেস্সতি যমলোকং চ ইমং সদেবকং
সেখো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেসসতি।

[কে এই পৃথিবী এবং যমলোক ও দেবলোক জয় করিবে? নিপুণ মালাকার যেমন (উত্তম) ফুল বাছিয়া নেয়, তেমনি করিয়া কে সুদেশিত (সু-প্রদর্শিত বা সু-উপদিষ্ট) ধম্মপদ (ধম্মপদ বা ধম্মবাণী) বাছিয়া লইবে? (উপযুক্ত) শিষ্যই এই যমলোক দেবলোক ও পৃথিবী জয় করিবে। সে-ই নিপুণ মালাকারের মত সুদেশিত ধর্মের পথ (পদ) বাছিয়া লইবে।]

এই উক্তির তাৎপর্য এই যে যিনি সুদেশিত ধর্মের পথ (বাণী) বাছিয়া লইবেন তিনিই পৃথিবী জয় করিতে পারিবেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে ধর্মের পথে বিশ্ব বিজয়ের আদর্শ ও কামনা এক সময়ে উপমহাদেশের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তাহার পরিচয়ও ধম্মপদ গ্রন্থে এবং অশোক অনুশাসনগুলিতেই পাওয়া যায়। রাজ ভিক্ষু অশোক একদিন

সুযোগ্য শিষ্যের মত সুদেশিত ধর্মের পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন ; আর ধর্মকথিক অশোকই উপমহাদেশের হইয়া পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর দীর্ঘকাল ধরিয়া ধর্মের পথে বিশ্ব বিজয়ের প্রেরণা জোগাইয়াছে এই ধম্মপদ গ্রন্থ।

সেই প্রেরণাতেই চীনবর্ষ জয় করিতে অগ্রসর হইয়া অশোক মাতঙ্গ (খ্রীস্টাব্দ ৬৫) কুমারজী (৩৮৩ হইতে ৪১২) প্রভৃতি ধর্মপথিক যবদ্বীপ জয় করিলেন। কাশ্মীর রাজপুত্র ভিক্ষু গুণবর্ম (৩৬৬-৪৩১) ও চীন অভিযানে গমন করিয়া নানাকং নগরীতে মৃত্যু বরণ করেন, আর তিব্বত জয়ে অভিযান করিলেন ধর্মপথিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (৯৮০-১০৫৩)। ইহা হইতে বুঝা যায় কতবড় শক্তির আধার ওই স্বল্পায়তন ধম্মপদ পুস্তকখানি। এইকথা মনে রাখিলে উপমহাদেশের এই ক্ষুদ্রতম ধর্মগ্রন্থটীকে গৌরবের মহত্তম আসনে স্থান দিতেই হয়।

ধম্মপদের পুনরভ্যুদয়

দুঃখের বিষয় এ গ্রন্থরত্ন মধ্যযুগের উপমহাদেশের শুধু যে অনাদৃত হইয়াছিল তাহা নয়, সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হইয়াছিল। বিস্মরণের অন্যতম কারণ সম্ভবতঃ এ গ্রন্থের ভাষা।

উপমহাদেশের তৎকালে ধর্মগ্রন্থের স্বাভাবিক বাহন ছিল সংস্কৃত ভাষা। কোন অসংস্কৃত ভাষার পক্ষে সংস্কৃতের সমান মর্যাদালাভের সম্ভাবনা ছিল না। প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছলেন, 'সে ভাষা প্রদেশ বিশেষে বদ্ধ, শিক্ষিতমণ্ডলী কর্তৃক উপেক্ষিত এবং কালে কালে তাহা পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। সে ভাষায় যাঁহারা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা কোন স্থায়ী ভিত্তি পান নাই। নিঃসন্দেহে অনেক বড় বড় সাহিত্যপুরী চলনশীল পলি মৃত্তিকার মধ্যে নিহত হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।' ঃ কাদম্বরীচিত্র—প্রাচীন সাহিত্য।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের এ আলোচ্য ধম্মপদ গ্রন্থও অদৃশ্য হইতে হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

সে যাহা হউক, দীর্ঘকাল পরে উনবিংশ শতকের শেষার্ধে পাশ্চাত্য মনীষীরা সিংহল হইতে এ বিস্মৃত গ্রন্থের উদ্ধার সাধন করেন। ১৮৮৯ সালে ম্যাক্সমূলারের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর এ গ্রন্থের প্রতি আমাদের বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এদিকে আমাদের মন যথোচিত ভাবে নিবিষ্ট হয় নাই। বলিতে গেলে বাংলাভাষায় ধম্মপদের আলোচনা খুবই কম হইয়াছে। বোধকবি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই তাঁহার 'বৌদ্ধধর্ম' নামক গ্রন্থে (১৯০২ ও ১৯২২) ধম্মপদ সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন। এ উপলক্ষে তিনি উক্ত গ্রন্থ ধম্মপদের অনেকগুলি শ্লোকের গদ্য ও পদ্য অনুবাদ প্রকাশ করেন। বাংলা সাহিত্যে ধম্মপদের আলোচনা প্রসঙ্গে এ অনুবাদ বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মদেশ ও সিংহল ভ্রমণে গিয়াছিলেন। সে সময় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পিতার সঙ্গে ছিলেন। এই দুইটী বৌদ্ধ রাষ্ট্র ভ্রমণের সময়েই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তরুণ মনে বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে উৎসুক্য জন্মে। তারপরে বিলাতে যাইয়া তিনি ভারততত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের সংস্পর্শে আসেন।

ঐ সূত্রেই প্রাচীন উপমহাদেশীয় সংস্কৃতি তথা বৌদ্ধধর্মের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থ সম্পাদনা তাহারই ফল। ১৯০৪ সালে চারুচন্দ্র বসু বাংলা অনুবাদসহ ধম্মপদের একটী সংস্করণ প্রকাশ করেন। উপমহাদেশীয় ভাষাতে এইটাই ধম্মপদের প্রথম অনুবাদ। চারুবাবুর ধম্মপদ প্রকাশের কিছু পরেই 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়) পত্রিকা (১৩১২, জ্যেষ্ঠ)-য় রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষ্যে উপমহাদেশীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের স্থান সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন, তাহার কিছুমাত্র মূল্যহানি ঘটে নাই। তাহা ছাড়া, চারুবাবুর ধম্মপদ প্রথম সংস্করণের মার্জিনে পালি শ্লোকের পাশে পাশে রবীন্দ্রনাথ উহার বাংলা পদ্যানুবাদ লিখে রাখেন; কিন্তু অনুবাদ চতুর্থ বর্গের বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। পাণ্ডুলিপিটিও নিরুদ্দিষ্ট হইয়া যায় এবং পদ্যানুবাদটিও

কবির জীবিতকালে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। বেশ কিছুদিন পরে উক্ত অনুবাদটী 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় (সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯০৫ সালের পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার কপিলাশ্রম হইতে স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্যকৃত ধম্মপদের সংস্কৃত ও পদ্যানুবাদ এবং বাংলা গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। পূর্বে ধম্মপদ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থটিরও উল্লেখ করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয়, আধুনিক কালে এ দেশে খুব কম লোকই পালি জানে বলিয়া, মূল ধম্মপদ সকলের পক্ষে সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, অথচ সর্বসাধারণের পাঠের জন্য এ গ্রন্থখানি খুবই উপযোগ.। হিন্দী সাহিত্যেও ধম্মপদের প্রকাশ হইয়াছে। রাহুল সংকৃত্যায়নকৃত সংস্করণ (১৯৩৫)ই এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশ ভাষায় ধম্মপদের অনুবাদ ও আলোচনা কত যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের মনীষীরাই এই মহৎ কাজে সমান উৎসাহ দেখাইয়াছেন, আমরা এ মহান গ্রন্থ সম্বন্ধে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য একটু আলোচনা করিয়া উৎসুক পাঠকবৃন্দের কথঞ্চিৎ কৌতুহল নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পাইলাম মাত্র।

ফাল্‌গুণী পূর্ণিমা, ১৩৬৮
কমলাপুর, ঠাকুরপাড়া
ঢাকা

গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া, বিদ্যাবিনোদ

নমো তস্‌স ভগবতো অহরতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স

ধম্মপদ

যমক বগ্‌গো—পঠমো

শ্রাবস্তী—জেবতন ॥ ১ ॥ চক্‌খুপাল থের

মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনো সেট্‌ঠা মনোময়া,
মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা
ততো নং দুক্‌খমন্বেতি চক্কং ব বহতো পদং।

অন্বয়—ধম্ম মনো পুব্বঙ্গমা, মনোসেট্‌ঠা, মনোময়া। পদুট্‌ঠেন মনসা-চে ভাসতি বা, করে তি বা, ততো চক্কং বহতো পদংব নং দুক্‌খ-মন্বেতি।

সংস্কৃত—ধর্মাঃ মনঃ পূর্বঙ্গমাঃ, মনঃ শ্রেষ্ঠাঃ মনোময়াঃ (মানসাত্মকাঃ) প্রদুষ্টেন মনসা চেৎ (কোঽপি) (কিঞ্চিৎ) ভাষতে, (কিঞ্চিৎ) করোতি বা, ততঃ চক্রম বহতঃ (বলীবর্দস্য) পদমিব এনং (পুরুষম্) দুখমন্বেতি (অনুসরতি)।

বাংলা—মন (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার) ধর্মসমূহের পূর্বগামী। মনই ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ধর্ম মনোময় (ধর্ম মন হইতেই উৎপাদিত হয়)। (মানুষের স্বভাব বা চিন্তা মনের দ্বারাই অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হয়। জীবের চৈতসিক ভাবসমূহ মন হইতেই উৎপন্ন হয় এবং মনের স্বভাব প্রাপ্ত হয়)। যদি কেহ প্রদুষ্ট চিত্তে বা পাপ চিত্তে—কলুষিত মনে কথা কহে বা কোন কার্য করে, তাহা হইলে শকটচক্র যেমন ভারবাহী বলীবর্দের পদানুসরণ করিয়া আবর্তিত হয়, তদ্রূপ ভাবেই দুঃখও তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলে।

শ্রাবস্তী—জেবতন ॥ ২ ॥ মট্ঠকুণ্ডলী

মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনো সেট্ঠা মনোময়া
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা ;
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী।

অন্বয—ধম্মা মনো পুব্বঙ্গমা মনোসেট্ঠা মনোমযা। পসন্নেন মনসা চে ভাসতি বা, করোতি বা, ততো অনপাযিনী ছাযা ব নং সুখ-মন্বেতি।

সংস্কৃত—ধর্মাঃ মনঃ পূর্বঙ্গমাঃ মনঃ শ্রেষ্ঠাঃ মনোমযা। প্রসন্নেন (নির্মলেন) মনসা চেৎ (কোঽপি) (কিঞ্চিৎ) ভাষতে, (কিঞ্চিৎ) করোতি বা, ততঃ অনপাযিনী ছাযা ইব এনং সুখমন্বেতি (অনুসরতি)।

বাংলা—মনই ধর্ম সমূহের পূর্বগামী, ধর্ম সমূহের মধ্যে মনই প্রধান, ধর্ম মন হইতেই উৎপাদিত হইযা থাকে। যদি কেহ প্রসন্ন-চিত্তে—নিষ্পাপমনে কথা বলেন কিংবা কোন কার্য করেন তবে সুখ তাঁহাকে সতত‌ই ছাযার ন্যায অনুসরণ করে।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৩ ॥ থুল্লতিস্স থের

'অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে,'
যে চ তং উপনয্হন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি।

অন্বয—মং অক্কোচ্ছি, মং অবধি, মং অজিনি, মে অহাসি, যে চ তং উপনয্হন্তি তেসং বেরং ন সম্মতি।

সংস্কৃত—মাং অক্রোশীৎ, মাং অবধীৎ, মাং অজৈষীৎ মে (দ্রব্যানি) অহার্ষীৎ, যে চ তং উপনহ্যন্তি, তেষাং বৈরং ন শাম্যতি।

বাংলা—(অপর লোক) 'আমাকে তিরস্কার করিল (গালি দিল), আমাকে প্রহার করিল আমাকে পরাজিত করিল (বিচার, মিথ্যাসাক্ষ্য বা দোষ অস্বীকার ইত্যাদি কার্য দ্বারা), আমার সম্পদ্ (বস্তু) অপহরণ করিল'। যাহারা সর্বদা এই চিন্তা পোষণ করে তাহাদের বৈরভাব কখনও শান্ত হয না।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৪ ॥ থুল্লতিস্স থের

'অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে,'
যে চ তং ন উপনয্হন্তি বেরং তেসূপসম্মতি।

অন্বয়—'মং অক্কোচ্ছি, মং অবধি, মং অজিনি, মে অহাসি', যে তং ন উপনয্হন্তি তেসু বেরং উপসম্মতি।

সংস্কৃত—মাং আক্রোশীৎ, মাং অবধীৎ মাং অজৈষীৎ, মে (দ্রব্যাণি) অহার্ষীৎ, যে তৎ ন উপনহ্যন্তি, তেষু বৈরং উপশাম্যতি।

বাংলা—(সে লোক) 'আমাকে তিরস্কার করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে পরাস্ত করিল, আমার দ্রব্য অপহরণ করিল, এই রূপ চিন্তা যাঁহারা মনে স্থান দেন না', তাঁহাদের বৈরভাব দূরীভূত হইয়া যায়।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৫ ॥ কালি যক্খিনী

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং,
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।

অন্বয়—ন হি কুদাচনং ইধ বেরানি বেরেন সম্মন্তি, অবেরেন চ সম্মন্তি, এস সনন্তনো ধম্মো।

সংস্কৃত—নহি কদাচন ইহ বৈরাণি বৈরেণ শাম্যন্তি, অবৈরেণ চ শাম্যন্তি, এষঃ সনাতনো ধর্মঃ।

বাংলা—এ সংসারে শত্রুতাচরণ দ্বারা শত্রুতা কখনই দমন করা যায় না, পরন্তু শত্রুতা-বিহীন আচরণ (অবৈরীভাবযুক্ত ব্যবহার) দ্বারাই বৈরিতা শান্ত করা যায়; ইহাই সনাতন ধর্ম (ইহাই শ্রেষ্ঠ মূলনীতি)।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৬ ॥ কোসম্বক ভিক্খু

পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেথ যমামসে,
যে চ তত্থ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা।

অন্বয়—পরে চ ন বিজানন্তি ময়ং এত্থ যমামসে, যে চ তত্থ বিজানন্তি, ততো মেধগা সম্মন্তি।

সংস্কৃত—পরে (পণ্ডিতেভ্যঃ ইতরে জনাঃ ন বিজানন্তি, বযমত্র যংস্যানঃ (অস্মাল্লোকাৎ উপরতা ভবিষ্যামঃ) ; যে চ তত্র (এতৎ) বিজানন্তি, ততঃ (তেভ্যঃ পুরুষেভ্যঃ) মেধগাঃ (সর্বকলহাঃ) শাম্যন্তি।

বাংলা—অজ্ঞানী লোকেরা জানে না যে 'আমরা চিরকাল ইহ-সংসারে থাকিব না'। যাঁহারা তাহা জানেন, তাঁহাদের সর্বপ্রকার কলহ (বাদ বিসংবাদ ইত্যাদি) থামিয়া যায়।

শ্রাবস্তী - জেতবন ॥ ৭ ॥ চুল্লকাল, মহাকাল

সুভানুপস্সিসং বিহরন্তং ইন্দ্রিযেসু অসংবুতং,
ভোজনম্হি অমত্তঞ্ঞুং কুসীতং হীন বীরিযং ;
তং বে পসহতী মারো, বাতো রুক্‌খং ব দুব্বলং।

অন্বয—সুভানুপস্সিসং বিহরন্তং ইন্দ্রিযেসু অসংবুতং ভোজনম্হি অমত্তঞ্ঞুং কুসীতং হীন বীরিযং তং (পুগ্গলং) বে মারো দুব্বলং রুক্‌খং বা তোর পসহতী।

সংস্কৃত—শুভম্ অনুপশ্যন্তং বিহরন্তম্ ইন্দ্রিযেষু অসংবৃতং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞং কুসীদং হীনবীর্যং পুরুষং মারঃ দুর্বলং বৃক্ষং বাতঃ ইব প্রসহতে।

বাংলা—যে ব্যক্তি কেবল বাহ্য-শোভা খুঁজিযা খুঁজিযাই বেড়ায, ইন্দ্রিয সকল সংযত রাখে না, যে ব্যক্তি অমিতাহারী, অলস এবং হীন-বীর্য (উদ্যমহীন), বাযু যেমন দুর্বল বৃক্ষকে পরাহত করে, সেইরূপ মারও তাহাকে পরাহত করে।

॥ ৮ ॥

অসুভানুপস্সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিযেসু সুসংবুতং,
ভোজনম্হি চ মত্তঞ্ঞুং সদ্ধং আরদ্ধ-বীরিযং
তং বে নপ্প সহতী মারো বাতো সেলং ব পব্বতং।

অন্বয—অসুভানু পস্সিসং বিহরন্তং ইন্দ্রিযেসু সুসংবুতং। ভোজনম্হি চ মত্তঞ্ঞু সদ্ধং আরদ্ধবিরিং, তং বে নপ্প সহতী মারো বাতো সেলং ব পব্বতং।

সংস্কৃত—অশুভম্‌, অনুপশ্যন্তং বিহরন্তম্‌, ইন্দ্রিয়েষু সুসংবৃতং, ভোজনে মাত্রাজ্ঞং চ শ্রদ্ধং (শ্রদ্ধাবন্তং) আরদ্ধ-বীর্যং পুরুষং বৈ মারং শৈলং (শিলাময়ং) পর্বতং বাত ইব ন পসহতে।

বাংলা-যে ব্যক্তি বাহ্য শোভা অন্বেষণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান না [শরীরের মলিনতা (অশুভ) সম্যক্‌ উপলব্ধি করিয়া থাকেন], ইন্দ্রিয় সমূহ সুসংযত রাখেন, আর যিনি মিতাহারী, শ্রদ্ধাবান এবং উদ্যমশীল (কর্মঠ), বায়ু যেমন শিলাময় পর্বতকে প্রতিহত করিতে পারে না, তদ্রূপ মারও তাহাকে প্রতিহত করিতে পারে না।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৯ ॥ দেবদত্ত

অনিক্কসাবো কাসাবং যো বত্থং পরিদহেস্‌সতি,
অপেতো দমসচ্চেন ন সো কাসাব মরহতি।

অন্বয়—অনিক্কসাবো যো কাসাবং বত্থং পরিদহেস্‌সতি, দমসচ্চেন অপেতো সো কাসাবং ন অরহতি।

সংস্কৃত—অনিষ্কষায়ো যঃ কাষায়ং বস্ত্রং পরিধাস্যতি, দমসত্যাভ্যামপেতঃ সঃ কাষায়ং ন অর্হতি।

বাংলা—যে ব্যক্তি কাম-রাগাদি দোষযুক্ত হইয়াও কাষায়-বস্ত্র পরিধান করে, দমহীন (কাম-রাগাদি দুষ্প্রবৃত্তি সমূহ দমনে অপারগ ব্যক্তি) ও সত্যহীন সে ব্যক্তি কখনই কাষায়-বস্ত্র পরিধানের উপযুক্ত নহে।

॥ ১০ ॥

যো চ বন্তকসাবস্‌স সীলেসু সুসমাহিতো,
উপেতো দমসচ্চেন স বে কাসাব মরহতি।

অন্বয়—যো চ বন্তকসাবো অস্‌স সীলেসু (চতুপারিসুদ্ধি সীলেসু) সুসমাহিতো, দমসচ্চেন উপেতো স বে কাসাব মরহতি।

সংস্কৃত—যশ্চ বান্তকষায়ঃ অস্য শীলেষু সুসমাহিতঃ ; দমসত্যাভ্যামুপেতঃ
সঃ বৈ কাষায় মহতি।

বাংলা—যিনি কাম-রাগাদি দোষশূন্য এবং 'শীলসমূহে (শীল' অর্থে এখানে 'চতুপারিশুদ্ধিশীল' বুঝাইতেছে) [(১) প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল, (২) ইন্দ্রিয় সংবরশীল, (৩) আজীব পারিশুদ্ধি সংবরশীল, (৪) প্রত্যয় সন্নিশ্রিত সংবরশীল—এই চারিটিকে বুঝায়।] সুপ্রতিষ্ঠিত দান্ত ও সত্যবান—সেই ব্যক্তি অবশ্যই কাষায়-বস্ত্র পরিধানের যোগ্য (বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

রাজগৃহ—বেনুবন ।। ১১ ।। অগ্‌গ সাবক সঞ্জয়

অসারে সারমতিনো সারে চাসার দস্‌সিনো,
তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিচ্ছা সঙ্কপ্প গোচরা।

অন্বয়—(যে) অসারে সারমতিনো, সারেচ অসারদস্‌সিনো, মিচ্ছা সঙ্কপ্প
গোচরা তে সারং নাধিগচ্ছন্তি।

সংস্কৃত—(যে) অসারে সারমতয়ঃ, সারেচ অসার দর্শিনঃ, মিথ্যা সঙ্কল্প
গোচরাঃ, তে সারং নাধি গচ্ছন্তি।

বাংলা—যাহারা অসার বস্তুকে সার মনে করে এবং সারকে অসার বলিয়া মনে করে, মিথ্যা-দৃষ্টির (ভ্রান্ত ধারণার) প্রশ্রয় দাতা—সেই ব্যক্তিরা কখনও সার প্রাপ্ত হয় না ('সার'—বৌদ্ধ মতে, 'সার' ছয় প্রকার ; যথা—শীলসার, সমাধি সার, প্রজ্ঞা সার, বিমুক্তি সার, বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন সার এবং পরমার্থ সার ; শেষোক্ত এই পরমার্থ সারেরই নামান্তর 'নির্বাণ'।
['মিথ্যা সঙ্কল্প' (মিথ্যাদৃষ্টি—ভ্রান্ত ধারণা) বলিতে 'কাম-বিতর্ক', 'ব্যাপাদ-বিতর্ক', 'বিহিংসা-বিতর্ক' ইত্যাদি বুঝায়।]

।। ১২ ।।

সারঞ্চ, সারতো ঞত্বা অসারঞ্চ অসারতো ;
তে সারং অধিগচ্ছন্তি সম্মা-সঙ্কপ্প গোচরা।

অন্বয—(যে) চ সারং সারতো ঞত্বা অসারঞ্চ অসারতো (জানন্তি) সম্মা সঙ্কপ্প গোচরা তে সারং অধি গচ্ছন্তি।

সংস্কৃত—(যে) চ সারং সারতো জ্ঞাত্বা অসারঞ্চ অসারতঃ (জানন্তি) সম্যক সঙ্কল্প গোচরাস্তে সারং অধিগচ্ছন্তি।

বাংলা—পরন্তু যাঁহারা সারকে সার পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং অসারকে অসার বলিয়া জানেন, সম্যক্ সঙ্কল্পবদ্ধ (সত্য-দৃষ্টি সম্পন্ন) সত্য সঙ্কল্পানুবর্তী—সেই সকল ব্যক্তিই সার (পদার্থ) প্রাপ্ত হন। [সত্য-সঙ্কল্প ত্রিবিধ, যথা-নৈষ্ক্রম্য সঙ্কল্প, অব্যাপাদ সঙ্কল্প এবং অবিহিংসা সঙ্কল্প]।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৩ ॥ নন্দ থের

যথাগারং দুচ্ছন্নং বুট্‌ঠী সমতি বিজ্‌ঝতি,
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতি বিজ্‌ঝতি।

অন্বয—যথা দুচ্ছন্নং অাগারং বুট্‌ঠী সমতি বিজ্‌ঝতি এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতি বিজ্‌ঝতি।

সংস্কৃত -যথা দুচ্ছন্নং অাগারং বৃষ্টিঃ সমতি বিধ্যতি এবং অভাবিতং চিত্তং রাগঃ সমতি বিধ্যতি।

বাংলা—যে গৃহ উত্তম রূপে আচ্ছাদিত নহে, অর্থাৎ ছিদ্রযুক্ত, উহাকে ভেদ করিয়া যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করে—যে চিত্ত ভাবনা রহিত(ধ্যান পরায়ণতাহীন) তাহাতেও সেই রূপ আসক্তি (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) প্রবেশ করে।

॥ ১৪ ॥

যথাগারং সুচ্ছন্নং বুট্‌ঠী ন সমতি বিজ্‌ঝতি,
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতি বিজ্‌ঝতি।

অন্বয যথা সু চ্ছন্নং আগারং বুট্‌ঠী ন সমতি বিজ্‌ঝতি এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতি বিজ্‌ঝতি।

সংস্কৃত যথা সুচ্ছন্নম্ আগারং বৃষ্টির্ণ সমতি বিধ্যতি এবং সুভাবিতং

চিত্তং রাগো, ন সমতি বিধ্যতি।

বাংলা—যে গৃহ উত্তম রূপে আচ্ছাদিত, উহাকে ভেদ করিয়া যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ যে চিত্ত ভাবনাযুক্ত (যে ভিক্ষু চল্লিশ প্রকার কর্মস্থান ভাবনা দ্বারা চিত্তকে সংযত করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রবেশ লাভ করিতে পারে না) তাহাতেও আসক্তি প্রবেশ করিতে পারে না (মূলের 'সুভাষিত' শব্দে সমথ বিদর্শন ভাবনা বুঝাইতেছে)।

রাজগৃহ—বেণুবন ॥ ১৫ ॥ চুন্দ সুকোরিক

ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি, পাপকারী উভযত্থ সোচতি,
সো সোচতি সো বিহঞ্ঞতি, দিস্বা কম্ম কিলিট্ঠ মত্তনো।

অন্বয়—পাপকারী ইধ সোচতি, পেচ্চ সোচতি, উভযত্থ সোচতি; অত্তনো কম্মকিলিট্ঠং দিস্বা সো সোচতি, সো বিহঞ্ঞতি।

সংস্কৃত—পাপকারী ইহ শোচতি, প্রেত্য শোচতি, উভয়ত্র শোচতি, অত্মনঃ, কর্ম-ক্লিষ্টং (কর্ম-মালিন্যং) দৃষ্টা স শোচতি, স বিহন্যতে।

বাংলা—পাপকারী ব্যক্তিকে ইহ-পর উভয় লোকেই (ইহ জন্ম, পর-জন্ম দুই জন্মেই) শোক (অনুশোচনা) করিতে হয়। সে আপন ক্লিষ্ট-কর্ম (মলিন কর্ম বা পাপকর্ম) দর্শন করিয়া অত্যন্ত কষ্ট পায় (দুঃখ ভোগ করে)।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৬ ॥ ধাম্মিক উপাসক

ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি, কতপুঞ্ঞো উভযত্থ মোদতি,
সো মোদতি সো পমোদতি দিস্বা কম্ম কিলট্ঠ মত্তনো।

অন্বয়—কতপুঞ্ঞো ইধ মোদতি, পেচ্চ মোদতি, উভযত্থ মোদতি, অত্তনো কম্ম বিসুদ্ধিং দিস্বা সো পমোদতি।

সংস্কৃত—কৃতপুণ্য ইহ মোদতে, প্রেত্য মোদতে উভযত্র মোদতে আত্মনঃ কর্ম-বিশুদ্ধিং দৃষ্টা স মোদতে প্রমোদতে।

বাংলা—যিনি পুণ্যকর্ম করেন—তিনি ইহ-পর উভয় লোকেই আনন্দ লাভ

করেন। তিনি আপন কর্ম (পবিত্রতা)-এর পুণ্যফল দর্শন করিয়া অতীব আনন্দিত হন।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১৭ ।। দেবদত্ত

ইধ তপ্পতি পেচ্চ তপ্পতি, পাপকারী উভযত্থ তপ্পতি,
পাপং মে কতন্তি তপ্পতি, ভীয্যো তপ্পতি দুগ্‌গতিং গতো।

অন্বয়—পাপকারী ইধ তপ্পতি, পেচ্চ তপ্পতি, উভযত্থ তপ্পতি, মে পাপং কতন্তি তপ্পতি, দুগগতিং গতো ভীয্যো তপ্পতি।

সংস্কৃত—পাপকারী ইহ তপ্যতি, প্রেত্য তপ্যতি, উভযত্র তপ্যতি, ময়া পাপং কৃতমিতি তপ্যতি, দুর্গতিং গতো ভুয়স্তপ্যতি।

বাংলা—যে পাপকার্য করে (সে আপন কৃত-কর্মের ফলভোগ করে), সে ইহলোক পরলোকে—উভয় লোকেই তাপপ্রাপ্ত হয়। 'আমি পাপ করিয়াছি'—এই চিন্তা করিয়া সে (ইহলোক) বর্তমান জন্মে তাপপ্রাপ্ত হয় এবং দুর্গতি লাভ করিয়া পুনরায় তাপপ্রাপ্ত হয়।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১৮ ।। সুমনা দেবী

ইধ নন্দতি পেচ্চ নন্দতি, কতপুঞ্ঞো উভযত্থ নন্দতি,
পুঞ্ঞং মে কতন্তি নন্দতি, ভীয্যো নন্দতি সুগতিং গতো।

অন্বয়—কত পুঞ্ঞো ইধ নন্দতি, পেচ্চ নন্দতি, উভযত্থ নন্দতি, মেপুঞ্ঞং কতন্তি নন্দতি, সুগতিং গতো ভীয্যো নন্দতি।

সংস্কৃত—কৃতপুণ্যঃ ইহ নন্দতি, প্রেত্য নন্দতি, উভযত্র নন্দতি, ময়া পুণ্যং কৃতমিতি নন্দতি, সুগতিং গতো ভূয়ো নন্দতি।

বাংলা—যে পুণ্য কর্ম করে—সে ইহলোকে পরলোকে—উভয় লোকেই আনন্দ লাভ করে। 'আমি পুণ্য কর্ম করিয়াছি'—এই চিন্তা করিয়া সে (ইহলোকে) আনন্দ লাভ করে এবং সুগতিপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় আনন্দ-প্রাপ্ত হয়।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৯ ॥ দ্বে সহাযক ভিক্খু

বহুম্পি চে সহিতং ভাসমানো, ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো
গোপো ব গাবো গণযং পরেসং, ন ভাগবা সামঞ্ঞস্স হোতি।

অন্বয—বহুম্পি সহিতং ভাসমানো পমত্তো নরো চে তক্করো ন হোতি (তদা সো) পরেসং গাবো গণযং গোপো ব সামঞ্ঞস্স ভাগবা ন হোতি।

সংস্কৃত—বহ্বীমপি সংহিতাং (বুদ্ধবচনং, ত্রিপিটকং) ভাষমানঃ প্রমত্তো নরশ্চেৎ তৎকরো ন ভবতি, তদা স পরেষাং গাঃ গণয়ন্ গোপ ইব শ্রামণ্যস্য ভাগবান্ ন ভবতি।

বাংলা—যেমন কোন গো-রক্ষক অন্য ব্যক্তি (বহু সহস্র)র গাভী গণনা করিযাও, তাহার অধিকারী হইতে পারে না, সেইরূপ যে ব্যক্তি (ভিক্ষু) অনেক শাস্ত্র অর্থাৎ বুদ্ধবচন আবৃত্তি করেন অথবা শিক্ষা-দান করেন, অথচ প্রমত্ততা বশতঃ সেই অনুযাযী কার্য করেন না (অর্থাৎ অনিত্য, দুঃখ অনাত্ম ভাবনা করেন না), তদ্রূপ তিনি কখনও শ্রামণ্য (বুদ্ধ শিষ্যত্বের)-এর অধিকারী হইতে পারেন না।

অর্থাৎ কোন গোপ যেরূপ (চারণ জন্য) প্রাতে গাভী সকল সংগ্রহ করিযা (সেগুলি দিনমানে চরাইযা) অপরাহ্নে সেই সকল পুনরায (গো স্বামীর নিকট) প্রত্যর্পণ করে, অথচ দধি, দুগ্ধ বা নবনীত ইত্যাদি গাভীজাত সার পদার্থ লাভে লাভবান হইতে পারে না, সেইরূপ প্রমত্ত ভিক্ষুরা শাস্ত্রবাক্য শিক্ষা করেন এবং পরকেও তাহা শিক্ষা দান করেন বটে, কিন্তু নিজ জীবনে তাহা প্রতিপালন করেন না, তাঁহারা কখনও ধর্মের উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে পারেন না।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ২০ ॥ দ্বে সহাযক ভিক্খু

অপ্পম্পি চে সহিতং ভাসমানো ধম্মস্স হোতি অনুধম্মচারী,
রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায মোহং সম্পজানো সুবিমুত্ত চিত্তো

অনুপাদিযানো ইধ বা হুরং বা স ভাগবা সামঞ্ঞস্স হোতি।

অন্বয়—অপ্পম্পি সহিতং ভাসমানো চে (নরো), ধম্মস্স অনুধম্মচারী হোতি, রাগঞ্চ, দোসঞ্চ, মোহঞ্চ পহায সম্পজানো সুবিমুত্তচিত্তো অনুপাদিযানো (চে হোতি), (তদা) সো ইধ বা হুরং বা সামঞ্ঞস্স ভাগবা হোতি।

সংস্কৃত—অল্পামপি সংহিতাং (বুদ্ধবচং ত্রিপিটকং) ভাষমানশ্চেৎ নরো ধর্মেষু অনুধর্মচারী ভবতি, রাগঞ্চ দোষঞ্চ মোহঞ্চ প্রহায সুবিমুক্ত চিত্তঃ সম্যক প্রজানন্ 'অনুপাদনঃ' (উপাদান হীনঃ বর্ততে, তদা) স ইহ বা অমুত্র বা শ্রামণ্যস্য ভাগবান ভবতি।

বাংলা—যিনি অল্পমাত্র শাস্ত্রবাক্য মুখে আবৃত্তি করিয়াও সেই সমস্ত শাস্ত্র বাক্যোক্ত উপদেশ জীবনে প্রতিপালন করেন এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহত্যাগ করিয়া সম্যক জ্ঞান লাভ পূর্বক বিমুক্ত-চিত্ত হইয়া উপাদান হীন (কাম, ভব, ভ্রান্ত দৃষ্টি ইত্যাদি আসক্তি শূন্য) হইতে পারেন, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে শ্রামণ্য (বুদ্ধ-শিষ্যত্বের)-এর ভাগী হইয়া থাকেন।

অপ্পমাদ বগ্গো

[দুতিযো]

কোসম্বি—ঘোসিতারাম ।। ২১ ।। সামাবতী

অপ্পমাদো অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং,
অপ্পমত্তা ন মীযন্তি যে পমত্তা যথা মতা।

।। ২২ ।।

এতং বিসেসতো ঞত্বা অপ্পমাদম্হি পণ্ডিতা,
অপ্পমাদে পমোদন্তি অরিযানং গোচরে রতা।

।। ২৩ ।।

তে ঝাযিনো সাততিকা নিচ্চং দল্হ পরক্কমা,
ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং যোগক্খেমং অনুত্তরং।

অন্বয়—অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং, যে পমত্তা তে যথা মতা, অপ্পমত্তা (তথা) ন মীয়ন্তি।

অপ্পমাদসিহ এতং বিসেস-তো ঞত্বা পণ্ডিতা অরিয়ানং গোচরে রতা অপ্পমাদে পমোদন্তি।

ঝায়িনো সাতৎিকা নিচ্চং দল্হ পরক্কমা ধীরাতে নিব্বানং অনুত্তরং যোগক্খেমং ফুসন্তি।

সংস্কৃত—অপ্রমাদঃ অমৃতপদং প্রমাদো মৃত্যোঃ পদং, যে প্রমত্তাঃ (তে) যথা মৃতাঃ, অপ্রমত্তাঃ (তথা) ন ম্রিয়ন্তে, অপ্রমাদে এতং বিশে-ষতঃ জ্ঞাত্বা পণ্ডিতাঃ আর্য্যানম্ গোচরে রতাঃ (সন্তঃ) অপ্রমাদে প্রমোদন্তে, ধ্যায়িনঃ সাততিকাঃ দৃঢ় পরাক্রমা ধীরান্তে নির্বাণং অনুত্তরং যোগক্ষেমং স্পৃশন্তি।

বাংলা—অপ্রমাদ অমৃতের পথ স্বরূপ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ স্বরূপ, অপ্রমত্ত (অর্থাৎ ধর্মাচরণে তৎপর) ব্যক্তিগণ কখনও মরেন না; পক্ষান্তরে প্রমত্ত ব্যক্তিগণ মৃত স্বরূপ (এখানে প্রমাদগ্রস্ত—পাপকার্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ মৃতের ন্যায় এবং অপ্রমত্ত পুণ্যকার্য সম্পাদনে তৎপর ব্যক্তিগণ অমর তুল্য বলিয়া বলা হইয়াছে, যেহেতু অলস এবং প্রমাদগ্রস্ত ভিক্ষুগণ, মানবগণ—সর্বজীবগণ মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের অধীন)।

এই সত্য বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া যাঁহারা অপ্রমত্ত হইয়াছেন এবং আর্যগণ (বুদ্ধ, প্রত্যেক-বুদ্ধ, অর্হৎ গণের-অর্থাৎ চতুর্বিধ ধ্যানে স্মৃত্যোপস্থান—স্মৃতি উপস্থান বা স্মৃতি প্রস্থান; সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং নব লোকোত্তর ধর্ম পালন করেন সেই সমস্ত আর্য)-এর জ্ঞানে বিহার করেন, ধ্যান-নিষ্ঠ, নিত্য সচেষ্ট (উদ্যমশীল) ও নিত্য দৃঢ় পরাক্রমশালী সেই সকল ধীর ব্যক্তি পরাশান্তিরূপ নির্বাণ (অর্হত্ব) লাভ করেন।

রাজগৃহ—বেণুবন ।। ২৪। কুম্ভ ঘোসক

উট্‌ঠানবতো সতিমতো সুচিকম্মসস নিসম্মকারিনো সঞ্ঞতসস চ ধম্ম জীবিনো অপ্পমত্তস্‌স যসোহভি বড্‌ঢতি।

অন্বয—উট্‌ঠান বতো সতিমতো সুচিকম্মস্‌স নিসম্ম কারিনো সঞ্‌ঞতস্‌স ধম্মজীবিনো অপ্পমত্তস্‌স যসো অভিবড্‌ঢতি।

সংস্কৃত—উত্থানবতঃ (উৎসাহ সম্পন্নস্য) স্মৃতিমতঃ, শুচিকর্মণঃ নিশম্যকারিণঃ (সাবধানস্য) সংযতস্য ধর্মজীবিনশ্চ অপ্রমত্তস্যাচ যশোঽভিবর্দ্ধতে।

বাংলা—যিনি সতত জাগরিত (নিত্য উদ্যমশীল) স্মৃতিমান পবিত্রকর্মা এবং যিনি বিশেষ বিচার পূর্বক কার্য করেন, সংযতেন্দ্রিয় ও ধর্মপরায়ণ, অপ্রমাদী সেই পুরুষের যশঃ বর্ধিত হয়।

রাজগৃহ—বেণুবন ।। ২৫ ।। চুল্লপন্থক থের

উট্‌ঠানেন' প্পমাদেন সঞ্‌ঞমেন দমেন চ
দীপং কযিরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি।

অন্বয—উট্‌ঠানেন অপ্পমাদেন সঞ্‌ঞমেন দমেন চ মেধাবী (তং) দীপং কযিরাথ যং ওঘো ন অভীকিরতি।

সংস্কৃত—উত্থানের অপ্রমাদেন সংযমেন দমেন চ মেধাবী (তং) দ্বীপং কুর্যাৎ যং ওঘঃ ন অভিকীরতি।

বাংলা—জাগরিত, অপ্রমত্ত; সংযত এবং দান্ত হইযা মেধাবী পুরুষ, তাহার নিজের জন্য এরূপ দ্বীপ (রক্ষাস্থল) প্রস্তুত করিতে পারেন, যাহাকে জল প্রবাহও (প্রবল বন্যা) প্রতিহত করিতে (ডুবাইতে—ধ্বংস করিতে) পারে না (ওঘ, চারি প্রকার, যথা—কাম, ভব, দৃষ্টি এবং অবিদ্যা।

জেতবন ।। ২৬ ।। বাল নক্‌খত্ত ঘুট্‌ঠ

পমাদ মনুযুঞ্জন্তি বালা দুম্মেধিনো জনা,
অপ্পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্‌ঠংব রক্‌খতি।

অন্বয—বালা দুম্মেদিনো জনা পমাদ মনুযুঞ্জন্তি, মেধাবী অপ্পমাদঞ্চ সেট্‌ঠং ধনং ব রক্‌খতি।

সংস্কৃত—বালাঃ দুর্মেধসো জনাঃ প্রমাদ-মনু-যুঞ্জন্তি, মেধাবী অপ্রমাদন্ত শ্রেষ্ঠং ধনমিব রক্ষতি।

বাংলা—বালস্বভাব বা মূর্খ ও দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ (যাহারা পারলৌকিক মুক্তির জন্য পুণ্য কার্যের অনুষ্ঠান করে না), প্রমাদেরই অনুসরণ করে; কিন্তু বুদ্ধিমানেরা অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায় যত্নের সহিত রক্ষা করেন।

॥ ২৭ ॥

ম' পমাদ মনুযুঞ্জেথ মা কামরতি সন্থবং,
অপ্পমত্তোহি ঝাযন্তো পপ্পোতি বিপুলং সুখং।

অন্বয়—পমাদং মা অনুযুঞ্জেথ কামরতি সন্থবং (চ) মা (অনুযুঞ্জেথ) অপ্পমত্তোহি ঝাযন্তো বিপুলং সুখং পপ্পোতি।

সংস্কৃত—প্রমাদং মা অনুযুঞ্জত কামরতি সংস্তবং (চ) মা (অনুযুঞ্জীত) অপ্রমত্তোহি ধ্যায়ন্ বিপুল সুখং প্রাপ্নোতি।

বাংলা—কখনও প্রমাদের অনুসরণ করিবে না এবং কামরতি সম্ভোগেও আসক্ত হইবে না। অপ্রমত্ত ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণ বিপুল সুখ (মুক্তি বা নির্বাণ) লাভ করেন।

জেতবন ॥ ২৮ ॥ মহাকসসপ

পমাদং অপ্পমাদেন যদানুদতি পণ্ডিতো,
পঞ্ঞা পাসাদ মারুয্হ অসোকো সোকিনিং পজং,
পব্বতটেঠা ব ভুম্মটেঠা ধীরো বালে অবেক্খতি।

অন্বয—যদা পণ্ডিতো অপ্পমাদেন পমাদং নুদতি (তদা সো) অসোকো (সন্তো) পঞ্ঞা পাসাদং আরুয্হ সোকিনিং পজং ভুম্মটেঠ বালে পতব্বটঠ ধীরো ব অবেক্খতি।

সংস্কৃত—যদা পণ্ডিতঃ অপ্রমাদেন প্রমাদং নুদতি (তদা সঃ) অশোকঃ (সন্) প্রজ্ঞা প্রাসাদ মারুহ্য শোকিনীং প্রজাং ভূমিস্থিতান্ বালান্ পর্বতস্থো ধীর ইব অবেক্ষতে।

বাংলা—জ্ঞানী ব্যক্তি যখন অপ্রমাদ দ্বারা প্রমাদকে দূরীভূত করেন,

তখন প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদ শিখরস্থ ধীর (জ্ঞান) ব্যক্তি যেই রূপ ভূমিস্থিত মূর্খের প্রতি অবলোকন করেন, শোকহীন ব্যক্তি সেইরূপ শোকহীন মানবগণের প্রতি অবলোকন করেন।

জেতবন ॥ ২৯ ॥ দ্বে সহায়ক ভিক্‌খু

অপ্পমত্তো পমত্তেসু সুত্তেসু বহু জাগরো,
অবলস্‌সং ব সীঘস্সো, হিত্বা যাতি সুমেধসো।

অন্বয় সুমেধসো পমত্তেসু অপ্পমত্তো (সন্) সুত্তেসু বহুজাগরো (সন্) সীঘস্সো অবলস্সং ব যাতি।

সংস্কৃত—সুমেধাঃ প্রমত্তেষু অপ্রমত্তঃ (সন্) সুপ্তেষু বহুজাগরঃ (সন্) অবলাশ্বং হিত্বা শীঘ্রাশ্ব ইব যাতি।

বাংলা—দ্রুতগামী অশ্ব যেমন দুর্বল অশ্বকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ অপ্রমত্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রমত্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অপ্রমত্ত থাকিয়া এবং নিদ্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে জাগরিত থাকিয়া (ধর্মপথে) অগ্রগামী হইয়া থাকেন।

বৈশালী—কুটাগার ॥ ৩০ ॥ মহালি পঞ্‌হ

অপ্পমাদেন মঘবা দেবানং সেট্‌ঠতং গতো।
অপ্পমাদং পসংসন্তি পমাদো গরহিতো সদা।

অন্বয়—মঘবা অপ্পমাদেন দেবানং সেট্‌ঠতং গতো, (পণ্ডিতা) অপ্পমাদং পসংসন্তি পমাদো (পন তেহি অরিযেহি) সদা গরহিতো।

সংস্কৃত—মঘবা অপ্রমাদেন দেবানাং শ্রেষ্ঠতাং গতঃ (পণ্ডিতাঃ) অপ্রমাদং প্রশংসন্তি, প্রমাদঃ (পুনঃ তৈঃ আর্যৈ) গর্হিতঃ (নিন্দিতঃ)।

বাংলা—মঘবা ইন্দ্র, অপ্রমাদ দ্বারাই দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ অপ্রমাদকে প্রশংসা করেন। প্রমাদ সর্বদাই নিন্দিত হইয়া থাকে।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৩১ ॥ অঞ্‌ঞতর ভিক্‌খু

অপ্পমাদরতো ভিক্‌খু পমাদে ভয দস্সিবা
সঞ্‌ঞোজনং অনুং থূলং ডহং অগ্‌গী'ব গচ্ছতি।

অন্বয—অপ্পমাদবতো পমাদে ভয দসিমবা ভিক্‌খু অগ্‌গি ব অনুং থুলং (চ) সঞ্‌ঞেজনং ডহং গচ্ছতি।

সংস্কৃত—অপ্রমাদরতঃ প্রমাদে ভযদর্শী বা ভিক্ষুঃ অগ্নিরিব অণুং স্থূলং (চ) সংযোজন দহন গচ্ছতি।

বাংলা—যে ভিক্ষু অপ্রমাদপরাযণ ও প্রমাদকে ভয করেন, তিনি অগ্নির ন্যায ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সমস্ত বন্ধন (দশবিধ ইন্দ্রিয বন্ধন) দগ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হন।

জেতবন ॥ ৩২ ॥ নিগমবাসি তিস্‌স থের

অপ্পমাদদরতো ভিক্‌খু পমাদে ভয দসি্‌সবা,
অভব্বো পরিহানায নিব্বানসেসব সন্তিকে।

অন্বয—অপ্পমাদরতো পমাদে ভয দসিসবা পরিহানায় অভব্বো, (সো) নিব্বানসস সন্তিকে এব।

সংস্কৃত—অপ্রমাদরতঃ প্রমাদে ভযদর্শী বা ভিক্ষুঃ পরিহানায অভব্যঃ নির্ব্বাণস্য সন্তিকে এব।

বাংলা—যে ভিক্ষু অপ্রমাদপরাযণ এবং প্রমাদে ভযদর্শী, তিনি কখনও ধর্মের পথ হইতে ভ্রষ্ট হন না। তিনি নির্বাণেরই সমীপবর্তী হন।

চিত্ত বগ্‌গো

[ততিযো]

কালিঙ্গপব্বত ॥ ৩৩ ॥ মেঘিয থের

ফন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্‌খং দুন্নিবারযং
উজুং করোতি মেধাবী উসুকারো'ব তেজনং।

অন্বয—মেধাবী ফন্দনং, চপলং, দুরক্‌খং, দুন্নিবারযং চিত্তং উসুকারো তেজনং ব, উজুং করোতি।

সংস্কৃত—মেধাবী স্পন্দনং, চপলং, দুরক্ষ্যং, দুর্নিবার্যং চিত্তং ইষুকারঃ তেজনং ইব ঋজু করোতি।

বাংলা—বাণ প্রস্তুতকারী (ইষুকার বা ধনুকের শর-নির্মাতা) সোজা (ঋজু) করিয়াই যেমন তীর প্রস্তুত করিয়া থাকে, ঠিক তদ্রূপ ভাবেই বুদ্ধিমান (মেধাবী) ব্যক্তি ও স্বীয় স্পন্দনশীল (কায়িক সৌন্দর্যমত্ত) চঞ্চল, দুরক্ষ্য এবং দুর্নিবার্য চিত্তকে ঋজু—সরল করেন (নিজ বশে আনয়ন করেন)।

॥ ৩৪ ॥

বারিজোব থলে খিত্তো ওক মোকত উব্ভতো,
পরিফন্দতি'দং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে।

অন্বয়—ওকমোকত উব্ভতো থলে খিত্তো বারিজোব ইদং চিত্তং মার-ধেয্যং পহাতবে পরিফন্দতি।

সংস্কৃত—উদকৌকতঃ উদ্ধৃত স্থলে ক্ষিপ্তঃ বারিজ ইব ইদং চিত্তং মারধেয়ং প্রহাতুং পরিস্পন্দতে।

বাংলা—জল হইতে উদ্ধৃত এবং স্থলে প্রক্ষিপ্ত মৎস্য যেমন (পুনরায় জলে প্রবেশের জন্য) ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে; সেইরূপ পঞ্চকামগুণ-বিনির্মুক্ত-চিত্ত মারের রাজ্য (মৃত্যু রাজ্য) অতিক্রম করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে (ব্যাকুলিত হয)।

শ্রাবস্তী ॥ ৩৫ ॥ অঞ্ঞতর ভিক্‌খু

দুন্নিগ্‌গহসস লহুনো যত্থ কাম নিপাতিনো,
চিত্তসস দমতো সাধু চিত্তং দন্তং সুখাবহং।

অন্বয়—দুন্নিগ্‌গহসস লহুনো যত্থ কাম নিপাতিনো চিত্তসস দমথো সাধু দন্তং চিত্তং সুখাবহং।

সংস্কৃত—দুর্নিগ্রহস্য লঘুনঃ যত্রকাম-নিপাতিনঃ চিত্তস্য দময়িতঃ সাধু, দান্তং চিত্তং সুখাবহং।

বাংলা—দুর্নিবহ, লঘু এবং যথেচ্ছ বিচরণশীল, চঞ্চল চিত্তকে দমন করাই ভাল; (কারণ) সংযত-চিত্ত সুখ প্রদান করে।

শ্রাবস্তী ॥ ৩৬ ॥ উক্কণ্ঠিতঞ্‌ঞতর ভিক্‌খু

সুদুদ্দসং সুনিপুণং যত্থ কাম নিপাতিনং,
চিত্তং রক্‌খেথ মেধাবী, চিত্তং গুত্তং সুখা বহং।

অন্বয়—মেধাবী সুদুদ্দসং সুনিপুণং যত্থ কাম নিপাতিনং চিত্তং রক্‌খেথ গুত্তং চিত্তং সুখাবহং।

সংস্কৃত—মেধাবী সুদুর্দশং সুনিপুণং যত্রকাম নিপাতিনঃ চিত্তং রক্ষেৎ, গুপ্তং চিত্তং সুখাবহং।

বাংলা—দুর্বোধ্য, কুটিল এবং যথেচ্ছগমনশীল মনোবৃত্তির (চিত্তের) প্রতি বুদ্ধিমান (মেধাবী) ব্যক্তির সর্বদা লক্ষ্য রাখা কর্তব্য, (যেহেতু) সুরক্ষিত (গুপ্ত) চিত্ত, সুখ (নির্বাণানন্দ) প্রদান করে।

শ্রাবস্তী ॥ ৩৭ ॥ সজ্ঘরক্‌খিত থের

দূরঙ্গমং এক চরং অসরীরং গুহাসয়ং
যে চিত্তং সঞ্‌ঞমেসসন্তি মোক্‌খন্তি মারবন্ধনা ।

অন্বয়—যে দূরঙ্গমং একচরং অসরীরং গুহাসয়ং, চিত্তং সঞ্‌ঞমেসসন্তি (তে) মারবন্ধনা মোক্‌খন্তি।

সংস্কৃত—যে দূরঙ্গমং এক চরং অশরীরং গুহাসয়ং চিত্তং সংযমস্যন্তি (তে) মারবন্ধনাৎ মুচ্যতে।

বাংলা—যে সকল ব্যক্তি দূরগামী, একাচারী, অশরীরি এবং (হৃদয় রূপ) গুহাশরী চিত্তকে সংস্থান করিবেন, তাঁহারা মারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন।

শ্রাবস্তী ॥ ৩৮ ॥ চিত্ত হত্থ থের

অনবট্‌ঠিত চিত্তস্‌স সদ্ধম্মং অবিজানতো,
পরিপ্লব পসাদসস পঞ্‌ঞা ন পরিপূরতি।

অন্বয়—অনবট্‌ঠিত চিত্তস্‌স সদ্ধম্মং অবিজানতো পরিপ্লবপসাদস্‌স (পুগ্গলস্‌স) পঞ্‌ঞা ন পরিপূরতী।

সংস্কৃত—অনবস্থিত-চিত্তস্য সদ্ধর্মং অবিজানতঃ পরিপ্লবপ্রসাদস্য (পুরুষস্য) প্রজ্ঞা ন পরিপূর্যতে।

বাংলা—যিনি অস্থিরচিত্ত (অব্যবস্থিত-মতি), যিনি সত্যধর্ম অবগত নহেন (সত্য ধর্মে অকোবিদ); যাঁহার হৃদয় প্রসাদহীন, তাঁহার প্রজ্ঞা কখনও পূর্ণতা লাভ করে না অর্থাৎ তিনি কখনও অর্হত্ব (নির্বৃতি লব্ধ ব্যক্তির)-এর সম্যক ধারণা করিতে পারেন না।

শ্রাবস্তী ॥ ৩৯ ॥ চিত্ত হত্থ থের

অনবস্সুত চিত্তস্স অনন্বাহত চেতসো,
পুঞ্ঞ পাপ পহীনস্স নত্থি জাগরতো ভযং।

অন্বয়—অনবস্সুত চিত্তসস অনন্বাহত চেতসো, পুঞ্ঞ পাপ পহীনস্স (পুগ্গলস্স) জাগরতো ভযং নত্থি।

সংস্কৃত—অনবস্রুত চিত্তস্য অনন্বাহত চেতসঃ (রাগদ্বেষান-ভিহত মনসঃ) পুণ্য পাপ প্রহীণস্য (পুরুষস্য) জাগ্রতঃ ভয়ংনাস্তি।

বাংলা—যাঁহার চিত্ত বাসনাবিহীন, যাঁহার মন কখনও বিচলিত হয় না, যিনি পুণ্য ও পাপ উভয়ই পরিহার করিয়াছেন—যিনি সততই জাগরিত থাকেন, তাঁহার কোনই ভয় নাই।

শ্রাবস্তী ॥ ৪০ ॥ পঞ্চসত বিপস্সক ভিক্খু

কুম্ভূপমং কাযমিমং বিদিত্বা নগরূপমং চিত্তমিদং ঠপেত্বা,
যোজেথ মারং পঞ্ঞাবুধেন জিতঞ্চ রক্খে অনিবেসনো সিযা।

অন্বয়—ইমং কাযং কুম্ভূপমং বিদিত্বা, ইদং চিত্তং নগরূপমং ঠপেত্বা, পঞ্ঞাযুধেন মারং যোজেথ, জিতঞ্চ (তং) রক্খে, অনিবেসনো, (চ) সিযা।

সংস্কৃত—ইমং কাযং কুম্ভোপমং বিদিত্বা, ইদং চিত্তঃ নগরোপমং স্থাপয়িত্বা প্রজ্ঞায়ুধেন মারং যুধ্যেত, জিতঞ্চ (তং) রক্ষেৎ অনিবেশনশ্চ স্যাৎ।

বাংলা—এই দেহকে মৃত্তিকা ঘটের ন্যায় (ক্ষণ-ভঙ্গুর) জ্ঞান করিয়া এবং এই চিত্ত নগরতুল্য মনে করিয়া, দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত রাখিয়া, মারের সহিত প্রজ্ঞারূপ অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করিবে এবং তাহাকে (মার অর্থাৎ মৃত্যুকে) জয় করিয়া আসক্তিবিহীন হইয়া সর্বদা নিজকে রক্ষা করিবে।

শ্রাবস্তী ॥ ৪১ ॥ পুতিগত্ত তিস্স থের

অচিরং বত'যং কাযো পঠবিং অধিসেস্সতি,
ছুদ্ধো অপেত বিঞ্ঞাণো নিরত্থংব কলিঙ্গরং।

অন্বয়—অযং কাযো বত ছুদ্ধো অপেত বিঞ্ঞাণো (সন্তো) নিরত্থং কলিঙ্গরং ব অচিরং পঠবিং অধিসেস্সতি।

সংস্কৃত—অযং কাযো বত ক্ষুদ্রঃ (তুচ্ছ) অপেত বিজ্ঞানঃ (সন্) নিরর্থং কলিঙ্গরং' (কষ্ঠখণ্ডং) ইব অচিরং পৃথিবীং অধিশেষ্যতে।

বাংলা—হায়! এই শরীর অচিরেই বিজ্ঞান-মুক্ত (চেতনাহীন) হইয়া একখানি অকিঞ্চিৎকর কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ঘৃণার বস্তু হইয়াই ভূতলে পড়িয়া থাকিবে।

কোসল জনপদ ॥ ৪২ ॥ নন্দ গোপালক

দিসো দিসং যন্তং কযিরা বেরী বা পন বেরিনং,
মিচ্ছাপনিহিতং চিত্তং পাপিযো নং ততো করে।

অন্বয়—দিসো দিসং যন্তং কযিরা বেরী বা পন বেরিনং (যন্তং কযিরা) মিচ্ছা পনিহিতং চিত্তং নং ততো পাপিযো করে।

সংস্কৃত—দ্বিট্, দ্বিষং যৎ কুর্যাৎ, বৈরী বা পুনঃ বৈরিনং (যৎকুর্যাৎ) মিথ্যা প্রণিহিতং চিত্তং এনং (পুরুষমিত্যর্থঃ)ততঃ পাপীযাং সংকুর্যাৎ।

বাংলা—একজন হিংসাকারী অপরের, কিংবা একজন শত্রু অপর শত্রুর যত ক্ষতি করিতে পারে, বিপথগামী চিত্ত (দশ অকুশল কর্মপথগামী মন) মনুষ্যের তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিতে পারে (ক্ষতি করিয়া থাকে)। [দশ অকুশল কর্ম বলিতে প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য,

পিশুন বাক্য, কর্কশ বাক্য, সম্প্রলাপ, অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যা-দৃষ্টি—এই দশটিকেই বুঝায়]।

কোসল জনপদ ॥ ৪৩ ॥ সোবয্য থেব

নতং মাতা পিতা কযিবা অঞ্ঞে বাপি ঞাতকা;
সম্মা পণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো কবে।

অন্বয—ন মাতা পিতা তং কযিবা অঞ্ঞে বাপি ঞাতকা চ (ন কযিবা), ততো সম্মা পণিহিতং চিত্তং নং সেয্যসো কবে।

সংস্কৃত—ন মাতা পিত্যবৌ তৎ কুর্যাতাম্ অন্যো বাপি জ্ঞাতিকাশ্চ (ন), সম্যক্ প্রাণিহিতং চিত্তং এনং (পুরুষং) ততঃ শ্রেযাংসং কুর্যাৎ।

বাংলা—সম্যক পবিচালিত চিত্ত (দশকুশল কর্ম দ্বাবা পবিশুদ্ধ মন) মনুষ্যেব যেইরূপ উপকাব কবে, মাতা-পিতা কিংবা অন্য জ্ঞাতি গোত্রাদি আত্মীয কুটুম্বগণ কেহই সেইরূপ উপকাব কবিতে পাবে না।

[দশ কুশল কর্ম বলিতে প্রাণীহত্যা-বিবতি, চৌর্য-বিবতি, ব্যভিচাব বিবতি, মিথ্যাকথন-বিবতি, পিশুনবাক্য-বলা-বিরতি, পরুষ বা কর্কশবাক্য বলা-বিবতি, সম্প্রলাপ-অসাব-বাক্য-বলা-বিবতি, অভিধ্যা - পবেব সম্পত্তিতে লোভ-বিবতি, ব্যাপাদ—হিংসা-বিবতি, মিথ্যা-দৃষ্টি—ভ্রান্ত ধাবণা-বিবতিকেই বুঝায।]

পুপ্ফ বগ্গো

[চতুত্থো]

শ্রাবস্তী ॥ ৪৪ ॥ পঞ্চসত ভিক্খু

কো ইমং পঠবিং বিজেস্সতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং,
কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেস্সতি ?

অন্বয়—কো ইমং পঠবিং বিজেসসতি ইমং সদেবকং যমলোকঞ্চ (বিজেসসতি) কুসলো পুপ্ফমিব কো সুদেসিতং ধম্মপদং পচেসসতি ?

সংস্কৃত—কঃ ইমং পৃথিবীং বিজেষ্যতে, ইমংস দেবকং
যমলোকঞ্চ (বিজেষ্যতে), কুশলঃ (মালাকার ইতি শেষঃ)
পুষ্পমিব কঃ সুদেশিতং ধর্মপদং প্রচেষ্যতি ?

বাংলা—কে এই পৃথিবীকে এবং যমলোক ও দেবলোককে জয় করিবে ? নিপুণ মালাকারের পুষ্প নির্বাচন করিয়া মাল্য রচনা করার ন্যায় কেই বা এই সুপ্রদর্শিত ধর্মপদ মাল্য গ্রন্থন করিবে ?

শ্রাবস্তী ॥ ৪৫ ॥ পঞ্চশত ভিক্খু

সেখো পঠবিং বিজেসসতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং,
সেখো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপফমিব পচেসসতি।

অন্বয—সেখো পঠবিং বিজেসসতি সদেবকং ইমং যম লোকঞ্চ বিজেসসতি) ;
কুসলো পুপফমিব সেখো সুদেসিতং ধম্মপদং পচেসসতি।

সংস্কৃত—'শৈক্ষ্য' (শিষ্য ইত্যর্থঃ) পৃথিবীং বিজেষ্যতে' সদেবকং ইমং যমলোকঞ্চ (বিজেষ্যতে) কুশলঃ (মালাকার ইতিশেষঃ) পুষ্পমিব শৈক্ষঃ সুদেশিতং ধর্মপদং প্রচেষ্যতি।

বাংলা—শৈক্ষ্য অর্থাৎ সপ্ত আর্য শ্রাবক এই পৃথিবীকে জয় করিবেন। যেমন নিপুণ মালাকার উত্তম পুষ্প বাছিয়া লইয়া মালা গাঁথেন ; সেইরূপ তিনিও সুদেশিত ধর্মপদ (ধর্ম-বাক্য) মাল্য গ্রন্থন করিবেন (অবগত হইবেন)।
[ধম্মপদ অর্থে সপ্তত্রিংশৎ বোধি পক্ষীয ধর্ম—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। সেখো 'শিখ' (পাঞ্জাবী 'সিকক্খ') শব্দ, অর্থ শিষ্য এই প্রাকৃত শব্দ হইতে জাত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।]

শ্রাবস্তী ॥ ৪৬ ॥ মরীচিকম্মট্ঠানিক থের

ফেনুপমং কাযমিমং বদিত্বা মরীচিধম্মং অভিসম্বুধানো
ছেত্বান মারসস পপুপফকানি অদসসনং মচ্চু রাজসসগচ্ছে।

অন্বয—ইমং কাযং ফেণোপমং বিদিত্বা মরীচিধম্মং অভিসম্বুধানো মারসস,
পপুপফকানি ছেত্বান মচ্চু রাজসস অদসসনং গচ্ছে।

সংস্কৃত—ইমং কায়ং ফেনুপমং বিদিত্বা মরীচিধর্ম্ম অভিসম্বুধ্যানঃ
মারস্য প্রপুষ্পকানি ছিত্বা মৃত্যুরাজস্য অদর্শনং গচ্ছেৎ।

বাংলা—যিনি এই শরীরকে ফেনের ন্যায় (বুদ্‌বুদের ন্যায়) ক্ষণ-বিধ্বংসী বলিয়া জানেন এবং ইহাকে মরীচিকার ন্যায় রূপযুক্ত (মায়াময়-প্রহেলিকাপূর্ণ) অথচ মিথ্যা বলিয়া বিবেচনা করেন; তিনি মারের প্রপঞ্চ ছিন্ন করিয়া মৃত্যুরাজের দর্শন বহির্ভূত হন, অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করেন।

শ্রাবস্তী ॥ ৪৭ ॥ বিড়ূডভ

পুপ্‌ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্ত মনসং নরং,
সুত্তং গামং মহোঘোব মচ্চু আদায় গচ্ছতি।

অন্বয়—মচ্চু মহোঘো সুত্তং গামং ইব, পুপ্‌ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্ত-মনসং নরং, আদায় গচ্ছতি।

সংস্কৃত—মৃত্যুঃ মহৌঘঃ সুপ্তং গ্রামং ইব, পুষ্পানি হ্যেব প্রচিন্বন্তং ব্যাসক্ত-মনসং নরং আদায় গচ্ছতি।

বাংলা—যেমন বন্যা সুপ্ত গ্রামকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তেমনি (কামনা-রূপ) পুষ্প চয়নকারীর মত এবং রূপাদিতে ব্যাসক্তচিত্ত মনুষ্যকে মৃত্যু অধিকার করিয়া থাকে।

[কামনা রূপ পুষ্পচয়নকারী অর্থাৎ যাঁহার মন ছয় ইন্দ্রিয়ে আসক্ত; যিনি গো বৎস এবং নিজ অধিকারভুক্ত ভূ-সম্পত্তি ইত্যাদিতে তৃপ্ত (সন্তুষ্ট) নহেন বা যে ভিক্ষু (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) স্বীয় বিহার, চীবর বা ভিক্ষাপাত্র ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় সম্পদ্ (বস্তুতে)-এ সন্তুষ্ট নহেন।

শ্রাবস্তী ॥ ৪৮ ॥ পতি পূজিকার

পুপ্‌ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্ত মনসং নরং,
অতিত্তং যেব কামেসু অন্তকো কুরুতে বসং।

অন্বয—অন্তকো পুপ্ফানি হেব পচিনন্তং, ব্যাসত্তমনসং নবং কামেসু অতিত্তং যেব বসং কুরুতে।

সংস্কৃত—অন্তকঃ পুষ্পাণি এব প্রচিন্বন্তং ব্যাসক্ত-মনসং নবং কামেষু অতৃপ্তমেব বশং কুরুতে।

বাংলা—অন্তক (যম বা মৃত্যুরাজ) রূপাদিতে ব্যাসক্তচিত্ত মনুষ্যকে (কামনারূপ) পুষ্প চয়নকারের মত বাসনা (কামনা) তৃপ্ত হওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ বাসনা অতৃপ্ত অবস্থায় বশীভূত করিয়া থাকে (মৃত্যুমুখে পতিত করে)।

শ্রাবস্তী ॥ ৪৯ ॥ মচ্ছরি কোসিয সেট্‌ঠি

যথাপি ভমরো পুপ্ফং বন্নগন্ধং অহেঠযং,
পলেতি রস মাদায এবং গামে মুনী চরে।

অন্বয—যথাপি ভমরো পুপ্ফং বন্নগন্ধং অহেঠযং, রসমাদায পলেতি, এবং গামে মুনী চরে।

সংস্কৃত—যথা ভ্রমর পুষ্পম্ বর্ণগন্ধৌ (চ) অহেঠযন (অবিনাশযন) রস মাদায পলাযতে এবং মুনিঃ গ্রামে চরেৎ।

বাংলা—ভ্রমর যেমন পুষ্পের, বর্ণ কিংবা উহার গন্ধ নষ্ট না করিযা কেবল মধু আহরণ করিযা পলাইযা যায, মুনীগণ ও গ্রাম মধ্যে (লোকালযে) সেইরূপভাবে বিচরণ করেন।

শ্রাবস্তী ॥ ৫০ ॥ পাঠিকা জীবক

ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং,
অত্তনোব অবেক্‌খেয্য কতানি অকতা নিচ।

অন্বয—ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং, অত্তনোব কতানি অকতানি চ অবেক্‌খেয্য।

সংস্কৃত—ন পরেষাং বিলোমানি ন পরেষাং কৃতাকৃতানি, আত্মন্ এব কৃতানি অকৃতানি চ অবেক্ষেত।

বাংলা—পরের পরুষ বা মর্মচ্ছেদক বাক্যে মনোনিবেশ করিবে না কিংবা পরে কি করিয়াছে বা করে নাই (সাধু ব্যক্তি) তাহা দেখিবেন না, আপনি নিজে কি করিয়াছেন বা করেন নাই (প্রব্রজিতের) তাহাই দেখা উচিত।

['বিলোমানি'—বুদ্ধঘোষ ইহার অর্থ করিয়াছেন—পরুসানি মম্মচ্ছেদক বচনানি—অর্থাৎ কর্কশ বা মর্মন্তুদ বাক্য]

শ্রাবস্তী ॥ ৫১ ॥ ছত্থপানি উপাসক

যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বন্নবন্তং অগন্ধকং,
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো।

অন্বয়—যথাপি রুচিরং বন্নবন্তং অগন্ধকং পুপ্ফং, এবং সুভাসিতা, বাচা অকুব্বতো অফলা হোতি।

সংস্কৃত -যথা রুচিরং বর্ণবং অগন্ধকং পুষ্পম্ এবং সুভাসিতা বাক্ অকুর্বতঃ অফলা ভবতি।

বাংলা—যেমন সুন্দর বর্ণযুক্ত মনোহর পুষ্প গন্ধহীন হইলে নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ সুভাষিত বাক্য কার্যে পরিণত না হইলেও (গন্ধহীন সুন্দর বর্ণযুক্ত পুষ্পের ন্যায়) নিষ্ফল হয়।

॥ ৫২ ॥

যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বন্নবন্তং সগন্ধকং,
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি কুব্বতো।

অন্বয়—যথাপি রুচিরং বন্নবন্তং সগন্ধকং পুপ্ফং, এবং সুভাসিতা বাচা কুব্বতো সফলা হোতি।

সংস্কৃত—যথা রুচিরং বর্ণবং সগন্ধকং পুষ্পম্ এবং সুভাসিতা বাক্, কুর্বতঃ সফলা ভবতি।

বাংলা—যেমন কোন সুন্দর রঙীন মনোহর পুষ্প সুগন্ধযুক্ত হইলে

সফল (সার্থক) হয় ; সেই রূপ উত্তম (সুভাষিত) বাক্য (সুন্দর পুষ্পের ন্যায়) যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হইলেই সফল হয়।
['বাচা' অর্থে এখানে 'বুদ্ধ বচন' (বুদ্ধোপদেশ)।]

শ্রাবস্তী—পূর্বারাম ।। ৫৩ ।। বিসাখা উপাসিকা

যথাপি পুপ্‌ফরাসিম্‌হা কযিরা মালাগুণে বহু
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং

অন্বয়-যথাপি পুপ্‌ফরাসিম্‌হা বহু মালাগুণে কযিরা, এবং জাতেন মচ্চেন বহুং কুসলং কত্তব্বং।

সংস্কৃত—যথা পুষ্প রাশেঃ 'বহূন মালাগুনান্' কুর্যাৎ (কোহপি মালাকর ইতি শেষঃ) এবং জাতেন মর্তেন বহু কুশলং কর্তব্যম্।

বাংলা—রাশিকৃত পুষ্প হইতে মালাকর যেমন বহু মাল্য রচনা করে, তদ্রূপ যে মানব জন্ম পরিগ্রহ করিযাছে, তাহার পক্ষেও বহু কুশল কর্ম-সম্পাদন করা কর্তব্য।

শ্রাবস্তী ।। ৫৪ ।। আনন্দ থের

ন পুপ্‌ফ গন্ধো পটিবাত মেতি
ন চন্দনং তগর মল্লিকা বা
সতঞ্চ গন্ধো পটিবাত মেতি
সব্বা দিসা সপ্পুরিসো পবাতি।

অন্বয়—ন পুপ্‌ফ গন্ধো পটিবাত মেতি, ন চন্দনং তগর মল্লিকা বা, (পটিবাত মেতি) সতঞ্চ গন্ধো পটিবাত মেতি, সপ্পুরিসো সব্বা দিসা পবাতি।

সংস্কৃত—ন পুষ্প গন্ধঃ প্রতিবাত মেতি, ন চন্দনং তগর মল্লিকেবা (চন্দন গন্ধঃ তগর মিল্লকযো বা গন্ধঃ প্রতিবাতং ন যাতি) সতাংচ (ইত্যর্থঃ, গন্ধঃ প্রতিবাত মেতি; সৎপুরুষঃ সর্বাদিশঃ প্রবাতি।

বাংলা—চন্দন কিংবা টগর, মল্লিকা ইত্যাদি কোন ফুলেরই গন্ধ বায়ুর বিপরীত দিকে যাইতে পারে না ; কিন্তু সৎপুরুষগণের গন্ধ বায়ুর বিপরীত দিকে যাইয়া থাকে - সাধুগণের যশঃ সৌরভ সকল দিকেই প্রবাহিত হয়।

॥ ৫৫ ॥

চন্দনং তগরং বাপি উপপলং অথ বাসিসকী,
এতেসং গন্ধজাতানং সীল গন্ধো অনুত্তরো।

অন্বয়—চন্দনং তগরং বাপি উপ্পলং অথ বাসিসকী, এতেসং গন্ধ জাতানং সীলগন্ধো অনুত্তরো (হোতি)।

সংস্কৃত—চন্দনং তগরং বাপি উৎপলং অথ বার্ষিকী, এতেষাং গন্ধ জাতানং শীল গন্ধোঽনুত্তরঃ (ভবতি)।

বাংলা—চন্দন, টগর, পদ্ম, কিংবা বার্ষিকী (চামেলী) ইত্যাদি 'গন্ধজাত' পুষ্পের সুগন্ধ অপেক্ষা শীলবান (সাধুর)-এর যশঃ সৌরভই শ্রেষ্ঠ ; অর্থাৎ সজ্জনের চরিত্র সৌরভ অতুলনীয়।

বেণুবন ॥ ৫৬ ॥ মহাকসসপ

অপ্পমত্তো অযং গন্ধো (বাতি) যা হযং তগর চন্দনী,
যোচ সীলবতং গন্ধো বাতি দেবেসু উত্তমো।

অন্বয়—যো হযং তগর চন্দনী, বাতি, অযং গন্ধো অপ্পমত্তো ; যোচ সীলবতং গন্ধো, উত্তমো (সো) দেবেসু বাতি।

সংস্কৃত—যো হযং তগর চন্দনী বাতি অযং গন্ধো হল্প মাত্রঃ (এব) যচ শীলবতাং গন্ধঃ, উত্তমঃ (সঃ) দেবেষু বাতি।

বাংলা—টগর কিংবা চন্দনের প্রবাহিত গন্ধ যাহা, তাহা অল্প মাত্রই ' কিন্তু শীলবানের - সচ্চরিত্র সাধু সজ্জনের—সুগন্ধ (চরিত্র-যশঃ সৌরভ) দেবতাগণের মধ্যেও প্রবাহিত হয়।

রাজগৃহ বেণুবন ॥ ৫৭ ॥ গোধিক থের

তেসং সম্পন্ন সীলান অপ্পমাদ বিহারিনং,
সম্মদঞ্ঞা বিমুত্তানং মারো মগ্গং ন বিন্দতি।

অন্বয়—সম্পন্ন সীলানং অপ্পমাদ বিহারিনং সম্মদঞ্ঞা বিমুত্তানং তেসং মগ্গং মারো ন বিন্দতি।

সংস্কৃত—সম্পন্নশীলানং অপ্রমাদ বিহারিণাং সম্যক্ জ্ঞয়া বিমুক্তানাং তেষাং মার্গং মারো ন বিন্দতি।

বাংলা—শীল সম্পন্ন, অপ্রমত্ত এবং সম্যক্ প্রজ্ঞাদ্বারা বিমুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি কোন্ পথে বিচরণ করেন মার (মৃত্যুরাজ) তাহা জানিতে পারে না।

জেতবন ॥ ৫৮ ॥ গরহোদিন্ন

যথা সংকারধানস্মিং উজ্ঝিতস্মিং মহাপথে,
পদুমং তত্থ জায়েথ সুচিগন্ধং মনোরমং।

॥ ৫৯ ॥

এবং সংখ্যার ভূতেসু অন্ধভূতে পুথুজ্জনে,
অতি রোচতি পঞ্ঞায সম্মাসম্বুদ্ধ সাবকো।

অন্বয়—যথা সংকার ধানস্মিং উজ্ঝিতস্মিং মহাপথে সুচিগন্ধং মনোরমং পদুমং জায়েথ; এবং সংকার ভূতেসু অন্ধভূতে পুথুজ্জনে সম্মাসম্বুদ্ধ সাবকো পঞ্ঞায অতি রোচতি।

সংস্কৃত—যথা 'সঙ্কারধানে' উজ্ঝিতে মহাপথে শুচি গন্ধং মনোরমং পদ্মং জায়তে, এবং সঙ্কার ভূতেষু অন্ধভূতে পৃথগ্জনে সম্যকসম্বুদ্ধ শ্রাবকঃ প্রজ্ঞয়া অতিরোচতে।

বাংলা—রাজপথে পরিত্যক্ত আবর্জনারাশির মধ্যে যেমন মনোরম ও সুগন্ধযুক্ত পদ্ম জন্মলাভ করে, সেই রূপ আবর্জনা স্তূপতুল্য অপদার্থ লোকের মধ্যে এবং অন্ধপ্রায় ও চরিত্রহীন ব্যক্তিগণের মধ্যে, বুদ্ধ-শিষ্যও আপন প্রজ্ঞা দ্বারা শোভা পাইতে থাকেন।

'মহাপথে'—অর্থাৎ রাজপথে। সংস্কৃতে 'মহাপথ' বলিতে রাজপথ না বুঝাইয়া 'মৃত্যু'কেই বুঝায়। 'সম্মা-সম্বুদ্ধ-সাবক' সম্যকসম্বুদ্ধ-শ্রাবক—শ্রাবক অর্থে যে শ্রবণ করে অর্থাৎ অনুশাসন মানিয়া চলে—এ স্থলে 'বুদ্ধ শিষ্য' বুঝিতে হইবে।

বাল বগ্গো

[পঞ্চমো]

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ৬০ ।। কুমুদুপ্পলানীত দুগগতসেবক

দীঘা জাগরতো রত্তি দীঘং সন্তসস যোজনং,
দীঘো বালানং সংসারো সদ্ধম্মং অবিজানতং।

অন্বয়—জাগরতো রত্তি দীঘা, সন্তসস যোজনং দীঘং ; সদ্ধম্মং অবিজানতং বালানং সংসারো দীঘো।

সংস্কৃত—জাগ্রতঃ রাত্রিঃ দীর্ঘা (ভবতি) শ্রান্তস্য যোজনং দীর্ঘং (ভবতি) (তথা) সদ্ধর্মং অবিজানতাং 'বালানাং' (মূর্খানাং) সংসারো দীর্ঘঃ (ভবতি)

বাংলা—যে জাগরিত থাকে তাহার নিকট (ত্রিযাম বিশিষ্ট) রাত্রি দীর্ঘ বোধ হয়, যে শ্রান্ত তাহার নিকট যোজন পথ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয় ; সেই রূপ যে সকল ব্যক্তি মূর্খ (ইহ লোক পরলোক জ্ঞান হীন) সত্য-ধর্ম জানে না, তাহাদের নিকট সংসারও দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়।

রাজগৃহ ।। ৬১ ।। সদ্ধিবিহারিক

চরঞ্চে নাধি গচ্ছেয়্য সেয্য সদিস মত্তনো,
এক চরিযং দল্হং কয়িরা নত্থি বালে সহাযতা।

অন্বয়—চরঞ্চে (কোহপি পুগগলো) অত্তনো সেয্যং, সদিসং (বা) ন অধি-গচ্ছেয্য, (তদা সো) দলহং এক চরিয়ং করিরা ; বালে সহাযতা নাস্তি।

সংস্কৃত—চরণ চেৎ (কোহপি পুরুষ) আত্মনঃ শ্রেয়াংসং সদৃশং (বা) ন

অধিগচ্ছেৎ (তদা সঃ) দৃঢ়ং একাচর্যং কুর্য্যাৎ; বালে সহায়তা নাস্তি।

বাংলা—যদি কোন ব্যক্তি ধর্মপথে বিচরণ করিতে করিতে নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (শীল, সমাধি, প্রজ্ঞাগুণ বিশিষ্ট) কিংবা আপন-সদৃশ কোন ব্যক্তিকে না-ও পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহার একাকী ভ্রমণ করাই কর্তব্য; যেহেতু মূর্খ সংসর্গ উচিত নহে।

শ্রাবস্তী ॥ ৬২ ॥ আনন্দ সেট্‌ঠি

পুত্তামহত্থি ধনম্মত্থি ইতি বালো বিহঞ্ঞতি,
অত্তা হি অত্তনো নত্থি কুতো পুত্তো কুতো ধনং।

অন্বয়—পুত্তা মে অত্থি, ধনং মে অত্থি ইতি বালো বিহঞ্ঞতি, হি অত্তনো নত্থি কুতো পুত্তো কুতো ধনং?

সংস্কৃত—পুত্রা মে সন্তি, ধনং মে অস্তি ইতি বালঃ বিহন্যতে আত্মা হি আত্মনো নাস্তি কুতো পুত্রঃ কুতো ধনং।

বাংলা—'আমার পুত্র আছে, আমার ধন আছে' (পুত্র ও ধন-তৃষ্ণা বশতঃ) মূর্খেরা এইরূপ চিন্তা করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করে। যখন আপনিই আপনার নহে, তখন পুত্র কিংবা ধন কি রূপে আপনার হইবে?

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৬৩ ॥ গ্রন্থি ভেদক চোর

যো বালো মঞ্ঞতি বাল্যং পণ্ডিতো বাপি তেন সো,
বালোচ পণ্ডিত মানী সবে বালোহতি বুচ্চতি।

অন্বয়—যো বালো অত্তনো বাল্যং মঞ্ঞতি, সো তেন বাপি পণ্ডিতো; (যো) চ বালো পণ্ডিত মানী, সবে বালোতি বুচ্চতি।

সংস্কৃত—যো বালঃ (আত্মনঃ) বাল্যং (মূর্খত্বং) মন্যতে (জানাতীত্যর্থঃ স তেনাপি (পরিমানেন) বা পণ্ডিতঃ (জ্ঞানীত্যর্থ); (যঃ) চ বালঃ পণ্ডিতমানী, স বে (যথার্থ মেব) বাল ইতি উচ্যতে।

বাংলা—যে মূর্খ আপনার মূর্খতা অবগত আছে, সে সেই পরিমাণে পণ্ডিত, কিন্তু যে মূর্খ আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করে, তবে তাহাকেই যথার্থ মূর্খ বলা যায়।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ৬৪ ।। উদায়ী থের

যাব জীবম্পি চে বালো পণ্ডিতং পয়িরুপাসতি,
ন সো ধম্মং বিজানাতি দব্বী সূপরসং যথা।

অন্বয়—বালো যাবজীবম্পি পণ্ডিতং পযিরুপাসতি চে (তথাপি) সো ধম্মং ন বিজানাতি, যথা দব্বী সূপরসং ন বিজানাতি।

সংস্কৃত -যথা দর্বী (কদাচিদপি) সূপরসং ন বিজানাতি (নাস্বাদয়তীত্যর্থঃ) তথা বালঃ (মূর্খ) যাবজ্জীবমপি চেৎ পণ্ডিতম্‌ পর্যু পাস্তে তথাপি সঃ ধর্মং ন বিজানাতি।

বাংলা- যেমন দর্বী (কাষ্ঠ নির্মিত চামচ)—চিরকাল সূপরসের মধ্যে থাকিলেও কখনও সূপরস আস্বাদন করিতে পারে না; সেইরূপ মূর্খ ব্যক্তি চিরজীবন পণ্ডিত সন্নিধানে বাস করিলেও, ধর্ম (বুদ্ধ বচন) কি তাহা জানিতে পারে না।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ৬৫ ।। ভদ্দবগিগয়

মুহুত্তমপি চে বিঞ্ঞূ পণ্ডিতং পয়িরুপাসতি,
খিপ্পং ধম্মং বিজানাতি জিহ্বা সূপরসং যথা।

অন্বয়—যথা জিহ্বা (খিপ্পং সূপরসং বিজানাতি) বিঞ্ঞূ (পুগ্গলো) মুহুত্তমপি পণ্ডিতং পয়িরুপাসতি, চে (তদা সো) খিপ্পং ধম্মং বিজানাতি।

সংস্কৃত—যথা জিহ্বা ক্ষিপ্রং সূপরসং বিজানাতি (আস্বাদয়তীতার্থ), তথা বিজ্ঞঃ (জনশ্চেৎ) মুহূর্ত মপি পণ্ডিতম্‌ পর্যুপাসতে তদা সঃ ক্ষিপ্রং ধর্মং বিজানাতি।

বাংলা—জিহ্বা যেমন মুহূর্তকাল মধ্যে সূপরসের আস্বাদন অবগত হইতে সমর্থ হয়, সেই রূপ বিজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিত সন্নিধানে ক্ষণকাল থাকিলেও; ধর্ম কি তাহা শীঘ্রই অবগত হইতে পারেন।

বেণুবন ।। ৬৬ ।। সুপ্পবুদ্ধকুট্ঠি

চরন্তি বালা দুম্মেধা অমিত্তেব অত্তনা,
করন্তো পাপকং কম্মং যং হোতি কটুকপ্ফলং।

অন্বয়—যং কটুকপ্ফলং হোতি (তং) পাপকং কম্মং করোন্তো দুম্মেধা বালা অমিত্তেনেব অত্তনা চরন্তি।

সংস্কৃত—যৎ কটুকফলং ভবতি তৎ পাপকং কর্ম্মং কুর্বন্তঃ দুর্মেধসঃ বালা অমিত্রেণৈব আত্মনা চরন্তি।

বাংলা—অল্প মেধা মূর্খ ব্যক্তিগণ, যাহার ফল কটু (তিক্ত) এইরূপ পাপ কর্ম করিয়া নিজকেই নিজের শত্রুতে পরিণত করিয়া বিচরণ করে।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ৬৭ ।। অঞ্ঞতর কসসপ

নতং কম্মং কতং সাধু যং কত্বা অনুতপ্পতি,
যস্স অস্সুমুখো রোদং বিপাকং পটিসেবতি।

অন্বয়—তং কম্মং কতং ন সাধু যং কত্বা (পুগগলো) অনুতপপতি, যসস (চ) বিপাকং অস্সুমুখো রোদং পটি সেবতি।

সংস্কৃত—তৎ কর্ম্মং ন সাধু যৎকৃত্বা (জনঃ) অনুতপ্যতে, যস্য (চ) বিপাকং (ফলং) অশ্রুমুখ রুদন্ প্রতি সেবতে।

বাংলা—যে কর্ম করিয়া লোকের অনুতাপ করিতে হয় (যাহা দুঃখ-দায়ক এবং যদ্দ্বারা লোক নিরয়গামী হয়)—এতদ্ব্যতীত যাহার ফল রোদন করিতে করিতে অশ্রুমুখে ভোগ করিতে হয়, সে কর্ম করা ভাল নয়।

বেণুবন—রাজগৃহ ।। ৬৮ ।। সুমন মালাকার

তঞ্চ কম্মং কতং সাধু যং কত্বা নানুতপ্পতি,
যসস পতীতো সুমনো বিপাকং পটিসেবতি।

অন্বয়—তঞ্চ কম্মং কতং সাধু যং কত্বা নানুতপ্পতি যসস (চ) বিপাকং পতীতো সুমনো (সন্তো) পটি সেবতি।

সংস্কৃত—তচ্চ কর্ম সাধু কৃতং, যৎ কৃত্বা নানুতপ্যতে, যস্য চ বিপাকং প্রতীতঃ (সন্তুষ্টঃ) সুমনাঃসন্ প্রতিসেবতে।

বাংলা—যে কার্য করিলে লোকের অনুতাপ করিতে হয় না (যাহা সুখ দায়ক) এবং যাহার ফল আনন্দ ও প্রফুল্ল মনে ভোগ করিতে পারা যায়, সেই কর্ম করা ভাল (সুন্দর)।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ৬৯ ।। উপ্পলবন্ন থেরী

মধুব মঞ্ঞতি বালো যাব পাপং ন পচ্চতি,
যদা চ পচ্চতী পাপং অথ বালো দুক্খং নিগচ্ছতি

অন্বয়—যাব পাপং ন পচ্চতি (তাব) বালো (তং) মধুবা মঞ্ঞতি, যদা চ পাপং পচ্চতি অথ বালো দুক্খং নিগচ্ছতি।

সংস্কৃত—যাবৎ পাপং ন পচ্যতে (তাবৎ) বালঃ (তৎ) মধু ইব মন্যতে, যদা চ পাপং পচ্যতে তদা বালঃ দুঃখং নিগচ্ছতি।

বাংলা—যতক্ষণ পাপ পরিপক্ক না হয়, অর্থাৎ যতকাল পর্যন্ত পাপের ফল না ফলে, ততক্ষণ পর্যন্ত মূর্খ ব্যক্তি তাহাকে মধুর বলিয়া বিবেচনা করে; কিন্তু যখন পাপ ফল প্রদান করে তখন তাহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

রাজগৃহ-বেণুবন ।। ৭০ ।। জম্বুক আজীবক

মাসে মাসে কুসগেগন বালো ভুঞ্জেথ ভোজনং,
না সো সংখত ধম্মানং কলং অগ্ঘতি সোলসিং।

অন্বয়—বালো মাসে মাসে কুসগেগন ভোজনং ভুঞ্জেথ চে (তথাপি)
সো সংখত ধম্মানং সোলসিংকলং ন অগঘতি।

সংস্কৃত—বালঃ মাসে মাসে কুশাগ্রেন ভোজনং ভুঞ্জিত- তথাপি সঃ সংখ্যাত ধর্মাণাম্‌, (জ্ঞাত ধর্মানাম্‌, তুলিত ধর্ম'নাম্‌) ষোড়শীং কলাং ন অর্হতি।

বাংলা—মূর্খ ব্যক্তি মাসে মাসে কুশাগ্র দ্বারা অন্ন ভোজন করিলেও, যে সকল ব্যক্তি ধর্ম পরিজ্ঞাত আছেন (ক্ষীণাস্রব—অর্হৎ) তাঁহাদের তুলনায় ষোড়াংশের একাংশ তুল্যও হইতে পারে না।

বাল—অর্থাৎ মূর্খ অর্থে এখানে আজীবক ও নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী বুঝায়। শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধনাই ইঁহাদের ধর্মের অঙ্গ।

রাজগৃহ—বেণুবন ॥ ৭১ ॥ অহিপেত

নহি পাপং কতং কম্মং সজ্জুখীরং ব মুচ্চতি,
ডহন্তং বালমন্বেতি ভস্মাচ্ছন্নোব পাবকো।

অন্বয়—কতং পাপং কম্মং সজ্জুখীরং ব নহি মুচ্চতি, ভস্মমাচ্ছন্নো পাবকোব ডহন্তং বালং অন্বেতি।

সংস্কৃত—কৃতং পাপং কর্ম সদ্যঃ ক্ষীর মিব নহি মুঞ্চতি, (প্রকৃতিং জহাতি), ভস্মাচ্ছন্নো পাবক ইব দহন্‌ বালং অন্বেতি।

বাংলা—সদ্য দোহন করা দুগ্ধ যেমন বিকৃত হয় না, তদ্রূপ কৃত পাপকর্মও শীঘ্র বিনষ্ট হয় না। ভস্মাচ্ছাদিত পাবকের ন্যায় উহা পাপকারী মূর্খকে অনুসরণ করিয়া চলে পাপকারীকে দগ্ধ করিয়া করিয়াই অনুসরণ করিয়া থাকে।

রাজগৃহ—বেণুবন ॥ ৭২ ॥ সট্‌ঠিকুট পেত

যাব দেব অনথায় ঞত্তং বালস্য জায়তি,
হন্তি বালস্য সুক্কংসং মুদ্ধমস্য বিপাতয়ং।

৬—

অন্বয়—বালসস ঞত্তং যাবদেব অনথায জাযতি, অস্‌স মুদ্ধং বিপাতয়ং বালস্য সুক্কংসসং হন্তি।

সংস্কৃত—মূর্খস্য যাবদেব জ্ঞপ্তং জ্ঞানং অনর্থায জায়তে, অস্য মুর্দ্ধানম্‌, প্রজ্ঞানাম্‌ বিপাতয়ন্‌, মূর্খস্য শুক্লাংশং (সৌভাগ্য মিতার্থঃ) হন্তি (নাশযতি)।

বাংলা—মূর্খের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য তাহার অনর্থের কারণ হয়, মূর্খ (প্রজ্ঞারূপ)-এর মস্তকে উহা আঘাত করিয়া তাহার সৌভাগ্য হরণ করে।

জেতবন ।। ৭৩ ।। সুধম্ম থের

অসন্তং ভাবন মিচ্ছেয্য পুরেক্‌খারঞ্চ ভিক্‌খুসু,
আবাসেসু চ ইসসরিযং পূজা পরকুলেসু চ।

।। ৭৪ ।।

মমেব কতমঞ্‌ঞন্তু গিহী পব্বজিতা উভো,
মমেবাতিবসা অসসু কিচ্চা কিচ্চেসু কিস্মিচি
ইতি বালস্য সঙ্কপেপা ইচ্ছা মানো চ বড্‌ঢতি।

অন্বয়—(বালো) অসন্তং ভাবনমিচ্ছেয্য, ভিকখুসুপুরেক্‌ খারং (ইচ্ছেয্য) আবাসেসু চ ইস্‌সরিযং (ইচ্ছেয্য), পরকুলেসু চ পূজা (ইচ্ছেয্য)। গিহী পব্বজিতা উভো মমেব কত মঞ্‌ঞন্তু কিস্মিচি কিচ্চা কিচ্চেসু মমেব অতিবসা অসসু, ইতি বাল্‌সস সংকপ্পো ইচ্ছা-মানো চ (অস্‌স) বড্‌ঢতি।

সংস্কৃত—(বালঃ) অসৎ ভাবনম্‌ ইচ্ছেৎ, ভিক্ষুষু পুরস্কারং (ইচ্ছেৎ) আবাসেষু, (বিহারেষু) চ ঐশ্বর্যং (ইচ্ছেৎ) পরকুলেষ চ পূজাং (ইচ্ছেৎ) গৃহীপ্রব্রজিতঃ উভৌ মমৈব কৃতং মন্যেতাম্‌ কেষুচিৎ কৃত্যা-কৃত্যেষু মমৈব অতিবশো-স্তাম, ইতি বালস্য সঙ্কল্পঃ ইচ্ছা (বাসনা) মানশ্চ (অভিমানশ্চ) বর্দ্ধতে।

বাংলা—মূর্খ ভিক্ষু যে বস্তু বিদ্যমান নাই, এইরূপ বস্তু লাভের ইচ্ছা করে, ভিক্ষু পরিবার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের ইচ্ছা করে, সঙ্ঘ বা বিহার মধ্যে কর্তৃত্ব করিতে ইচ্ছা করে, পরকুলের মধ্যে (অন্য লোকের পরিবার মধ্যে) পূজা লাভ করিতে ইচ্ছা করে। গৃহী এবং প্রব্রজিতগণ উভয়েই 'ইহা আমি করিয়াছি' এইরূপ বিবেচনা করুক, সমস্ত ক্ষুদ্র ও মহৎ কার্য অনুষ্ঠান সময়ে আমার অনুমতি গ্রহণ করুক ও বশবর্তী হউক। যে মূর্খ ভিক্ষু এইরূপ সঙ্কল্প করে তাহার ইচ্ছা ও অহঙ্কার বর্ধিত হইতে থাকে।

জেতবন—শ্রাবস্তী ॥ ৭৫ ॥ বনবাসিক তিস্‌স থের

অঞ্‌ঞাহি লাভূপনিসা অঞ্‌ঞা নিব্বান গামিনী,
এবমেতং অভিঞ্‌ঞায় ভিকখু বুদ্ধসস সাবকো;
সক্কারং নাভিনন্দেয্য বিবেক মনব্রূহয়ে।

অন্বয়—অঞ্‌ঞাহি লাভূপনিসা অঞ্‌ঞা নিব্বান গামিনী, বুদ্ধসস সাবকো ভিক্‌খু এবমেতং অভিঞ্‌ঞায় সক্কারং ন অভিনন্দেয্য, বিবেক মনুব্রূহয়ে।

সংস্কৃত—অন্যা হি লাভোপনিষৎ, অন্যা নির্বাণ গামিনী। বুদ্ধস্য শ্রাবকঃ ভিক্ষুঃ এবং অভিজ্ঞায সৎকারং ন অভিনন্দেৎ (প্রার্থয়েৎ), 'বিবেকম্' 'অনুবৃংহয়েৎ'।

বাংলা—লাভের পথ এক, নির্বাণের পথ আর এক। বুদ্ধ-শিষ্য ভিক্ষু ইহা জানিয়া লাভ সৎকারের আকাঙ্ক্ষা করেন না। বিবেক অবলম্বন পূর্বক বিহার (অবস্থান) করেন, অর্থাৎ সংসার, অসচ্চিন্তা এবং উপাধি পরিত্যাগ করিয়া নির্বাণ অনুসন্ধান করেন।

'বিবেক' অর্থে সদসৎ বিচার, কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিশদ ব্যাখ্যা পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পণ্ডিত বগ্‌গো

ছট্‌ঠো

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৭৬ ॥ রাধ থেব

নিধীনং বা পবত্তারং যং পস্‌সে বজ্জদস্‌সিনং,
নিগগয্‌হবাদিং মেধাবিং তাদিসং পণ্ডিতং ভজে ;
তাদিসং ভজমানসস সেয়্যো হোতি ন পাপিযো।

অন্বয় –নিধীনং পবত্তারং ব বজ্জদস্‌সিনং নিগগয্‌হবাদিং মেধাবিং যং পস্‌সে, তাদিসং পণ্ডিতং ভজে ; তাদিসং (পুগগলং) ভজমানস্‌স সেয়্যো হোতি ন পাপিযো (হোতি)।

সংস্কৃত—নিধীনাং, প্রবক্তারম্‌ ইব বর্জদর্শিনং, 'নিগৃহ্য বাদিনং' মেধাবিনং যং পশ্যেৎ তাদৃশং পণ্ডিতং ভজেৎ, তাদৃশং পুরুষং ভজমানস্য শ্রেয়ঃ ভবতি ন পাপীয় ভবতি।

বাংলা—গুপ্তধন প্রদর্শকের ন্যায়, যিনি বর্জনীয় বিষয় দেখাইয়া দেন, যিনি দোষ দেখিলে ভৎর্সনা করেন, যিনি মেধাবী, সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিকে অনুসরণ করিবে ; তাদৃশ ব্যক্তিকে (আচার্যকে) ভজনা করিলে (অন্তেবাসীর) শিষ্যের অমঙ্গল হয় না, অধিকন্তু মঙ্গলই হইয়া থাকে।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৭৭ ॥ অস্‌সজিপুনব্বসুক

ওবদেয্যানুসাসেয্য অসবভা চ নিবারযে,
সতং হি সো পিযো হোতি অসতং হোতি অপিপযো।

অন্বয়—(পণ্ডিতো) ওবদেয্য অনুসাসেয্য অসবভাচ নিবারযে সো হি সতং পিযো হোতি; অসতং অপিপযো (হোতি)।

সংস্কৃত—পণ্ডিতঃ অববদেৎ অনুশিষ্যাৎ 'অসভ্যাৎ' (অন্যায়াচরণাৎ) চ নিবারযেৎ, সহি সতাং প্রিযো ভবতি, অসতাং চ অপ্রিযো ভবতি।

বাংলা—পণ্ডিত ব্যক্তি তিরস্কার করিয়া থাকেন, শাসন করিয়া থাকেন,

অন্যায় আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ন্যায় আচরণে প্রতিষ্ঠিত করেন (অকুশল ধর্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া কুশল ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করেন)—এইরূপ ব্যক্তি নিশ্চিত সৎলোকের প্রিয়পাত্র হইবেন এবং অসৎ লোকের অপ্রিয় হইবেন।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৭৮ ॥ ছন্ন থের

ন ভজে পাপকে মিত্তে ন ভজে পুরিসাধমে,
ভজেথ মিত্তে কল্যাণে ভজেথ পুরিসুত্তমে।

অন্বয়—পাপকে মিত্তে ন ভজে, পুরিসাধমে (মিত্তে) ন ভজে, কল্যাণে মিত্তে ভজেথ পুরিসুত্তমে (মিত্তে) ভজেথ।

সংস্কৃত—পাপকানি মিত্রাণি ন ভজেৎ, পুরুষাধমানি (মিত্রাণি) ন ভজেৎ কল্যাণানি মিত্রাণি ভজেৎ, পুরুষোত্তমানি (মিত্রাণি) চ ভজেৎ।

বাংলা—পাপী মিত্রকে ভজনা করিবে না, পুরুষাধমকে ভজনা করিবে না; কল্যাণ মিত্রকে ভজনা করিবে, পুরুষোত্তমকে ভজনা করিবে।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৭৯ ॥ মহাকপ্পিন থের

ধম্ম-পীতি সুখং সেতি বিপ্পসন্নেন চেতসা,
অরিযপ্পবেদিতে ধম্মে সদা রমতি পণ্ডিতো।

অন্বয়—ধম্ম-পীতী বিপ্পসন্নেন চেতসা সুখং সেতি, পণ্ডিতো অরিযপ্প-বেদিতে-ধম্মে সদা রমতি।

সংস্কৃত—ধর্মপ্রীতিঃ বিপ্রসন্নেন চেতসা সুখং শেতে, পণ্ডিতঃ আর্য-প্রবেদিতে-ধর্মে সদা রমতে।

বাংলা—ধর্ম (রস) পানকারী—অর্থাৎ ধার্মিক ব্যক্তি সুখে—প্রসন্নান্তঃকরণে (চারি ঋদ্ধি পথে) বাস করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি আর্য (বৌদ্ধ সাধনমার্গে আরূঢ় ব্যক্তিগণ কর্তৃক) প্রদর্শিত ধর্মে সর্বদা বিচরণ করায় আনন্দবোধ করেন অর্থাৎ রমিত হন।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ৮০ ।। পণ্ডিত সামণের

উদকং হি নযন্তি নেত্তিকা,
উসুকাবা নমযন্তি তেজনং;
দারুং নমযন্তি তচ্ছকা,
অত্তানং দমযন্তি পণ্ডিতা।

অন্বয়—নেত্তিকা হি উদকং নযন্তি, উসুকারা তেজনং নমযন্তি, (তথা) পণ্ডিতা অত্তানং দমযন্তি।

সংস্কৃত—নেতৃকা হি উদকং নযন্তি, ইষুকার স্তেজনং নমযন্তি, তক্ষকাঃ দারুং নমযন্তি (তথা) পণ্ডিতা আত্মানং দমযন্তি।

বাংলা—মৃত্তিকা খননকারিগণ জলকে (ইচ্ছানুরূপ) লইয়া যায, বাণ প্রস্তুতকারীরা বাণকে (যেরূপ ইচ্ছা) নমিত করে, সূত্রধরেরা কাষ্ঠ-খণ্ডকে (ইচ্ছানুযাযী) আকারে প্রস্তুত করে, (সেইরূপ) পণ্ডিতগণ আপনাকে (নিজ মনকে) যেইরূপ ইচ্ছা চালিত (দমন) করেন।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ৮১ ।। ভদ্দীয থের

সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি,
এবং নিন্দা পসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা।

অন্বয—যথা একঘনো সেলো বাতেন ন সমীরতি, এবং পণ্ডিতা নিন্দা পসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি।

সংস্কৃত—যথা একঘনঃ শৈল বাতেন ন সমীর্যন্তে, এবং পণ্ডিতাঃ নিন্দা প্রশংসাসু ন সমীর্যন্তে (বিচলিতা ভবন্তি)।

বাংলা—যেমন ঘন প্রস্তরময কঠিন পর্বত বাযুতে বিচলিত হয না; সেইরূপ পণ্ডিতগণ নিন্দা ও প্রশংসাতে (অষ্টলোক ধর্মে) বিচলিত হন না।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ৮২ ।। কাণমাতু

যথাপি রহদো গম্ভীরো বিপ্পসন্নো অনাবিলো,
এবং ধম্মানি সুত্বান বিপ্পসীদন্তি পণ্ডিতা।

অন্বয়—যথাপি গম্ভীরো রহদো বিপ্পসন্নো অনাবিলো এবং পণ্ডিতা ধম্মানি সুত্বান বিপ্পসীদন্তি।

সংস্কৃত—যথাপি গম্ভীরং হ্রদঃ, বিপ্রসন্নঃ, অনাবিলঃ এবং পণ্ডিত ধর্মান শ্রুত্বা বিপ্রসীদন্তু।

বাংলা—গভীর হ্রদ যেমন নির্মল ও প্রশান্ত, পণ্ডিত ব্যক্তিও তদ্রূপ ধর্ম শ্রবণ করিয়া (ধর্ম মার্গে প্রবেশ করিয়া) স্থির ও প্রশান্ত হইয়া থাকেন।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৮৩ ॥ পঞ্চসতভিক্খু

সব্বত্থ বে সপ্পুরিসা চজন্তি,
ন কাম কামা লপযন্তি সন্তো,
সুখেন ফুট্‌ঠা অথবা দুক্‌খেন
ন উচ্চ বাচাং পণ্ডিতা দস্‌সযন্তি।

অন্বয়—সপ্পুরিসা সব্বত্থ বে চজন্তি, সন্তো কামকামা (সন্তো) ন লপযন্তি সুখেন অথবা দুখেন ফুট্‌ঠা পণ্ডিতা উচ্চাবচং ন দস্যযন্তি।

সংস্কৃত—সৎ পুরুষঃ সর্বত্র বৈ ত্যজন্তি, সন্তঃ (সার্বরঃ) কামকামাঃ (সন্তঃ) ন লপন্তি; সুখেন অথবা দুঃখেন স্পৃষ্টাঃ পণ্ডিতা উচ্চাবচং ন দর্শযন্তি।

বাংলা-পণ্ডিত ব্যক্তি (পঞ্চস্কন্ধ ইত্যাদি) সর্ব বিষয়েই আসক্তি ত্যাগ করেন। সাধু ব্যক্তি কাম্যবস্তুর বিষয় আলাপ করেন না; সুখে অথবা দুঃখে পড়িয়া তাঁহারা উচ্চাবচ অর্থাৎ উদ্ধত বা অবনত আকার ধারণ করেন না।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৮৪ ॥ ধম্মিক থের

ন অত্তহেতু ন পরসস হেতু,
ন পুত্তমিচ্ছে ন ধনং ন রট্‌ঠং
ন ইচ্ছেয্য অধম্মেন সমিদ্ধিমত্তনো,
স সীলবা পঞ্‌ঞবা ধম্মিকো সিযা।

অন্বয়—(যো) ন অত্তহেতু ন (চ) পরস্স হেতু ন পুত্তমিচ্ছে ন ধনং ইচ্ছে, ন রট্‌ঠং ইচ্ছে, ন অধম্মেন অত্তনো সমিদ্ধি মিচ্ছেয্য, স সীলবা পঞ্‌ঞবা ধম্মিকো (চ) সিয়া।

সংস্কৃত—যো ন আত্মহেতোঃ ন চ পরস্য হেতোঃ পুত্রমিচ্ছেৎ, ধনম্ ইচ্ছেৎ, রাষ্ট্রমিচ্ছেৎ, ন অধর্মেন আত্মনঃ সমৃদ্ধি মিচ্ছেৎ, স শীলবান্ প্রজ্ঞাবান্ ধার্মিকশ্চ স্যাৎ।

বাংলা—যিনি আপনার কিংবা পরের জন্য পুত্র বা ধন বা রাজ্য কিছুই ইচ্ছা করেন না, যিনি অধর্ম দ্বারা আপনার সমৃদ্ধি ইচ্ছা করেন না, তিনি শীল সম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান এবং ধার্মিক হন।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৮৫ ॥ ধম্মসবণ

অপ্পকা তে মনুস্‌সেসু যে জনা পারগামিনো
অথায়ং ইতরা পজা তীর মেবানুধাবতি ;

অন্বয়—মনুস্‌সেসু যেজনা পারগামিনো তে অপ্পকা, অথ ইতরা পজা তীরমেবানুধাবতি।

সংস্কৃত—মনুষ্যেষু যেজনা পারগামিনঃ তে অল্পকাঃ, অথ ইতরা প্রজাঃ (জনা ইতি যাবৎ) তীরমেবানু ধাবন্তি।

বাংলা—মনুষ্যগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি নির্বাণ সাগরের পারগামী হইতে পারেন ; অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ কেবল তীরেই দৌঁড়াইতে থাকে (অজ্ঞানতা মধ্যে বিচরণ করে)।

॥ ৮৬ ॥

যে চ খো সম্মদক্‌খাতে ধম্মে ধম্মানু বত্তিনো,
তে জনা পারমেস্সন্তি মচ্চু ধেয্যং সুদুত্তরং।

অন্বয়—যে চ খো ধম্মে সম্মা দক্‌খাতে (সতি) ধম্মানুবত্তিনো (হোন্তি) তে সুদুত্তরং মচ্চুধেয্যং পারমেস্সন্তি।

সংস্কৃত—যে চ খলু ধর্মে সম্যদাখ্যাতে (সতি) ধর্মানুবর্তিনো ভবন্তি,
তেজনাঃ সুদুস্তরস্য মৃত্যুধেযস্য পারমেস্যন্তি।

বাংলা—যাঁহারা উত্তম রূপে ব্যাখ্যাত ধর্মের অনুসরণ করেন, তাঁহারা নিশ্চিত সুদুস্তর (দুরতিক্রম্য) যমরাজ্য (মর্ত্যভূমি) অতিক্রমপূর্বক নির্বাণ লাভ করেন।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৮৭ ॥ পঞ্চসত আগন্তুক ভিক্‌খু

কণ্হং ধম্মং বিপপহায সুক্কং ভাবেথ পণ্ডিতো,
ওকা অনোকং আগম্ম বিবেকে যত্থ দূরমং।

অন্বয—পণ্ডিতো কণ্‌হং ধম্মং বিপপহায সুক্কং (ধম্মং) ভাবেথ, ওকা অনোকং আগম্ম, যত্থ দূরমং তত্থ অভিরতিং ইচ্ছেয্য।

সংস্কৃত পণ্ডিতঃ 'কৃষ্ণধর্মং' বিপ্রহায ওকাৎ (গৃহাৎ) অনোকং আগম্য 'শুক্লং ধর্মং' ভাবযত, যত্র দূরমং (আনন্দ হীনত্বং এবাস্তীতি) তত্র 'বিবেকে' নির্বাণে অভিরতিং ইচ্ছেৎ।

বাংলা—পণ্ডিত ব্যক্তি সংসারে 'কৃষ্ণবর্ণ'—দুঃখময পাপ-জীবন যাত্রা পরিত্যাগ করিরা 'শুক্লবর্ণ' বৈরাগ্যপূর্ণ পূণ্যময প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্বক দুরম্য বিবেকে—নির্বাণের সুখময বিষযেরই চিন্তা করেন।

॥ ৮৮ ॥

তত্রাভিরতি মিচ্ছেয্য, হিত্বা কামে অকিঞ্চনো,
পরিযোদপেয্য অত্তানং চিত্তক্লেসেহি পণ্ডিতো।

অন্বয়—কামে হিত্বা অকিঞ্চনো (সন্তো) পণ্ডিতো চিত্তক্লেসেহি অত্তানং পরিযোদ পেয্য।

সংস্কৃত—কামান্‌ হিত্বা অকিঞ্চনঃ (সন্‌) পণ্ডিতঃ 'চিত্তক্লেশৈঃ' আত্মানং পর্যবদাপযেৎ।

বাংলা—পণ্ডিত ব্যক্তি কাম্য বস্তুতে অকিঞ্চন বাসনা কামনা পরিহার

করিয়া, চিত্তের বিশুদ্ধতা সম্পাদন পুনঃসব (বিবেকে) নির্বাণে অভিরতি (বিমুক্তি অভিলাষী) ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ পরম নির্বৃতি লাভে অভিরমিত হন।

॥ ৮৯ ॥

যেসং সম্বোধি অঙ্গেসু সম্মা চিত্তং সুভাবিতং,
আদান পটি নিসসগ্গে অনুপাদায যে রতা।
খীনাসবা জুতিমন্তো তে লোকে পরিনিব্বুতা।

অন্বয়—যেসং চিত্তং সম্বোধি অঙ্গেসু সম্মা সুভাবিতং, আদান পটি নিস্‌সগ্গে যে অনুপাদাযরতা, খীনাসবা জুতিমন্তা তে লোকে পরিনিব্বুতা।

সংস্কৃত—যেষাং চিত্তং 'সম্বোধ্যঙ্গেষু' সম্যক্‌ সুভাবিতম্‌ আদান প্রতি নিঃসর্গে যে অনুপাদায রতাঃ (রমন্তে, আনন্দ মনুভবন্তীত্যর্থঃ) ক্ষীণাশ্রবাঃ জ্যোতিষমন্তঃ তে লোকে (ইহলোকে এব) পরিনির্বৃতাঃ (মুক্তাঃ ভবন্তি)।

বাংলা—যাঁহাদের চিত্ত সম্বোধ্যঙ্গে (সপ্তবোধিজ্ঞানে) সুভাবিত (সুপ্রতি-ষ্ঠিত), যাঁহারা উপাদান পরিত্যাগপূর্বক অনুপাদানে রত তাঁহারাই ইহলোকে ক্ষীণশ্রাব, জ্যোতিষ্মান এবং নির্বাণপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ ইহলোকে ক্লেশ-নির্বাণ লাভ ও (পরলোকে) দেহত্যাগে অনুপাধিশেষ নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

অরহন্ত বগ্গো

সত্তমো

রাজগৃহ—জীবকের আম্রবন ॥ ৯০ ॥ জীবক

গতদ্ধিনো বিসোকস্‌স বিপ্পমুত্তসস সব্বধি,
সব্বগন্থ পপহীনসস পরিলাহো ন বিজ্জতি।

অন্বয়—গতদ্ধিনো বিসোকস্‌স সব্বধি বিপ্পমুত্তস্‌স সব্বগন্থ পহীনস্‌স (জনস্‌স) পরিলাহো ন বিজ্জতি।

সংস্কৃত—গতাধ্বনঃ বিশোকস্য, 'সর্বধা' বিপ্রমুক্তস্য সর্বগ্রন্থ পহীণস্য জনস্য পরিদাহো (দুঃখম্) ন বিদ্যতে।

বাংলা—যাঁহার পথ চলা শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছেন—মুক্তি লাভ করিয়াছেন। যিনি বিগত শোক হইয়াছেন, যিনি সর্বপ্রকারে (পঞ্চস্কন্ধ হইতে) বিমুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার সকল গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহার কোন দুঃখ (পরিদাহ) নাই।

রাজগৃহ—বেণুবন ।। ৯১ ।। মহাকসসপ

উয্যুঞ্জন্তি সতীমন্তো ন নিকেতে রমন্তি তে,
হংসার পল্ললং হিত্বা ওকমোকং জহন্তিতে।

অন্বয়—তে সতীমন্তো উয্যুঞ্জন্তি, নিকেতে ন রমন্তি, পল্ললং হিত্বা হংসা র তে ওকমোকং জহন্তি।

সংস্কৃত—তে স্মৃতিমন্তঃ (একাগ্রমনসঃ সন্তঃ) উদ্যুঞ্জন্তি (ধর্মাভ্যাসে উদ্যোগিনো ভবন্তি) নিকেতে (আবাসে) ন রমন্তে, (মোদন্তে, মুদমাপ্নুবন্তি), (পরন্ত) পল্বলং হিত্বা (পরিত্যজ্য ইতি শেষঃ) হংসা ইব তে (অর্হন্তঃ) ওকমোকং জহন্তি (ত্যজন্তি)।

বাংলা—যাঁহারা একাগ্রমনে ধর্মাভ্যাসে নিরত থাকেন গৃহ-সুখে আনন্দ লাভ করেন না, তাঁহারা হংসগণ যেইরূপ পুষ্করিণী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ (ক্ষীণাস্রব অর্হৎগণও) গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ৯২ ।। বেলটঠিসীস

যেসং সন্নিচযো নত্থি যে পরিঞ্ঞাত ভোজনা,
সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোকেখা যস্য গোচরো
আকাসে র সকুন্তানং গতিং তেসং দুরন্নযা।

অন্বয় যেসং সন্নিচয়ো নত্থি যে পরিঞ্ঞাত ভোজনা, সুঞ্ঞতো অনিমিত্তোচ বিমোকেখা যস্য গোচরো আকাসে সকুন্তানং ব তেসং গতি দুরন্নয়া।

সংস্কৃত—যেষাং সন্নিচয়ঃ (অর্থ সঞ্চয় ইত্যর্থঃ) নাস্তি, যে পরিজ্ঞাত ভোজনাঃ, শূন্যতারূপঃ অনিমিত্তশ্চ বিমোক্ষ যেষাং গোচরঃ, আকাশে শকুন্তানাম্ ইব তেষাং গতিঃ দুরন্বয়া।

বাংলা—যাঁহার কোন বস্তুর সঞ্চয় নাই, যিনি 'পরিজ্ঞা'ত্রয়ের সহিত ভোজন করেন, শূন্যতারূপ ও অনিমিত্ত বিমোক্ষ (নির্বাণ) যাহার গোচরীভূত হইয়াছে, আকাশে পক্ষিগণের পদ নিক্ষেপ যেমন নিরূপণ করা যায় না, তাঁহাদিগের (ক্ষীণাস্রবগণের) গতিও সেইরূপ নিরূপণ করা যায় না।

রাজগৃহ—বেণুবন ।। ৯৩ ।। অনুরুদ্ধ থের

যসসাসবা পরিক্খীণা আহারে চ অনিস্সিতো,
সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যসস গোচরো,
আকাসে ব সকুন্তানং পদং তসা দুরন্নয়ং।

অন্বয়—যস্য আসবা পরিক্খীণা, (যো)চ আহারে অনিস্সিতো সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোকেখা যস্য গোচরো, আকাসে সকুন্তানং ব তস্য পদং দুরন্নয়ং।

সংস্কৃত—যস্য 'অশ্রবাঃ' (কামাদি দোষাঃ) পরিক্ষীণাঃ, যশ্চ আহারে অনিঃসৃত' শূণ্যতঃ অনিমিত্তশ্চ বিমোক্ষ যস্য গোচরঃ আকাশে শকুন্তানামিব তস্য পদং দুরন্বয়ম্।

বাংলা—যাহার আস্রবসমূহ (কাম, ভব, দৃষ্টি, অবিদ্যা) ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে যিনি 'আহার' চতুষ্টয়ের (বশীভূত) বশবর্তী নহেন, শূন্যতারূপ ও অনিমিত্ত বিমোক্ষ যাহার গোচরীভূত হইয়াছে আকাশে পক্ষিগণের গতি যেমন দুর্জ্ঞেয়, তাঁহার গতিও সেইরূপ দুর্জ্ঞেয়।

জেতবন—পূর্ববারাম ॥ ৯৪ ॥ মহা কচ্চায়ন

যস্সিন্দ্রিয়ানি সমথং গতানি
অস্সা যথা সারথিনা সুদন্তা,
পহীন মানসস অনাসবস্স
দেবাপি তসস পিহযন্তি তাদিনো।

অন্বয—সুদন্তা অস্সা সারথিনা যথা, যস্স ইন্দ্রিযানি সমথং গতানি, তাদিনে পহীন মানস্স অনাসবস্স তস্স দেবাপি পিহযন্তি।

সংস্কৃত—সুদান্তা অশ্বাঃ সারথিনা যথা (ইব) যস্য ইন্দ্রিযানি 'শমথং (শান্ততা মিত্যর্থঃ) গতানি, প্রহীণমানস্য গতাভিমানস অনাস্রবস্য —নিকলুষস্য তস্য জনস্য (ভাগ্যায) দেবা অপি স্পৃহযন্তি।

বাংলা—সারথি যেমন অশ্বগণকে দমন করে, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিযগণকে শান্ত করিযাছেন, তাদৃশ নিরভিমান নিষ্কলুষ (আস্রবশূন্য) পুরুষকে দেবতারাও ঈর্ষা করেন (তাঁহার অবস্থা দেবতারাও কামনা করেন)।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৯৫ ॥ সারিপুত্ত থের

পঠবীসমো নো বিরুজ্ঝতি
ইন্দখীলোপমো তাদি সুব্বতো।
রহদো'ব অপেত কদ্দমো,
সংসারা ন ভবন্তি তাদিনো।

অন্বয—তাদি (নো) সুব্বতো পঠবীসমো ইন্দখীলুপমো নো বিরুজ্ঝতি, (সো) অপেত কদ্দমো রহদোব, তাদিনো সংসারা ন ভবন্তি।

সংস্কৃত—তাদৃক্ সুব্রতঃ 'পৃথিবীসমঃ' 'ইন্দ্রকীলোপমঃ' নো বিরুধ্যতে (শুভাশুভযোঃ মানাপমানযোশ্চ বিরোধী ন ভবতীত্যর্থঃ), স অপেত-কর্দম হ্রদ ইব (নির্মলঃ শান্তশ্চ ভবতি), তাদৃশস্য (অর্হতঃ) সংসারা (জন্মানি ইত্যর্থঃ) ন ভবন্তি।

বাংলা—তাদৃশ সুব্রত পুরুষ (ক্ষীণাশ্রব ভিক্ষু) পৃথিবী এবং ইন্দ্রকীলের ন্যায় শুভাশুভেও শত্রু-মিত্রে সমভাবাপন্ন, অনুরাগ বা বিরাগ শূন্য, তিনি পঙ্কহীন হ্রদের ন্যায় নির্মল এবং শান্ত। কাম-রাগ-ক্রোধাদি রূপ মলিনতা তাঁহার থাকে না, তাদৃশ ব্যক্তিকে সংসারে পুনরাবর্তন করিতে হয় না।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৯৬ ॥ কোসম্বি ভাসিত তিস্য থের সামণের

সন্তং তস্য মনং হোতি সন্তা বাচা চ কম্ম চ,
সম্মাদঞ্ঞা বিমুত্তস্য উপসন্তস্য তাদিনো।

অন্বয়—সম্মদঞ্ঞা বিমুতস্য উপসন্তস্য (খীণসব সমনসস) তাদিনো তসস মনং সন্তং হোতি। বাচা চ সন্তা (হোতি) কম্মঞ্চ (সন্তং হোতি)।

সংস্কৃত—সম্যক প্রজ্ঞয়া (সম্যক জ্ঞানেন) বিমুক্তস্য উপশান্তস্য তাদৃশস্য তস্য অর্হতঃ মনঃ সৎভবতি, বাক্ চ সতী ভবতি, কর্ম চ সত্যং ভবতি।

বাংলা—সম্যক-জ্ঞান দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত, তাদৃশ ধীর (রাগাদি উপশম হেতু উপশান্ত) ব্যক্তিগণ (ক্ষীণাস্রবগণের)-এর চিত্ত প্রশান্ত হয়, বাক্য শান্ত হয়, এবং কর্মও শান্ত হইয়া থাকে।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৯৭ ॥ সারিপুত্ত থের

অসাদ্ধো অকঞ্ঞূ চ সন্ধিচ্ছেদো চ যো নরো,
হতাব কাসো বন্তাসো সবে উত্তম পোরিসো।

অন্বয—যো নরো অসাদ্ধো অকতঞ্ঞূচ সন্ধিচ্ছেদো চ হতাবকাসো বন্তাসো (সিয়া) সবে উত্তম পোরিসে (সিয়া)।

সংস্কৃত—যো নরঃ অশ্রদ্ধঃ, 'অকৃত-জ্ঞঃ' সন্ধিচ্ছেদঃ, চ হতাবকাশঃ বান্তাশঃ স্যাৎ স বৈ উত্তম পুরুষঃ স্যাৎ।

বাংলা—যিনি পরের কথায় বিচারবুদ্ধি বিরহিত হইয়া অজ্ঞতার ঘোরে বিশ্বাস স্থাপন করেন না, অর্থাৎ ধীর স্থির বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, যিনি 'অকৃতজ্ঞ' অর্থাৎ নির্বাণতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন, যিনি সন্ধিচ্ছেদী অর্থাৎ

সংসারাবর্ত্ত ছিন্ন করিয়াছেন যিনি হতাবকাশ অর্থাৎ কুশলা কুশল—সদাসদ ভালমন্দের ফলাফলের হাত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহার সকল প্রকার বাসনা-কামনা ফুরাইয়া গিয়াছে এবং সে জন্য ভাল মন্দের অতীত হইয়াছেন, তিনিই যথার্থ সাধু পুরুষ।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৯৮ ॥ খদিরবণিয় রেবত থের

গামে বা যদি বা রঞ্ঞে নিন্নে বা যদি বা থলে,
যত্থারহন্তো বিহরন্তি তং ভূমিং রামণেয্যকং।

অন্বয়—গামে বা যদি বা অরঞ্ঞে, নিন্নে বা যদি বা থলে, যত্থ অরহন্তো বিহরন্তি তং ভূমি রামণেয্য কং।

সংস্কৃত—গ্রামে বা যদি বা অরণ্যে, নিম্নে স্থলে যত্র অর্হন্তঃ বিহরন্তি, সা ভূমি রমনীয়া।

বাংলা—গ্রামে বা অরণ্যে, নিম্ন কিংবা উচ্চ স্থানে যেই স্থানে অর্হৎগণ অবস্থান করেন, সেই স্থান রমণীয় অর্থাৎ অত্যন্ত মনোরম হয়।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ৯৯ ॥ অরঞ্ঞক ভিক্ষু

রমণীয়াদি অরঞ্ঞানি যত্থ ন রমতি জনো,
বীতরাগা রমিস্সন্তি ন তে কামগবেসিনো।

অন্বয়—অরঞ্ঞানি রমনীয়ানি, যত্থ জনো ন রমতি, (তত্থ) বীতরাগা রমিসসন্তি (যস্মা) তে কমগবেসিনো ন (হোন্তি)।

সংস্কৃত—অরণ্যানি রমনীয়ানি, যেষু জনো ন রমতে তেষু বীতরাগাঃ রংস্যন্তে (যস্মাৎ) তেন ন কাম-গবেষিণঃ (কামান্বেষিণঃ)।

বাংলা—অরণ্য সকল রমনীয়; সেখানে অন্যলোকে আনন্দ লাভ করে না—রমিত হয় না। বীত-রাগ অর্থাৎ অনাসক্ত ব্যক্তিগণ সেখানে রমিত হন—সুখে শান্তিতে অবস্থান করেন, যেহেতু তাঁহারা কামান্বেষী—কাম-ভোগ লিপ্সু নহেন।

সহস্‌স বগ্‌গো

অঠট্‌মো

রাজগৃহ—বেণুবন ।। ১০০ ।। অম্বদাঠিক চোরঘাতক

সহস্‌সম্‌পি চে বাচা অনত্থ পদসংহিতা,
একং অত্থপদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি ।

অন্বয়—অনত্থ পদ সংহিতা বাচা সহস্‌সম্‌পি চে সিয়া (তথাপি) অত্থপদং (অত্থসংহিতা বাচা একা) সেয্যো, যং সুত্বা উপসম্মতি ।

সংস্কৃত—অনর্থ পদ সংহিতা বাচঃ সহস্রমপিঃ চেৎ স্যুঃ, (তথাপি) একং অর্থপদং (বাক্যং) শ্রেয়ঃ, যং শ্রুত্বা উপশাম্যতি ।

বাংলা—নিরর্থপদ সমন্বিত সহস্র সংখ্যক বাক্য হইতেও যে বাক্য শ্রবণ করিয়া লোক উপশান্ত হইয়া যায়, সেইরূপ একটি পদ বা বাক্যই শ্রেয়ঃ ।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১০১ ।। দারু চীরিয় থের

সহস্‌সম্‌পি চে গাথা অনত্থ পদ সংহিতা,
একং গাথাপদং সেয্যো যংসুত্বা উপসম্মতি ।

অন্বয়—অনত্থ পদ সংহিতা গাথা সহস্‌সম্‌পি চে সিয়া তথাপি একং গাথাপদং যং সুত্বা উপসম্মতি তং সেয়্যো ।

সংস্কৃত—অনর্থ পদ সংহিতা গাথা সহস্রমপি চে স্যুঃ, (তথাপি) একং গাথাপদং শ্রেয়ঃ, যৎ শ্রুত্বা জন উপশাম্যতি ।

বাংলা—নিরর্থপদ সংযুক্ত সহস্র গাথা (শ্লোক) হইতেও যাহা শ্রবণ করিলে লোক শান্ত হইয়া যায়, সেইরূপ একটি গাথাও (পদং শ্রেয়ঃ) উত্তম ।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১০২ ।। কুণ্ডলকেসী থেরী

যো চ গাথা সতং ভাসে অনত্থ পদ সংহিতা,
একং ধম্মপদং সেয়্যো যং সুত্বা উপসম্মতি ।

॥ ১০৩ ॥

যো সহস্‌সং সহস্‌সেন সংগামে মানুষে জিনে,
একঞ্চ জেয্যমত্তানং স বে সংগাম মুত্তমো।

অন্বয়—যো চ অনত্থ পদ সংহিতা গাথা সতং ভাসে, (তস্‌স) একংধম্ম-পদং যং সুত্বা উপসম্মতি তং সেয্যো (যো) একো সংগামে সহ-সসেন সহসসং মানুসে জিনে (যো চ) একমত্তানং জেয্যং স বে সংগাম মুত্তমো।

সংস্কৃত—যশ্চ অনর্থ পদ সংহিতং গাথাশতং ভাষেত, তস্য একং ধর্মপদং শ্রেয়ঃ যং শ্রুত্বা উপশাম্যতি। যঃ (একঃ) সংগ্রামে সহস্রেণ (গুণিতং) সহস্রং মানুষান্‌ জযেৎ, যশ্চ একমাত্মানং জয়েৎ, স বৈ সংগ্রামে জেতৃনা মুত্তমঃ।

বাংলা—যে অনর্থ পদ সংযুক্ত শতগাথা (শ্লোক) বলে, তাহা অপেক্ষা একটি ধর্মপদ (ধর্মবাক্য) যাহা শুনিলে লোকেব চিত্ত শান্ত হয, তাহা শ্রেযঃ। যুদ্ধে যদি কেহ সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে সহস্র সহস্র গুণ জয কবেন, তাঁহাব অপেক্ষা যে ব্যক্তি কেবল আপনাকে জয কবেন, তবে তিনিই সংগ্রাম-জয দিগেব মধ্যে শ্রেযঃ বলিযা পবিগণিত।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১০৪ ॥ অনত্থ পুচ্ছক ব্রাহ্মণ

অত্তা হবে জিতং সেয্যো যা চাযং ইতবা পজা,
অত্ত দন্তসস পোসস নিচ্চং সঞ্ঞত চাবিনো।

॥ ১০৫ ॥

নেহব দেবো, ন গন্ধব্বো, ন মাবো সহ ব্রহ্মুনা,
জিতং অপজিতং কবিযা তথারূপস্য জন্তুনো।

অন্বব—যা চাযং ইতবা পজা (তায) জিতো অত্তা বে সেয্যো; অত্ত-

দন্তস্‌স নিচ্চং সঞ্‌ঞতচারিনো তথারূপস্‌স জন্তুনো পোস্‌স জিতং নেব দেবো অপজিতং কযিরা, ন গন্ধব্বো ন ব্রহ্মুনা সহ মারো।

সংস্কৃত—যা চেয়ং ইতরা প্রজা (জিতাবাঃ তস্যাঃ) জিতঃ আত্মা বৈ শ্রেয়ান্, দান্তাত্মনঃ নিত্যং সংযতচারিণঃ তথা রূপস্য জন্তোঃ পুরুষস্য জিতং (জয়মিত্যর্থঃ) নৈব দেবোঽপজিতং কুর্যাৎ, ন গন্ধর্বঃ ন ব্রহ্মণা সহ মারশ্চ।

বাংলা—অপর লোককে জয় করা অপেক্ষা নিজকে জয় করাই অর্থাৎ আত্মজয়ী হওয়াই শ্রেয়, যিনি আত্মজয়ী হইয়াছেন অর্থাৎ নিজকে জয় করিয়াছেন এবং সতত সংযতভাবে বিচরণ করেন, সেই পুরুষের (ব্যক্তির) জয়কে পরাজয়ে পরিণত করিতে দেবতাও পারেন না, গন্ধর্বও পারেন না, ব্রহ্মাও পারেন না, মারও পারেন না।

রাজগৃহ -বেণুবন ॥ ১০৬ ॥ সারিপুত্তথের মাতুল ব্রাহ্মণ

মাসে মাসে সহস্‌সেন যো যজেথ সতং সমং,
একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পূজযে,
সা যেব পূজনা সেয্যো যঞ্চে বস্‌সসতং হুতং।

অন্বয়—যো সতং সমং মাসে মাসে সহস্সেন যজেথ, (যো) চ এক ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পূজযে, যঞ্চে বসসতং হুতং (তস্মা) সা যেব পূজনা সেয্যো।

সংস্কৃত—যঃ শতং সমাঃ মাসে মাসে সহস্রেন যজেত, যশ্চ একং ভাবিতাত্মানং মুহূর্তমপি পূজয়েৎ। যৎ চেৎ বর্ষশতং হুতং (তস্মাৎ) সা এব পূজনা শ্রেয়সী।

বাংলা—যদি কেহ শত বর্ষ ধরিয়া সহস্র মুদ্রা ব্যয় দ্বারা মাসে মাসে যজ্ঞ করে এবং সেই ব্যক্তিই যদি অন্য একজন ধর্মপরায়ণ স্থিত-প্রজ্ঞ ভাবিতাত্ম বা যোগ যুক্ত ব্যক্তিকে মুহূর্তমাত্রও পূজা করে তাহা হইলে

তাহার সেই শত বর্ষের হোম অপেক্ষা সেই ভাবিতাত্ম ব্যক্তিকে পূজা করাই শ্রেয়ঃ।

রাজগৃহ—বেণুবন ॥ ১০৭ ॥ সারিপুত্ত থের ভাগীনেয়

যো চ বস্সসতং জন্তু অগ্গিং পরিচরে বনে,
একঞ্চ ভাবিতাত্তানং মুহুত্তমপি পূজযে,
সা যেব পূজনা সেয্যো যঞ্চে বস্স সতংহুতং।

অন্বয়—যো চ জন্তু বনে অগ্গিং বস্সসতং পরিচরে (অপরো) চ (কোহপি) ভাবিতাত্তানং একং মুহুত্তমপি পূজযে, যঞ্চে বস্সসতং হুতং (তস্মা) সা যেব পূজনা সেয্যো।

সংস্কৃত—যশ্চ জন্তুঃ (জন ইত্যর্থঃ) বনে অগ্নিং বর্ষশতং পরিচরেৎ, অপরশ্চ কোহপি ভাবিতাত্মানমেকং মুহূর্তমপি পূজযেৎ, যৎ বর্ষশতং হুতং (তস্মাৎ) সৈব পূজনা (একস্য ভাবিতাত্মনঃ পূজা) শ্রেয়সী।

বাংলা—যদি কেহ শত বৎসর ধরিয়া বনে অগ্নিদেবের পরিচর্যা করেন এবং অপর দিকে সেই ব্যক্তিই যদি কোন ধর্মপরায়ণ ভাবিতাত্মা ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজনকেও মুহূর্ত মাত্র পূজা করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির শতবর্ষ ব্যাপী হোম অপেক্ষাও সেই পূজাই শ্রেষ্ঠ।

রাজগৃহ—বেণুবন ॥ ১০৮ ॥ সারিপুত্তসহায়ক ব্রাহ্মণ

যং কিঞ্চি যিট্ঠং ব হুতং ব লোকে,
সংবচ্ছরং যজেথ পুঞ্ঞপেক্খো
সব্বম্পি তং ন চতুভাগমেতি;
অভিবাদনা উজ্জুগতেসু সেয্যো।

অন্বয়—পুঞ্ঞপেক্খো (পোসো) লোকে যং কিঞ্চি যিট্ঠং ব হুতং ব সংবচ্ছরং যজেথ, সব্বম্পি তং ন চতুভাগমেতি, উজ্জুগতেসু অভিবাদনা সেয্যো।

সংস্কৃত—পুণ্যাপেক্ষঃ (পুরুষঃ) লোকে পৃথিব্যাং যৎ কিঞ্চিৎ ইষ্টং বা হুতং

বা সংবৎসবং (ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ) যজেত, সর্বমপি তৎ ন চতুর্ভাগ-মেতি (অর্হতীত্যর্থঃ) ঋজুগতানাম্ (সবলপ্রকৃতীনাং সাধুনাম্) অভিবাদনা শ্রেয়সী।

বাংলা—পুণ্যাকাঙক্ষী ব্যক্তি ইহলোকে সংবৎসব ধবিযা যাহা কিছু যাগ বা হোম কবেন সে সকলেব মূল্য, ঋজু প্রকৃতি-সবলচিত্ত সাধুগণেব—অষ্ট আর্য পুদ্গলেব প্রতি অভিবাদন করার মূল্যেব বা ফলের এক চতুর্থাংশেব সমকক্ষও হইতে পারে না। সবল প্রকৃতি সজ্জনগণ (যাঁহাবা আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ অনুসবণ কবেন)-এর প্রতি অভিবাদনা অনেক শ্রেয়সী।

আবঞ্ঞকুটিকায || ১০৯ || দীর্ঘাযুকুমারো

অভিবাদনসীলিস্স নিচ্চং বুড্ঢাপচাযিনো,
চত্তাবো ধম্মা বড্ঢন্তি, আয়ু-বন্ন সুখং-বলং।

অন্বয—অভিবাদনসীলিস্স নিচ্চংবদ্ধা-পচাযিনো তস্স আযু, বণ্ণো, সুখং বলং ইতি চত্তাবো ধম্মা বড্ঢন্তি।

সংস্কৃত—অভিবাদন শীলস্য নিত্যং বৃদ্ধাপচাযিনঃ চত্বারো 'ধর্মা' বর্ধন্তে—আযুঃ, বর্ণঃ, সুখং, বলম্।

বাংলা—যিনি সর্বদা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে অভিবাদন ও সম্মান কবেন, তাঁহাব আযু, বর্ণ, সুখ এবং বল এই চাবিটি সম্পদ্ বর্ধিত হয।

শ্রাবস্তী—জেতবন || ১১০ || সংকীচ্চ সামণেব

যো চ বস্সসতং জীবে দুস্সীলো অসমাহিতো,
একাহং জীবিতং সেয্যো সীলবন্তস্স ঝাযিনো।

অন্বয—যো দুস্সীলো অসমাহিতো (সন্তো) বস্সসতং জীবে, (তস্সজীবিতা) সীলবন্তস্স ঝাযিনো একাহং জীবিতং সেয্যো।

সংস্কৃত—যঃ দুঃশীলোঽসমাহিতঃ (সন্) বর্ষশতং জীবেৎ, তস্য জীবিতাৎ শীলবতঃ ধ্যাযিন একাহং জীবিতং শ্রেযঃ।

বাংলা—যে দুশ্চরিত্র ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা চরিত্রবান ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেয়ঃ।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১১১ ॥ কোণ্ডঞ্ঞ থের

যো চ বস্‌সসতং জীবে দুপ্পঞ্ঞো অসমাহিতো,
একাহং জীবিতং সেয্যো পঞ্ঞাবন্তস্‌স ঝাযিনো।

অন্বয়—যো দুপ্পঞ্ঞো অসমাহিতো (সন্তো) বস্‌সসতং জীবে, (তস্‌স জীবিতা) পঞ্ঞবন্তস্‌স ঝাযিনো একাহং জীবিতং সেয্যো।

সংস্কৃত—যঃ দুষপ্রজ্ঞঃ অসমাহিতঃ (সন) বর্ষশতং জীবেৎ (তস্য জীবিতাৎ) প্রজ্ঞাবতঃ ধ্যাযিন একাহং জীবিতং শ্রেয়।

বাংলা—যে প্রজ্ঞাহীন ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা প্রজ্ঞাবান ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির এক দিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১১২ ॥ সপ্পদাস থের

যো চ বস্‌সসতং জীবে কুসীতো হীনবীরিযো,
একাহং জীবিতং সেয্যো বীরিযমারভতো দল্‌হং।

অন্বয়—যো কুসীতো হীনবীরিযো (সন্তো) বস্‌সসতং জীবে, (তস্‌স জীবিতা) দল্‌হং বীরিযং আরভতো (পোসস্‌স) একাহং জীবিতং সেয্যো।

সংস্কৃত—যঃ কুসীদঃ হীনবীর্যঃ (সন্) বর্ষশতং জীবেৎ, (তস্য জীবিতাৎ) দৃঢ়ং বীর্যমারভমানস্য (জনস্য) একাহং জীবিতং শ্রেয়ঃ।

বাংলা—যে অলস ও হীনবীর্য হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা দৃঢ়বীর্য ব্যক্তির এক দিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১১৩ ॥ পটাচার থেরী

যো চ বস্‌সসতং জীবে অপস্‌সং উদযব্যযং,
একাহং জীবিতং সেয্যো পস্‌সতো উদযব্যযং।

অন্বয—যো চ বস্‌স সতং উদযব্যয অপস্‌সং জীবে (তস্‌স জীবিতা) উদয-ব্যযং পস্‌সতো একাহং জীবিতং সেয্যো।

সংস্কৃত—যশ্চ উদয়ব্যয়ৌ অপশ্যান বর্ষশতং জীবেৎ (তস্য জীবিতাৎ) উদয-ব্যয়ৌ পশ্যত একাহং জীবিতং শ্রেযঃ।

বাংলা—যে ব্যক্তি উদয-ব্যয (জন্ম-মৃত্যু) উৎপত্তি এবং ধ্বংস না দেখিযা অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর হেতু জ্ঞাত না হইযা শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা উদয-ব্যয-দর্শী—জন্ম-মৃত্যু বিষয পরিজ্ঞাত ব্যক্তির এক দিনের জীবনও শ্রেযঃ।

শ্রাবস্তী—জেতবন || ১১৪ || কিসাগোতমী

যো চ বস্‌সসতং জীবে অপস্‌সং অমতং পদং,
একাহং জীবিতং সেয্যো পস্‌সতো অমতং পদং।

অন্বয - যো চ অমতং পদং অপস্‌সং বস্‌সসতং জীবে, (তস্‌স জীবিতা) অমতং পদং পস্‌সতো একাহং জীবিতং সেয্যো।

সংস্কৃত—যশ্চ অমৃতং পদং অপশ্যান্ বর্ষশতং জীবেৎ, তস্য জীবিতাৎ অমৃতং পদং পশ্যত একাহং জীবিতং শ্রেযঃ।

বাংলা—যে অমৃতপদ (নির্বাণপদ) না দেখিযা শত বৎসর জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা অমৃতপদদর্শী (নির্বাণ সাক্ষাৎকারকারী) পুরুষের (ব্যক্তির) একদিনের জীবনও শ্রেযঃ।

শ্রাবস্তী—জেতবন || ১১৫ || বহুপুত্তিক থেরী

যো চ বস্‌সসতং জীবে অপস্‌সং ধম্মমুত্তমং,
একাহং জীবিতং সেয্যো পস্‌সতো ধম্মমুত্তমং।

অন্বয—যো চ মুত্তমংধম্মং অপস্‌সং বস্‌সসতং জীবে, (তস্‌স জীবিতা) ধম্মমুত্তমং পস্‌সতো একাহং জীবিতং সেয্যো।

সংস্কৃত—যশ্চ ধর্মমুত্তমং অপশ্যান্ বর্ষশতং জীবেৎ, (তস্য জীবিতাৎ) ধর্মমুত্তমং পশ্যত একাহং জীবিতং শ্রেযঃ।

বাংলা—যে ব্যক্তি উত্তম-ধর্ম (শ্রীবুদ্ধের সত্যার্থ জ্ঞাপক উপদেশ—অর্থাৎ আর্যসত্য মূলক ধর্ম) না দেখিয়া (যথার্থরূপে জ্ঞাত না হইয়া) শতবর্ষব্যাপী জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তাহার সেই দীর্ঘ কালব্যাপী জীবন ধারণ অপেক্ষাও যিনি উত্তমধর্ম জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার এক দিবসের জীবনও শ্রেয় (সফল)।

পাপবগ্গো

(নবমো)

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১১৬ ।। চুলেকসাটক ব্রাহ্মণ

অভিত্থরেথ কল্যাণে, পাপা চিত্তং নিবারয়ে,
দন্ধং হি করোতো পুঞ্ঞং পাপস্মিং রমতী মনো

অন্বয—কল্যাণে অভিত্থরেথ (চে) পাপা চিত্তং নিবারয়ে ; দন্ধং পুঞ্ঞং করোতো (পোসস্স) মনো পাপস্মিং রমতী হি।

সংস্কৃত—কল্যাণে অভিত্বরেত, পাপাৎ চিত্তং নিবারয়েৎ, তন্দ্রিতং পুণ্যং কুর্বতঃ (পুরুষস্য) মনঃ পাপে রমতে হি।

বাংলা—পুণ্যলাভ করিবার জন্য সত্বর হও, পাপ হইতে মনকে নিবৃত্ত কর ; আলস্যের সহিত পুণ্য কার্য করিলে মন পাপে রত হইয়া থাকে।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১১৭ ।। সেয্যসক থের

পাপঞ্চে পুরিসো কযিরা ন তং কযিরা পুনপ্পুনং,
ন তম্হি ছন্দং কযিরাথ, দুক্খো পাপস্স উচ্চযো।

অন্বয—পাপঞ্চে পুরিসো কযিরা ন তং পুনপ্পুনং কযিরা, তম্হি ছন্দং ন কযিরাথ পাপস্স উচ্চযো দুক্খো ;

সংস্কৃত—পাপঞ্চেৎ পুরুষঃ কুর্যাৎ, নতৎ পুনঃপুনঃ কুর্যাৎ তস্মিন্ 'ছন্দ' ন কুর্যাৎ, পাপস্য উচ্চযঃ দুঃখম্।

বাংলা—যদি কখন কেহ পাপ করেও বা ফেলে, তবে সে যেন তাহা

পুনঃ পুনঃ না করে এবং যেন তাহাতে আসক্তি (রুচি) প্রকাশ না করে, (কারণ) পাপ-সঞ্চয় দুঃখকর (পাপ ইহলোক-পরলোকে দুঃখ প্রদান করে)।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১১৮ ॥ লাজদেবধীতা

পুঞ্ঞঞ্চে পুরিসো কযিরা, কযিরাথেনং পুনপ্পুনং,
তম্হি ছন্দং কযিরাথ, সুখো পুঞ্ঞস্স উচ্চযো।

অন্বয়—পুঞ্ঞঞ্চ পুরিসো কযিরা, (ততো) এনং পুনপ্পুনং কযিরাথ, তম্হি ছন্দং কয়িরাথ, পুঞ্ঞস্স উচ্চযো সুখো।

সংস্কৃত—পুণ্যঞ্চেৎ পুরুষঃ কুর্যাৎ, (ততঃ) পুনঃ পুনঃ কুর্যাৎ, তস্মিন্ ছন্দং কুর্যাৎ, পুণ্যস্য উচ্চযঃ সুখ।

বাংলা—যদি কেহ পুণ্যকর্ম করে, তবে যেন তাহা পুনঃ পুনঃ করে, যেন তাহাতে তার রুচি জন্মায়, (কারণ) পুণ্য সঞ্চয় সুখকর (ইহলোক-পরলোকে সুখ প্রদান করে)।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১১৯ ॥ অনাথপিণ্ডিক সেট্ঠি

পাপো পি পস্সতি ভদ্রং যাব পাপং ন পচ্চতি;
যদা চ পচ্চতি পাপং (অথ) পাপো পাপানি পস্সতি।

॥ ১২০ ॥

ভদ্রো পি পস্সতি পাপং যাব ভদ্রং ন পচ্চতি,
যদা চ পচ্চতি ভদ্রং অথ (ভদ্রো) ভদ্রানি পস্সতি।

অন্বয়—যাব পাপং ন পচচতি (তাব) পাপো পি ভদ্রং পস্সতি যদা চ পাপং পচচতি অথ পাপো পাপানি পস্সতি। যাব ভদ্রং ন পচচতি (তাব) ভদ্রো পি পাপং পস্সতি, যদা চ ভদ্রং পচচতি অথ ভদ্রো ভদ্রানি পস্সতি।

সংস্কৃত—যাবৎ পাপং ন পচ্যতে (তাবৎ) পাপোঽপি ভদ্রং শুভঃ পশ্যতি,

যদাচ পাপং পচ্যতে অথ পাপঃ (পাপকৃৎ) পাপানি (অশুভানি) পশ্যতি। যাবৎ ভদ্রং (পুণ্যকর্ম ইত্যর্থঃ) ন পচ্যতে (তাবৎ) ভদ্রঃ (পুণ্যকারী) অপি পাপ (অশুভ মিত্যর্থঃ) পশ্যতি যদা চ ভদ্রং পচ্যতে ভদ্রো ভদ্রানি (শুভানি) পশ্যতি।

বাংলা—যতক্ষণ পাপকর্ম পরিপক্ক হইয়া ফল প্রদান না করে, ততক্ষণ পাপী সুখ দর্শন করে ; কিন্তু যখন পাপকর্ম পরিপক্ক হইয়া ফল প্রদান করে তখন পাপী অমঙ্গল দর্শন করে (দুঃখ অনুভব করে)। যতক্ষণ পর্যন্ত না পুণ্যকর্ম পরিপক্কতা লাভ করিয়া ফল প্রদান করে, তৎক্ষণ পুণ্যকর্মকারী সাধুব্যক্তিও অশুভ (পাপ) দর্শন করিয়া থাকেন অর্থাৎ পাপ ফল ভোগ করেন, কিন্তু যখন পুণ্যকর্ম ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করে তখন পুণ্যকারী সাধুব্যক্তি মঙ্গল (শুভ) দর্শন করেন।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১২১ ।। অসঞ্ঞত পরিক্খার ভিক্খু

মাবমঞ্ঞেথ পাপস্স ন মন্তং আগমিস্সতি,
উদবিন্দুনিপাতেন উদকুম্ভো পি পূরতি,
বালো পূরতি পাপস্স থোকথোকম্পি আচিনং।

অন্বয়—মন্তং ন আগমিস্সতি (ইতি) পাপং মা অবমঞ্ঞেথ, উদবিন্দুনিপাতেন উদকুম্ভো পি পূরতি তথা থোকথোকম্পি পাপং আচিনং বালো পূরতি।

সংস্কৃত—মাং তৎ ন আগমিষ্যতীতি পাপং মা অবমন্যেত ; উদবিন্দু নিপাতেন উদকুম্ভোহ পি পূর্যতে, তথা স্তোকং মপি পাপং আচিন্বন্ বালঃ পূর্যতে।

বাংলা—পাপ যতই অল্প হউক না কেন, উহা আমার কাছে আসিবে না, এই ভাবিয়া কেহ যেন পাপকে অবহেলা না করে, বিন্দু বিন্দু জল পড়িলেও কলস পূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ মূর্খ ব্যক্তি অল্প অল্প করিয়া পাপ চয়ন করিলেও অবশেষে পাপে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১২২ ॥ বিলালপাদক সেট্‌ঠি

মাবমঞ্‌ঞেথ পুঞ্‌ঞস্‌স ন মন্তং আগমিস্‌সতি,
উদবিন্দুনিপাতেন উদকুম্ভো পি পূরতি;
ধীরো পূরতি পুঞ্‌ঞস্‌স থোক থোকম্পি আচিনং।

অন্বয়—মং তং ন আগমিস্‌সতি (ইতি) পুঞ্‌ঞং মা অবমঞ্‌ঞেথ; উদবিন্দু নিপাতেন উদকুম্ভো পি পূরতি (তথা) থোক থোকম্পি পুঞ্‌ঞং আচিনং ধীরো পূরতি।

সংস্কৃত—মাং তৎ ন আগমিষ্যতীতি পুণ্যং মা অবমন্যেত, উদবিন্দু নিপাতেন উদকুম্ভোঽপি পূর্যতে তথা স্তোকং স্তোকমপি পুণ্য মাচিন্বন ধীরো পূর্যতে।

বাংলা—পুণ্য যতই অল্প হোক না কেন, 'উহা আমার নিকট আসিবে না' (অল্প মাত্র পুণ্য অনুষ্ঠান করিলে তাহার কোন ফল হইবে না) এইরূপ ভাবিয়া কেহ (কোন পণ্ডিত ব্যক্তি) যেন পুণ্যকার্য সম্পাদন করিতে অবহেলা না করেন। বিন্দু বিন্দু জল পড়িলেও কলস পূর্ণ হইয়া যায়, সেই অল্প অল্প করিয়া পুণ্য চয়ন করিলেও, ধীর-জ্ঞানবান ব্যক্তি পুণ্যে পূর্ণ হইয়া যান।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১২৩ ॥ মহাধন বাণিজো

বাণিজো ব ভযং মগ্‌গং অপ্পসত্থো মহদ্ধনো,
বিসং জীবিতুকামো ব পাপানি পরিবজ্জযে।

অন্বয—ভযং মগ্‌গং অপ্পসত্থো মহদ্ধনো বাণিজো ব বিসং জীবিতুকামো ব পাপানি পরিবজ্জযে।

সংস্কৃত—ভয়ং (বিপচ্ছঙ্কুলং) মার্গং অল্পসার্থঃ মহাধনঃ বণিক্‌ ইব বিষং জীবিতুকাম ইব পাপানি পরিবর্জয়েৎ।

বাংলা—সঙ্গে প্রভূত ধন থাকিলে এবং অল্পসংখ্যক সঙ্গী থাকিলে

বণিক যেমন বিপদসঙ্কুল পথ পরিত্যাগ করে, জীবনেচ্ছু ব্যক্তি যেমন বিষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি পাপ পরিত্যাগ করিবে।

রাজগৃহ—বেণুবন ॥ ১২৪ ॥ কুক্কুটমিত্ত

পাণিম্‌হি চে বণো নাস্‌স, হরেষ্য পাণিনা বিসং,
নাব্বণং বিসমন্বেতি, নত্থি পাপং অকুব্বতো।

অন্বয়—অস্‌স পাণিমহি বণো ন চে (সিযা) (ততো অযং) পাণিনা বিসং হরেষ্য; অব্বণং (পোষং) বিসং ন অন্বেতি; (তথা) অকুব্বতো পাপং নত্থি।

সংস্কৃত—অস্য পাণৌ ব্রণো ন চেৎ স্যাৎ ততোহযং পাণিনা বিষং হরেৎ; অব্রণং (নবং) বিষং ন অন্বেতি, তথা অকুর্বতঃ (পাপং ইতি শেষঃ) পাপং নাস্তি।

বাংলা—যদি হস্তে ক্ষত না থাকে তবে হস্ত দ্বারা বিষও গ্রহণ করা যায়, অক্ষত মনুষ্য-শরীরে বাহ্য বিষ হস্তে গ্রহণ করিলেও বিষক্রিয়া প্রাণহানি ঘটাইতে পারে না। সেইরূপ (যাহার চিত্তে পাপ নাই)—তাহার কাছে পাপ যাইতে পারে না।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১২৫ ॥ কোকস্মুনখলুদ্দক

যো অপ্পদুস্‌সট্‌ঠ নরস্‌স দুস্‌সতি
সুদ্ধস্‌স পোসস্‌স অনঙ্গণস্‌স,
তমেব বালং পচ্চাতি পাপং
সুখুমো রজো পটিবাতং ব খিত্তো।

অন্বয়—যো অপ্পদুটঠস্‌স, নরস্‌স, সুদ্ধস্‌স অনঙ্গনস্‌স পোসস্‌স দুস্‌সতি, তমেব বালং পটিবাতং খিত্তো সুখমো রজোব পাপং পচেচতি

সংস্কৃত—যোহপ্রদুষ্টায নরায, শুদ্ধায অনঙ্গনায পুরুষায দুষ্যতি, তমেব বালং প্রতিবাত ক্ষিপ্তং সূক্ষ্মং রজ ইব পাপং প্রত্যেতি (প্রত্যাগচ্ছতি প্রাপ্নোতীতর্থঃ)।

বাংলা—যে মূর্খ ব্যক্তি নির্দোষ, শুদ্ধ এবং নির্মল (রাগ, দ্বেষ, মোহ হইতে মুক্ত) পুরুষের নিন্দা করে, বায়ুর প্রতিকূলে (বিপরীত) ক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম ধূলিকণার ন্যায় পাপ তাহারই নিকট ফিরিয়া আসিয়া নিপতিত হয়।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১২৬ ॥ মণিকারকুলূপগতিস্স থের

গব্ভমেকে উপ্পজ্জন্তি, নিরয়ং পাপকম্মিনো।,
সগ্‌গং সুগতিনো যন্তি, পরিনিব্বন্তি অনাসবা।

অন্বয়—একে গব্ভপজ্জন্তি, পাপকম্মিনো নিরয়ং যন্তি, সুগতিনো সগ্‌গং যন্তি, অনাসবা পরিনিব্বন্তি।

সংস্কৃত—একে গর্ভম্ উপপদ্যন্তে, পাপকর্মিণঃ নিরয়ং যান্তি, সুগতয়ঃ স্বর্গং, অনাস্রবাঃ পরিনির্বান্তি (নির্বাণপদবীং গচ্ছন্তি)।

বাংলা—কেহ কেহ পুনরায় গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে অর্থাৎ মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করে, পাপ কর্মিগণ নরকে গমন করে, পুণ্যকর্মিগণ স্বর্গে গমন করেন এবং বিষয়বাসনাহীন ব্যক্তিগণ নির্বাণপ্রাপ্ত হন।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১২৭ ॥ তিনং ভিক্‌খু

ন অন্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ্‌ঝে
ন পব্বতানং বিবরং পবিস্‌স,
ন বিজ্জতী সো জগতিপ্পদেসো
যত্রট্‌ঠিতো মুঞ্চেয্য পাপকম্মা।

অন্বয়—ন অন্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ্‌ঝে, ন পব্বতানং বিবরং পবিস্‌স, জগতি সো প্পদেসো ন বিজ্জতী, যত্রট্‌ঠিতো (জনো) পাপকম্মা মুঞ্চেয্য।

সংস্কৃত—ন অন্তরীক্ষে ন সমুদ্রমধ্যে ন পর্বতানাং বিবরং প্রবিশ্য জগতি স প্রদেশো ন বিদ্যতে যত্র স্থিত (নরঃ) পাপকর্মণঃ মুচ্যেত।

বাংলা—অন্তরীক্ষে, সমুদ্রমধ্যে বা পর্বত-বিবরে, জগতে এমন কোন

স্থান বিদ্যমান নাই, যেখানে অবস্থান করিলে পাপকর্মের ফল হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

বারাণসী—নিগ্রোধআরাম ॥ ১২৮ ॥ সুপ্পবুদ্ধসক্ক

ন অন্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ্‌ঝে,
ন পব্বতানং বিবরং পবিস্‌স,
ন বিজ্জতী সো জগতিপ্পদেসো,
যত্রট্‌ঠিতং ন প্পসহেথ মচ্চু।

অন্বয়—ন অন্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ্‌ঝে ন পব্বাতনং বিবরং পবিস্‌স, জগতি সো প্পদেসো ন বিজ্জতী, যএট্‌ঠিতং (মনুসসং) মচ্চু নপ্পসহেথ।

সংস্কৃত—ন অন্তরীক্ষে ন সমুদ্রমধ্যে ন পর্বতানাং বিবরং প্রবিশ্য, (নরঃ অমরো ভবতি যত্র ইতি শেষঃ) জগতি স প্রদেশো ন বিদ্যতে যত্র স্থিতং (মনুষ্যং) মৃত্যুঃ ন প্রসহেত।

বাংলা- অন্তরীক্ষে সমুদ্রমধ্যে কিংবা পর্বত-বিবরে—জগতে এমন কোন স্থান বিদ্যমান নাই যেখানে অবস্থান করিলে মৃত্যু আক্রমণ (স্পর্শ) করিতে পারে না।

দণ্ডবগ্গো
(দসমো)

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১২৯ ॥ ছব্বগ্গিয় ভিক্‌খু

সব্বে তসন্তি দণ্ডসস সব্ববে ভাযন্তি মচ্চুনো
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে।

অন্বয়—সব্বে দণ্ডস্য তসন্তি, সব্বে মচ্চুনো ভাযন্তি, অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতযে।

সংস্কৃত—সর্বে দণ্ডাৎ ত্রস্যন্তি, সর্বে মৃত্যোঃ বিভ্যতি; আত্মানমুপমানং কৃত্বা ন হন্যাৎ ন ঘাতয়েৎ।

বাংলা—সকলেই দণ্ডকে ভয় করে (দণ্ডে ত্রস্ত হয়), সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে ; অতএব সকলকে নিজের উপমাস্থলে স্থাপন করিয়া (নিজের ন্যায় ভাবিয়া) কাহাকেও আঘাত করিবে না বা হত্যা করিবে না।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১৩০ ।। ছব্বগিয়ে ভিক্খু

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স, সব্বেসং জীবিতং পিয়ং,
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে।

অন্বয়—সব্বে দণ্ডস্স তসন্তি, সব্বেসং জীবিতং প্রিয়ং, অত্তানং উপমং কত্বা (কোচি) ন হনেয্য ন ঘাতয়ে।

সংস্কৃত—সর্বে দণ্ডাৎ ত্রস্যন্তি, সর্বেষাং জীবিতং প্রিয়ং, আত্মানমুপমাং কৃত্বা ন (কশ্চিৎ) হন্যাৎ ন ঘাতয়েৎ।

বাংলা—দণ্ডকে সকলেই ভয় করে, জীবন সকলেরই প্রিয় ; (অতএব) নিজকে উপমাস্থলে রাখিয়া (আত্মবৎ মনে করিয়া, নিজের ন্যায় ভাবিয়া) কাহাকেও হত্যা করিবে না কিংবা আঘাতও করিবে না।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১৩১ ।। সম্বলহুলকুমার

সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি,
অত্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং।

।। ১৩২ ।।

সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন ন হিংসতি,
অত্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো লভতে সুখং।

অন্বয় অত্তনো সুখমেসানো যো সুখকামানি ভূতানি দণ্ডেন বিহিংসতি সো পেচ্চং সুখং ন লভতে। অত্তনো সুখমসানো যো সুখকামানি ভূতানি দণ্ডেন ন হিংসতি, সো পেচ্চ সুখং লভতে।

সংস্কৃত—আত্মনঃ সুখমন্বিষ্য যঃ সুখকামানি ভূতানি দণ্ডেন বিহিংসতি, স প্রেত্য সুখং ন লভতে। আত্মনঃ সুখমিচ্ছন্ যঃ সুখকামানি ভূতানি দণ্ডেন ন হিংসতি, স প্রেত্য সুখং লভতে।

বাংলা—যে আত্মসুখাভিলাষী হইযা সুখাকাঙক্ষী অপব জীবগণকে দণ্ড দ্বাবা হিংসা কবে, সে পবলোকে কোন প্রকাব সুখ পায না। যে আত্মসুখাভিলাষী হইযা সুখাকাঙক্ষী অন্য জীবগণকে দণ্ড দ্বাবা হিংসা কবে না, সে পবলোকে (ত্রিবিধ) সুখলাভ কবে।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৩৩ ॥ কুণ্ডধান থেব

মা বোচ ফরুসং কঞ্চি, বুত্তা পটিবদেয্যু তং,
দুক্‌খ হি সারম্ভকথা, পটিদণ্ডা ফুসেয্যু তং।

॥ ১৩৪ ॥

স চে নেরেসি অত্তানং কংসো উপহতো যথা,
এস পত্তোহসি নিব্বাণং সারম্ভো তে ন বিজ্জতি।

অন্বয—কঞ্চি ফরুসং মা বোচং (ফরুসং) বুত্তা (পুগ্‌গলা) তং পটিবেদুয্যু; সারম্ভ কথা হি দুক্‌খা, পটিদণ্ডা তং ফুসেয্যু। উপহতো কংসো যথা অত্তানং স ত্বং চে নেরেসি, (ততো) এস নিব্বাণং পত্তোহসি; সারম্ভো তে ন বিজ্জতি।

সংস্কৃত—কঞ্চিৎ পরুষং মা বোচঃ, (নরাঃ) ত্বং উক্তাঃ (তস্মিন্ উক্তেসতি) ত্বাং প্রতিবদেযুঃ, সংরম্ভকথা (ক্রোধপ্রযুক্তং বাক্যং) হি দুঃখা; প্রতিদণ্ডাঃ ত্বাং স্পৃশেযুঃ। উপহতং কাংস্যম্ ইব আত্মানং সঃ ত্বং চেৎ ন ঈবযসি (ততঃ) এষঃ নির্বাণং প্রাপ্তোহসি সংরম্ভস্তে ন বিদ্যতে।

বাংলা—কাহাকেও কর্কশবাক্য বলিও না; যাহাকে কর্কশবাক্য বলিবে, সে তোমায পুনবায কর্কশবাক্য বলিবে, ক্রোধপূর্ণ (প্রত্যুত্তব) বাক্য দুঃখদাযক (জানিবে)। দণ্ডেব প্রতিদণ্ডে দণ্ড তোমাকেই স্পর্শ কবিবে। ভগ্ন কাংস্য যেমন নিশ্চল প্রতিশব্দ বিহীন, সেইরূপ তুমি যদি নিশ্চল হওবা বৃথা বাক্য ব্যয না কব, তবে তুমি নির্বাণ লাভ কবিযাছ। তোমাব সহিত কাহাবও বিবোধ নাই।

শ্রাবস্তী—পূর্বারাম ।। ১৩৫ ।। বিসাখাদি উপাসিকা

যথা দণ্ডেন গোপালো গাবো পাচেতি গোচরং,
এবং জরা চ মচ্চু চ আয়ুং পাচেন্তি পাণিনং।

অন্বয়—যথা গোপালো দণ্ডেন গাবো গোচরং পাচেতি, এবং জরা চ মচ্চু চ পাণিনং আয়ুং পাচেন্তি।

সংস্কৃত—যথা গোপালঃ দণ্ডেনঃ গাঃ গোচরং (গোচারণভূমিমিত্যর্থ) প্রাজয়তি (তাড়য়িত্বা নয়তি) তথা জরা চ মৃত্যুশ্চ প্রাণিনাম্‌, আয়ু প্রাজয়তঃ।

বাংলা—যেমন, গোপাল গরুদিগকে যষ্টি দ্বারা তাড়না করিয়া গোচারণ-ভূমিতে লইয়া যায়, সেইরূপ জরা ও মৃত্যু (জীবের) জীবনকে (আয়ুকে) তাড়না করিয়া (মরণের দিকে) লইয়া যায়।

রাজগৃহ—বেণুবন ।। ১৩৬ ।। অজগরপেত

অথ পাপানি কম্মানি করং বালো ন বুজ্ঝতি,
সেহি কম্মেহি দুম্মেধো অগ্গিদড্‌ঢো ব তপ্পতি।

অন্বয়—অথ বালো পাপানি কম্মানি করং ন বুজ্ঝতি; দুম্মেধো সেহি কম্মেহি অগ্গিদড্‌ঢো ব তপ্পতি।

সংস্কৃত—বালঃ পাপানি কর্মাণি কুর্বন্‌, ন বুধ্যতে; দুর্মেধা স্বৈঃ কর্মভিঃ অগ্নিদগ্ধ ইব তপ্যতে।

বাংলা—মূর্খ ব্যক্তি যখন পাপ কর্ম করে, তখন তাহা বুঝিতে পারে না; দুর্মেধ ব্যক্তি আপন কর্মদ্বারা (নিরয়গামী হইয়া) অগ্নিতে দগ্ধীভূত ন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করে।

রাজগৃহ—বেণুবন ।। ১৩৭ ।। মহামোগ্গল্লায়ন থের

যো দণ্ডেন অদণ্ডেসু অপ্পদুট্‌ঠেসু দুসসতি,
দসন্নমঞ্ঞতরং ঠানং খিপ্পমেব নিগচ্ছতি।

॥ ১৩৮ ॥

বেদনং ফরুসং জানিং সরীরস্স চ ভেদনং,
গরুকং বাহপি আবাধং চিত্তক্খেপং বা পাপুণে।

॥ ১৩৯ ॥

রাজতো বা উপসসগ্গং অব্ভক্খানং ব দারুণং,
পরিক্খয়ং ব ঞাতীনং ভোগানং ব পভঙ্গুণং।

॥ ১৪০ ॥

অথবাস্স অগারানি অগ্গি ডহতি পাবকো,
কায়স্স ভেদা দুপ্পঞ্ঞো নিরয়ং সো পপজ্জতি।

অন্বয়—যো অদণ্ডেসু অপ্পদুট্ঠে দণ্ডেন দুস্সতি, (সো) দসন্নং অঞ্ঞতরং ঠানং খিপ্পমেব নিগচ্ছতি। ফরুসং বেদনং জানিং সরীরস্স ভেদনং গরুকং আবাধং বাপি চিত্তক্খেপং ব রাজতো উপসসগ্গং ব, দারুণং অব্ভক্খানং ব, ঞাতীনং পরিক্খয়ংব, ভোগানং পভঙ্গুণং ব পাপুণে, অথবা অস্স অগারানি পাবকো অগ্গি ডহতি ; দুপ্পঞ্ঞো সো কায়স্স ভেদা নিরয়ং উপপজ্জতি।

সংস্কৃত—যোহদণ্ডেষু অপ্রদুষ্টেষু দণ্ডেন দুষ্যতি (অত্যাচরতি), স দশানামন্যতমং স্থানং (গতিং) ক্ষিপ্রমেব নিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)। পরুষাং বেদনাং জ্যানিং (নাশং, ধ্বংসং), শরীরস্য ভেদনং গুরুকং আবাধং বাপি চিত্তক্ষেপং বা, রাজতঃ (রাজ্ঞঃ) উপসর্গং (বধবন্ধনাদিকমিত্যর্থঃ) দারুণং অভ্যাখ্যানং (অপবাদং কলঙ্কং) বা, জ্ঞাতীনাং পরিক্খয়ং বা, ভোগানং (বস্তূনাং ধনানাং) প্রভঞ্জনং (নাশং ক্ষয়ং) বা প্রাপ্নুয়াৎ (অসৌ নর ইতি শেষঃ), অথবা অস্য (পাপচারিণঃ) আগারাণি (গৃহাণি) পাবকোহগ্নি দহতি ; দুষ্প্রজ্ঞঃ স কায়স্য ভেদাৎ (আরভ্য ইতি শেষঃ) নিরয়ং (নরকং) উপপদ্যতে (গচ্ছতি)।

বাংলা—যে ব্যক্তি নির্দোষ (ক্ষীণাস্রব) নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি দণ্ড প্রদান করে, সে শীঘ্রই দশবিধ গতির মধ্যে যে-কোন প্রকার গতি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ব্যক্তি (পূর্বোক্ত) তীব্র জাতনা, হানি, অঙ্গচ্ছেদ, কঠিন ব্যাধি, উন্মত্ততা, কোন প্রকার রাজ আদেশে যশোলোপ, 'অদৃষ্ট, অশ্রুত, অচিন্ত্যপূর্ব' কোন প্রকার দুর্ঘটনা, জ্ঞাতিক্ষয় বা সম্পদনাশ প্রাপ্ত হয়, অথবা ইহার গৃহসকল অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়। এইরূপ দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি দেহাবসানে নরকে গমন করে।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১৪১ ।। বহুভণ্ডিক ভিক্খু

ন নগ্গচরিযা ন জটা ন পঙ্কা
নানাসকা থণ্ডিলসায়িকা বা
রজোবজল্লং উক্কুটিকপ্পধানং
সোধেন্তি মচ্চং অবিতিণ্ণকঙ্খং।

অন্বয়—ন নগ্গচরিযা ন জটা ন পঙ্কা ন অনাসকা ন থণ্ডিলসাযিকা বা ন র রজোবজল্লং ন উক্কুটিকপ্পধানং অবিতিন্নকঙ্খ মচ্চং-সোধেন্তি।

সংস্কৃত—ন নগ্নচর্যা. ন জটাঃ ন পঙ্কং ন অনশনং স্থণ্ডিলশায়িকা বা ন রজঃ জলীযং (কর্দমাদি) চ ন উৎকুটিকপ্রধানং অবিতীর্ণাকাঙ্ক্ষং মর্ত্যং শোধয়ন্তি (রজ+অব+জল্ল)।

বাংলা—নগ্নচর্যা, কিংবা জটা, কিংবা পঙ্ক. কিংবা অনশন কিংবা স্থণ্ডিল (ভূমিতে) শয়ন, কিংবা কর্দম মর্দন, কিংবা পদযুগের উপর ভর দিয়া উপবেশন (যোগমার্গের আসন বিশেষ) ইত্যাদি কোনরূপ আচরণ বা ব্রত গ্রহণ অতৃপ্তাকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিকে শোধন করিতে পারে না।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১৪২ ।। সন্ততিমহামত্ত

অলঙ্কতো চেপি সমং চরেয্য,
সন্তো দন্তো নিযতো ব্রহ্মচারী ;
সব্বেসু ভূতেসু নিধায দণ্ডং,
সো ব্রাহ্মণো সো সমণো স ভিক্‌খু।

অন্বয—যো অলঙ্কতো চেপি সন্তো দন্তো নিযতো (চতুর্মার্গ নিযমেন নিযন্ত্রিত) ব্রহ্মচারী (সন্তো) সব্বেসু ভূতেসু দণ্ডং নিধায সমং চরেয্য ; সো ব্রাহ্মণো সো সমণো স ভিক্‌খু।

সংস্কৃত—যোহলঙ্কৃতোহপি শান্তঃ দান্তঃ নিযতঃ ও ব্রহ্মচারী সন্ সর্বেষু ভূতেষু দণ্ডং (অত্যাচরণং) নিধায (ত্যক্‌ত্বা) শমং চরেৎ, স ব্রাহ্মণঃ স শ্রমণঃ, স ভিক্ষুঃ।

বাংলা—যে ব্যক্তি অলঙ্কৃত হইযাও শান্ত, দান্ত, নিযত ও ব্রহ্মচারী হন এবং সকল প্রাণীর উপর দণ্ডদানে বিরত হইযা শম (শান্ত) আচরণ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ এবং তিনিই ভিক্ষু (নামে অভিহিত হইযা থাকেন)।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১৪৩ ।। পিলোতিক থের

হিরীনিসেধো পুরিসো কোচি লোকস্মিং বিজ্জতি,
যো নিন্দং অপ্পবোধতি অস্‌সো ভদ্রো কসামিব।

অন্বয—লোকস্মিং হিরীনিসেধো কোচি পুরিসো বিজ্জতি, যো ভদ্রো অস্‌সো কসামিব নিন্দং অপ্পবোধতি।

সংস্কৃত—লোকে 'হ্রীনিষেধো' কশ্চিৎ পুরুষঃ বিদ্যতে, যঃ ভদ্রোহশ্বঃ কশামিব নিন্দাং ন প্রবোধতি।

বাংলা—পৃথিবীতে এমন কোন্ পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছেন যিনি নিজেই লজ্জাবশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম হইতে বিরত থাকেন এবং সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন

কষাঘাত সহ্য করার অপেক্ষা করে না, তাঁহাকেও সেইরূপ নিন্দা সহ্য করিতে হয় না অর্থাৎ নিন্দনীয় যে-কোনরূপ কার্য করা হইতে বিরত থাকেন।

॥ ১৪৪ ॥

অস্সো যথা ভদ্রো কসানিবিট্ঠো,
আতাপিনো সংবেগিনা ভবাথ;
সদ্ধায সীলেন চ বিবিযেন চ,
সমাধিনা ধম্মবিনিচ্ছযেন চ,
সম্পন্নবিজ্জাচরণা পতিস্সতা;
পহস্সথ দুক্খমিদং অনপ্পকং।

অন্বয়—কসানিবিট্ঠো ভদ্রো অস্স যথা, আতাপিনো সংবেগিনো ভবাথ। সদ্ধায সীলেন চ বিবিযেন চ সমাধিনা (চ) ধম্মবিনিচ্ছযেন চ সম্পন্নবিজ্জাচরণা পতিস্সতা (সন্তা) ইদং অনপ্পকং দুক্খং পহস্সথ।

সংস্কৃত—কশানিবিষ্টঃ (কশাহতঃ) ভদ্রঃ (সুশিক্ষিতঃ) অশ্ব ইব আতাপিনো (ভৃশং ব্যবসায়িনঃ) সংবেগিনঃ (বেগবন্তঃ) ভবত। শ্রদ্ধয়া শীলেন চ বীর্যেণ চ সমাধিনা চ ধর্মবিনিশ্চযেন চ সম্পন্ন বিদ্যাচরণাঃ (পূর্ণজ্ঞানাঃ সদাচারাশ্চ ইত্যর্থঃ) প্রতিস্মৃতাঃ (সর্বদা স্মৃতিমন্তঃ সন্তঃ) ইদং অনল্পকং (ভূযঃ) দুঃখং প্রহাস্যথ (ত্যক্ষ্যর্থঃ, জেষ্যথ)।

বাংলা—সুশিক্ষিত অশ্ব কশাহত হইলে যেরূপ উদ্যোগী ও বেগবান হয়, সেইরূপ উদ্যোগী ও কার্যতৎপর হইবে। শ্রদ্ধা, শীল, বীর্য, ধ্যান ও বিচার (কারণাকারণ জ্ঞান) দ্বারা পূর্ণজ্ঞান ও সদাচারসম্পন্ন এবং স্মৃতিবান হইলে এই মহৎ (ভব বা সংসার) দুঃখকে জয় করিতে পারিবে।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৪৫ ॥ সুখসামণের

উদকং হি নযন্তি নেত্তিকা,
উসুকারা নমযন্তি তেজনং ;
দারুং নমযন্তি তচ্ছকা,
অত্তানং দমযন্তি সুব্বতা ।

অন্বয—নেত্তিকা হি উদকং নযন্তি, উসুকারা তেজনং নমযন্তি, তচ্ছকা দারুং নমযন্তি, সুব্বতা অত্তানং দমযন্তি ।

সংস্কৃত—নেতৃকাঃ সেতুকৃতঃ হি উদকং নযন্তি, ইষুকারাঃ তেজনং নমযন্তি, তক্ষকাঃ দারুং নমযন্তি, (তথা) সুব্রতাঃ আত্মানং দমযন্তি ।

বাংলা—সেতুকারিগণ জলকে ইচ্ছানুরূপ লইযা যায, বাণপ্রস্তুতকারিগণ বাণকে যেরূপ ইচ্ছা নমিত করে, সূত্রধরেরা কাষ্ঠখণ্ডকে (ইচ্ছানুযাযী) নমিত করে, (সেইরূপ) সুব্রত সাধুব্যক্তিগণ আপনাকে যেরূপ ইচ্ছা দমন করেন ।

জরাবগ্গো
(একাদসমো)

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৪৬ ॥ বিসাখার সহাযিকা

কো নু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি,
অন্ধকারেন ওনদ্ধা পদীপং ন গবেস্‌সথ ।

অন্বয—(ইমস্‌সিং লোকসন্নিবাসে) নিচ্চং পজ্জলিতে সতি কো নু হাসো কিমানন্দো, অন্ধকারেন ওনদ্ধা (কিংকারণা) পদীপং (ঞান পদীপং) ন গবেস্‌সথ ।

সংস্কৃত—(অস্মিন্‌ লোকে) নিত্যং প্রজ্বলিতে সতি (রাগাদিভিঃ একাদশভিঃ অগ্নিভিঃবিত্যর্থঃ) কো নু হাসঃ (যুষ্মাকমিতি শেষঃ)

কো (বা) আনন্দঃ (বিদ্যতে) ; অন্ধকারেণ অবনদ্ধা (আবৃতাঃ সন্তঃ, যূয়মিতি শেষঃ) প্রদীপং (জ্ঞানপ্রদীপং) ন গবেসয়থ (অম্বিষ্যথ) ।

বাংলা—(এই বিশাল বিশ্ব রাগ ও দ্বেষাদি অগ্নি দ্বারা) নিত্য প্রজ্বলিত হওয়া সত্ত্বেও এই জগতে তোমাদের হাসি বা আনন্দ কেন ? (হে মানবগণ !) তোমরা (অবিদ্যা) অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছ (কিন্তু) জ্ঞান-প্রদীপের অনুসন্ধান করিতেছ না ।

রাজগৃহ—বেণুবন ॥ ১৪৭ ॥ সিরিমা

পস্‌স চিত্তকতং বিম্বং অরুকাযং সমুস্‌সিতং,
আতুরং বহু সঙ্কপ্পং যস্‌স নত্থি ধুবং ঠিতি ।

অন্বয়—চিত্তকতং (কতচিত্তং) অরুকাযং সমুস্‌সিতং আতুরং বহুসঙ্কপ্পং বিম্বং পস্‌স, যস্‌স ধুবং ঠিতি নত্থি ।

সংস্কৃত—চিত্রীকৃতং (বস্ত্রাভরণাদিভিঃ অলঙ্কৃতং) অরুকাযং (অরুভিঃ পরিপূরিতং, ব্রণপরিপূরিতং কাযং) সমুচ্ছ্রিতং (অস্থি চর্মাবশেষং) আতুরং বহুসঙ্কল্পং বিম্বং কাযং পশ্য, যস্য ধ্রুবং স্থিতির্নাস্তি ।

বাংলা—বস্ত্রঅলঙ্কারাদি দ্বারা সুসজ্জিত, (অরু—ব্রণ ; কায—সমূহ) ব্রণ বা ক্ষতসমূহ দ্বারা পরিপূরিত, অস্থি দ্বারা ঋজুকৃত, রোগযুক্ত, নানামত-পূর্ণ (যে দেহ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অথবা নানা সঙ্কল্প পূর্ণ) দেহকে অবলোকন কর, যাহার অপরিবর্তনীয় স্থায়িত্ব অর্থাৎ নিত্যতা কিছুই নাই ।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৪৮ ॥ উত্তরি থেরী

পরিজিন্নমিদং রূপং রোগনিড্‌ডং পভঙ্গুরং,
ভিজ্জতি পূতিসন্দেহো মরণন্তং হি জীবিতং ।

অন্বয়—ইদং রূপং পরিজিন্নং রোগনিড্‌ডং পভঙ্গুরং ; (অযং) পূতিসন্দেহো ভিজ্জতি; জীবিতং হি মরণন্তং ।

সংস্কৃত—ইদং রূপং (শরীরং) পরিজীর্ণং রোগনিড়ং প্রভঙ্গুরং (অসৌ)
পূতিসন্দেহো (পূতিযুক্তদেহো) ভিদ্যতে; জীবিতং হি মরণান্তং।

বাংলা—এই শরীর (ক্ষয়শীল) রোগের উৎপত্তিস্থান ও ভঙ্গুর; এই পূতিযুক্ত দেহ ভগ্ন হইয়া থাকে; জীবন মরণে অবসান হয়।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১৪৯ ।। অধিমান ভিক্খু

যানিহমানি অপত্থানি অলাপূনেব সারদে,
কাপোতকানি অট্ঠীনি তানি দিস্বান কা রতি?

অন্বয়—যানিহমানি সারদে অলাপূনেব অপত্থানি কাপোতকানি অট্ঠীনি তানি দিস্বান কা রতি?

সংস্কৃত—যানীমানি শরদি অলাবুনি ইব অপাস্তানি (প্রক্ষিপ্তানি) কাপোতকানি (শুক্লানি) অস্থীনি, তানি পশ্যতঃ কা রতিঃ (আস্থা)।

বাংলা—শরৎকালের অলাবুর ন্যায় প্রক্ষিপ্ত ও কপোতের ন্যায় শুভ্র এই অস্থিগুলিকে দেখিয়া ইহাদের প্রতি কিসের আসক্তি?

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১৫০ ।। রূপনন্দ থেরী

অট্ঠীনং নগরং কতং মংসলোহিতলেপনং,
যত্থ জরা চ মচ্চু চ মানো মক্খো চ ওহিতো।

অন্বয়—অট্ঠীনং নগরং মংসলোহিতলেপনং কতং, যত্থ জরা চ মচ্চু মানো (চ) মক্খো চ ওহিতো।

সংস্কৃত—অস্থ্নাং নগরং মংসলোহিতলেপনং কৃতং যত্র জরা চ মৃত্যুশ্চ, মানশ্চ (অভিমানশ্চ) ম্রক্ষশ্চ (কাপট্যঞ্চ) অবহিতঃ (স্থিত ইত্যর্থঃ)।

বাংলা—অস্থি দ্বারা এক পুরী নির্মিত হইয়াছে, তাহাতে রক্তমাংসের প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে; তাহার ভিতর জরা, মৃত্যু, অহঙ্কার এবং কাপট্য বাস করিতেছে।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৫১ ॥ মল্লিকা থেরী

জীবন্তি বে রাজরথা সুচিত্তা,
অথো সরীরম্পি জরং উপেতি,
সতঞ্চ ধম্মো ন জরং উপেতি,
সন্তো হবে সব্‌ভি পবেদয়ন্তি।

অন্বয—সুচিত্তা রাজরথা বে জীরন্তি, অথো সরীরম্পি জরং উপেতি; সতঞ্চ ধম্মো ন জরং উপেতি; (ইতি) হবে সন্তো সব্‌ভি পবেদয়ন্তি।

সংস্কৃত—সুচিত্রা রাজরথা বৈ জীর্যন্তি, অথ শরীরমপি জরামুপৈতি; সতাং তু ধর্মঃ ন জরামুপৈতি; (ইতি) সন্তঃ বৈ সদ্ভ্যঃ প্রবেদয়ন্তি (কথয়ন্তি)।

বাংলা—রাজাদিগের সুচিত্রিত রথসকলও জীর্ণ হইয়া যায়, আর (সেইরূপ) শরীরও জীর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু (বুদ্ধাদি) সাধুসজ্জনগণের ধর্মক্ষয়প্রাপ্ত হয় না; শান্ত পুরুষেরা সাধুগণ সমীপে এইরূপই বলিয়া থাকেন।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৫২ ॥ লাড়ুদায়ি থের

অপ্পস্‌সুতাযং পুরিসো বলিবদ্দো ব জীরতি,
মংসানি তস্‌স বড্‌ঢন্তি পঞ্‌ঞা তস্‌স ন বড্‌ঢতি।

অন্বয—অপ্পস্‌সুতো অযং পুরিসো বলিবদ্দো ব জীরতি; তস্‌স মংসানি বড্‌ঢন্তি, তস্‌স পঞ্‌ঞা ন বড্‌ঢতি।

সংস্কৃত—অল্পশ্রুতঃ (অল্পজ্ঞানসম্পন্নঃ) পুরুষঃ বলীবর্দ ইব জীর্যতি (বৃদ্ধো ভবতি), তস্য মাংসানি বর্ধন্তে, তস্য প্রজ্ঞা ন বর্ধতে।

বাংলা—জ্ঞানহীন পুরুষ কেবল বলীবর্দের ন্যায় দেহমাংসে এবং বয়সে বর্ধিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহার প্রজ্ঞা বর্ধিত হয় না।

॥ ১৫৩ ॥

অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং,
গহকারকং গবেসন্তো, দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং।

॥ ১৫৪ ॥

গহকাবক দিট্‌ঠোহসি, পুন গেহং ন কাহসি,
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা; গহকূটং বিসঙ্খিতং;
বিসঙ্খারগতং চিত্তং, তণ্‌হানং খযমজ্‌ঝগা।

অন্বয—গহকাবকং গবেসন্তো অনিব্বিসং অনেকজাতিসংসাবং সন্ধাবিস্‌সং পুনপ্পুনং জাতি দুক্‌খা; গহকাবক, দিট্‌ঠোহসি, পুন গেহং ন কাহসি; তে সব্বা ফাসুকা ভগ্‌গা, গহকূটং বিসঙ্খিতং বিসঙ্খাবগতং চিত্তং তণ্‌হানং খযং মজ্‌ঝগা।

সংস্কৃত—গৃহকারকং (অস্য দেহরূপস্য গৃহস্য কর্ত্তারং) গবেষযন্‌ (অন্বিষ্যন্‌) অনিবিশমানঃ (অবিন্দন্‌ অলভমানঃ অনেকজাতি সংসাবংসম্‌-ধাবিষম্‌ (দধাবে জন্মনঃ জন্মান্তবং প্রাপ, সংসাবাৎ সংসারান্তবঞ্চ অগমমিত্যর্থঃ); পুনঃ পুনঃ জাতিঃ (জন্ম) দুঃখা (দুঃখকবা)। গৃহকাবক, দৃষ্টোহসি (ময়েতি শেষঃ), পুনঃ গৃহং ন কবিষ্যসি; সর্বাঃ তে পার্শ্বিকা ভগ্নাঃ, গৃহকূটং বিসংস্কৃতং (ভগ্নং, নষ্টং), বিসংস্কারগতং (নির্বাণগতং) চিত্তং তৃষ্ণানাম্‌ ক্ষয়ং অধ্যগাৎ (প্রাপৎ)।

বাংলা—আমি আমাব দেহরূপ গৃহ-নির্মাতাকে অন্বেষণ কবিতে কবিতে বহু জন্ম-জন্মান্তব সংসাবে পবিভ্রমণ কবিয়াছি, কিন্তু তাহার দেখা পাই নাই; পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কবা দুঃখকব। হে গৃহকাবক! (আমাব এই দেহরূপ গৃহ-নির্মাতা!) এইবাব তোমাকে দেখিযাছি, তুমি আব (আমাব এই দেহরূপ) গৃহনির্মাণ কবিতে পাবিবে না (আমি আব এই সংসাবাবর্তে প্রত্যাবর্তন কবিব না)। তোমাব গৃহবচনাব সমস্ত উপকবণ আমি ভাঙ্গিযা ফেলিযাছি এবং গৃহকূট (গৃহচূড়া কর্ণিকামণ্ডল ইত্যাদি) চুবমাব কবিযা দিযাছি। আমাব চিত্ত বিসংস্কাবগত (সংস্কারসমূহ হইতে মুক্ত) অর্থাৎ নিবৃত্তিপ্রাপ্ত হইযাছে, আমি তৃষ্ণার ক্ষয়সাধন করিযাছি।

বারাণসী—ঋষিপতন ।। ১৫৫ ।। মহাধনসেট্‌ঠিপুত্ত

অচরিত্বা ব্রহ্মচরিযং অলদ্ধা যোব্বনে ধনং,
জিণ্ণকোঞ্চোহব ঝায়ন্তি খীণমচ্ছেহব পল্ললে।

।। ১৫৬ ।।

অচরিত্বা ব্রহ্মচরিযং অলদ্ধা যোব্বনে ধনং,
সেন্তি চাপাহতিখীণাহব পুরাণানি অনুত্থুনং।

অন্বয—ব্রহ্মচরিরং অচরিত্বা যোব্বনে ধনং অলদ্ধা (পুরিসা) খীণমচ্ছে পল্ললে জিণ্ণকোঞ্চ ইব ঝাযন্তি। ব্রহ্মচরিরং অচরিত্বা যোব্বনে ধনং অলদ্ধা (পুরিসা) পুরাণানি অনুত্থুনং অতিখীনো চাপোহব সেন্তি।

সংস্কৃত—ব্রহ্মচর্যং অচরিত্বা যৌবনে ধনং অলব্ধা জনাঃ ক্ষীণমৎস্যে পল্বলে জীর্ণক্রৌঞ্চ ইব ক্ষিণন্তি (নশ্যন্তি)। ব্রহ্মচর্যং অচরিত্বা যৌবনে ধনং অলব্ধা (জনাঃ) পুরাণানি অনুতন্বন্ অতিক্ষীণঃ চাপ ইব শেরতে।

বাংলা—(কৈশোরে) ব্রহ্মচর্য আচরণ না করিলে বা যৌবনে ধন উপার্জন না করিলে, মৎস্যহীন পুষ্করিণীতে জীর্ণ ক্রৌঞ্চের ন্যায় নিরুপায় হইয়া চিন্তা করিতে হয়।

যে ব্যক্তি (কৈশোরে) ব্রহ্মচর্য আচরণ করে না এবং যৌবনে ধন উপার্জন করে না সে অতীতের বিষয় স্মরণ করিয়া ধনুর্মুক্ত ব্যর্থ শরের ন্যায় (ভূমিতে) পড়িয়াই থাকে।

অত্তবগ্‌গো
(দ্বাদসমো)

ভেসকলাবন ।। ১৫৭ ।। বোধিরাজকুমার

অত্তানং চে পিযং জঞ্ঞা রক্‌খেয্য তং সুরক্‌খিতং,
তিণ্ণমঞ্ঞতরং যামং পটিজগ্‌গেয্য পণ্ডিতো।

অন্বয়—অত্তানং চে পিয়ং জঞ্ঞা (ততো) তং সুরক্খিতং রক্খেয্য ;
পণ্ডিতো তিন্নমঞ্ঞতরং যামং পটিজগ্গেয্য।

সংস্কৃত—আত্মানং চেৎ প্রিয়ং জানীয়াৎ ততঃ তং সুরক্ষিতং রক্ষেৎ ;
পণ্ডিতঃ ত্রয়াণামন্যতমং যামং প্রতিজাগৃযাৎ (কুশলং ভাবয়েৎ)।

বাংলা—যদি নিজকে প্রিয় বলিয়া জ্ঞান কর, তবে তাহাকে (নিজকে) সুরক্ষিত করিয়া রাখিবে ; পণ্ডিত ব্যক্তি ত্রিযামের মধ্যে (প্রথম বয়স, মধ্য বয়স ও শেষ বয়স) অন্ততঃ একযামও আত্মাকে সৎকর্মে (দান, শীল, ভাবনা ইত্যাদি) নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া আত্ম-পরিচর্যা করিবে।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৫৮ ॥ উপনন্দসক্যপুত্ত থের

অত্তানমেব পঠমং পতিরূপে নিবেসযে,
অথঞ্ঞমনুসাসেয্য ন কিলিস্সেয্য পণ্ডিতো।

অন্বয়—অত্তানমেব পঠমং পতিরূপে নিবেসয়ে, অথ অঞ্ঞমনুসাসেয্য :
পণ্ডিতো (এবং করিয়া) ন কিলিস্সেয্য।

সংস্কৃত—আত্মানমেব প্রথমং প্রতিরূপে (কর্তব্যে) নিবেশয়েৎ, অথ (তদনন্তরং)
অন্যমনুশিষ্যাৎ ; পণ্ডিতঃ (এবং কৃত্বা) ন ক্লিশ্যেৎ (ক্লেশং প্রাপ্নুযাৎ)

বাংলা—প্রথমতঃ কর্তব্যকর্মে (স্বীয় পরম মঙ্গলজনক কার্যে) আত্মনিয়োগ করিবে—নিজকে নিবিষ্ট রাখিবে। তৎপর অন্যকে উপদেশ দিবে—অনুশাসন করিবে। এইরূপ করিলেই পণ্ডিত ব্যক্তি ক্লেশ পাইবেন না।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৫৯ ॥ পধানিকতিস্স থের

অত্তানঞ্চে তথা কয়িরা যথঞ্ঞমনুসাসতি,
সুদন্তো বত দম্মেথ, অত্তা হি কির দুদ্দমো।

অন্বয়—যথা অঞ্ঞমনুসাসতি, তথা অত্তানং চে কয়িরা, (ততো) সুদন্তো
বত দম্মেথ, অত্তা হি কির দুদ্দমো।

সংস্কৃত—যথাহন্যমনুশাসতি তথা আত্মানঞ্চেৎ কুর্যাৎ, (ততঃ) সুদান্তঃ (ভূত্বা, অন্যমপি) দময়েৎ, আত্মা হি কিল দুর্দমঃ।

বাংলা —নিজে সংযত হইয়া অপরকে সংযত হওয়ার জন্য অনুশাসন করিবে ; আত্ম-সুদান্ত হইলে পরকেও দমন করা যায়। বস্তুত 'আত্ম'ই দুর্দমনীয়।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৬০ ॥ কুমারকস্‌সপমাতু থেরী

অত্তাহি অত্তনো নাথো, কো হি নাথো পরো সিয়া ?
অত্তনা হি সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং।

অন্বয়—অত্তাহি অত্তনো নাথো, কো হি পরো নাথো সিয়া ? সুদন্তেন অত্তনা ইব দুল্লভং নাথং লভতি।

সংস্কৃত—আত্মা হি আত্মনঃ নাথঃ, কো হি পরো নাথঃ স্যাৎ ; সুদান্তেন আত্মনৈব দুর্লভং নাথং লভতে।

বাংলা—আত্মই (নিজেই স্বয়ং) আত্মার (নিজের) নাথ (প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়স্থল)। অন্য নাথ আর কে আছে ? আত্মকে সুসংযত করিতে পারিলে লোকে দুর্লভ নাথ (প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়স্থল অর্থাৎ নির্বাণ) লাভ করে।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৬১ ॥ মহাকাল উপাসক

অত্তানাহব কতং পাপং অত্তজং অত্তসম্ভবং,
অভিমন্থতি দুম্মেধং বজিরংহব অম্হময়ং মণিং।

অন্বয়—অত্তনাহব কতং অত্তজং অত্তসম্ভবং পাপং বজিরং অম্হময়ং মণিংহব দুম্মেধং অভিমন্থতি।

সংস্কৃত—আত্মনৈব কৃতং, আত্মজং, আত্মসম্ভবং পাপং বজ্রঃ অশ্মময়ং মণিমিহব দুর্মেধসং অভিমন্থাতি— অভিমথ্‌নাতি)।

বাংলা—প্রস্তরসম্ভূত হীরক যেমন প্রস্তরময় মণিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করে, তদ্রূপ আত্মকৃত, আত্মজ, আত্ম-সম্ভব পাপও নির্বোধ ব্যক্তিকে মথিত করে।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৬২ ॥ দেবদত্ত

যস্‌স অচ্চন্তদুস্‌সীল্যং মালুবা সালমিবোততং,
করোতি সো তথহত্তানং যথা নং ইচ্ছতি দিসো ।

অন্বয়—যস্‌স অচ্চন্তদুস্‌সীল্যং, সো মালুবা ওততং সালমিব অত্তানং তথা করোতি যথা দিসো নং ইচ্ছতি ।

সংস্কৃত—যস্য অত্যন্তদৌঃশীল্যং, সঃ 'মালুবা' (লতা) অবততং (বেষ্টিতং) সালমিব আত্মানং তথা করোতি যথা দ্বিষঃ এনমিচ্ছন্তি ।

বাংলা—মালুলতাবেষ্টিত শালবৃক্ষের ন্যায় যাহার আত্মা অত্যন্ত দুঃশীলতায় বেষ্টিত, তাহার শত্রুরা তাহাকে যেরূপ ইচ্ছা করে, সে তাহাকে সেইরূপে পরিণত করিয়া ফেলে; অর্থাৎ সে শত্রুর ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া পড়িয়া নিজের অনিষ্ট সাধন করিতে থাকে ।

রাজগৃহ—বেণুবন ॥ ১৬৩ ॥ সঙ্ঘভেদ পরিসক্কনবত্থু

সুকরানি অসাধুনি অত্তনো অহিতানি চ,
যং বে হিতঞ্চ সাধুঞ্চ তং বে পরমদুক্করং ।

অন্বয়—অসাধুনি অত্তনো অহিতানি চ সুকরানি ; যং বে হিতঞ্চ সাধুঞ্চ তং বে পরমদুক্করং ।

সংস্কৃত—অসাধুনি আত্মনোঽহিতানি চ (কর্মাণি) সুকরাণি বৈ হিতঞ্চ সাধু চ তং বৈ পরমদুষ্করম্‌ ।

বাংলা—অসাধু ও আপনার-অহিতকর কর্ম করা সহজ ; কিন্তু যাহা সাধু ও হিতকর, তাহা পালন করা অতিশয় দুষ্কর ।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৬৪ ॥ কাল থের

যো সাসনং অরহতং অরিযানং ধম্মজীবিনং,
পটিক্কোসতি দুম্মেধো দিট্‌ঠিং নিস্‌সায পাপিকং
ফলানি কট্‌ঠকস্‌সেহব অত্তহঞ্ঞায ফল্লতি ।

অন্বয়—যো দুম্মেধো পাপিকং দিট্ঠিং নিস্সায় অরিযানং ধম্মজীবিনং (চ) অরহতং সাসনং পটিক্কোসতি, (সো) কট্ঠকস্স ফলানিব অত্তহঞ্ঞায ফল্লতি।

সংস্কৃত—যো দুর্মেধাঃ পাপিকাং দৃষ্টিং (মিথ্যাদৃষ্টিমিত্যর্থঃ) নিঃশ্রিত্য (আশ্রযত্বেন গৃহীত্বা) আর্যাণাং ধর্মজীবিনাঞ্চ অর্হতাং শাসনং প্রতিক্রুশ্যতি, সঃ কট্ঠকস্য (বংশস্য) ফলানিব আত্মহত্যায়ৈ ফুল্লতি।

বাংলা—যে নির্বোধ ব্যক্তি মিথ্যা দৃষ্টি আশ্রয় করিযা পূজনীয ও ধর্মপরায়ণ আর্য অর্হৎগণের শাসনকে অবজ্ঞা করে, সে ধ্বংসের হেতু বংশের (বাঁশের) ফলোৎপাদনের ন্যায আত্ম-বিনাশ হেতু ফল উৎপন্ন করে।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৬৫ ॥ চুলকাল উপাসক

অত্তনাহব কতং পাপং অত্তনা সঙ্কিলিস্সতি,
অত্তনা অকতং পাপং অত্তনাহব বিসুজ্ঝতি,
সুদ্ধি অসুদ্ধি পচ্চত্তং, নাঞ্ঞো অঞ্ঞং বিসোধযে।

অন্বয—অত্তানাহব পাপং কতং, অত্তনা সঙ্কিলিস্সতি; অত্তনা পাপং অকতং, অত্তনাহব বিসুজ্ঝতি; সুদ্ধি অসুদ্ধি পচ্চত্তং (বত্ততি) ন অঞ্ঞো অঞ্ঞং বিসোধযে।

সংস্কৃত—আত্মনৈব পাপং কৃতং, আত্মনা সংক্লিশ্যতি; আত্মনা পাপং অকৃতং, আত্মনৈব বিশুধ্যতি; শুদ্ধিঃ অশুদ্ধিশ্চ প্রত্যাত্মং (বর্ততে), ন অন্যং বিশোধযেৎ।

বাংলা—নিজের কৃত পাপ দ্বারা নিজেই ক্লেশ পায, নিজে পাপ না করিলে নিজেই বিশুদ্ধ থাকে। শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি আত্ম-নিষ্ঠ, (স্বীযকৃত), কেহ কাহাকেও বিশুদ্ধ করিতে পারে না।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৬৬ ॥ অত্তদত্থ থের

অত্তদত্থং পরত্থেন বহুনাহপি ন হাপযে,
অত্তদত্থমভিঞ্ঞায সদত্থপসুতো সিযা।

অন্বয—বহুনাহপি পরথেন (পুগ্গলো) অত্তদত্থং ন হাপযে, অত্তদত্থমভিঞ্ঞায সদত্থপসুতো সিয়া।

সংস্কৃত—বহুনাহপি পরার্থেন (পরকীযবহুকার্যে'ানুরোধাদপীত্যর্থঃ) (নরঃ) আত্মনোহর্থং (আত্মমঙ্গলকরকার্যং) ন হাপযেৎ (ত্যজেৎ), আত্মার্থং অভিজ্ঞায (সম্যক্ জ্ঞাত্বা) সদর্থপ্রসিতঃ (স্বকীযমঙ্গলার্থেহভিনিবিষ্টঃ) স্যাৎ।

বাংলা—পরার্থের বহু অনুরোধেও কোন ব্যক্তির নিজ স্বার্থ পরিত্যাগ করা উচিত নহে, স্বকীয (মঙ্গলজনক) কার্য উত্তমরূপে জানিযা তাহাতে নিবিষ্ট থাকা কর্তব্য।

লোকবগ্‌গো

(তেরসমো)

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৬৭ ॥ অঞ্ঞতরদহর ভিক্‌খু

হীনং ধম্মং ন সেবেয্য, পমাদেন ন সংবসে,
মিচ্ছাদিট্‌ঠিং ন সেবেয্য, ন সিয়া লোকবদ্ধনো।

অন্বয—হীনং ধম্মং ন সেবেয্য, পমাদনে ন সংবসে, মিচ্ছাদিট্‌ঠিং ন সেবেয্য, লোকবদ্ধনো ন সিযা।

সংস্কৃত—হীনং ধর্মং ন সেবেত, প্রমাদেন ন সংবসেৎ, 'মিথ্যাদৃষ্টিং' (অসত্যদর্শনং) ন সেবেত, লোকবর্ধনঃ (লোকবর্ধকঃ, পুনর্জন্মকরঃ) ন স্যাৎ।

বাংলা—হীন ধর্মের অনুসরণ করিও না, প্রমত্তভাবে (ধর্মপথ বিস্মৃত হইযা) জীবন যাপন করিও না, মিথ্যাদৃষ্টির সেবা করিও না, সংসারবর্ধক (পুনর্জন্মবৃদ্ধিকারী) হইও না।

কপিলাবস্তু—ন্যগ্রোধারাম ॥ ১৬৮ ॥ রাজা সুদ্ধোধন

উত্তিট্‌ঠে নপ্পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ।

॥ ১৬৯ ॥

ধম্মং চরে সুচরিতং ন তং দুচ্চরিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ।

অন্বয়—উত্তিট্‌ঠে, নপ্পমজ্জেয্য, সুচরিতং ধম্মং চরে, ধম্মচারী অস্মিং-লোকে পরম্‌হি চ সুখং সেতি।

সুচরিতং ধম্মং চরে, ন তং দুচ্চরিতং চরে, ধম্মচারী অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ সুখং সেতি।

সংস্কৃত—উত্তিষ্ঠেৎ, ন প্রমাদ্যেৎ, সুচরিতং ধর্মং চরেৎ; ধর্মচারী অস্মিং লোকে পরস্মিংশ্চ সুখং শেতে। সুচরিতং ধর্মং চরেৎ, ন তৎ দুশ্চরিতং চরেৎ, ধর্মচারী অস্মিং লোকে পরস্মিংশ্চ সুখং শেতে।

বাংলা—উঠ, অলস হইয়া থাকিও না, সদ্ধর্ম আচরণ কর। ধর্মচার ইহ, পর উভয় লোকেই সুখে থাকেন।

সদ্ধর্ম আচরণ করিবে, অসদ্ধর্ম (পাপের ধর্ম) আচরণ করিবে না; ধর্মচারী ইহ ও পর উভয় লোকেই সুখে থাকেন।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৭০ ॥ পঞ্চসতবিপস্‌সক ভিক্‌খু

যথা বুব্বুলকং পস্‌সে, যথা পস্‌সে মরীচিকং,
এবং লোকং অবেক্‌খন্তং মচ্চুরাজা ন পস্‌সতি।

অন্বয়—যথা বুব্বুলকং পস্‌সে যথা (চ) মরীচিকং পস্‌সে এবং লোকং অবেক্‌খন্তং (পুগ্‌গলং) মচ্চুরাজ ন পস সতি।

সংস্কৃত—যথা বুদ্বুদকং পশ্যেৎ যথা চ মরীচিকং পশ্যেৎ তথা লোকং অবেক্ষমাণং পুরুষং মৃত্যুরাজঃ ন পশ্যতি।

বাংলা—এই জগতকে জলবুদ্‌বুদ্‌ এবং মরীচিকার ন্যায় দর্শন করিবে। যে ব্যক্তি সৃষ্ট জগত (জলবুদ্‌বুদ্‌দের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর এবং মরীচিকার ন্যায় বিভ্রান্তিকর)কে তদ্রূপভাবে (ক্ষণবিধ্বংসী ও বিভ্রান্তিকররূপে দেখেন, তিনি মৃত্যুরাজ্যের দৃষ্টির বহির্ভূত হন, অর্থাৎ মৃত্যুর অতীত হইয়া যান।

রাজগৃহ—বেণুবক ॥ ১৭১ ॥ অভয় রাজকুমার

এথ পস্‌সথিমং লোকং চিত্তং রাজরথূপমং
যথ বালা বিসীদন্তি, নত্থি সঙ্গো বিজানতং।

অন্বয়—এথ, ইমং লোকং চিত্তং রাজরথূপমং পস্‌সথ; যথ বালা বিসীদন্তি বিজানতং সঙ্গো নত্থি।

সংস্কৃত—এত, ইমং লোকং চিত্রং রাজরথোপমং পশ্যত, যত্র বালাঃ বিষীদন্তি, বিজানতাং সঙ্গঃ নাস্তি।

বাংলা—এস, বিচিত্রিত রাজরথতুল্য এই দেহ-জগতকে অবলোকন কর। জ্ঞানহীনেরাই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে; কিন্তু জ্ঞানীরা ইহার প্রতি আসক্ত হন না।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৭২ ॥ সম্মার্জ্জনী থের

যো চ পুব্বে পমজ্জিত্বা পচ্ছা সো নপ্পমজ্জতি,
সোহিমং লোকং পভাসেতি অব্‌ভা মুত্তোব চন্দিমা।

অন্বয়—যো চ পুব্বে পমজ্জিত্বা পচ্ছা নপ্পমজ্জতি, সো অব্‌ভা মুত্তো চন্দিমা ব ইমং লোকং পভাসেতি।

সংস্কৃত—যঃ পূর্ব্বং প্রমাদ্য (প্রমত্তো ভূত্বা) পশ্চাৎ ন প্রমাদ্যতি, (অপ্রমাদী ভবতীত্যর্থঃ) সোহভ্রাৎ (মেঘাৎ) মুক্তঃ চন্দ্রমা ইব ইমং লোকং প্রভাসয়তি (প্রকাশয়তি, উজ্জ্বলীকরোতি)।

৯—

বাংলা—যিনি পূর্বে প্রমাদচারী থাকিলেও পরে অপ্রমত্ত হন তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জগতকে উজ্জ্বল করেন।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৭৩ ॥ অঙ্গুলিমাল থের

যস্‌স পাপং কতং কম্মং কুসলেন পিথীযতি,
সোহমং লোকং পভাসেতি অব্‌ভা মুত্তো ব চন্দিমা।

অন্বয়—যস্‌স কতং পাপং কম্মং কুসলেন পিথীযতি, সো অব্‌ভা মুত্তো চন্দিমা ব ইমং লোকং পভাসেতি।

সংস্কৃত—যস্য কৃতং পাপং কর্মং কুশলেন (কর্মণেতি শেষঃ) প্রথীযতে (আব্রিযতে), সোহভ্রাৎ মুক্তশ্চন্দ্রমা ইব ইমং লোকং প্রভাসযতি।

বাংলা—যাহার কৃত পাপকর্ম, কুশলকর্ম (অর্হত্বমার্গ) দ্বারা আবৃত হয়, মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায জগতকে উজ্জ্বল করে।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৭৪ ॥ পেসকারধীতা

অন্ধভূতো অযং লোকো তনুকেত্থ বিপস্‌সতি,
সকুন্তো জালমুত্তো ব অপ্পো সগ্‌গায গচ্ছতি।

অন্বয—অযং লোকো অন্ধভূতঃ, অত্থ তনুকো বিপস্‌সতি, জালমুত্তো সকুন্তো বা অপ্পো সগ্‌গায গচ্ছতি।

সংস্কৃত—অযং লোকঃ অন্ধভূতঃ অত্র তনুকঃ (অল্প এব) বিপশ্যতি (সম্যগ্‌-বেক্ষতে); জালমুক্তঃ শকুন্ত ইব অল্পঃ (জন ইতি শেষঃ) স্বর্গায (অপবর্গায়) গচ্ছতি।

বাংলা—এই জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, (পৃথিবীস্থ লোকসমূহ অন্ধ) এখানে অল্প লোকেই (প্রজ্ঞাচক্ষু অভাবে) উত্তমরূপে (অনিত্যাদিরূপ) দেখিতে পায; স্বল্প সংখ্যক লোকই জালমুক্ত পক্ষীর ন্যায় স্বর্গে গমন করে (সুগতি বা নির্বাণ লাভ করে)।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১৭৫ ।। তিংস ভিক্‌খু

হংসা দিচ্চপথে যন্তি, আকাসে যন্তি ইদ্ধিযা,
নীযন্তি ধীবা লোকম্‌হা জেত্বা মাবং সবাহিণিং।

অন্বয—হংসা আদিচ্চপথে যন্তি, ইদ্ধিযা আকাসে যন্তি; ধীবা সবাহিণিং মাবং জিত্বা লোকম্‌হা নীযন্তি।

সংস্কৃত—হংসাঃ (পক্ষিবিশেষা যদ্বা সাধবঃ) আদিত্যপথে যন্তি, ঋদ্ধ্যা আকাশে যন্তি; ধীরাঃ সবাহিনীকং মাবং জিত্বা (অস্মাৎ) লোকাৎ নীযন্তে।

বাংলা - হংসদল আদিত্য পথ (আকাশ)-এ গমন্ কবে, ঋদ্ধিবানেবা (অলোকিক—দিব্যশক্তিলাভী পুদ্গলেবা) আকাশ মার্গে উড়িযা যান। ধীব ব্যক্তিগণ (জ্ঞানলাভী ব্যক্তিগণ) সসৈন্য মাবকে পরাভূত কবিযা (মাববাজ্য) এই পৃথিবী হইতে নিঃক্রান্ত হইযা থাকেন (নির্বাণ, লোকোত্তব বা নৈযানিক ধর্ম প্রাপ্ত হন।)।

শ্রাবস্তী জেতবন ।। ১৭৬ ।। চিঞ্চামাণবিকা

একং ধম্মং অতীতস্‌স মুসাবাদিস্‌স জন্তুনো,
বিতিণ্ণপবলোকস্‌স নত্থি পাপং অকাবিযং।

অন্বয—এক ধম্মং অতীতস্‌স মুসাবাদিস্‌স বিতিণ্ণপবলোকস্‌স জন্তুনো আকাবিযং পাপং নত্থি।

সংস্কৃত—একং ধর্মমতীতস্য মুষাবাদিনঃ (মিথ্যাকথনশীলস্‌স) বিতীর্ণ পবলোকস্য (অনাদৃত স্বর্গমার্গস্য জন্তোঃ জনস্যেত্যর্থঃ) অকার্যং পাপং নাস্তি।

বাংলা—যে ব্যক্তি একমাত্র সত্যভাষণ ধর্মকে পবিত্যাগ কবিযা মিথ্যা ভাষণ কবে এবং পবলোক (স্বর্গ, নবক—মনুষ্য সম্পত্তি, দেবলোক সম্পত্তি ও নির্বাণ সম্পত্তি বিষযে) বিশ্বাস কবে না—অবহেলা করে, সেই ব্যক্তির অকবণীয পাপ কিছুই নাই।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৭৭ ॥ অসদিসদান বত্থু

ন'বে কদরিয়া দেবলোকং বজন্তি,
বালা হবে ন প্পসংসন্তি দানং;
ধ বো চ দানং অনুমোদমানো,
তেনেব সো হোতি সুখী পরত্থ।

অন্বয়—কদরিয়া বে দেবলোকং ন বজন্তি, বালা হবে দানং ন পসংসন্তি; ধ বো চ দানং অনুমোদমানো তেনেব সো পরত্থা সুখী হোতি।

সংস্কৃত—কদর্যাঃ (কৃপণাঃ, অদানবন্তাঃ) বৈ দেবলোকং ন ব্রজন্তি (গচ্ছন্তি) বালাঃ (মূর্খাঃ) হি বৈ দানং ন প্রশংসন্তি, ধীরশ্চ (জ্ঞানী চ) দানং অনুমোদমানঃ (প্রশংসন্) তেনৈব পরত্র (পরকালে) দিব্য সম্পত্তিং (অনুভবমানো) সুখী ভবতি।

বাংলা—কৃপণ ব্যক্তিরা দেবলোক প্রাপ্ত হয় না, মূর্খেরা কখনই দানকে প্রশংসা করে না; কিন্তু জ্ঞানিগণ দানকে প্রশংসা (অনুমোদন) করেন এবং তদ্দ্বারাই পরলোকে সুখী হন।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৭৮ ॥ অনাথপিণ্ডিকপুত্তকালকুমার

পথব্যা একরজ্জেন সগ্গস্স গমনেন বা,
সব্বলোকাধিপচ্চেন সোতাপত্তিফলং বরং।

অন্বয়—পথব্যা একরজ্জেন, সগ্গস্স গমনেন, সব্বলোকাধিপচ্চেন বা সোতাপত্তিফলং বরং।

সংস্কৃত—পৃথিব্যাঃ ঐকরাজ্যাৎ (একাধিপত্যাৎ), স্বর্গস্য গমনাৎ সর্বলোকাধিপত্যাদ্বা 'স্রোত অপত্তিফলং' বরং (শ্রেয়ঃ)।

বাংলা—পৃথিবীর ঐকরাজ্য, স্বর্গগমন কিংবা সর্বলোকাধিপত্য অপেক্ষা 'স্রোতপত্তিফলং' শ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধ বগ্‌গো
(চতুদ্দসমো)

গয়া—বোধিমণ্ড ॥ ১৭৯ ॥ সাগন্দিয় ব্রাহ্মণ

যস্‌স জিতং নাবজীযতি,
জিতমস্‌স নোযাতি কোচি লোকে;
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং,
অপদং কেন পদেন নেস্‌সথ?

॥ ১৮০ ॥

যস্‌স জালিনী বিসত্তিকা তণ্‌হা নত্থি কুহিঞ্চি লোকে
তং বুদ্ধ মনন্ত গোচরং অপদং কেন পদেন নেস্‌সথ?

অন্বয—যস্‌স জিতং নাবজিযতি, যস্‌স জিতং লোকে কোচি নো যাতি, তং অনন্তগোচরং অপদং বুদ্ধং কেন পদেন নেস্‌সথ। যস্‌স জালিনী বিসাত্তিকা তণ্‌হা কুহিঞ্চি নেতবে নত্থি, তং অনন্তগোচরং বুদ্ধং কেন পদেন নেস্‌সথ?

সংস্কৃত—যস্য (সম্যক্‌ সম্বুদ্ধস্য) জিতং (জযঃ) নাবজীযতে (কেনাপীতি শেষঃ), যস্য জিতং (জযং) লোকে (পৃথিব্যাং) কশ্চিৎ নো (ন) যাতি (প্রাপ্নোতি), তং অনন্তগোচরং (অনন্ত জ্ঞানং) অপদং (রাগাদিক্লেশ রহিতং) বুদ্ধং কেন পদেন (মার্গেণ) নেষ্যথ (চালযিষ্যথ)। যস্য কুহচিৎ (কুত্রচিৎ) নেতুং জালিনী (জালবতী, জালসহিতেত্যর্থঃ) বিষাত্মিকা (গরলস্বভাবা) তৃষ্ণা (বাসনা) নাস্তি, তং অনন্তগোচরং (অশেষ জ্ঞানসম্পন্নং) অপদং (অপবিচ্ছিন্নং) বুদ্ধং কেন পদেন (মার্গেণ) নেষ্যথ (চালযিষ্যথ)।

বাংলা—যাঁহা কর্তৃক জিত-রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রভৃতি ক্লেশসমূহ পুনরায় উৎপত্তি হয় না, যাঁহা কর্তৃক জিত-ক্লেশ (পাপ) পশ্চাদানুসরণ করে না, সেই অনন্তগোচর, (অপদং) সর্বজ্ঞ (পুনর্জন্ম হেতু) রাগাদি ক্লেশ রহিত বুদ্ধকে কোন পথে লইয়া যাইবে? (কিরূপে বশীভূত করিবে?) জাল-রূপা (বন্ধনকারিণী) এবং বিষাত্মিকা তৃষ্ণা যাঁহাকে যথা ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারে না, সেই অনন্ত গোচর সর্বজ্ঞ ও রাগাদিপদহীন বুদ্ধকে কোন পথে লইয়া যাইবে?

সঙ্কস্সনগর ॥ ১৮১ ॥ দেব মনুস্স

যে ঝান পসুতা ধীরা নেক্খম্মুপসমে রতা,
দেবাপি তেসং পিহয়ন্তি সম্বুদ্ধানং সতীমতং।

অন্বয়—যে ঝান পসুতা ধীরা নেক্খম্মুপসমে রতা, সতীমতং সম্বুদ্ধানং তেসং দেবাপি পিহয়ন্তি।

সংস্কৃত—যে ধ্যান-প্রসিতাঃ (ধ্যানপরায়ণাঃ) ধীরা (জ্ঞানিনঃ) নৈষ্ক্রম্যোপশমে রতাঃ (সংসারত্যাগজনিত-শান্তৌ অবস্থিতাঃ) স্মৃতিমতাং (সতত-স্মৃতি-যুক্তানাং) সম্বুদ্ধানাং (বোধিজ্ঞানসম্পন্নানাং) তেষাং (পুরুষাণাং) (সৌভাগ্যায় ইতি শেষঃ) দেবা অপি স্পৃহয়ন্তি (অত্যন্তমভিলষন্তি)।

বাংলা—যে সকল জ্ঞানবান ব্যক্তি সতত ধ্যানপরায়ণ ও ক্লেশ উপশমে রত, অর্থাৎ নির্বাণপ্রাপ্ত, সে সকল স্মৃতিমান সম্যক্‌সম্বুদ্ধগণকে দেবগণও স্পৃহা করেন, অর্থাৎ তাঁহাদের লব্ধ বুদ্ধত্ব দেবতারা লাভ করিতে অভিলাষ করেন।

বারাণসী ॥ ১৮২ ॥ এরকপত্ত নাগরাজ

কিচ্ছো মনুস্স পটিলাভো কিচ্ছ মচ্চানং জীবিতং,
কিচ্ছং সদ্ধম্ম সবণং কিচ্ছো বুদ্ধানং উপ্পাদো।

অন্বয়—মনুস্‌স পটিলাভো কিচ্ছো, মচ্চানং জীবিতং কিচ্ছং. সদ্ধম্ম সবণং কিচ্ছং, বুদ্ধানং উপ্পদো কিচ্ছো।

সংস্কৃত—মনুষ্য প্রতিলাভঃ (মনুষ্য জন্মপ্রাপ্তিঃ) কৃচ্ছ্রঃ (দুর্লভঃ), মর্ত্যানাং (মরণশীলানাং নরাণাং) জীবিতং (জীবনং) কৃচ্ছ্রং (দুরক্ষ্যং), সদ্ধর্মশ্রবণং কৃচ্ছ্রং (দুর্লভং), বুদ্ধানাং উৎপাদঃ কৃচ্ছ্রঃ (জন্ম দুর্লভং)।

বাংলা—মানব-জন্ম লাভ করা দুর্লভ, মরণশীল মনুষ্যের জীবন কষ্টকর, সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ, বুদ্ধগণের উৎপত্তি (আবির্ভাব) দুর্লভ।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১৮৩ ।। আনন্দ থেরস্‌স পঞ্‌হং

সব্ব পাপস্‌স অকরণং, কুসলস্‌স উপসম্পদা,
সচিত্তপরিযোদপনং, এতং বুদ্ধান সাসনং।

অন্বয়—সব্বপাপস্‌স অকরণং, কুসলস্‌স উপসম্পদা, সচিত্তপরিযোদপনং, এতং বুদ্ধানং সাসনং।

সংস্কৃত—সর্ব পাপস্য আকরণং, কুশলস্য (পুণ্যকর্মণঃ) উপসম্পদা (প্রাপ্তিঃ-করণমিত্যর্থঃ), স্বচিত্ত-পর্যবদাপনং (আত্ম-চিত্তনির্মলী করণং), এতং (ইদং) বুদ্ধানাং শাসনম্‌ (আদেশঃ)।

বাংলা—কোন প্রকার পাপকর্ম না করা, কুশল কর্মের অনুষ্ঠান করা এবং আপন চিত্তকে পরিশুদ্ধ করিয়া রাখা ইহাই বুদ্ধগণের অনুশাসন।
[এই শ্লোক দ্বারা শীল, সমাধি, ভাবনা (ধ্যান-ধারণা) ব্যক্ত করা হইয়াছে।]

জেতবন ।। ১৮৪ ।। আনন্দ থের

খন্তী পরমং তপো তিতিক্‌খা,
নিব্বাণং পরমং বদন্তি বুদ্ধা,
ন হি পব্বজি তো পরূপ ঘাতী,
সমণো হোতি পরং বিহেঠয়ন্তো।

॥ ১৮৫ ॥

অনুপবাদো অনুপঘাতো পাতিমোকখে চ সংবরো,
মত্তঞ্ঞ্ুতা চ ভত্তস্মিং পন্থঞ্চ সযনা সনং ;
অধিচিত্তে চ আযোগো এতং বুদ্ধান সাসনং ।

অন্বয়—খন্তী তিতিক্‌খা পরমং তপো, নিব্বাণং পরমং (ইতি) বুদ্ধা বদন্তি। পরূপ ঘাতী ন হি পব্বজিতো, পরং বিহেঠযন্তো (ন চ) সমণো হোতি। অনুপবাদো অনুপঘাতো পাতিমোক্‌খে চ সংবরো, ভত্তস্মিং মত্তঞ্ঞ্ুতা চ পন্থং সযনাসনঞ্চ অধিচিত্তে আযোগো চ, এতং বুদ্ধানং সাসনং।

সংস্কৃত—ক্ষান্তিঃ নাম তিতিক্ষা পরমং তপঃ, নির্বাণং পরমং ইতি বুদ্ধা বদন্তি। পরোপঘাতী ন হি প্রব্রজিতঃ (ভিক্ষু), পরং বিহেঠযন. (উৎপীড়যন জন ইতি শেষঃ) ন চ শ্রমণো ভবতি। অনুপবাদঃ, অনুপঘাতঃ, প্রাতিমোক্ষে (বা) সংবরশ্চ (সম্যগনুষ্ঠানম) ভক্তে (আহারে) মাত্রাজ্ঞতাশ্চ (মিতাহারশ্চ ইত্যার্থঃ) প্রান্তং (একদেশে শযনমাসনঞ্চ), অধিচিত্তে (সমাধৌ) আযোগশ্চ (অবস্থানঞ্চ) এতৎ বুদ্ধানাং শাসনং।

বাংলা—ক্ষান্তি নামক তিতিক্ষাই পরম তপস্যা, বুদ্ধগণ বলেন, নির্বাণই সর্বশ্রেষ্ঠ। পরঘাতী ব্যক্তি প্রব্রজিত নহে; পরপীড়নকারী ব্যক্তি শ্রমণ হইতে পারে না। কাহারও নিন্দা করিবে না, কাহাকেও প্রহার করিবে না, প্রতিমোক্ষে বা নির্দিষ্ট শীলসমূহে চিত্তকে সুদৃঢ় রাখিবে, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ—মিতাহারী হইবে, নির্জন স্থানে বাস করিবে ও সর্বদা মনকে যোগযুক্ত রাখিবে, ইহাই বুদ্ধগণের আদেশ বা অনুশাসন।

জেতবন ॥ ১৮৬ ॥ অনভিরত ভিক্‌খু

ন কহাপণ বস্‌সেন তিত্তি কামেসু বিজ্জতি,
অপ্পস্‌সাদা দুখা কামা ইতি বিঞ্ঞায পণ্ডিতো ;

॥ ১৮৭ ॥

অপি দিব্বেসু কামেসু রতিং সো নাধি গচ্ছতি,
তণ্‌হক্‌খযো রতো হোতি সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো।

অন্বয—কহাপণবস্‌সেন কামেসু তিত্তি ন বিজ্জতি; কামা অপ্পস্‌সাদা দুখা (চ) ইতি বিঞ্‌ঞায (পণ্‌গলো) পণ্ডিতো (হোতি)। সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো দিব্বেসু অপি কামেসু রতিং ন অধিগচ্ছতি তণ্‌হক্‌খয রতো হোতি।

সংস্কৃত—কার্ষাপণবর্ষেণ (কার্ষাপণেতি মুদ্রাবিশেষস্য বর্ষেণ) কামেষু তৃপ্তির্ণবিদ্যতে, কামা অল্পস্বাদা দুঃখাঃ (দুঃখকরা) ইতি বিজ্ঞায নরঃ পণ্ডিতো ভবতি। সম্যক্‌সম্বুদ্ধ শ্রাবকঃ (বুদ্ধদেশিত-ধর্মচারী ভিক্ষুঃ) দিব্যেষু (স্বর্গীযেষু দেবোচিতেষু ইত্যার্থঃ) অপি কামেষু রতিং নাধিগচ্ছতি (ন প্রাপ্নোতি), পরন্তু তৃষ্ণাক্ষযরতো ভবতি।

বাংলা—কার্ষাপণ (স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ) বর্ষণেও কামের-আকাঙ্খার লোভের তৃপ্তি হয না; কামসকল অল্পাস্বাদ যুক্ত এবং দুঃখকর। ইহা জ্ঞাত হইযা পণ্ডিতগণ দিব্যকামেও আসক্তি প্রকাশ করেন না; সম্যকসম্বুদ্ধের শিষ্যগণ তৃষ্ণাক্ষযে রত থাকেন।

জেতবন ॥ ১৮৮ ॥ অগ্‌গিদত্ত ব্রাহ্মণ

বহুং বে সরণং যান্তি পব্বতানি বনানি চ,
আরাম রুক্‌খ চেত্যানি মনুস্‌সা ভযতজ্জিতা।

॥ ১৮৯ ॥

নেতং খো স সরণং খেমং নেতং সরণমুত্তমং,
নেতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি।

অন্বয়—মনুস্সা ভয়তজ্জিতা (সন্তা) পব্বতানি বনানি আরাম রুক্‌খ চেত্যানি চ (ইতি) বহুং বে সরণং যন্তি এতং খো সরণং খেমং ন (হোতি) এতং উত্তমং সরণং ন (হোতি) এতং সরণং আগম্‌স সব্বদুক্‌খা ন পমুচ্চতি।

সংস্কৃত—মনুষ্যাঃ ভয়তর্জিতাঃ (সন্তঃ) পর্বতানি, বনানি, আরাম, বৃক্ষ-চৈত্যানি (উদ্যান বৃক্ষ চৈত্যানি) চ (ইত্যাদিকম্) বহু বৈ শরণং (আশ্রয়) যান্তি। এতৎ (পর্বতাদিকং) খলু ক্ষেমং (নিরাপৎ) শরণং ন ভবতি, এতৎ উত্তমং শরণং ন ভবতি, এতৎ শরণং আগম্য (লব্ধ) (মানব) সর্বদুঃখাৎ ন প্রমুচ্যতে।

বাংলা—মনুষ্যগণ ভীতত্রস্ত হইয়া পর্বত, বন, উদ্যান-বৃক্ষ, চৈত্য, ইত্যাদি স্থানের শরণ লইয়া থাকে; কিন্তু ঐ সকল (উপরে উক্ত আশ্রয়স্থল-গুলি) নিরাপদ শরণ নহে। ঐ সমস্ত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ১৯০ ॥ অগ্গিদত্ত ব্রাহ্মণ

যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো,
চত্তারি অরিয় সচ্চানি সম্মপ্পঞ্‌ঞায় পস্‌সতি।

॥ ১৯১ ॥

দুক্‌খং দুক্‌খ সমুপ্পাদং দুক্‌খস্‌স চ অতিক্কমং,
অরিয়ঞ্চট্‌ঠঙ্গিকং মগ্গং দুক্‌খূপ সমগামিনং।

॥ ১৯২ ॥

এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং,
এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি।

অন্বয়—যো চ বুদ্ধঞ্চ, ধম্মঞ্চ, সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো; দুক্‌খং, দুক্‌খসমুপ্পাদং, দুক্‌খস্‌স অতিক্কমঞ্চ, দুক্‌খূপসমগামিনং অরিয়ং অট্‌ঠঙ্গিকং মগ্গঞ্চ

ইতি চত্তারি অরিয সচ্চানি সম্মপ্পঞ্‌ঞায পস্‌সতি। এতং খো খেমং সরণং (হোতি), এতং উত্তমং সরণং (হোতি) এতং সরণং আগম্ম (পুগ্‌গলো) সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি।

সংস্কৃত—যশ্চ যদি (কোঽপিতার্থঃ) বুদ্ধঞ্চ ধর্মঞ্চ, সঙ্ঘঞ্চ (বৌদ্ধভিক্ষুমণ্ডলীঞ্চ) শরণং গতঃ, দুঃখং, দুঃখ-সমুৎপাদং (দুঃখোৎপত্তিং) দুঃখস্য অতিক্রমঞ্চ দুঃখোপশমগামিনং অর্থাৎ অষ্টাঙ্গিকং মার্গং ইতি চত্বারি আর্যসত্যানি সম্যক্‌ প্রজ্ঞয়া (সম্যক জ্ঞানেন) পশ্যতি , (তদা) এতৎখলু (নিশ্চিতং) ক্ষেমং (নিরাপৎ) শরণং (আশ্রয়ঃ) ভবতি, এতৎ উত্তমং শরণং ভবতি, এতৎ শরণং আগম্য (প্রাপ্য, আশ্রিত্য) (মনুষ্যঃ) সর্বদুঃখাৎ প্রমুচ্যতে।

বাংলা—যদি কেহ বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করে; দুঃখ দুঃখোৎপত্তির মূল উৎস, দুঃখ-নিরোধ এবং দুঃখনিরোধের উপায়-স্বরূপ আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ ইত্যাদি সম্যক্‌ জ্ঞানের সহিত দর্শন করে, তাহা হইলে উক্ত প্রকার জ্ঞানলাভপূর্বক সর্বদুঃখ উপশমকর সাধনাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও উত্তম আশ্রয়। এই আশ্রয় অবলম্বন করিলেই সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১৯৩ । আনন্দ থেরস্‌স পঞ্‌হং

দুল্লভো পুরিসাজঞ্‌ঞো ন সো সব্বত্থ জাযতি,
যত্থসো জাযতি ধীরো তংকুলং সুখমেধতি।

অন্বয়—পুরিসাজঞ্‌ঞো দুল্লভো, সো সব্বত্থ ন জাযতি, যত্থ সো ধীরো জাযতি, তংকুলং সুখ মেধতি।

সংস্কৃত—পুরুষাজানেয়ঃ (পুরুষ-শ্রেষ্ঠঃ বুদ্ধবদিতি ভাবঃ) দুর্লভঃ, সঃ সর্বত্র ন জায়তে। যত্র সধীরঃ (জ্ঞানী) জায়তে, তংকুলং সুখং এধতে।

বাংলা—বুদ্ধের ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠ দুর্লভ। তাদৃশ মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষ-প্রবর সর্বত্র জন্মগ্রহণ করেন না। সেইরূপ মহাপুরুষ যেখানে জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুলের সুখ সৌভাগ্য বর্ধিত হয়।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ১৯৪ ।। সম্বহুল ভিক্খু

সুখো বুদ্ধানং উপ্পাদো সুখা সদ্ধম্মদেসনা,
সুখা সংঘস্স সামগ্গি সমগ্গানং তপো সুখো।

অন্বয়—বুদ্ধানং উপ্পাদো সুখো, সদ্ধম্ম দেসনা সুখা, সংঘস্স সামগ্গি সুখা, সমগ্গানং তপো সুখো।

সংস্কৃত—বুদ্ধানাং উৎপাদঃ (উৎপত্তি, জন্ম) সুখঃ (সুখকরঃ) সদ্ধর্মদেশনা (সদ্ধর্মোপদেশঃ) সুখা (সুখদায়িকা) সঙ্ঘস্স সামগ্রী (শান্তিঃ) সুখা, সমগ্রাণাম্ (শান্তানাম্) তপঃ সুখম্।

বাংলা—বুদ্ধগণের উৎপত্তি সুখজনক, সদ্ধর্মের উপদেশ সুখকর, সঙ্ঘের একতা সুখদায়িকা, একতাবদ্ধগণের (সামগ্রীভূতের) তপস্যা সুখদ।

শ্রাবস্তী এবং বারাণসীর ।। ১৯৫ ।। কস্সপদসবল
মধ্যবর্তী 'তোদেয্য' গ্রাম সুবন্নচেতি

পূজারহে পূজয়তো বুদ্ধে যদি বা সাবকে,
পপঞ্চসমতিক্কন্তে তিন্নসোক পরিদ্দবে।

।। ১৯৬ ।।

তে তাদিসে পূজয়তো নিব্বুতে অকুতোভয়ে,
ন সক্কা পুঞ্ঞং সংখাতুং ইমেত্ত মপি কেনচি।

অন্বয়—পূজারহে বুদ্ধে যদি বা সাবকে পূজয়তো, পপঞ্চ সমতিক্কন্তে, তিন্ন সোক পরিদ্দবে তাদিসে নিব্বুতে অকুতোভয়ে তে পূজয়তো ইমেত্ত মপি পুঞ্ঞং সংখাতুং ন কেনচি সক্কা।

সংস্কৃত—পূজার্হান (পূজনীয়ান) বুদ্ধান্ যদি বা শ্রাবকান (তচ্ছিষ্যান ভিক্ষূন্) প্রপঞ্চসমতিক্রান্তান (তৃষ্ণাদৃশ্যমান প্রপঞ্চাতিক্রান্তান্) তীর্ণশোকপরিদ্রবান্ তাদৃশান্ নির্বৃতান্ (সুখিতান) অকুতোভয়ান তান্ পূজয়তঃ নরস্য ইয়ন্মাত্রমপি পুণ্যং সংখ্যাতুং ন কেনচিৎ শক্যম্।

বাংলা—যাঁহারা শোক-সন্তাপোত্তীর্ণ, প্রপঞ্চ অতিক্রমকারী, নির্বৃত ও অকুতোভয় হইয়াছেন, সে সকল পূজার্হ বুদ্ধ কিংবা তাঁহার শ্রাবকদের পূজা করিলে তজ্জনিত যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহা কেহ পরিমাণ করিতে পারে না।

সুখবগ্গো
(পঞ্চদসমো)

সক্যনগর ।। ১৯৭ ।। ঞাতি কলহবূপসমনত্থং

সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো,
বেরিনেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম অবেরিনো।

।। ১৯৮ ।।

সুসুখং বত জীবাম আতুরেসু অনাতুরা,
আতুরেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম অনাতুরা।

।। ১৯৯ ।।

সুসুখং বত জীবাম উস্‌সুকেসু অনুস্‌সুকা,
উস্‌সুকেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম অনুস্‌সুকা।

অন্বয়—বেরিনেসু অবেরিনো (সন্তা) সুসুখং বত জীবাম ; বেরিনেসু মনুস্‌সেসু অবেরিনো (সন্তা) বিহরাম। আতুরেসু অনাতুরা (সন্তা) সুসুখং বত জীবাম ; আতুরেসু মনুস্‌সেসু অনাতুরা (সন্তা) বিহরাম। উস্‌সুকেসু অনুস্‌সুকা (সন্তা) সুসুখং বত জীবাম। উস্‌সুকেসু মনুস্‌সেসু অনুস্‌সুকা (সন্তা) বিহরাম।

সংস্কৃত—বৈরিষু (শত্রুষু) অবৈরিণঃ (শত্রুতাহীনাঃ অনসূয়বন্তঃ) সুসুখং বত জীবামঃ বৈরিষু (অসূয়ৎষু) মনুষ্যেষু অবৈরিণঃ বিহরামঃ। আতুরেষু (লোভমোহাদিক্লেশাতুরেষু) অনাতুরাঃ (নিরাময়াঃ) (সন্তঃ) সুসুখং বত জীবামঃ ; আতুরেষু মনুষ্যেষু অনাতুরাঃ (সন্তঃ) বিহরামঃ। উৎসুকেষু (অনুরক্তেষু) অনুৎসুকাঃ (রাগহীনাঃ) সন্তঃ সুসুখং বত জীবামঃ, উৎসুকেষু মনুষ্যেষু অনুৎসুকাঃ সন্তঃ বিহরামঃ (বিচরামঃ)।

বাংলা—এসো আমরা বৈরিগণের মধ্যে বৈরীহীন হইয়া সুখে জীবন যাপন করি। বিদ্বেষভাবাপন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে এসো আমরা বিদ্বেষ-শূন্য হইয়া বিচরণ করি। আতুরগণ (রাগাদিক্লেশদ্বারা ক্লিষ্ট) মধ্যে এসো আমরা অনাতুর (ক্লেশরহিত) হইয়া সুখে জীবন যাপন করি। এসো আমরা আতুর জীবগণের মধ্যে অনাতুর হইয়া বিচরণ করি। (পঞ্চ কামগুণে) আসক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে এসো আমরা অনাসক্ত হইয়া সুখে জীবন যাপন করি। এসো আমরা আসক্ত মনুষ্যগণ মধ্যে আসক্তিবিহীন হইয়া বিচরণ করি।

পঞ্চশালা—ব্রাহ্মণ গ্রাম ।। ২০০ ।। মার

সুসুখং বত জীবাম যেসং নো নত্থি কিঞ্চনং,
পীতিভক্‌খা ভবিস্‌সাম দেবা আভস্‌সরা যথা।

অন্বয়—যেসং নো কিঞ্চনং নত্থি, তে বয়ং সুসুখং বত জীবাম। আভস্‌সরা দেবা যথা (তথা বয়ং) পীতিভক্‌খা ভবিস্‌সাম।

সংস্কৃত—যেষাং নঃ (অস্মাকং) কিঞ্চন নাস্তি, তে বযং সুসুখং বত জীবামঃ ; যথা অভাস্বরাঃ (প্রকৃষ্টদীপ্তযঃ) দেবোঃ তথা বযম প্রীতিভক্ষ্যাঃ আনন্দভাজঃ ভবিষ্যামঃ।

বাংলা—আমাদেব (বুদ্ধগণেব) কোনরূপ কিঞ্চন-আকাঙ্খা বা আসক্তি নাই। আমবা আভাস্বব দেবগণেব ন্যায প্রীতিভোজ হইব।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ২০১ ॥ কোসল বাজ

জযং বেবং পসবতি দুক্‌খং সেতি পবাজিতো,
উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয পবাজযং।

অন্বয—জযং বেবং পসবতি, পবাজিতো দুক্‌খং সেতি, উপসন্তো জয পবাজয়ং হিত্বা সুখং সেতি।

সংস্কৃত—জয; বৈবং (দ্বেষং) প্রসূতে, পবাজিতঃ সুখং শেতে, উপশান্তঃ (শমপবোজনঃ) জয পবাজয়ৌ হিত্বা সুখং শেতে।

বাংলা—জয বৈব প্রসব কবে, পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে অবস্থান কবে ; (কিন্তু) উপশান্ত (কামবাগাদি-ক্লেশবহিত ক্ষীণাশ্রব) ব্যক্তি জয ও পবাজয ত্যাগ কবিযা সুখে বিহাব কবেন।

জেতবন ॥ ২০২ ॥ অঞ্‌ঞতব কুলদাবিকা

নত্থি বাগসমো অগ্‌গি নত্থি দোস্‌সমো কলি,
নত্থি খন্ধাদিসা দুক্‌খা নত্থি সন্তি পবমংসুখং।

অন্বয—বাগ সমো অগ্‌গি নত্থি, দোস সমো কলি নত্থি, খন্ধাদিসমো দুক্‌খা নত্থি. সন্তিপবং সুখং নত্থি।

সংস্কৃত—বাগসমঃ অগ্নির্নাস্তি, দ্বেষসমঃ কলিঃ (পাপং) নাস্তি, স্কন্ধসদৃশং (পঞ্চস্কন্ধতুল্যং) দুঃখং নাস্তি, শান্তেঃ পবং সুখং নাস্তি।

বাংলা—(কামবাগাদি) আসক্তিব ন্যায অগ্নি নাই, দ্বেষেব ন্যায় পাপ নাই, পঞ্চস্কন্ধেব ন্যায় দুঃখ নাই, শান্তি বা নির্বাণেব ন্যায সুখ নাই।

আলবি বন ॥ ২০৩ ॥ একো উপাসকো

জিঘচ্ছা পরমা রোগা, সঙ্খারা পরমা দুখা,
এতং ঞত্বা যথাভূতং নিব্বাণং পরমং সুখং।

অন্বয়—জিঘচ্ছা পরমা রোগা, সঙ্খারা পরমা দুখা, এতং যথাভূতং ঞত্বা (পণ্ডিতো) পরমং সুখং নিব্বাণং (সচ্ছিকরোতি)

সংস্কৃত—জিঘৎসা (গৃধ্নুতা) পরমঃ রোগঃ, সংস্কারাঃ (রাগদ্বেষাদয়ঃ) দুঃখং; এতৎ যথাভূতং (তত্ত্বেন) জ্ঞাত্বা (পণ্ডিতঃ) পরমং সুখং (শ্রেষ্ঠং আনন্দং) নির্বাণং (চ সাক্ষাৎ করোতি)।

বাংলা—বুভুক্ষা (ক্ষুধা) পরম রোগ, সংস্কারই পরম দুঃখ, (পণ্ডিতগণ) ইহা যথাযথরূপে তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হইয়া নির্বাণ লাভের পরম সুখময় অবস্থা উপলব্ধি করেন।

জেতবন ॥ ২০৪ ॥ পসেনদি কোসলরাজ

আরোগ্য পরমালাভা সন্তুট্‌ঠী পরমং ধনং,
বিস্‌সাস পরমাঞাতী নিব্বাণং পরমং সুখং।

অন্বয়—আরোগ্য পরমালাভা, সন্তুট্‌ঠী পরমং ধনং বিস্‌সাস পরমাঞাতী নিব্বাণং পরমং সুখং।

সংস্কৃত—আরোগ্যং (রোগশূন্যতা) পরমো যেষাং তে আরোগ্য পরমাঃ লাভাঃ, সন্তুষ্টিঃ পরমং ধনং; বিশ্বাসঃ পরমা জ্ঞাতিঃ (উত্তমং আত্মীয়ঃ) নির্বাণং পরমং সুখং।

বাংলা—আরোগ্যই (অটুট স্বাস্থ্য) পরম লাভ। সন্তুষ্টিই পরম ধন, বিশ্বাসই পরম জ্ঞাতি, নির্বাণই পরম সুখ।

বৈশালী ॥ ২০৫ ॥ তিস্‌সথের

পবিবেকরসং পীত্বা রসং উপসমস্‌স চ,
নিদ্দরো হোতি, নিপ্পাপো ধম্মপীতিরসং পিবং।

অন্বয়—পবিবেকরসং উপসমস্‌স চ রসং পীত্বা (পুরিসো) ধম্মপীতিরসং পিবং নির্দরো হোতি, নিপাপো (চ) হোতি।

সংস্কৃত—প্রবিবেকরসম্‌ (প্রবিবেকতঃ একীভাবতঃ যো রসঃ সুখং তৎ) উপশমস্য রসং পীত্বা চ (পুরুষঃ) ধর্মপ্রীতিরসং (ধর্মপানস্য মধুরত্বং) পিবন্‌ নির্দরঃ (নির্ভয়ঃ) ভবতি, নিষ্পাপশ্চ (ভবতি)।

বাংলা—যিনি বিবেক এবং উপশমের মধুরত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি (সেই অর্হৎ-নিবৃত্তিলাভী) ধর্মপানরূপ মধু পান করিতে করিতে, নির্ভীক এবং নিষ্পাপ হন।

বেলুবগ্রাম ॥ ২০৬ ॥ সক্ক দেবরাজ

সাধু দস্‌সন মরিয়ানং সন্নিবাসো সদা সুখো,
অদস্‌সনেন বালানং নিচ্চমেব সুখী সিয়া।

॥ ২০৭ ॥

বালসঙ্গতচারী হি দীঘমদ্ধানং সোচতি,
দুক্‌খো বালে হি সংবাসো অমিত্তেনেব সব্বদা,
ধীরো চ সুখ সংবাসো ঞাতীনং ব সমাগমো।

অন্বয়—অরিয়ানং দস্‌সনং সাধু, (তেসং) সন্নিবাসো সদা সুখো; বালানং অদস্‌সনেন নিচ্চমেব সুখী সিয়া। বালসঙ্গতচারী হি দীঘং অদ্ধানং সোচতি; অমিত্তেনেহব বালেহি সংবাসো সব্বদা দুক্‌খো, ঞাতীনং সমাগমোব ধীরোচ সুখসংবাসো।

সংস্কৃত—আর্যানং দর্শনং সাধু, (উত্তমং), তেষাং) সন্নিবাসঃ (সন্নিধিঃ) সদা সুখঃ (সুখদায়কঃ), বালানাং (মূর্খানাং) অদর্শনেন নিত্যমেব সুখী স্যাৎ। বলে-সঙ্গত-চারী হি (মূর্খৈসহ চরণশীলঃ) দীর্ঘং অধ্বানং (পন্থানং), শোচতিঃ; অমিত্রেণেব (শত্রুণেব) বালৈঃ (মূর্খ্যোঃ)

সংবাসঃ (সহবাসঃ) সর্বদা দুঃখ (দুঃখকরঃ) ; জ্ঞাতীনাং সমাগমঃ ইব ধীরঃ (জ্ঞানী) চ সুখ সংবাসঃ (সুখঃ, সুখকর সংবাসঃ সহবাসঃ যস্য ইতি সুখসংবাসঃ)।

বাংলা—আর্যগণের (অর্হৎ প্রভৃতির) দর্শন মঙ্গলজনক। তাঁহাদের সাহচর্য সর্বদাই সুখদায়ক ; মূর্খগণের অদর্শন নিত্যই সুখকর ; যে ব্যক্তি মূর্খগণের সহিত বিচরণ করে তাহাকে দীর্ঘকাল অনুশোচনা করিতে হয়। শত্রুগণের সহিত বাস করার ন্যায় মূর্খগণের সাহচর্য সর্বদা দুঃখপ্রদ। ধীর—জ্ঞানী সজ্জনসঙ্গ, জ্ঞাতি সহবাসের ন্যায় সুখপ্রদ ও আনন্দদায়ক।

বেলুবগ্রাম ॥ ২০৮ ॥ সক্ক দেবরাজ

তস্মা হি, ধীরঞ্চ পঞ্ঞঞ্চ বহুস্সুতঞ্চ,
ধোরয্হসীলং বতবন্তমরিযং ;
তং তাদিসং সপ্পুরিসং সুমেধং,
ভজেথ নক্খত্তপথং ব চন্দিমা।

অন্বয়—তস্মা হি, ধীরঞ্চ পঞ্ঞঞ্চ বহুস্সুতঞ্চ ধোরয্হসীলং চ বতবন্তং চ অরিযং চ তাদিসং সপ্পুরিসং সুমেধং তং চন্দিমা নক্খত্তপথং ব ভজেথ।

সংস্কৃত—তস্মাদ্ধি (তেন হেতুনা হি) ধীরঞ্চ (জ্ঞানিনম্ চ) প্রাজ্ঞঞ্চ বহুশ্রুতঞ্চ (বহুশাস্ত্রপারগঞ্চ) ধুর্যশীলং (ধুর্যস্য ধূর্বাহকস্য ভারবাহিণঃ বলীবর্দস্য শীলং স্বভাবতঃ ইব শীলং যস্য স ধুর্যশীলঃ তম্, কষ্টসহিষ্ণুমিত্যর্থঃ) (ধৈর্যশীল), ব্রতবন্তং (ব্রতপরায়ণং) আর্যং তাদৃশং তং সৎপুরুষং চন্দ্রমা নক্ষত্রপথম্ ইব ভজেরন্।

বাংলা—অতএব চন্দ্র যেমন নক্ষত্রপথে (আকাশে) বিচরণ করেন, সেই প্রকার যিনি ধীর (ধৃতিযুক্ত), প্রজ্ঞাবান (লৌকিক ও লোকোত্তর প্রজ্ঞাসম্পন্ন) বহুশাস্ত্রবিৎ (আগমন নিগম জ্ঞানসম্পন্ন) ধুরবহনশীল (অর্হত্ব-

প্রাপ্তিরূপ ভাববহনকারী) ব্রতপরায়ণ (চতুর্পারিশুদ্ধিশীল ও ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গশীল পালনকারী) আর্য (যিনি ক্লেশ পরিহার করিয়াছেন) তাদৃশ জ্ঞানী ও সৎ-পুরুষগণের ভজনা বা অনুগমন করিবে।

পিয বগ্গো

(সোলসমো)

জেতবন ॥ ২০৯ ॥ তিণ্ণং ভিক্খুনং

অযোগে যুঞ্জমত্তানং যোগস্মিঞ্চ অযোজযং,
অত্থং হিত্বা পিযগ্গাহী পিহেতত্তানুযোগিনং।

॥ ২১০ ॥

মা পিযেহি সমাগচ্ছি অপ্পিযেহি কুদাচনং,
পিযানং অদস্সনং দুক্খং অপ্পিযানঞ্চ দস্সনং।

॥ ২১১ ॥

তস্মা পিযং ন কযিরাথ পিযাপাযোহি পাপকো,
গন্থা তেসং ন বিজ্জন্তি যেসং নত্থি পিযাপ্পিযং।

অন্বয়—অযোগে অত্তানং যুঞ্জং যোগস্মিঞ্চ অযোজযং, অত্থং হিত্বা পিযগ্গাহী অত্তানুযোগিনং পিহেত। পিযেহি অপ্পিযেহি (বা) কুদাচনং মা সমাগচ্ছি, পিযানং অদস্সনং অপ্পিযানঞ্চ দস্সনং দুক্খং। তস্মা পিযং ন কযিরাথ, পিযাপাযোহি পাপকো; যেসং পিযাপ্পিযং নত্থি, তেসং গন্থা ন বিজ্জন্তি।

সংস্কৃত—অযোগে (অযোক্তব্যে) আত্মানং যুঞ্জন্ যোগে চ (প্রাজ্ঞোপায়ে) অযোজযন্, অর্থং (উদ্দেশ্যং জীবনস্যেতি ভাবঃ) হিত্বা (পরিত্যাজ্য) প্রিযগ্রাহী আত্মানুযোগিনং (আত্মানুযোগপরাযণং) স্পৃহয়েৎ। প্রিয়েঃ অপ্রিয়ৈঃ (বা) কদাচন মা সমাগচ্ছ (সঙ্গমং মাকার্ষীঃ) প্রিয়াণাম্ অদর্শনং অপ্রিয়াণাঞ্চ দর্শনং দুঃখং (দুঃখকরং) তস্মাৎ (কারণাৎ) (কিমপিবস্তু) প্রিয়ং ন কুর্যাৎ, প্রিয়াপায়ঃ (প্রিয়বস্তুনো-নাশঃ) পাপকঃ (অশুভকরঃ), যেষাং প্রিয়া প্রিয়ে (প্রিয়ং অপ্রিয়ঞ্চ) ন স্তঃ তেষাং গ্রন্থঃ (বন্ধনানি) ন বিদ্যন্তে।

বাংলা—যে ব্যক্তি অযোগ্য (অকিঞ্চিৎকর) বস্তুতে আপনাকে নিযুক্ত করে, যোগ্য পদার্থে মনোনিবেশ করে না এবং নিজ ইষ্ট হারাইয়া প্রেয় বস্তুতে (বা বিষয়ে) অভিনিবিষ্ট হয়, সে ব্যক্তি আত্মযোগপরায়ণ ব্যক্তিকে স্পৃহা করে। প্রিয় কিংবা অপ্রিয় বস্তুর সহিত কখনও সংশ্লিষ্ট হইবে না। প্রিয় বস্তুর অদর্শন বা অপ্রিয় বস্তুর দর্শন উভয়ই দুঃখজনক। এই হেতু কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালবাসিবে না। (কারণ) প্রিয়বস্তুর বিয়োগ যথার্থই অশুভজনক; যাঁহাদের প্রিয় কিংবা অপ্রিয় কিছুই নাই, তাঁহাদের কোন বন্ধনই নাই

জেতবন ॥ ২১২ ॥ অঞ্ঞতর কুটুম্বিক

পিযতো জাযতে সোকো পিযতো জাযতে ভযং,
পিযোতা বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভযং?

অন্বয—পিযতো সোকো জাযতে; পিযতো ভযং জাযতে, পিযতো বিপ্পমুত্তস্স সোকো নত্থি, কুতো ভযং?

সংস্কৃত—প্রিযতঃ শোকঃ জাযতে, প্রিযতঃ ভযং জাযতে, প্রিযতঃ বিপ্রমুক্তস্য শোকো নাস্তি কুতো ভযং?

বাংলা—প্রিযবস্তু হইতে শোক উৎপন্ন হয, প্রিযবস্তু হইতে ভয উৎপন্ন হয। যিনি প্রিযবস্তু হইতে বিপ্রমুক্ত হইযাছেন, তাঁহার শোক থাকে না, ভয কেমন করিযা থাকিবে?

জেবৰন ॥ ২১৩ ॥ বিসাখা উপাসিকা

পেমতো জায়তে সোকো পেমতো জায়তে ভযং,
পেমতো বিপ্পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতো ভযং?

অন্বয—পেমতো সোকো জায়তে, পেমতো ভযং জাযতে; পেমতো বিপ্পমুত্তস্‌স সোকো নত্থি কুতো ভয়ং?

সংস্কৃত—প্রেমতঃ শোকো জায়তে, প্রেমতো ভয়ং জাযতে, প্রেমতো বিপ্রমুক্তস্য শোকো নাস্তি কুতো ভযং?

বাংলা—প্রেম (স্ত্রী-পুত্রাদিব প্রতি ভালবাসা) হইতে শোক উৎপন্ন হয, প্রেম হইতে ভয উৎপন্ন হয; যিনি প্রেম হইতে বিপ্রমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার শোক থাকে না, ভয কেমন কবিয়া থাকিবে?

বৈশালীব কুটাগাবশালা ॥ ২১৪ ॥ লিচ্ছবীগণ

বতিযা জাযতে সোকো, রতিযা জায়তে ভযং,
বতিযা বিপ্পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতোভযং?

অন্বয—রতিযা সোকো জাযতে, রতিয়া ভয়ং জাযতে, বতিয়া বিপ্পমুত্তস্‌স সোকো নত্থি কুতোভযং?

সংস্কৃত—বত্যা শোকো জাযতে, বত্যা ভযং জাযতে, বত্যা বিপ্রমুক্তস্য শোকো নাস্তি, কুতঃ ভযম্‌?

বাংলা—রতি (পঞ্চকামগুণে আসক্তি) হইতে শোক উৎপন্ন হয়, রতি হইতে ভযোৎপত্তি হয; যিনি বতি হইতে বিপ্রমুক্ত হইযাছেন, তাঁহাব শোক নাই, ভযই বা কেমন কবিবা থাকিবে?

জেতবন ॥ ২১৫ ॥ অনিত্থি গন্ধকুমাব

কামতো জাযতে সোকো কামতে জাযতে ভযং
কামতো বিপ্পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতো ভযং?

অন্বয়—কামতো সোকো জাযতে, কামতো ভয়ং জাযতো, কামতো বিপ্পমুত্তস্‌স সোকো নত্থি কুতো ভয়ং?

সংস্কৃত—কামতঃ (কামাৎ) শোকঃ জায়তে, কামাতঃ ভয়ং জায়তে কামতঃ বিপ্রমুক্তস্য শোকো নাস্তি কুতো ভয়ং?

বাংলা—কাম (বস্তুকাম ও ক্লেশকাম) হইতে শোক উৎপন্ন হয়, কাম হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, যিনি কাম হইতে বিপ্রমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার শোক নাই, ভয় কেমন করিয়া থাকিবে?

জেতবন ॥ ২১৬ ॥ অঞ্‌ঞতর ব্রাহ্মণ

তণ্‌হায় জাযতে সোকো তণ্‌হায জাযতে ভযং,
তণ্‌হায বিপ্পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতো ভযং?

অন্বয়—তণ্‌হায় সোক জাযতে, তণ্‌হায ভযং জাযতে, তণ্‌হায় বিপ্পমুত্তস্‌স সোকো নত্থি কুতো ভযং?

সংস্কৃত—তৃষ্ণয়া শোকঃ জায়তে, তৃষ্ণয়া ভয়ং জায়তে, তৃষ্ণয়া বিপ্রমুক্তস্য শোকো নাস্তি কুতো ভয়ং?

বাংলা—ষট্‌ ইন্দ্রিয়জাত তৃষ্ণা হইতে শোক উৎপন্ন হয়, তৃষ্ণা হইতে ভীতিও উৎপন্ন হইয়া থাকে; যিনি তৃষ্ণা হইতে বিপ্রমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার শোক থাকে না, ভয় কেমন করিয়া থাকিবে?

বেণুবন ॥ ২১৭ ॥ পঞ্চসত দারক

সীলদস্‌সনসম্পন্নং ধম্মট্‌ঠং সচ্চবাদিনং,
অত্তনো কম্মকুব্বানং তং জনো কুরুতে পিযং।

অন্বয়—জনো সীলদস্‌সনসম্পন্নং, ধম্মট্‌ঠং সচ্চবাদিনং অত্তনো কম্ম কুব্বানং তং (পুরিসং) পিয়ং কুরুতে।

সংস্কৃত—জনঃ শীলদর্শনসম্পন্নং (সৎস্বভাববন্তং জ্ঞানসম্পন্নঞ্চ ইত্যর্থঃ) ধর্ম্মিষ্ঠং সত্যবাদিনং আত্মনঃ কর্ম কুর্বাণঃ তং (তাদৃশ) পুরুষং প্রিয়ং কুরুতে (আত্মীয়ত্বয়া জানাতি ইত্যর্থ)।

বাংলা—লোকে সৎস্বভাব-সম্পন্ন জ্ঞানী, ধার্মিক, সত্যবাদী এবং আত্ম-কর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে (পুরুষকে) প্রিয় জ্ঞান করে (ভালবাসে)।

জেতবন ॥ ২১৮ ॥ অনাগামী থের

ছন্দজাতো অনক্খাতে মনসা চ ফুটো সিযা,
কামেসু চ অপ্পটিবদ্ধচিত্তো উদ্ধংসোতো তি বুচ্চতি।

অন্বয—অনক্খাতে ছন্দজাতো মনসা চ ফুটো সিযা, কামেসু চ অপ্পটিবদ্ধচিত্তো (সিযা) (সো) উদ্ধংসোতোতি বুচ্চতি।

সংস্কৃত—যঃ অনাখ্যাতে (অনির্দেশ্যে, নির্বাণে) ছন্দজাতঃ (জাতছন্দা, জাতাভিলাষঃ) মনসা চ স্ফুরিতঃ (নিম্নমার্গত্রযস্য তৎফলস্য চ চিন্তাযাং নিরত ইত্যর্থঃ) স্যাৎ, কামেষু চ অপ্রতিবদ্ধচিত্তঃ (স্যাৎ) সঃঊর্ধ্বস্রোতাঃ ইতি উচ্যতে।

বাংলা—যিনি অনাখ্যাত (অনির্বচনীয, উপলব্ধিগোচর নির্বাণ) লাভে জাতাভিলাষী হযেন; যাঁহার মন (নিম্নমার্গত্রয, অর্থাৎ স্রোতাপত্তি সকৃদাগামী ও অনাগামী অবস্থা পর্যন্তও তৎমার্গফল) সর্বোচ্চ অর্হত্ব মার্গফল লাভচিন্তায পরিপূর্ণ এবং যিনি অনাগামিত্ববশতঃ কাম্যবস্তুর প্রতি অনাসক্ত-চিত্ত তাঁহাকে ঊর্ধ্বস্রোতা বা ঊর্ধ্বগামী বলে। [বিস্তৃত ব্যাখ্যা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]

বারাণসী ঋষিপত্তন—মৃগদাব ॥ ২১৯ ॥ নন্দীপুত্ত

চিরপ্পবাসিং পুরিসং দূরতো সোত্থিমাগতং,
ঞাতিমিত্তা সুহজ্জা চ অভিনন্দন্তি আগতং।

॥ ২২০ ॥

তথেব কতপুঞ্ঞম্পি অস্মা লোকা পরং গতং,
পুঞ্ঞানি পতিগণ্হন্তিপিযং ঞাতিব আগতং।

অন্বয়—চিরপ্পবাসিং দূরতো সোত্থিমাগতং পুরিসং ঞাতিমিত্তা সুহজ্জা চ অভিনন্দন্তি। তথেব অস্মা লোকা পরং (লোকং) গতং কতপুঞ্‌ঞম্পি আগতং পিয়ং ঞাতীব পুঞ্‌ঞানি পটিগণ্‌হন্তি।

সংস্কৃত—চিরপ্রবাসিনং দূরতঃ স্বস্তি আগতং (শুভং যথা স্যাৎ তথা প্রত্যাগতং) জ্ঞাতিমিত্রাণি সুহৃদশ্চ অভিনন্দন্তি। তথৈব অস্মাৎ লোকাৎ পরং (লোকং) গতং কৃতপুণ্যমপি (পুরুষং) আগতং প্রিয়ং (জনং) পুণ্যানি (ইহজন্মনি কৃত শুভকর্মাণি) জ্ঞাতিরিব প্রতিগৃহন্তি (অভিনন্দন্তি)।

বাংলা—দীর্ঘপ্রবাসী ব্যক্তি সুস্থদেহে বিনা বিঘ্নে দূরদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলে জ্ঞাতি, মিত্র, সুহৃদবর্গেরা যেরূপ অভিনন্দনপূর্বক সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকে, কৃতপুণ্য ব্যক্তিও (পুণ্যাত্মা) ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুণ্য সকল প্রিয় জ্ঞাতি-মিত্রাদির ন্যায় সাদরে অভিনন্দিত করিয়া প্রতি-গ্রহণ করে।

কোধবগ্‌গো

(সত্তরসমো)

কপিলাবস্তু—ন্যাগ্রোধারাম ।। ২২১ ।। রোহিনী নাম খত্তিয়া

কোধং জহে বিপ্পজহেয্য মানং,
সঞ্‌ঞোজনং সব্বমতিক্কমেয্য;
তং নামরূপস্মিং অসজ্জমানং,
অকিঞ্চনং নানুপতন্তি দুক্‌খা।

অন্বয়—কোধং জহে, মানং বিপ্পজহেয্য, সব্বং সঞ্‌ঞোজনং অতিক্কমেয়্য, নামরূপস্মিং অসজ্জমানং অকিঞ্চনং তং (পুরিসং) দুক্‌খা নানুপতন্তি।

সংস্কৃত—ক্রোধং জহ্যাৎ (ত্যজেৎ), মানং (অহঙ্কারং) বিপ্রজহ্যাৎ (মুঞ্চেৎ) সর্বং সংযোজনা (সকল বন্ধনং) অতিক্রমেত, নামরূপযোঃ অসজ্যমানং (নিরাসক্তচিত্তং) অকিঞ্চনং তং (তাদৃশং পুরুষং) দুঃখানি ন অনুপতন্তি।

বাংলা—ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে, অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবে ; সর্ববন্ধন (কামরাগাদি) অতিক্রম করিবে। নাম এবং রূপে অনাসক্ত অকিঞ্চন ব্যক্তিকে দুঃখে পতিত হইতে হয় না।

আলবীরাজ্য অগ্গালব চৈত্য ॥ ২২২ ॥ অঞ্ঞতর ভিক্খু

যো বে উপ্পতিতং কোধং রথং ভন্তং ব ধারযে,
তমহং সারথিং ব্রূমি, রস্মিগ্গাহো ইতরো জনো।

অন্বয—যো বে উপ্পতিতং কোধং রথং ভন্তং ব ধারযে, তমহং সারথিং ব্রূমি ; ইতরো জনো (কেবলং) রস্মিগ্গাহো।

সংস্কৃত—যো বৈ উৎপতিতং (জাতং) ক্রোধং ভ্রান্তং (ভ্রমন্তং ইত্যার্থঃ) রথমিব ধারয়েৎ (প্রতিসংহরেৎ) তমহং সারথিং ব্রবীমি ; ইতরো জনঃ কেবলং রশ্মিগ্রাহ, (প্রগ্রহধার্যেব)।

বাংলা—(ভ্রান্ত পথে) ধাবমান রথকে সংহত করিয়া ধারণ করার ন্যায় যে ব্যক্তি ক্রোধকে ধারণ (দমন) করেন, তাঁহাকেই আমি যথার্থ সারথী বলি ; অপর সারথীরা কেবল রশ্মিধারী (লাগামধারী) মাত্র।

রাজগৃহ বেণুবন ॥ ২২৩ ॥ উত্তরা উপাসিকা

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিযং দানেন সচ্চেনালিকবাদিনং।

অন্বয—কোধং অক্কোধেন জিনে, অসাধুং সাধুনা জিনে, কদরিযং দানেন জিনে, অলিকবাদিনং সচ্চেন জিনে।

সংস্কৃত—ক্রোধং অক্রোধেন জয়েৎ, অসাধুং সাধুনা (সুকর্মণা) জয়েৎ ; কদর্যং (কৃপণং) দানেন জয়েৎ, অলীকবাদিনং (মিথ্যাকথনশীলং) সত্যেন জয়েৎ।

বাংলা—ক্রোধকে অক্রোধ (ক্ষমা) দ্বারা জয় করিবে ; অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে ; কৃপণকে দান দ্বারা জয় করিবে ; মিথ্যাবাদীকে সত্যবাক্য দ্বারা জয় করিবে।

শ্রাবস্তী—জেতবন ।। ২২৪ ।। মহামোগ্‌গলান থের

সচ্চং ভণে, ন কুজ্‌ঝেয্য, দজ্জাপ্পস্মিম্পি যাচিতো,
এতেহি তীহি ঠানেহি গচ্ছে দেবান সন্তিকে।

অন্বয়—সচ্চং ভণে, ন কুজ্‌ঝেয্য অপ্পস্মিম্পি যাচিতো দজ্জা, এতেহি তীহি ঠানেহি দেবান সন্তিকে গচ্ছে।

সংস্কৃত—সত্যং ভণেৎ ; ন ক্রুধ্যেৎ ; অল্পেহপি (বস্তুনি) যাচিতঃ (সন্) (তদ্বস্তু) দদ্যাৎ ; এতৈঃ ত্রিভিঃ স্থানৈঃ (উপায়ৈঃ) দেবানং অন্তিকে (সমীপে) গচ্ছেৎ (লোক ইতি শেষঃ)।

বাংলা—সত্য কথা বলিবে. ক্রোধ করিবে না, প্রার্থিত হইলে—কেহ কিছু যাচ্ঞা করিলে অল্প হইলেও দান করিবে। এই ত্রিবিধ উপায়ে স্বর্গে—দেবলোক গমন করিবে (দেবলোকপ্রাপ্তি ঘটে)। স্বর্গলোক-পরায়ণ হওয়া যায়।

কোসলরাজ্য সাকেতনগর ।। ২২৫ ।। সাকেত ব্রাহ্মণ

অহিংসকা যে মুনযো নিচ্চং কাযেনৎসংবুতা,
তে যন্তি অচ্চুতং ঠানং যত্থ গন্ত্বা। ন সোচরে।

অন্বয়—যে মুনযো অহিংসকা, নিচ্চং কাযেন সংবুতা তে অচ্চুতং ঠানং যন্তি, যত্থ গন্ত্বান সোচরে।

সংস্কৃত—যে মুনযঃ অহিংসকাঃ, নিত্যং কাযেন সংবৃতাঃ (সংযতাঃ) তে অচ্যুতং স্থানং (নিত্যপদং নির্বাণমিত্যর্থঃ) যন্তি (গচ্ছন্তি), যত্র গত্বা ন শোচন্তি।

বাংলা—যে মুনিগণ কাহাকেও হিংসা করেন না, নিত্য সংযতকাযে অবস্থান করেন, তাঁহারা অচ্যুত (চ্যুতিহীন—নির্বাণ) স্থানে গমন করেন, যেখানে গেলে আর তাঁদের শোক করিতে হয় না।

রাজগৃহ—গৃধ্রকূট ॥ ২২৬ ॥ রাজগৃহ সেট্‌ঠি পুত্র

সদা জাগরমানানং অহোরত্তানুসিক্‌খিনং,
নিব্বাণং অধিমুত্তানং অত্থং গচ্ছন্তি আসবা।

অন্বয—সদা জাগরমানানং অহোরত্তানুসিক্‌খিনং, নিব্বাণং অধিমুত্তানং আসবা অত্থং গচ্ছন্তি।

সংস্কৃত—সদা জাগ্রতান্‌ অহরাত্রমধীযমানানং নির্বাণং অধিমুক্তানং (নির্বাণ লাভ-প্রযাসিনামিতর্থঃ)· আশ্রবাঃ (দোষাঃ) অস্তং গচ্ছন্তি।

বাংলা—যাঁহারা সর্বদা জাগরণশীল (অপ্রমাদপরাযণ) থাকেন, যাঁহারা দিবারাত্র (শাস্ত্রাদি) শিক্ষা করেন, যাঁহারা নির্বাণ লাভের প্রযাসী—তাঁহাদের সকল পাপ (আসক্তি) বিনষ্ট হইযা যায।

শ্রাবস্তী—জেতবন ॥ ২২৭ ॥ অতুল উপাসক

পোরাণমেতং 'অতুলং' নেহতং অজ্জতনামিব;
নিন্দন্তি তুণ্‌হীমাসীণং, নিন্দন্তি বহুভাণিনম্‌
মিতভাণিনম্পি নিন্দন্তি নত্থি লোকে অনিন্দিতো।

॥ ২২৮ ॥

ন চাহু ন চ ভবিস্‌সতি ন চেতরহি বিজ্জতি
একন্তং নিন্দিতো পোসো একন্তং বা পসংসিতো।

অন্বয়—হে অতুল ! এতং পোরাণং, নেতং অজ্জ তনামিব, (জনা) তুণ্হী মাসীনং নিন্দন্তি, বহুভাণিনং নিন্দন্তি, মিত ভাণি নম্পি নিন্দন্তি, লোকে অনিন্দিতো নত্থি। একন্তং নিন্দিতো পোসো একন্তং বা পসংসিতো (পোসো) ন চাহু, ন চ ভবিস্সতি ; ন চেতরহি বিজ্জতি।

সংস্কৃত—হে অতুল ! এতং পুরাণং নৈতং অদ্যতনমেব (যৎ) নরাঃ তুষ্ণীমাসীনম্ (পুরুষম্) নিন্দন্তি, বহুভাণিনং (বহুভাষিণং পুরুষম্) নিন্দন্তি, মিতভাষিণমপি নিন্দন্তি, লোকে অনিন্দিতঃ (কোঽপি) নাস্তি। একান্তং নিন্দিতপুরুষং একান্তং বা প্রশংসিতঃ (পুরুষঃ) ন চ অভূৎ ; ন চ ভবিষ্যতি ; ন চ এতর্হি অধুনা বর্ততে।

বাংলা—হে অতুল ! ইহা পুরাতন, ইহা অদ্যকার নহে যে—লোকে নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে নিন্দা করে, বহুভাষী ব্যক্তিকে নিন্দা করে, মিতভাষী ব্যক্তিকেও নিন্দা করে। পৃথিবীতে অনিন্দিত ব্যক্তি কেহই নাই। একান্ত নিন্দিত পুরুষ কিংবা একান্ত প্রশংসিত পুরুষ (কখনও) হয় নাই, হইবে না—এখনও নাই।

জেতবন ॥ ২২৯ ॥ অতুল উপাসক

যঞ্চে বিঞ্ঞূ পসংসন্তি অনুবিচ্চ সুবে সুবে,
অচ্ছিদ্দবুত্তিং মেধাবিং পঞ্ঞাসীলসমাহিতং।

॥ ২৩০ ॥

নেক্খং জম্বোনদস্সেব কোতং নিন্দিতুমরহতি,
দেবা পিতং পসংসন্তি, ব্রহ্মুণাপি পসংসিতো।

অন্বয়—বিঞ্ঞূ সুবে সুবে অনুবিচ্চ যঞ্চে পুরিসং অচ্ছিদ্দবুত্তিং মেধাবিং পঞ্ঞাসীল সমাহিতং (ইতি) পসংসন্তি ; জম্বোনদস্স নেক্খমিব তং কো নিন্দিতুমরহতি। দেবাপি তং পসংসন্তি (স) ব্রহ্মুণাপি পসংসিতো।

সংস্কৃত—বিজ্ঞাঃ শ্বঃ শ্বঃ (পরদিবসং প্রতিদিনমিত্যর্থঃ) অনুবিচ্য (বিবিচ্য) যঞ্চ (জনং) অচ্ছিদ্রবৃত্তিং (নিষ্কলুষবৃত্তিং) প্রজ্ঞাশীল সমাহিতং (জ্ঞানিনং সৎস্বভাবঞ্চেতি) মেধাবিনং প্রশংসন্তি। জম্বুনদস্য (সুবর্ণস্য) নিষ্কমিব (মুদ্রাবিশেষমিব) তং (পুরুষং) কঃ নিন্দিতুমর্হতি (কোহপিত্যর্থঃ) ; দেবা অপি তং প্রশংসন্তি, (সঃ) ব্রহ্মণা অপি প্রশংসিতঃ।

বাংলা—যদি কোন বিজ্ঞব্যক্তি দিনের পর দিন (প্রতিদিন) বিবেচনা করিয়া কাহাকেও নিষ্কলুষবৃত্তি, মেধাবী, প্রজ্ঞা এবং শীলসম্পন্ন বলিয়া প্রশংসা করেন, তবে জম্বুনদ (সুবর্ণ) নিষ্কের স্বুবর্ণ মুদ্রার ন্যায় সেই ব্যক্তিকে কেহই নিন্দা করিতে পারে না ; দেবতাগণ তাঁহার প্রশংসা করেন, ব্রহ্মাও তাঁহার প্রশংসাকারী।

রাজগৃহ—বেণুবন ।। ২৩১ ।। ছব্বগ্গিয ভিক্খু

কাযপ্পকোপং রক্খেয্য, কাযেন সংবুতো সিযা,
কাযদুচ্চরিতং হিত্বা কাযেন সুচরিতং চরে।

।। ২৩২ ।।

বচীপ্পকোপং রক্খেয্য, বাচায সুবংসুতো সিযা
বচীদুচ্চরিতং হিত্বা বাচায সুচরিতং চরে।

।। ২৩৩ ।।

মনোপ্পকোপং রক্খেয্য মনসা সংবুতো সিযা,
মনোদুচ্চরিতং হিত্বা মনসা সুচরিতং চরে।

।। ২৩৪ ।।

কাযেন সংবুতা ধীরা অথো বাচায সংবুতা,
মনসা সংবুতা ধীরা তেবে সুপরিসংবুতা।

অন্বয়—কায়প্পকোপং রক্খেয্য, কায়েন সংবুতো সিয়া, কায়দুচ্চরিতং হিত্বা কায়ে সুচরিতং চরে। বচীপ্পকোপং রক্খেয্য বাচায় সংবুতো সিয়া, বচীদুচ্চরিতং হিত্বা বাচায় সচরিতং চরে। মনোপ্পকোপং রক্খেয্য, মনসা সংবুতো সিয়া মনো দুচ্চরিতং হিত্বা মনসা সুচরিতং চরে। যে ধীরা কায়েন সংবুতা অথো বাচায় সংবুতা, মনসা সংবুতা, ধীরা তে বে সুপরিসংবুতা।

সংস্কৃত—কায়প্রকোপং রক্ষেৎ (সংযচ্ছেৎ) কায়েন সংবৃতঃ (সংযতঃ) স্যাৎ (ভবেৎ), কায়দুশ্চরিতঃ হিত্বা কায়েন সুচরিতং চরেৎ (অনুতিষ্ঠেৎ)। বচঃপ্রকোপঃ রক্ষেৎ (নিবারয়েৎ) বাচা (বাক্যেন) সংবৃত স্যাৎ (সংযতো ভবেৎ) বচোদুশ্চরিতং হিত্বা (পরিত্যজ্য) বাচা সুচরিতং চরেৎ। মনোপ্রকোপং রক্ষেৎ, মনসা সংবৃতঃ স্যাৎ; মনোদুশ্চরিতং হিত্বা (ত্যক্ত্বা) মনসা সুচরিতং চরেৎ। যে ধীরাঃ (নির্মলচরিত্রাঃ জনাঃ) কায়েন সংবৃতাঃ অথ বাচা সংবৃতাঃ মনসা চ সংবৃতাঃ তে ধীরা বৈ সুপরিসংবৃতাঃ।

বাংলা—কায়-প্রকোপ অর্থাৎ কায়িক দুষ্কর্ম হইতে নিবৃত থাকিয়া কায়িক সংযতাচারী হইবে। কায়িক দুষ্কার্য—প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার পরিত্যাগ করিয়া কায়িক কুশল সাধন করিবে। বাক্য-প্রকোপ-বাক্য-ক্রোধ নিবারণ করিবে, বাক্যে সংযত থাকিবে, বাক্যের দুর্ব্যবহার—মিথ্যা বাক্য, পরুষ (কর্কশ) বাক্য, পিশুন বাক্য, সম্পলাপ বাক্য পরিত্যাগপূর্বক বাচনিক কুশল কার্য সাধন করিবে। মনের ক্রোধ নিবারণ করিবে, মনকে সংযত রাখিবে, মনের দুষ্ক্রিয়া অভিধ্যা (পরস্ব সম্পত্তিতে লোভ) ব্যাপার্দ (হিংসা) ও মিথ্যাদৃষ্টি (অসত্যে সত্য-জ্ঞান, অসারে সার জ্ঞান ইত্যাদি) ত্যাগ করিয়া সৎকর্ম সাধন করিবে। যে সকল ধীর ব্যক্তি কায়ে সংযত, বাক্যে সংযত এবং মনে সংযত সেই ধীর ব্যক্তিগণই যথার্থ সুসংযত।

মলবগ্গো
(অট্ঠারসমো)

জেতবন ।। ২৩৫ ।। গোঘাতকপুত্ত

পণ্ডুপলাসোহ্বদানিসি
যমপুরিসাহপি চ তং উপট্ঠিতা,
উয্যোগমুখে চ তিট্ঠসি,
পাথেয্যম্পি চ তে ন বিজ্জতি।

।। ২৩৬ ।।

সো করোহি দীপমত্তনো
খিপ্পং বাযম, পণ্ডিতো ভব,
নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গণো
দিব্বং অরিযভূমিমেহিসি।

অন্বয়—(ত্বং) ইদানি পণ্ডুপলাসো ইব অসি, যমপুরিসা অপি চ তং উপট্ঠিতা (ত্বং) উয্যোগমুখে চ তিট্ঠসি, তে পাথেয্যম্পি ন বিজ্জতি। সো (ত্বং) অত্তনো দীপং করোহি, খিপ্পং বাযম, পণ্ডিতো ভব, নিদ্ধন্তমলো (রাগাদিনং মলানং নীহটতায) (অনঙ্গনো) (হুত্বা) দিব্বং অরিযভূমিং এহিসি।

সংস্কৃত—ত্বমিদানীং পাণ্ডুপলাশং (জীর্ণপত্রং) ইব অসি (ভবসি), যমপুরুষাঃ (যমদূতাঃ) অপি চ ত্বাং (ভবন্তং) উপস্থিতাঃ (প্রাপ্তাঃ); (ত্বং) উদ্যোগমুখে (গমনাদ্বারিবা) তিষ্ঠসি (বর্তসে), তে (তব) পাথেয়ম্, অপি ন বিদ্যতে। সঃ ত্বং আত্মনঃ দীপং কুরু, ক্ষিপ্রং ব্যায়চ্ছস্ব, পণ্ডিতো ভব, নির্ধুতমলঃ অনঙ্গনঃ (নির্দোষঃ) ভূত্বা দিব্যাং আর্যভূমিং (কুশলকর্মরূপাং) এষ্যসি (প্রাপস্যসি)।

বাংলা—তুমি এখন জীর্ণ পাণ্ডুরবর্ণ পত্রের ন্যায় হইয়াছে; যমদূতেরা তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তুমি (পরলোক) যাত্রাপথে গমন-

দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ এবং তোমার ইহ-পরলোকের পাথেয়ও নাই। তুমি নিজের জন্য কুশলকর্মস্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্থান (দ্বীপ) নির্মাণ কর। সত্বর অধ্যবসায় কর এবং পণ্ডিত হও। যখন (তুমি অধ্যবসায় করিয়া) নির্ধৌতমল ও নিষ্কলুষ হইবে, তখন দিব্য আর্যলোকে (শুদ্ধাবাস ভূমিতে) গমন করিবে, অর্থাৎ শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইবে।

॥ ২৩৭ ॥

উপনীতবয়ো চ দানিসি,
সম্পযাতোহসি যমস্‌স সন্তিকে,
বাসোহপি চ তে নত্থি অন্তরা,
পাথেয্যম্পি চ তে ন বিজ্জতি।

॥ ২৩৮ ॥

সো করোহি দীপমত্তনো
খিপ্পং বায়ম পণ্ডিতো ভব,
নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গণো
ন পুন জাতিজরং উপেহিসি।

অন্বয়—(ত্বং) দানি উপনীতবয়ো চ অসি, যমস্‌স সন্তিকং সম্পযাতোহসি অন্তরা বাসোহপি তে নত্থি, পাথেয্যম্পি চ তে ন বিজ্জতি। সো ত্বং অত্তনো দীপং করোহি, খিপ্পং বায়ম, পণ্ডিতো ভব, নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গণো (হুত্বা) পুন জাতিজরং ন উপেহিসি।

সংস্কৃত—(ত্বং) ইদানীম্ উপনীতবয়াশ্চ (প্রাপ্তবার্ধক্যশ্চ) অসি, যমস্য সন্তিকং সম্প্রযাতোহসি (আগতোহসি); অন্তরা (পথিমধ্যে) বাসোহপি (আশ্রয়ভূমিশ্চ) তে নাস্তি, পাথেয়ম্ অপি চ তে (তব) ন বিদ্যতে। সঃ ত্বম্ আত্মনঃ দ্বীপং কুরু, ক্ষিপ্রং (শীঘ্রং) ব্যায়চ্ছস্ব; পণ্ডিতো ভব, নির্ধৃতমলঃ (বিগতমলঃ) অনঙ্গনঃ (নির্দোষঃ) ভূত্বা পুনঃ জাতিজরে (জন্ম চ জরাঞ্চ বার্ধক্য ইত্যর্থঃ) উপৈষ্যসি।

বাংলা—তুমি এখন বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছ; যমের (মৃত্যুর) দুয়ারে তুমি উপনীত হইয়া যাত্রা করিয়াছ, পথিমধ্যে তোমার কোন আশ্রয়-স্থল নাই, পাথেয় সম্বলও তোমার কিছুই নাই। সেই নিমিত্ত তুমি আপনার (পুণ্যকর্মরূপ) দ্বীপ বা আশ্রয়স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত কর। সত্বর অধ্যবসায় কর, পণ্ডিত হও, তুমি যখন নির্ধৃতমল ও নিকলঙ্ক হইবে, তখন তোমাকে পুনরায় জাতি (জন্ম) জরা (বার্ধক্য) এবং ব্যাধিপ্রাপ্ত হইতে হইবে না, অর্থাৎ অনাগামী মার্গ লাভ করিবে।

জেতবন ।। ২৩৯ ।। অঞ্‌ঞতর ব্রাহ্মণ

অনুপুব্বেন মেধাবী থোকথোকং খণে খণে,
কম্মারো রজতস্‌সেব নিদ্ধমে মলমত্তনো।

অন্বয়—মেধাবী অত্তনো মলং কম্মারো রজতস্‌স মলমিব অনুপুব্বেন থোকথোকং খণে খণে নিদ্ধমে।

সংস্কৃত—মেধাবী আত্মনঃ মলং কর্মকারঃ রজতস্য মলমিব অনুপূর্বেণ (ক্রমশঃ) স্তোকং স্তোকং (অল্পং অল্পং) ক্ষণে ক্ষণে নির্ধমেৎ (নিরাকুর্যাৎ)।

বাংলা—কর্মকার (রজতকার) যেমন রজতের ময়লা দূরীভূত করে, সেইরূপ মেধাবী ব্যক্তি, ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প করিয়া আত্ম-মল (নিজের পাপ মল) ক্রমশঃ বিদূরিত করিবেন।

জেতবন ।। ২৪০ ।। তিস্‌স থের

অয়সা ব মলং সমুট্‌ঠিতং
তদুট্‌ঠায় তমেব খাদতি,
এবং অতিধোনচারিনং ;
সক কম্মানি নয়ন্তি দুগ্গতিং।

অন্বয়—অয়সা মলং ব সমুট্‌ঠিতং তমেব খাদতি এবং অতিধোনচারিনং (পুরিসং) সক কম্মানি দুগ্গতিং নয়ন্তি।

সংস্কৃত—অযসঃ (লোহস্য) মলং সমুত্থায় তৎ (মলং) তদেব (অবঃ) এব (লোহমেব) খাদতি (নাশয়তি) এবং (তথা) স্বানি কর্মাণি আত্ম-কার্যাণি) অতিধোনচারিনং (অতিধনচারিণং) অতিধাবনশীলং পুরুষং দুর্গতিং নয়ন্তি।

বাংলা—লোহজাত (লোহ হইতে উৎপন্ন) মল (মরিচা) যেমন লোহকেই নষ্ট করিয়া ফেলে, সেইরূপ নীতিধর্ম অতিক্রমকারী (যথাধর্ম যথানিয়ম লঙ্ঘনকারী) ব্যক্তিকে নিজকৃত দুকর্ম সকল দুর্গতিতে লইয়া যায়।

জেতবন ।। ২৪১ ।। লালুদায়ী থের

অসজ্‌ঝায়মলা মন্তা, অনুট্‌ঠানমলা ঘরা,
মলং বণ্ণস্‌স কোসজ্জং, পমাদো রক্‌খতো মলং।

অন্বয়—মন্তা অসজ্‌ঝায়মলা, ঘরা, অনুট্‌ঠান মলা, বণ্ণস্‌স কোসজ্জং মলং রক্‌খতো পমাদো মলং।

সংস্কৃত—মন্ত্রাং অস্বাধ্যায়মলাঃ (অস্বাধ্যায়ঃ অনাবৃত্তিঃ মলং যেষাং তে অস্বাধ্যায়মলাঃ) গৃহাঃ অনুত্থানমলাঃ (অসংস্কৃতমলাঃ ইতি ভাবঃ) বর্ণস্য (দেহস্য) কৌসীদ্যং (আলস্যং) মলং, রক্ষতঃ (রক্ষকস্য) প্রমাদঃ (অনবধানতা মলং)।

বাংলা—অনাবৃত্তি মন্ত্রের ময়লা। অসংস্কারই গৃহের ময়লা, আলস্যই দেহের ময়লা, অনবধানতা রক্ষকের ময়লা।

বেণুবন ।। ২৪২ ।। অঞ্‌ঞতর কুলপুত্ত

মলিত্থিয়া দুচ্চরিতম্‌, মচ্ছেরং দদতো মলং,
মলা বে পাপকা ধম্মা অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ।

।। ২৪৩ ।।

ততো মলা মলতরং অবিজ্জা পরমং মলং,
এতং মলং পহত্বান নিম্মলা হোথ ভিক্‌খবো।

অন্বয়—ইত্থিযা দুচ্চরিতং মলং,দদতো মচ্ছেরং মলং, অস্মিং লোকে পরম্ হি চ পাপকা ধম্মা বে মলা। ততো মলতং মল (অত্থি), অবিজ্জা পরমং মলং, ভিকখবো এতং মলং পহত্বান নিম্মলা হোথ।

সংস্কৃত—স্ত্রিযাঃ দুশ্চরিতং মলম্, দদতঃ মাৎসর্য (অহঙ্কার) মলং ; অস্মিন. লোকে পরস্মিংশ্চ (পরলোকে চ) পাপধর্মাঃ (পাপস্বভাবাঃ) মলানি। ততঃ মলতরং মলং (অস্তি), অবিদ্য পরমং মলং। হে ভিক্ষবঃ। এতৎ মলং প্রহায (ত্যক্তা) নির্মলাং ভবত।

বাংলা—দুশ্চরিত্রতা—অসতীত্ব নারীর মল, মাৎসর্য দাতার মল, পাপকর্ম ইহ-পর উভয লোকেরই (ইহজন্ম, পরজন্মেরই) মল, এই সমস্ত মল অপেক্ষাও অধিকতর নিকৃষ্ট মল (পরম মল) হইতেছে অবিদ্যা। সুতরাং হে ভিক্ষুগণ! তোমরা এই মল বর্জন করিযা নির্মল হও।

জেতবন ॥ ২৪৪ ॥ চুল্লসারি

সুজীবং অহিরাকেন কাকসুরেন ধংসিনা
পক্খন্দিনা পগব্ভেন সংকিলিট্ঠেন জীবিতং।

॥ ২৪৫ ॥

হিরীমতা চ দুজ্জীবং নিচ্চং সুচিগবেসিনা,
অলীনেনপ্পগব্ভেন সুদ্ধাজীবনে পস্সতা।

অন্বয—অহিরীকেন কাকসুরেন ধংসিনা, পক্খন্দিনা, পগব্ভেন সংকিলিট্ঠেন জ বিতং সুজীবং। হিরীমতা নিচ্চং সুচিগবেসিনা অলীনেন অপ্পগব্ভেন সুদ্ধাজীবনে পস্সতা।

সংস্কৃত—অহ্রীকেণ (নির্লজ্জেন) কাকশূরেণ ধ্বংসিনা প্রস্কন্দিনা (ভ্রষ্টাচারিণা) প্রগলভেন সংক্লিষ্টেন (পাপাশযেন, নীচেন ইত্যর্থঃ) জীবিতং

সুজীবিতং। হ্রীমতা (লজ্জাশীলেন) নিত্যং শুচিগবেষিণা (শৌচ-গবেষিণ') অলীনেন (অনাসক্তেন) অপ্রগলভেন শুদ্ধাজীবেন, পশ্যত: (দর্শনশীলেন জ্ঞানিনেত্যর্থঃ) পুদ্গলেন জীবন দুর্জীবম্।

বাংলা—যে ব্যক্তি পাপের প্রতি প্রীতি ও লজ্জাবিহীন, যে নিজের স্বার্থে পরের অপকার করে, কাকের ন্যায় ধূর্ত, প্রবঞ্চক প্রগলভ, ভ্রষ্টাচারী, পাপাশয়, সেরূপ ব্যক্তির জীবন স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়। যিনি লজ্জাশীল, বিনয়ী, নিত্য শৌচান্বেষী, অনাসক্ত অপ্রগলভ এবং যিনি শুদ্ধজীবন যাপন করাকেই সার বলিয়া জ্ঞান করেন, তাদৃশ ব্যক্তির জীবন কষ্টেই অতিবাহিত হয়।

জেতবন ॥ ২৪৬ ॥ পঞ্চশত উপাসক

যো পাণোমতিপাতেতি মুসাবাদঞ্চ ভাসতি,
লোকে অদিন্নং আদিয়তি পরদারঞ্চ গচ্ছতি।

॥ ২৪৭ ॥

সুরামেরয়পানঞ্চ যো নরো অনুযুঞ্জতি,
ইধেহবমেসো লোকস্মিং মূলং খনতি অত্তনো।

॥ ২৪৮ ॥

এবম্ভো পুরিস জানাহি পাপধম্মা অসঞ্ঞতা,
মা তং লোভো অধম্মো চ চিরং দুক্খায় রন্ধযুং।

অন্বয়—যো পাণংঅতিপাতেতি, মুসাবাদং চ ভাসতি, লোকে অদিন্নং আদিয়তি, পরদারং গচ্ছতি; যো নরো সুরামেরয়পানঞ্চ অনুযুঞ্জতি এবং এসো (জনো) ইধ লোকস্মিং অত্তনো' মূলং খনতি। ভো পুরিসো! অসঞ্ঞতা পাপধম্ম' এবং জানাহি, তং লোভো অধম্মোচ চিরং দুক্খায় মা রন্ধযুং।

সংস্কৃত—যঃ প্রাণান (জীবম) অতিপাতযতি (হন্তি) মৃষাবাদঞ্চ (মিথ্যা-বাক্যং) চ ভাষতে, লোকে অদত্তম (বস্তু) আদত্তে (গৃহ্ণাতি) পরদারাংশ্চ গচ্ছতি ; যো নরঃ সুরামৈরেয়পানঞ্চ অনুযুঞ্জতি, এবং এসো (জনো) ইধ লোকস্মিং অত্তনো মূলং খনতি। ভো পুরুষ ! অসংযতাঃ পাপধর্মাণঃ (নীচস্বভাবাঃ জনাঃ) এবং (পূর্বোক্তঃ প্রকারাঃ ভবন্তি) (ইদং) জানীহি। ত্বাং (ভবন্তং) লোভ অধর্মশ্চ চিরং দুঃখায় (দুঃখং সোঢ়ুম্) মা (ন) রুন্ধ্যাৎ।

বাংলা—যে ব্যক্তি প্রাণীহত্যা করে, মিথ্যা কথা বলে, চুরি করে, পরদার গমন করে, সুরা মৈরেয় ইত্যাদি মাদক দ্রব্য সেবন করে, এইরূপ ব্যক্তি ইহলোকে আপনার কুশলকর্মের মূল খনন করে—অর্থাৎ নিজেই নিজের নিপাতের কারণ হয়। তাদৃশ ব্যক্তি অসংযত ও নীচ স্বভাব—ইহা জানিবে ওহে মানব ! সাবধান, দেখিও—লোভ এবং অধর্ম যেন দুঃখ দেবার জন্য দীর্ঘকাল তোমাকে আবদ্ধ করিয়া না রাখে।

জেতবন ॥ ২৪৯ ॥ তিস্‌সদহর

দদাতি বে যথাসদ্ধং যথাপসাদনং জনো
তত্থ যো মঙ্কু ভবতি পরেসং পানভোজনে ;
ন সো দিবা বা রত্তিং বা সমাধিং অধিগচ্ছতি।

॥ ২৫০ ॥

যস্‌স চেতং সমুচ্ছিন্নং, মূলঘচ্চং সমূহতং,
স বে দিবা বা রত্তিং বা সমাধিং অধিগচ্ছিত।

অন্বয়—জনো বে যথাসদ্ধং যথাপসাদনং দদাতি, তত্থ যো পরেসং পান-ভোজনে মঙ্কু ভবতি, সো দিবা বা রত্তিং বা সমাধিং ন অধি-গচ্ছিত। যস্‌স চ এতং সমুচ্ছিন্নং মূলঘচ্চং সমূহতং সবে দিবা বা রত্তিং বা সমাধিং অধিগচ্ছিত।

সংস্কৃত—জনাঃ (অস্মিন্‌লোক ইতি ভাবঃ) বৈ যথাশ্রদ্ধং (বিশ্বাসানুযায়ী) যথাপ্রসাদনং (আত্মপ্রসাদানুরূপম্) দদতি, তত্র, যঃ পরেষাং পান-ভোজনয়োঃ মঙ্কুঃ (ক্রুদ্ধঃ) ভবতি, সঃ (অসৌ জনঃ) দিবা বা রাত্রৌ বা সমাধিং (শান্তিং) ন অধিগচ্ছিত (প্রাপতি)। যস্য চ এতৎ (মঙ্কুভাব ইত্যর্থঃ) সমুচ্ছিন্নম্, মূলঘাতম্, সমুদ্ধতম্ (মূলাদুৎপাটিতম্) স বৈ দিবা বা রাত্রৌ বা সমাধিম্ (শান্তিম্) অধিগচ্ছিত (প্রাপ্নোতি)।

বাংলা—লোকে নিজের শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতা অনুরূপ দান করে। যে ব্যক্তি (ভিক্ষু) অন্যের পান-ভোজন দেখিয়া তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে—সে ব্যক্তি—ভিক্ষু দিবা কিংবা রাত্রিতে সমাধি লাভ করে না—করিতে পারে না; কিন্তু যঁহার এই অসন্তোষভাব সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে, তিনি দিবা কিংবা রাত্রিতে সমাধি—শান্তি লাভ করিতে পারেন—শান্তি লাভ করিয়া থাকনে।

জেতবন ॥ ২৫১ ॥ পঞ্চ উপাসক

নত্থি রাগসমো অগ্‌গি, নত্থি দোসসমো গহো,
নত্থি মোহসমং জালং, নত্থি তণ্‌হাসমা নদী।

অন্বয়—রাগসমো অগ্‌গি নত্থি, দোসসমো গহো নত্থি, মোহসমং জালং নত্থি, তণ্‌হাসমা নদী নত্থি।

সংস্কৃত—রাগসমঃ (আসক্তিসমঃ) অগ্নির্নাস্তি, দ্বেষসমঃ গ্রাহঃ (কুম্ভীরাদি হিংস্রজলজন্তুঃ) নাস্তি, মোহসমং জালম্ (বন্ধনম্) নাস্তি, তৃষ্ণা-সমা নদী নাস্তি।

বাংলা—রাগ-আসক্তির ন্যায় অগ্নি নাই, দ্বেষের ন্যায় গ্রাহ বা গ্রাসকারী (হিংস্র জন্তু) নাই, মোহের ন্যায় জাল নাই, তৃষ্ণার সমান নদী নাই।

জেতবন—ভদ্দিব নগব ॥ ২৫২ ॥ মেণ্ডক সেট্‌ঠি

সুদস্‌সং বজ্জমঞ্ঞেসং অত্তনো পন দুদ্দসং,
পবেসং হি সো বজ্জানি ওপুণাতি যথাভুসং;
অত্তনো পন ছাদেতি কলিং ব কিতবা সঠো।

অন্বয—অঞ্ঞেসং বজ্জং সুদস্সং অত্তনো পন (তং) দুদ্দসং; সো (পুবিসো) পবেসং হি বজ্জানি যথাভুসং ওপুণাতি; সঠো কিতবা কলিং ব (সো) অত্তনো (বজ্জানি) ছাদেতি।

সংস্কৃত—অন্যেষাং বর্জ্যনং (পাপং) সুদর্শং, আত্মনং পুনঃ (তৎ) দুর্দর্শম্‌; সঃ (নবঃ) পবেষাং হি বর্জ্যানি (পাপনি) যথাতুষং অবপুনাতি (ধুনোতি), শঠ (শকুনহিংসাকাবী ব্যাধঃ ইব) কিতবাৎ (ভঙ্গশাখাদিনাচ্ছাদানাৎ) কলিম্‌ (স্বশবীবম্‌ আচ্ছাদাবতি) তদ্বৎ আত্মনঃ (স্বকীযানি) পুনঃ (বর্জ্যানি—পাপানি) ছাদযতি।

বাংলা—পরের দোষ শীঘ্রই ধবা পড়ে, কিন্তু নিজেব দোষ সহসা ধবা পড়ে না। লোকে পবেব দোষ ভুষিব ন্যায ছড়াইযা দিযা বিস্তৃত কবে বটে, কিন্তু শাকুনিকেব—পক্ষী শিকাবী ব্যাধেব, পক্ষীকুলেব ধ্বংসসাধন কবাব অভিপ্রায়ে ভগ্ন শাখাদি দ্বাবা নিজ শবীর আচ্ছাদিত কবাব ন্যায স্বীয দোষ সকল ঢাকিযা বাখে, অর্থাৎ পবেব দোষ জাহিব কবিযা দিয়া নিজের দোষ গোপন কবিযা বাখে।

জেতবন ॥ ২৫৩ ॥ উজ্‌ঝানসঞ্ঞি থেব

পববজ্জানুপস্‌সিস্‌স নিচ্চং উজ্‌ঝানসঞ্ঞিনো,
আসবা তস্‌স বড্‌ঢন্তি, আবা সো আসবক্‌খবা।

অন্বয—পববজ্জানুপস্‌সিস্‌সং, নিচ্চং উজঝানসঞ্ঞিমো তস্‌স (পুগ্গলস্‌স) আসবা বড্‌ঢন্তি সো আসবক্‌খয়া আবা।

সংস্কৃত—পররর্জ্যানুদর্শিনঃ (পরছিদ্রন্বেষিণঃ) নিত্যং (সদা) উদ্যানসঞ্জিনঃ তস্য (নরস্য) আস্রবাঃ দোষাঃ বর্ধন্তে স আস্রবক্ষযাৎ আরাৎ (দূরে তিষ্ঠতি)।

বাংলা—যে ব্যক্তি পরছিদ্রান্বেষী ও তিরস্কারপ্রিয়, তাহার আস্রব—দোষ সকল বাড়িতে থাকে; সে ব্যক্তি আস্রব—দোষ-ক্ষয় হইতে দূরেই অবস্থান করে।

কুশীনগর ।। ২৫৪ ।। সুভদ্দ পরিব্বাজক

আকাসে চ পদং নত্থি, সমণো নত্থি বাহিরে,
পপঞ্চাভিরতা পজা, নিপ্পপঞ্চা তথাগতা।

।। ২৫৫ ।।

আকাসে চ পদং নত্থি, সমণো নত্থি বাহিরো
সঙ্খারা সসতা নত্থি, বুদ্ধানমিঞ্জিতং

অন্বয়—আকাসে পদং নত্থি, বাহিরে সমণো নত্থি, পজা পপঞ্চাভিরতা তথাগতা (তু) নিপ্পপঞ্চা। আকাসে পদং নাত্থি, বাহিরে সমণো নত্থি সসসতা সঙ্খারা নত্থি, বুদ্ধানং ইঞ্জিতং নত্থি।

সংস্কৃত—যথা আকাশে পদং নাস্তি, তথা বহিঃ (মম শাসনাৎ) শ্রমণো নাস্তি; প্রজাঃ (ইতরে জনাঃ) প্রপঞ্চাভিরতাঃ (তৃষ্ণাদৃষ্টিমান-প্রপঞ্চযুক্তাঃ)। তথাগতাস্তু (বুদ্ধাস্তু নিষ্প্রপঞ্চাঃ। আকাশে পদং নাস্তি, তথা বহিঃ শ্রমণঃ নাস্তি, শাশ্বতাঃ (নিত্যাঃ) সংস্কারাঃ ন সন্তি; বুদ্ধনং ইঙ্গিতং বিচলিতং নাস্তি।

বাংলা—আকাশে যেমন 'পদ'—আকৃতি, বর্ণ, বাধা, বন্ধন ইত্যাদি নাই তদ্রূপ আমার শাসনের বাহিরে (বাহ্য-ক্রিয়ার বা ফেকধারণ করা ইত্যাদিতে) শ্রমণ হইতে পারে না। সাধারণ লোক তৃষ্ণা, দৃষ্টি,

মান প্রভৃতি প্রপঞ্চ বশীভূত, কিন্তু তথাগত বুদ্ধগণ নিষ্প্রপঞ্চ। আকাশে যেমন 'পদ' নাই, বাহিরেও তেমন 'শ্রমণ' নাই। সংস্কারসমূহ—পঞ্চস্কন্ধ নিত্য নহে। বুদ্ধগণ (কখনও) বিচলিত হন না।

ধম্মট্ঠবগ্গো
(একূনবিসতিমো)

জেতবন ॥ ২৫৬ ॥ বিনিচ্ছয় মহামত্ত

ন তেন হোতি ধম্মট্ঠো যেনত্থং সহসা নযে,
যো চ অত্থং অনত্থঞ্চ উভো নিচ্ছেয্য পণ্ডিতো।

॥ ২৫৭ ॥

অসাহসেন ধম্মেন সমেন নযতী পরে,
ধম্মস্স গুত্তো মেধাবী ধম্মট্ঠোতি পবুচ্চতি।

অন্বয়—যেন (পুরিসো) অত্থং সহসা নযে, তেন ধম্মধট্ঠো ন হোতি, যো চ অত্থং অনত্থং চ উভো নিচ্ছেয্য (সো) পণ্ডিতো, (যো) অসাহসেন ধম্মেন সমেন পরে নযতী, ধম্মস্স গুত্তো মেধাবী (সো) ধম্মট্ঠোতি পবুচ্চতি।

সংস্কৃত—যেন (নরঃ) অর্থং সহসা (বলপ্রকাশেন) নযেৎ (গৃহ্নীযাৎ) তেন (তস্মাৎ কারণাৎ) ধর্মস্থঃ ন ভবতি; যঃ অর্থং অনর্থঞ্চ উভৌ নিশ্চিনুযাৎ (সমৌ ইতি অবধারযেৎ), (সঃ) পণ্ডিতঃ (যঃ) অসাহসেন ধর্মেণ-সমেন (ন্যাযতঃ) পরান্ জনান্) নযতি, ধর্মেণ গুপ্তং (রক্ষিত) মেধাবী (সঃ) ধর্মস্থঃ ইতি প্রোচ্যতে।

বাংলা—যদি কেহ অন্যায বা বলপূর্বক কিংবা মিথ্যা বাক্য দ্বারা একজনের দ্রব্য অপরকে প্রদান করে, তবে সে ন্যাযপরাযণ হইতে পারে না;

কিন্তু যিনি অর্থ এবং অনর্থ উভয়ই নিশ্চিতরূপে অবধারণ করেন, তিনি পণ্ডিত। যিনি সত্যকে আশ্রয়পূর্বক (অসাহসেন, অর্থাৎ সত্যের অপলাপ না করিয়া) ধর্ম এবং ন্যায়ের সহিত অন্য ব্যক্তিদিগকে পরিচালিত করেন, ধর্ম-রক্ষিত, মেধাবী সেই ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ বলিয়া কথিত হন।

জেতবন ।। ২৫৮ ।। বজ্জির ভিক্‌খু

ন তেন পণ্ডিতো হোতি যাবতা বহুভাসতি,
খেমী, অবেরী, অভযো পণ্ডিতো তি পবুচ্চতি।

অন্বয়—যাবতা (পুগ্‌গলো) বহুভাসতি তেন (সো) পণ্ডিতো ন হোতি; খেমী, অবেরী অভযো (চ) (পুগ্‌গলো) পণ্ডিতো ইতি পবুচ্চতি।

সংস্কৃত—যাবতা (নরঃ) বহু ভাষতে তাবতা (সঃ) পণ্ডিতঃ ন ভবতি; ক্ষেমী, (শান্তঃ, মঙ্গলকারী) অবৈরী (দ্বেষহীনঃ) অভয় (নির্ভীকঃ) (জনঃ) পণ্ডিত ইতি প্রোচ্যতে।

বাংলা—যদি কেহ, বহু বাক্য বলে, তবে সে তদ্দ্বারা পণ্ডিত হয় না। যিনি নিরাপদ-মঙ্গলকারী, শত্রুহীন এবং যাঁহা হইতে কোন ভয় সম্ভাবনা নাই তিনিই পণ্ডিত বলিয়া কথিত হন।

জেতবন ।। ২৫৯ ।। একুদ্দান থের

ন তাবতা ধম্মধরো যাবতা বহু ভাসতি,
যো চ অপ্পম্পি সুত্বান ধম্মং কাযেন পস্‌সতি,
স বে ধম্মধরো হোতি যো ধম্মং নপ্পমজ্জতি।

অন্বয়—যাবতা (পুরিসো) বহু ভাসতি, তাবতা (সো) ধম্মধরো ন হোতি, যো চ অপ্পম্পি ধম্মং সুত্বান তং কাযেন পস্‌সতি, সবে ধম্মধরো হোতি, যো ধম্মং নপ্পমজ্জতি।

সংস্কৃত—যাবতা (যেন হেতুনা) (নরঃ) বহু ভাষতে, তাবতা (তেন হেতুনা); (সঃ) ধর্মধরঃ (ধর্মপালকঃ) ন (ভবতি), যশ্চ অল্পমপি ধর্মং শ্রুত্বা (তং ধর্মং) কায়েন পশ্যতি (সম্যক্ পালয়তি) সঃ বৈঃ ধর্মধরঃ ভবতি, সঃ ধর্মং ন প্রমাদ্যতি।

বাংলা—যদি কেহ বহু ধর্ম ভাষণও করে, তবে তদ্দ্বারা সে ধর্মধর হয় না, কিন্তু যিনি অল্প মাত্র ধর্ম শ্রবণ করিয়া, দেহ দ্বারা তাহা দর্শন করেন, অর্থাৎ সাক্ষাৎকার করেন, তিনি নিশ্চয়ই ধর্মধর হন এবং ধর্মে তাঁহার কখনও প্রমাদ হয় না।

জেতবন ।। ২৬০ ।। লকুণ্টকভদ্দিয় থের

ন তেন থেরো হোতি যেনস্স পলিতং সিরো,
পরিপক্কো বযো তস্স মোঘজিণ্ণোতি বুচ্চতি।

।। ২৬১ ।।

যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ অহিংসা সঞ্ঞমো দমো,
স বে বন্তমলো ধীরো থেরো তি পবুচ্চতি।

অন্বয়—যেন অস্স সিরো পলিতং তেন (পুগ্গলো) থেরো ন হোতি তস্স বযো পরিপক্কো (সোতু) মোঘজিণ্ণোতি বুচ্চতি। যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ অহিংসা চ সঞ্ঞমো দমো, স বে বন্তমলো ধীরো থেরো ইতি পবুচ্চতি।

সংস্কৃত—যেনাস্য শিরঃ পলিতং, তেন (নরঃ) স্থবিরঃ ন ভবতি, তস্য বয়ঃ পরিপক্কং (তহি সঃ) মোঘজীর্ণঃ (বৃথাজীর্ণঃ) ইত্যুচ্যতে। যস্মিন সত্যঞ্চ ধর্মশ্চ অহিংসা, চ সংযমঃ দমশ্চ (ইমে সন্তি) বান্তমলঃ (নির্ধৃতমলঃ) ধীরঃ স বৈ স্থবির ইতি প্রোচ্যতে।

বাংলা—যদি কাহারও শিরকেশ পরিপক্ক হয়, তবে সে, তাহা দ্বারা স্থবির হয় না; তাহার বয়স পরিপক্ক হয় মাত্র এবং সে 'বৃথা বৃদ্ধ'

বলিয়া কথিত হয়। যাঁহার মধ্যে সত্য, ধর্ম, অহিংসা, সংযম এবং দম আছে, সেই নির্মল এবং ধীর ব্যক্তি, 'স্থবির' বলিয়া কথিত হন।

জেতবন ॥ ২৬২ ॥ সংবহুল ভিক্ষু

ন বাক্করণমত্তেন বণ্ণপোক্খরতায় বা
সাধুরূপো নরো হোতি ইস্সুকী মচ্ছরী সঠো।

॥ ২৬৩ ॥

যস্স চেতং সমুচ্ছিন্নং মূলঘচ্চং সমূহতং,
সো বন্তদোসো মেধাবি সাধুরূপোতি বুচ্চতি।

অন্বয়—ইস্সুকী মচ্ছরী সঠো নরো বাক্করণমত্তেন বণ্ণপোক্খরতায় বা সাধুরূপো ন হোতি। যস্স চেতং সমুচ্ছিন্নং মূলঘচ্চং সমূহতং, বন্তদোসো মেধাবী সো (পুরিসো) সাধুরূপো ইতি বুচ্চতি।

সংস্কৃত—ঈর্ষুকঃ (ঈর্ষাপরায়ণঃ) মৎসরঃ (মাৎসর্যপরায়ণঃ) শঠঃ নরঃ বাক্করণমাত্রেণ (সাধুশব্দোচ্চারণমাত্রেণ) বর্ণপুষ্করতয়া (শরীর-সৌন্দর্যেণ) বা সাধুরূপঃ ন ভবতি। যস্য চ এতৎ (এবং মন্দভাব) সমুচ্ছিন্নং মূলঘাতং সমূহতং (মূলাৎ উৎপাটিতং) বান্তদোষঃ (নির্ধূতকল্মষঃ) মেধাবী সঃ (পুরুষঃ) সাধুরূপ ইত্যুচ্যতে।

বাংলা—ঈর্ষাপরায়ণ, মৎসর ও শঠ ব্যক্তি, কেবল মিষ্ট বাক্য দ্বারা কিংবা শরীরের সৌন্দর্যের দ্বারা সাধু হইতে পারে না; কিন্তু যাঁহার এই সকল সমুচ্ছিন্ন ও সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে সেই নির্দোষ ও মেধাবী ব্যক্তি 'সাধু' বলিয়া কথিত হন।

জেতবন ॥ ২৬৪ ॥ হত্থক ভিক্ষু

ন মুণ্ডকেন সমণো অব্বতো অলিকং ভণং
ইচ্ছালোভসমাপন্নো সমণো কিং ভবিস্সতি।

॥ ২৬৫ ॥

যো চ সমেতি পাপানি অনুংথুলানি সব্বসো,
সমিত্তা হি পাপানং সমণোহতি পবুচ্চতি।

অন্বয়—অলিকং ভণং অব্বতো মণ্ডকেন সমোণো ন (হোতি), ইচ্ছালোভ সমাপন্নো (বো) সমণো কিং ভবিস্‌সতি? যো চ অনুংথুলানিং (বা) পাপানি সব্বসো সমেতি, (সসা) হি পাপানং সমিতত্তা সমণোতি পবুচ্চতি।

সংস্কৃত—অলীকং ভণং (মিথ্যাবদন) অব্রত (ব্রতহীনঃ পুরুষঃ) মুণ্ডকেন (মস্তকমুণ্ডনমাত্রেণ) শ্রমণঃ ন (ভবিত); ইচ্ছালোভসমাপন্নঃ (নবঃ) কিং শ্রমণঃ ভবিষ্যতি। যশ্চ (যঃ পুনঃ) অণূনি (ক্ষুদ্রাণি) স্থূলানিবা পাপানি সর্বশঃ শমযতি, (সঃ) হি পাপানহাং শামিতত্বৎ শ্রমণ ইতি প্রোচ্যতে।

বাংলা—মিথ্যাকথনশীল ব্রতহীন (ধুতস্পর্শ লবিহীন) ব্যক্তি, কেবল মস্তক মুণ্ডন দ্বাবা শ্রমণ হয না; বাসনা এবং লোভযুক্ত ব্যক্তি কিরূপে শ্রমণ হইবে? যিনি ক্ষুদ্র কিংবা মহৎ সমস্ত পাপ দূবীভূত কবেন, পাপেব প্রশমন হেতু তিনি শ্রমণ বলিযা কথিত হন।

জেতবন ॥ ২৬৬ ॥ অঞ্‌ঞতব ব্রাহ্মণ

ন তেন ভিক্‌খু (সো) হোতি, যাবতা ভিক্‌খতে পবে,
বিস্‌সং ধম্মং সমাদায ভিক্‌খু হোতি ন তাবতা।

অন্বয—যাবতা (নবো) পবে ভিক্‌খতে তেন সো ভিক্‌খু ন হোতি; (পুবিসো) বিস্‌সং ধম্মং সমাদায তাবতা ভিক্‌খু হোতি ন।

সংস্কৃত—যাবতা (যেন হেতুনা) (নবঃ) পবান্‌ ভিক্ষতে, তাবতা সঃ ভিক্ষুঃ ন ভবতি, (পুরুষ) বিশ্বং বিষম্‌ (সদ্ধর্মং বিপবীতং) সমাদায (অবলম্ব্য) ভিক্ষুঃ ভবতি, ন তাবতা (ভিক্ষামাত্রেণ ইত্যর্থ)।

বাংলা—ধর্ম বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তি কেবল পরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাচরণ করা দ্বারাই 'ভিক্ষু' হইতে পারে না। সদ্ধর্ম বিপরত আচরণকারী কেবল ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন দ্বারাই ভিক্ষু হইতে পারেন না।

॥ ২৬৭ ॥

যোহধ পুঞ্‌ঞঞ্চ পাপঞ্চ বাহিত্বা ব্রহ্মচরিয়ারা,
সঙ্খায লোকে চরতি স বে ভিক্‌খুতি বুচ্চতি।

অন্বয—যোহ পুঞ্‌ঞঞ্চ পাপঞ্চ বাহিত্বা ব্রহ্মচরিয়াবা, (হোতি) যো (চ) লোকে সঙ্খায চরতি, স বে ভিক্‌খুতি বুচ্চতি।

সংস্কৃত—য ইহ পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ বাহয়িত্বা (অতিক্রম্য) ব্রহ্মচর্যবান্‌ (ভবতি) (যশ্চ) লোকে সংখ্যয়া (জ্ঞানেন সহ ইত্যর্থঃ) চরতি, সঃ বৈ ভিক্ষুরিত্যুচ্যতে।

বাংলা—যিনি ইহলোকে পুণ্য এবং পাপ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মচর্যবান হন এবং পৃথিবীতে জ্ঞানপরায়ণ হইযা বিচরণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ভিক্ষু বলিযা কথিত হন।

জেতবন ॥ ২৬৮ ॥ তিত্থিক

ন মোনেন মুনী হোতি মূল্‌হরূপো অবিদ্দসু,
যো চ তুলং ব পগ্গয্হ বরমাদায় পণ্ডিতো।

॥ ২৬৯ ॥

পাপানি পরিবজ্জেতি স মুনী তেন সো মুনী,
যো মুনাতি উভো লোকে মুনী তেন পবুচ্চতি।

অন্বয—মূল্‌হরূপো অবিদ্দসু, (নরো) মোনেন ন মুনী হোতি; যো চ পণ্ডিতো তুলং পগগয্‌হ ব বরমাদায পাপানি পরিবজ্জেতি স মুনী, তেন সো মুনী (হোতি); যো মুনাতি তেন (সো উভো লোকে মুনী ইতি পবুচ্চতি।

সংস্কৃত—মূঢ়রূপ (অতিমূঢ়) অবিদ্বান্ (নরঃ) মৌনেন ন মুনিঃ ভবতি ; যশ্চ পণ্ডিতঃ তুলাং প্রগৃহ্য ইব (গৃহীত্ব' ইব) বরং (মঙ্গলং, পুণ্যঃ আদায পাপানি পবিবর্জযতি, তেন সমুনি ; ভবতি ; যঃ মন্যতে (বুধ্যতে) তেন (জ্ঞানেন) উভযোঃ লোকযোঃ হমুনিবিতি প্রোচ্যতে।

বাংলা—অতিমূঢ় এবং জ্ঞানহীন ব্যক্তি, কেবল মৌনাবলম্বন দ্বাবা মুনি হইতে পাবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি পণ্ডিত তিনি তুলাদণ্ড ধাবণ কবিযা ভালমন্দ—পাপপুণ্য বিচাবপূর্বক যাহা শুভ, মঙ্গলজনক তাহাই গ্রহণ করেন এবং মন্দ—অমঙ্গলজনক পাপ বর্জন কবেন। তাদৃশ ব্যক্তিকেই উক্তরূপ কার্য দ্বাবা মুনি বলা হয। যিনি উভয লোক—পঞ্চস্কন্ধেব অধ্যাত্ম ও বাহ্য তত্ত্ব মনন কবেন, বিচাব কবিযা দেখেন ; তিনিই 'মুনি' বলিযা কথিত হন।

জেতবন ॥ ২৭০ ॥ অরিয বালিসিক

ন তেন অবিযো হোতি, যেন পাণানি হিংসতি,
অহিংস সব্বপাণানং অবিযো তি পবুচ্চতি।

অন্বয—যেন (পুগ্গলো) পাণাণি হিংসতি, তেন (সো) অবিযো ন হোতি ; সব্বপাণানাং অহিংসা (সো), অরিযো তি পবুচ্চতি।

সংস্কৃত—যেন (কাপণেন) (নরঃ) প্রাণান্ হিংসতি তেন (সঃ) আর্য ন ভবতি, সর্বপ্রাণানাং অহিংসয়া (সঃ) আর্য ইতি প্রোচ্যতে।

বাংলা—যে ব্যক্তি প্রাণী হিংসা কবে, সে কখনও আর্য হইতে পাবে না। যিনি সর্বজীবেব প্রতি হিংসা ত্যাগ কবিযা মৈত্রীভাবাপন্ন হইযাছেন তিনিই আর্য নামে অভিহিত হন।

জেতবন ॥ ২৭১ ॥ সম্বহুল সীলাদিসম্পন্ন ভিক্খু

ন সীলব্বতমত্তেন বাহুসচ্চেন বা পুন,
অথবা সমাধিলাভেন বিবিচ্চ সযনে ন বা।

॥ ২৭২ ॥

ফুসামি নেক্খম্মসুখং অপুথুজ্জনসেবিতং,
ভিক্খু বিস্সাসমাপাদি অপ্পত্তো আসবক্খযং।

অন্বয—ন সীলব্বতমত্তেন বাহুসচ্চেন বা পুন অথবা সমাধিলাভেন বিবিচ্চ সযনেন বা অপুথুজ্জনসেবিতং নেক্খম্মসুখং ফুসামি; ভিক্খু অসবক্খযং অপ্পত্তো (সন্তো) বিস্সাসং মা আপাদি।

সংস্কৃত—ন শীলব্রতমাত্রেণ (কেবলং সৎস্বভাব ব্রতেন বা) 'বাহু সত্যেন' (যদ্বা, বহুশ্রুতং শাস্ত্রং যস্য স বহুশ্রুতঃ তস্য ভাবঃ ইতি বহু শ্রুত্যং তেন) বা পনঃ অথবা সমাধিলাভেন বিবিচ্য (একাকিত্যর্থঃ শযনেন বা অপৃথগ্‌জনসেবিতং (পৃথগ্‌জনৈঃ মূর্খৈঃ সেবিতং তন্ন ভবতীতি অপৃথগ্‌জনসেবিতং) নৈষ্ক্রম্যসুখং (প্রব্রজ্যাসুখং) স্পৃশামি (প্রাপ্নোমি) ইতি (অহো) ভিক্ষো, আশ্রবক্ষবং অপ্রাপ্তঃ (সন্) বিশ্বাসং মা প্রাপ্নহি।

বাংলা—হে ভিক্ষুগণ। আশ্রব ক্ষব না হওবা পর্যন্ত (অর্হৎত্ব পদ লাভ না কবা পর্যন্ত) কেবল শীলব্রত (চবিপাবিশুদ্ধিশীল বা ধুতাঙ্গ শীল) বাহু শ্রুত্য (ত্রিপিটকশাস্ত্রে বিপুল পাণ্ডিত্য দ্বাবা) অথবা সমাধি লাভ বা একাকী বাসেব দ্বাবা, আর্যগণ সেবিত নৈষ্ক্রম্য সুখ (অনাগামী সুখ ভোগ কবিতেছি বলিয়া বিশ্বাস কবিও না, অর্থাৎ অর্হত্ব লাভ না কবা পর্যন্ত কেবল অনাগামিত্ব লাভে নিশ্চিন্ত থাকিও না।

মালবগ্গো
(বসতি মো)

জেতবন ॥ ২৭৩ ॥ পঞ্চসত ভিক্খু

মগ্গানট্ঠঙ্গিকো সেট্ঠো সচ্চানং চতুরো পদা,
বিরাগো সেট্ঠো ধম্মানং বিপদানঞ্চ চক্খুমা।

॥ ২৭৪ ॥

এসো ব মগ্গো নত্থঞ্ঞো দস্সনস্স বিসুদ্ধিয়া,
এতং হি তুম্হে পটিপজ্জথ, মারস্সেতং পমোহনং।

॥ ২৭৫ ॥

এতং হি তুম্হে পটিপন্না দুক্খস্সন্তং করিস্সথ,
অক্খাতো বে ময়া মগ্গো অঞ্ঞায় সল্লসন্থনং।

॥ ২৭৬ ॥

তুম্হে হি কিচ্চং আতপ্পং অক্খাতারো তথাগতা,
পটিপন্না পমোক্খন্তি ঝায়িনো মারবন্ধনা।

অন্বয়—মগ্গানং অট্ঠঙ্গিকো (মগ্গো) সেট্ঠো, সচ্চানং চতুর পদা (সেট্ঠো) ধম্মানং বিরাগো সেট্ঠো, দিপানঞ্চ চক্খুমা সেট্ঠো। এসো ব মগ্গো দস্সনস্স বিসুদ্ধিয়া অঞ্ঞো (মগ্গো) নত্থি, তুম্হে এতং হি পটিপজ্জথ, এতং হি মারস্স পমোহনং। তুম্হে এতং হি পটিপন্না (ভবথ) দুক্খস্সন্তং করিস্সথ, সল্ল সন্থানং অঞ্ঞায় ময়া মগ্গো বে অক্খাতো। তুম্হে হি আতপ্পং কিচ্চং তথাগতা (কেবলং হি) অক্খাতারো; (মগ্গং) পটিপন্না ঝায়িনো (জনা) মারবন্ধনা মোক্খন্তি।

সংস্কৃত—মার্গাণাং অষ্টাঙ্গিকঃ (মার্গঃ) শ্রেষ্ঠঃ, সত্যানাং চত্বারি পদানি (চতুরার্য-সত্য-বোধকানি বাক্যানি) (শ্রেষ্ঠানি), ধর্মাণাং বিরাগঃ শ্রেষ্ঠঃ, দ্বিপদানাং চ (মনুষ্যাণাং) চ চক্ষুষ্মান্ (শ্রেষ্ঠঃ)। এষ বঃ (যুষ্মাকং) মার্গঃ দর্শনস্য (জ্ঞানস্য) বিশুদ্ধয়ে অন্যঃ (মার্গঃ) নাস্তি, যূয়ম্, এতং হি প্রতিপদ্যধ্বং (অবলম্বধ্বং), এষঃ (মার্গ) মারস্য প্রমোহনঃ। যূয়ম্ এতস্মিন্ হি প্রতিপন্নাঃ (ভবথ) দুঃখস্য

অন্তং করিষ্যথ, শাল্যসংস্থানং (রাগাদি নিদান) জ্ঞাত্বা ময়া মার্গঃ আখ্যাতঃ বৈ। যুষ্মাভিঃ আতপ্যং (ব্যবসায়ঃ উদ্যমঃ) কর্তব্যম, (কার্যমিত্যর্থঃ) তথাগতাঃ (বুদ্ধাঃ) (কেবলং হি) আখ্যাতারঃ (ধর্মোপদেষ্টারঃ); মার্গপ্রতিপন্নাঃ (গতাঃ) ধ্যায়িনঃ (ধ্যানপরায়ণাঃ) (জনাঃ) মারবন্ধনাৎ প্রমোক্ষ্যন্তি।

বাংলা—মার্গ (মুক্তিপথ) সমূহের মধ্যে আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গই শ্রেষ্ঠ, সত্য সকলের মধ্যে চতুরার্য সত্য শ্রেষ্ঠ, ধর্মসমূহের মধ্যে বিরাগই শ্রেষ্ঠ, দ্বিপদ (মনুষ্য) গণের মধ্যে চক্ষুষ্মান (প্রজ্ঞা-চক্ষুসম্পন্ন) বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ। ইহাই (এই আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ) একমাত্র পথ; দৃষ্টি বিশুদ্ধির জন্য (সম্যক্ দৃষ্টি লাভের জন্য) অন্য কোন পথ নাই। তোমরা ইহাই অবলম্বন কর; ইহাই (এই আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গই) মারের (মারাময় বিশ্ব সৃষ্টির) প্রমোহনকারী (মারের প্রপঞ্চ বিস্তারের পথ রোধকারী)। তোমরা ইহাই অনুসরণ করিয়া দুঃখের অন্তঃসাধন করিতে পারিবে। রাগাদিশল্য উৎপাটনকারী উপায় জ্ঞাত হইয়া আমা কর্তৃক তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তোমাদিগকেই অধ্যবসায় সহকারে কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে, তথাগতেরা (বুদ্ধেরা) উপদেষ্টা (পথিপ্রদর্শক) মাত্র। এইপথ অনুসরণকারী, ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণই মারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

[অনিত্য লক্ষণ]

॥ ২৭৭ ॥

সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চাতি যদা পঞ্‌ঞায় পস্‌সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্‌খে এস মগ্‌গো বিসুদ্ধিযা।

অন্বয়—সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চাতি যদা (নরো) পঞ্‌ঞায় পস্‌সতি; অথ (সো) দুক্‌খে নিব্বিন্দতি, এসো বিসুদ্ধিয়া মগ্‌গো।

সংস্কৃত—সর্বে সংস্কারাঃ (স্কন্ধাঃ) অনিত্যা ইতি যদা (নবঃ) প্রজ্ঞয়া (সম্যগ্ জ্ঞানেন) পশ্যতি (বুধ্যতে) তদা স দুঃখানি নির্বিন্দতি (দুঃখে নির্বিন্নো ভবতীত্যর্থঃ) এষ বিশুদ্ধেঃ মার্গঃ।

বাংলা—সকল সংস্কার (পঞ্চস্কন্ধ) 'অনিত্য' ইহা যখন লোকে প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করেন, তখন তিনি সর্বদুঃখে (স্কন্ধ ধারণরূপ দুঃখে) নির্বেদপ্রাপ্ত হন, ইহাই বিশুদ্ধির পথ।

[দুঃখ লক্ষণ]

।। ২৭৮ ।।

সব্বে সঙ্খারা দুক্খা'তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিযা।

অন্বয়—সব্বে সঙ্খারা দুক্খা'তি যদা (নরো) পঞ্ঞায় পস্সতি, অথ দুক্খে নিব্বিন্দতি, এস বিসুদ্ধিযা মগ্গো।

সংস্কৃত—সর্বে সংস্কারাঃ দুঃখাঃ (দুঃখ করা) যদা (নরঃ) ইতি প্রজ্ঞয়া পশ্যতি, তদা (সঃ) দুঃখানি নির্বিন্দতি, এষঃ বিশুদ্ধেঃ মার্গঃ।

বাংলা—সকল সংস্কার (পঞ্চস্কন্ধ) দুঃখজনক, ইহা যখন মনুষ্য প্রজ্ঞানেত্রে দর্শন করেন; তখন তিনি সর্বদুঃখে (স্কন্ধ ধারণে) নির্বিন্ন হন; ইহাই বিশুদ্ধি লাভের (নির্বাণ মুক্তির) মার্গ বা উপায়।

[অনাত্ম লক্ষণ]

।। ২৭৯ ।।

সব্বে ধম্মা 'অনত্তা'তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে, এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।

অন্বয়—সব্বে ধম্মা 'অনত্তা'তি যদা (নরো) পঞ্ঞায় পস্সতি অথ (সো) দুক্খে নিব্বিন্দতি; এস বিসুদ্ধিযা মগ্গো।

সংস্কৃত—সর্বেধর্মাঃ (স্কন্ধাঃ) অনাত্মান ইতি যদা (নরঃ) প্রজ্ঞযা পশ্যতি, তদা সঃ দুঃখানি নির্বিন্দতি ; এষ বিশুদ্ধেঃ মার্গঃ।

বাংলা—সকল ধর্ম (পদার্থই) অনাত্ম, ইহা যখন মনুষ্য সম্যক্ জ্ঞানের সহিত দর্শন করেন, তখন সর্বদুঃখে নির্বেদ প্রাপ্ত হন ; ইহাই বিশুদ্ধি লাভের উপায়।

জেতবন ॥ ২৮০ ॥ পধানকম্মিকতিস্‌স থের

উট্‌ঠানকালম্‌হি অনুট্‌ঠহানো,
যুবা বলী আলসিযং উপেতো,
সংসন্ন সঙ্কপ্প মনো কুসীতো,
পঞ্‌ঞায মগ্গং অলসো ন বিন্দতি।

অন্বয়—উট্‌ঠানকালমহি অনুট্‌ঠহানো যুবা বলী (সন্তো) আলসিযং উপেতো, সংসন্ন সঙ্কপ্পমনো কুসীতো, অলসো (পুরিসো), পঞ্‌ঞায মগগং ন বিন্দতি।

সংস্কৃত—উত্থানকালে অনুত্তিষ্ঠন্ (অপ্রবর্তমানঃ) যুবা বলী (সন্) আলস্যং উপেতঃ অসন্ন সঙ্কল্পমনাঃ (অবসন্নসম্যক্‌সঙ্কল্পচিত্তঃ) কুসীদঃ (নির্বীর্যঃ) অলসশ্চ (পুরুষঃ) প্রজ্ঞায়াঃ মার্গং ন বিন্দতি।

বাংলা—যে ব্যক্তি উদ্যমের সময়ে (শমথ বিদর্শন ভাবনার উপযুক্ত সময়ে) নিশ্চেষ্ট হইয়া কাটায়, যুবা এবং বলী হইয়াও আলস্যপরায়ণ হয়—এবং সঙ্কল্প ও চিন্তায় অবসাদগ্রস্ত—যাহার চিত্ত কাম-বিতর্কাদিপূর্ণ—সেই নির্বীর্য ও অলস ব্যক্তি প্রজ্ঞা মার্গের সন্ধান পায় না। জ্ঞান মার্গ লাভ করিতে পারে না

বেণুবন ॥ ২৮১ ॥ সূকর পেত

বাচানুরক্‌খী মনসা সুসংবুতো,
কাযেন চ অকুসলং ন কযিরা ;
এতে তযো কম্মপথে বিসোধযে,
আরাধযে মগ্‌গমিসিপ্পবেদিতং।

অন্বয়—বাচানুরক্‌খী, মনসা সুসংবুতো (সন্তো) কায়েন চ অকুসলং ন করিয়া; এতে তয়ো কম্মপথে বিসোধয়ে, ইসিপ্পবেদিতং মগ্‌গং আরাধয়ে।

সংস্কৃত—বাচানুরক্ষী (বাচি দুশ্চরিতবর্জনকারী) মনসা সুসংবৃতঃ (সন্‌) কায়েন চ অকুশলং ন কুর্যাৎ; এতান্‌ ত্রীন্‌ কর্ম পথান্‌ বিশোধয়েৎ, ঋষি প্রবোদিতং (ঋষি প্রদর্শিতং) মার্গং আরাধয়েৎ।

বাংলা—বাক্যে সংযত ও চিত্তে সংযত থাকিবে। কায়িক কোনরূপ অকুশল কর্ম করিবে না। এই তিনটি কর্মপথকে (সর্বদা) বিশুদ্ধ রাখিবে এবং আর্য-ঋষিগণ (বুদ্ধ ও আর্য শ্রাবকগণ) প্রদর্শিত মার্গে বিচরণ করিবে।

জেতবন । ২৮২ ।। পোটিল থের

যোগা বে জায়তী ভূরি অযোগা ভূরি সংখয়ো,
এতং দ্বেধা পথং ঞত্বা ভবায় বিভবায় চ
তথত্তানং নিবেসেয্য যথা ভূরি পবড্‌ঢতি।

অন্বয়—যোগা বে ভূরি জয়তী অযোগা ভূরি সঙ্খয়ো (হোতি) ভবায় বিভয়া চ এতং দ্বেধা পথং ঞত্বা তথা অত্তানং নিবেসেয্য যথা ভূরি পবড্‌ঢতি।

সংস্কৃত—যোগাৎ (মনঃসংযোগাৎ) বৈ ভূরি (জ্ঞানং) জায়তে, অযোগাৎ ভূরি-সংক্ষয়ঃ (জ্ঞান হানিঃ) (ভবতি); 'ভবায়' (লাভায়) চ 'বিভবায়' (অলাভায়) চ এতং দ্বিধা পথং জ্ঞাত্বা তথা আত্মানং নিবেশয়েৎ যথা ভূরি প্রবর্ধতে।

বাংলা—যোগ (মনসংযোগ) ধ্যান হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অযোগ (ধ্যান রাহিত্য) হইতে জ্ঞানের ক্ষয় হয়; বৃদ্ধি অবৃদ্ধির (লাভালাভের)

উপায স্বরূপ এই দুইটি পথ জানিযা, যাহাতে জ্ঞান বৃদ্ধি হয, সেভাবে আত্মনিযোগ করিবে।

জেতবন ।। ২৮৩ ।। মহল্লক ভিক্‌খু

বনং ছিন্দথ, মা রুক্‌খং, বনতো জাযতে ভযং,
ছেত্বা 'বন'ঞ্চ 'বনথ'ঞ্চ নিব্বনা হোথ ভিকখ্‌বো।

।। ২৮৪ ।।

যাবং হি বনতো ন ছিজ্জতি,
অনুমত্তো পি নরস্‌স নারিষু
পটিবদ্ধ মনো ব তাব সো
বচ্ছো খীব পকোব মাতরি।

অন্বয—বনং ছিন্দথ মা রুক্‌খং, বনতো ভযং জাযতে; (হে) ভিক্‌খবো বনঞ্চ বনথঞ্চ ছেত্বা নিব্বনা হোথ। যাবং হি নরস্‌স নারী সু অনুমত্তো পি বনথো ন ছিজ্জতি তাব সো খীব পকো বচ্ছো মাতরিব পটিবদ্ধ মনো হোতি।

সংস্কৃত—বনং ছিন্দি, মা বৃক্ষং (ছিন্দি) বনতঃ ভযং জাযতে, হে ভিক্ষবঃ! 'বন'ঞ্চ বনথ'ঞ্চ (ক্ষুদ্রবনঞ্চ) ছিত্বা নির্বনা ভবত। যাবদ্ধি নরস্য নারীষু অণুমাত্রোঽপি 'বনথঃ' (অনুরাগঃ) ন ছিদ্যতে, তাবৎ স ক্ষীবপকঃ (স্তন্যপাযী) বৎসঃ (শিশুঃ) মাতরি জননাৎ) ইব প্রতিবদ্ধমনাঃ (ভবতি)।

বাংলা—(বাসনার বা কামরাগ ইত্যাদি ক্লেশের) বন ছেদন কর (অন্তর-বন-জাত দুষ্প্রবৃত্তি সকল ছিন্ন কর) বাহিরের বৃক্ষাদি নহে। বন হইতে ভয় জন্মে। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা বন এবং ক্ষুদ্র ঝোপ সকলই ছিন্ন করিযা বনহীন (বাসনাহীন) হও অর্থাৎ নির্বাণ লাভ কর। যতক্ষণ পর্যন্ত নরের আসক্তি নারীর প্রতি অণুমাত্রও বিদ্যমান

থাকিবে, ততক্ষণ স্তন্যপায়ী বৎস যেমন গাভীতে আবদ্ধ চিত্ত থাকে সেইরূপ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত চিত্ত থাকে।

জেতবন ।। ২৮৫ ।। সুবন্নকার থের

উচ্ছিন্দ সিনেহ মত্তনো কুমুদং সারদিকং ব পাণিনা,
সন্তি মগ্‌গমেব ব্রূহয় নিব্বানং সুগতেন দেসিতং।

অন্বয়—পাণিনা সারদিকং কুমুদং হ ব অত্তনো সিনেহং উচ্ছিন্দ; সন্তি মগ্‌গমেব ব্রূহয়; নিব্বানং সুগতেন দেসিতং।

সংস্কৃত—পাণিনা সারদিকং কুমুদমিব আত্মনঃ স্নেহমুচ্ছিন্দি শান্তি মার্গমেব বৃংহয় (বর্ধয), সুগতেন (বুদ্ধেন) নির্বাণং উপদিষ্টং।

বাংলা—শরৎকালীন কুমুদ নালের ন্যায স্বহস্তে আত্মানুরাগ—আসক্তি ছেদন কর; শান্তিমার্গ (নির্বাণগামী আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ বৃদ্ধি কর—অবলম্বন কর)। সুগত-বুদ্ধ নির্বাণ-পথ প্রদর্শন করিযাছেন।

জেতবন ।। ২৮৬ ।। মহাধন বাণিজ

ইধ বস্‌সং বসিস্‌সামি, ইধ হেমন্ত গিম্‌হিসু,
ইতি বালো বিচিন্তেতি অন্তরাযং ন বুজ্‌ঝতি।

অন্বয—ইধ বস্‌সং বসিস্‌সামি, ইধ হেমন্ত গিম্‌হিসু (বসিস্‌সামি) ইতি বালো বিচিন্তেতি, অন্তরাযং ন বুজ্‌ঝতি।

সংস্কৃত—ইহ বর্ষাসু বসিষ্যামি, ইহ হেমন্তগ্রীষ্মযোঃ (বসিষ্যামি) ইতি বালঃ (মূর্খঃ) বিচিন্তযতি, অন্তরাযং (কস্মিংশ্চিৎ কালে দেশে বা মরিষ্যামি ইত্যাত্মনঃ জীবিতান্তরাযং) ন বুধ্যতে।

বাংলা—বর্ষাকালে এইস্থানে বাস করিব, হেমন্ত এবং গ্রীষ্মকালে অমুক স্থানে বাস করিব—মূর্খ এইরূপ চিন্তা করিযা থাকে—কিন্তু জীবন যে কোথায কি ভাবে কখন শেষ হইবে, ইহা সে বুঝিতে পারে না।

জেতবন ॥ ২৮৭ ॥ কিসা গোতমী

তং পুত্ত পসু সম্মত্তং ব্যাসত্ত মনসং নরং,
সুত্তং গামং মহোঘোহব মচ্চু আদায় গচ্ছতি।

অন্বয়—পুত্ত পসু সম্মত্তং ব্যাসত্ত মনসং তং নরং মহোঘো সুত্তং গামং ব মচ্চু আদায় গচ্ছতি।

সংস্কৃত—পুত্র পশু সম্মত্তং (পুত্রৈঃ পশুভিশ্চ প্রমত্তং) ব্যাসক্ত মনসং তং নরং সুপ্তং গ্রামং মহোঘঃ (মহাজল-প্রবাহঃ) ইব মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি।

বাংলা—ঘোর জল প্লাবন যেমন সুষুপ্ত গ্রামের লোকজনকে ঘোর নিশায় ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ পুত্র-পশু ইত্যাদি (প্রিয় ও বাহ্য সম্পদে) প্রমত্তব্যাসত্তচিত্ত ব্যক্তিগণকে (তাহাদের অজ্ঞাতে) মৃত্যু (ভাসাইয়া) লইয়া যায়।

জেতবন ॥ ২৮৮ ॥ পটাচারী

ন সন্তি পুত্তা তাণায, ন পিতা নাহপি বান্ধবা,
অন্তকেনাহধি পন্নস্‌স নত্থি ঞাতিসু তাণতা।

॥ ২৮৯ ॥

এতমত্থবসং ঞত্বা পণ্ডিতো সীল সংবুতো
নিব্বান গমনং মগ্‌গং খিপ্পমেব বিসোধযে।

অন্বয়—ন তাণায পুত্তা সন্তি, ন পিতা (অত্থি) ন পিবান্ধবা (সন্তি) অন্তকেন অধিপন্নস্‌স ঞাতিসু তাণতা নত্থি। পণ্ডিতো সীল সংবুতো (জনো) এতং অত্থবসং ঞত্বা খিপ্পমেব নিব্বান গমনং মগ্‌গং বিসোধযে।

সংস্কৃত—ন ত্রাণায (ত্রাতুমিত্যর্থঃ) পুত্রা সন্তি, ন পিতা (অস্তি) ন পি বান্ধবাঃ সন্তি, অন্তকেন (যমেন) অধিপন্নস্য (গৃহীতস্য) জ্ঞাতিষু

ত্রাণতা নাস্তি। পণ্ডিতঃ শীল সংবৃতঃ (চতুঃ পারিশুদ্ধিশীলেন সংবৃতঃ সংরক্ষিতঃ) (জনঃ) এতং অর্থবশং (অর্থস্বভাবং) জ্ঞাত্বা ক্ষিপ্রমেব নির্বাণ গমনং (নির্বাণং প্রাপকং) (অষ্টাঙ্গিকং) মার্গং বিশোধয়েৎ।

বাংলা—পুত্রগণ, পিতা বা বন্ধুবান্ধবগণ কেহই মৃত্যুর কবল হইতে ত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না। পণ্ডিত এবং (চারি পারিশুদ্ধি) শীল দ্বারা সংরক্ষিত ব্যক্তি এই বাক্যের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া নির্বাণ লাভের উপায় স্বরূপ আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গকে অবিলম্বে বিশুদ্ধ করিবেন, অর্থাৎ সম্যকরূপে পালন করিবেন।

পকিণ্ণক বগ্‌গো
(একবীসতি মো)

বেণুবন ।। ২৯০ ।। গঙ্গারোহণ

মত্তা সুখ পরিচ্চাগা পস্‌সে চে বিপুলং সুখং,
চজে মত্তা সুখং ধীরো সম্পস্‌সং বিপুলং সুখং।

অন্বয়—ধীরো মত্তাসুখ পরিচ্চাগা চে বিপুলং সুখং পস্‌সে, বিপুলং সুখং সম্পস্‌সং মত্তা সুখং চজে।

সংস্কৃত—ধীরঃ মাত্রা সুখ পরিত্যাগাৎ (বৈষয়িক সুখত্যাগাৎ) চেৎ বিপুলং সুখং পশ্যেৎ, বিপুলং সুখং সম্পশ্যন্ মাত্রা সুখং ত্যজেৎ।

বাংলা—জ্ঞানী ব্যক্তি যদি সামান্য সুখ পরিত্যাগপূর্বক পরম সুখ প্রত্যক্ষ করেন, তবে তাঁহার পরম পদ নির্বাণ-সুখ প্রত্যক্ষ পুরঃসর সামান্য সুখ অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত।

জেতবন ।। ২৯১ ।। কুক্কুট খণ্ড খাদিক

পর দুক্‌খূপদানেন যো অত্তনো সুখ মিচ্ছতি,
বের সংসগ্‌গ সংসট্‌ঠো বেরা সো ন পরিমুচ্চতি।

অন্বয়—পরদুক্‌খূপদানেন যো অত্তনো সুখং ইচ্ছতি, বের সংসগ্‌গ সংসট্‌ঠো সো বেরা ন পরিমুচ্চতি।

সংস্কৃত—পর দুঃখোপদানেন য আত্মনঃ সুখম্‌ ইচ্ছতি, বৈর সংসর্গসংসৃষ্টঃ সঃ বৈরাৎ ন পরিমুচ্যতে।

বাংলা—যে ব্যক্তি পরকে দুঃখ প্রদান করিয়া নিজের সুখ ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাকে বৈর সংসর্গ সংসৃষ্ট হইয়া থাকিতে হয়, সুতরাং সে কখনও বৈরিতা মুক্ত হইতে পারে না।

ভদ্দিযনগর, জাতীয বন ॥ ২৯২ ॥ ভদ্দিয ভিক্‌খু

যং হি কিচ্চং তদপ বিদ্ধং অকিচ্চং পন করিরতি,
উন্নলানং পমত্তানং তেসং বড্‌ঢন্তি আসবা।

॥ ২৯৩ ॥

যেসঞ্চ সুসমারদ্ধা নিচ্চং কায়গতা সতি,
অকিচ্চন্তে ন সেবন্তি কিচ্চে সাতচ্চ কারিনো ;
সতানং সম্পজানানং অত্থং গচ্ছন্তি আসবা।

অন্বয়—যং হি কিচ্চং তং অপবিদ্ধং, অকিচ্চং পন করিরতি, উন্নলানং পমত্তানং তেসং আসবা বড্‌ঢতি। যেসঞ্চ কাযগতা সতি নিচ্চং সুসমারদ্ধা, অকিচ্চন্তে নসেবন্তি, কিচ্চে সাতচ্চ কারিনো সতানং সম্পজানানং আসবা অত্থং গচ্ছন্তি।

সংস্কৃত—যৎ হি, কৃত্যং তৎ অপবিদ্ধম্‌ (পরিত্যক্তম্‌) অকৃত্যং পুনঃ কুর্বীরন্‌ উন্নদ্ধানাং (সদোষাণাম্‌) প্রমত্তানাং তেষাং আস্রবা বর্ধন্তে। যেষাঞ্চ কাযগতা স্মৃতিঃ নিত্যং সুসমারদ্ধা তে অকৃত্যং ন সেবন্তে, কৃত্যে সাতত্যকরিণাং সতাং সম্প্রজানানাম্‌ আস্রবা অস্তং গচ্ছন্তি।

বাংলা—যাহারা কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করিয়া অকর্তব্যকর্ম করে, সেইরূপ উদ্ধত দোষ-যুক্ত প্রমত্ত ব্যক্তিদের পাপ আস্রবসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে

থাকে। যাঁহারা কাযগত-স্মৃতি (কাযানু দর্শন ভাবনা অর্থাৎ দেহেব উপাদানসমূহকে বিশ্লেষণ কবিযা তা তৎবস্তুব অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মতা-বিষযক চিন্তা) নিত্য সম্যকরূপে ভাবনা কবেন এবং অকর্তব্যকর্ম পবিহাব কবিযা কর্তব্যকর্মে সতত আত্মনিযোগ কবেন, তাদৃশ সৎ. বিজ্ঞ, স্মৃতিমান ব্যক্তিগণেব আস্রবসমূহ ক্রমশঃ অস্তমিত (ক্ষযপ্রাপ্ত, বিলুপ্ত) হইযা থাকে।

জেতবন ।। ২৯৪ ।। লকুণ্টক ভদ্দিয থেব

মাতবং পিত্তরং হন্ত্বা বাজানো দ্বে চ খত্তিযে
বট্ঠং সানুচবং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো।

।। ২৯৫ ।।

মাতবং পিতবং হন্ত্বা বাজানো দ্বে চ সোথিযে,
বেযগ্ঘ পঞ্চমং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো।

অন্বয—মাতরং পিতবং দ্বে খত্তিযে রাজানো হন্ত্বা চ সানুচবং বট্ঠং হন্ত্বা অনিঘো ব্রাহ্মণো যাতি। মাতবং পিতবং দ্বে সোথিযে বাজানো হন্ত্বা ব্যাগ্ঘ পঞ্চমং চ হন্ত্বা ব্রাহ্মণো অনীঘো যাতি।

সংস্কৃত—মাতবং (অর্থাৎ তৃষ্ণাং) পিতবং (অহঙ্কাবং) দ্বৌ ক্ষত্রিয-বাজানৌ (শাশ্বতোচ্ছেদদৃষ্টি) হত্বা সানুচবং (নন্দিবাগ সহিতং) বাষ্ট্রং (দ্বাদশাবতনানি) চ হত্বা ব্রাহ্মণঃ অনঘঃ (নিষ্পাপঃ) যাতি। মাতবং (তৃষ্ণাং) পিতবং (অহঙ্কাবং) দ্বৌ শ্রোত্রিয বাজানৌ (শাশ্বতোচ্ছেদদৃষ্টি) হত্বা ব্যাঘ্র পঞ্চমং (পঞ্চনীববাণানি) চ হত্বা ব্রাহ্মণঃ অনঘঃ (নিষ্পাপাঃ) যাতি।

বাংলা—মাতা (অর্থাৎ তৃষ্ণা) পিতা (অর্থাৎ অহঙ্কাব) দুইটি ক্ষত্রিব বাজা (অর্থাৎ শাশ্বত ও উচ্ছেদ দৃষ্টি) এবং সানুচব বাজ্য (অর্থাৎ নন্দিবাগ সহিত দ্বাদশাবতনে) এই সকলকে হত্যা কবিবা—বিনাশ কবিবা ব্রাহ্মণ অনীঘ—নিষ্পাপ হইযা বিচবণ কবেন। মাতা (তৃষ্ণা)

পিতা (অহঙ্কার) দুইটি শ্রোত্রীয় রাজা—অর্থাৎ শাশ্বত, উচ্ছেদ দৃষ্টি এবং পাঁচটি ব্যাঘ্র, অর্থাৎ পঞ্চনীবরণ, এই সকলকে বিনষ্ট করিয়া—নিহত করিয়া ব্রাহ্মণ (অর্হৎ) নিষ্পাপ হইয়া বিচরণ করেন।

[কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ-মাৎসর্য ইত্যাদি রিপুকে ব্যাঘ্রতুল্য বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ কামাদি রিপুকে হত্যা বা বিনষ্ট করা অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে।]

বেণুবন ॥ ২৯৬ ॥ দারুসাটিকপুত্ত

সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্‌ঝন্তি সদা গোতম সাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং বুদ্ধগতা সতি।

॥ ২৯৭ ॥

সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্‌ঝন্তি সদা গোতম সাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং ধম্মগতা সতি।

॥ ২৯৮ ॥

সুপ্পবুদ্ধং পবুজঝন্তি সদা গোতম সাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং সঙ্গগতা সতি।

অন্বয়—যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং বুদ্ধগতা সতি (অত্থি) তে গোতম সাবকা সদা সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্‌ঝন্তি। যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং ধম্মগতা সতি (অত্থি)তে গোতম সাবকা সদা সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্‌ঝন্তি। যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং সঙ্ঘ গতা সতি (অত্থি) তে গোতম সাবকা সদা সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্‌ঝন্তি।

সংস্কৃত—যেষাং দিবা চ রাত্রৌ চ নিত্যং বুদ্ধগতা স্মৃতিঃ (অস্তি)তে গৌতম শ্রাবকাঃ (বুদ্ধ শিষ্যাঃ) সদা সুপ্রবুদ্ধং প্রবুধ্যন্তে। যেষাং দিবা চ রাত্রৌ চ নিত্যং ধর্মগতা স্মৃতিঃ (অস্তি)তে গৌতম-

শ্রাবকাঃ সদা সুপ্রবুদ্ধং প্রবুধ্যন্তে। যেষাং দিবা চ রাত্রৌ চ নিত্যং সঙ্ঘং গতা স্মৃতিঃ (অস্তি) তে গৌতম-শ্রাবকাঃ সদা সুপ্রবুদ্ধং প্রবুধ্যন্তে।

বাংলা—যাঁহারা—যে গৌতমশ্রাবক অর্থাৎ বুদ্ধ-শিষ্যগণ, নিত্য বুদ্ধগত (বুদ্ধের অপ্রমেয় গুণানুস্মরন) স্মৃতি ভাবনায় নিরত থাকেন, তাঁহারা সুপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ সতত জাগ্রত—প্রমত্ততাবিহীন। যে গৌতম-শ্রাবকগণ নিত্য ধর্ম-স্মৃতিতে (ধর্মের গুণানুস্মরণে) সতত ভাবনা-নিরত থাকেন, তাঁহারা সুপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ সতত জাগ্রত বা অপ্রমত্ত যে গৌতম শ্রাবকগণ নিত্য সঙ্ঘ-গত-স্মৃতি-মান অর্থাৎ সঙ্ঘ গুণানুস্মরণে নিত্য সচেতন। তাঁহারা সততই সুপ্রবুদ্ধ সদা-জাগ্রত প্রমাদবিহীন।

॥ ২৯৯ ॥

সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্‌ঝন্তি সদা গোতম সাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং কাযগতা সতি।

॥ ৩০০ ॥

সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্‌ঝন্তি সদা গোতম সাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ অহিংসায রতো মনো।

॥ ৩০১ ॥

সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্‌ঝন্তি সদা গোতম সাবকা,
যেসং দিবা চ রত্তো চ ভাবনায রতো মনো।

অন্বয়—যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং কাযগতা সতি (অত্থি) তে গোতম সাবকা সদা সুপ্পবুদ্ধ পবুজ্‌ঝন্তি। যেসং মনো দিবা চ রত্তো চ অহিংসায রতো, তে গোতম সাবকা সদা সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্‌ঝন্তি। যেসং মনো দিবা চ রত্তো চ ভাবনায রতো তে গোতম সাবক' সদা সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্‌ঝন্তি।

সংস্কৃত—যেষাং দিবা চ রাত্রৌ চ নিত্যং কায়গতা স্মৃতি (অস্তি) তে গোতম শ্রাবকাঃ সদা সুপ্রবুদ্ধং প্রবুধ্যন্তে। যেষাং মনঃ দিবা চ রাত্রৌ চ অহিংসরা রতঃ, তে গোতম শ্রাবকাঃ সদা সুপ্রবুদ্ধং প্রবুধ্যন্তে। যেষাং মনঃ দিবা চ রাত্রৌ চ ভাবনায় রতঃ তে গোতম শ্রাবকাঃ সদা সুপ্রবুদ্ধং প্রবুধ্যন্তে।

বাংলা—যে সকল গোতমশ্রাবক-বুদ্ধ-শিষ্য, দিবারাত্র কায়গত-স্মৃতি (স্বীয় দেহে বা পরদেহে দ্বাত্রিংশৎ প্রকারের অশুচি পদার্থ বিষয়ে বিশ্লেষণ ও অনুশীলন) ধ্যানে নিরত থাকেন, তাঁহারা সততই সুপ্রবুদ্ধ-প্রমাদহীন। যে সকল গোতম শিষ্যের মন দিবারাত্র অহিংসা-নিরত তাঁহারা সদা জাগ্রত—অপ্রমত্তভাবে অবস্থান করেন।

যে গোতম শ্রাবকগণ দিবারাত্র ভাবনায় (শমথ বিদর্শন ইত্যাদি ধ্যান ধারণানুশীলনে) সতত নিমগ্ন থাকেন, তাঁহারা সদা সুপ্রবুদ্ধ নিত্য-জাগ্রত।

বৈশালীর মহাবন ।৩০২॥ বজ্জিপুত্তক ভিক্খু

দুপ্পব্বজ্জং দুরভিরমং দুরাবাসা ঘরা দুখা,
দুক্খোহ সমান সংবাসো দুক্খানুপতিতদ্ধ গূ;
তস্মা ন চদ্ধগূসিয়া, নচ দুক্খানুপতিতো সিয়া।

অন্বয়—দুপ্পব্বজ্জং দুরভিরমং দুরাবাসা ঘরা দুখা, অসমান সংবাসো দুক্খো, অদ্ধগ দুখানুপতিতো, তস্মা অদ্ধগূ ন চ সিয়া দুক্খানু পতিতো ন চ সিয়া।

সংস্কৃত—দুষ্প্রব্রজ্যং (দুর্গৃহীতা প্রব্রজ্যা) দুরভিরামং, দুরাবাসং (দুষ্ট সংসর্গাৎ বাসা যোগ্যং) গৃহং দুঃখং, অধ্বগঃ, দুঃখানুপতিতং, তস্মাৎ অধ্বগঃ পর্যটকো ন স্যাৎ, দুঃখানুপতিতশ্চ ন স্যাৎ।

বাংলা—দুর্গৃহীত প্রব্রজ্যা দুঃখকর ও ভোগ সুখবিহীন [কারণ, প্রব্রজিতের পিণ্ডপাত (ভিক্ষা) ও শীল পালনাদি কষ্টকর] বাসের অযোগ্য

গৃহবাসও দুঃখকর, অসমান সহবাসও দুঃখকর এবং পুনর্জন্ম গ্রহণ রূপ, পথ-পর্যটন ও দুঃখকর, এই কারণে পথ-পর্যটক হইও না- অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর অধীন থাকিয়া সংসার কান্তার সংসরণশীল রূপ পথিক হইও না এবং তজ্জনিত দুঃখেও পতিত হইও না।

জেতবন ॥ ৩০৩ ॥ চিত্ত গহপতি

সদ্ধো সিলেন সম্পন্নো যসো ভোগ সমপ্পিতো,
যং যং পদে সং ভজতি তত্থ তত্থেব পূজিতো।

অন্বয়—সদ্ধো সীলেন সম্পন্নো যসো ভোগ সমপ্পিতো যং যং পদেসং ভজতি, তত্থ তত্থ এব পূজিতো।

সংস্কৃত—শ্রদ্ধঃ শীলেন সম্পন্নঃ যশো ভোগ সমর্পিতঃ যং যং প্রদেশং ভজতে তত্র তত্র এব পূজিতঃ (ভবতি)।

বাংলা—শ্রদ্ধাবান, শীলসম্পন্ন (সাধু চরিত্র) যশস্বী (খ্যাতিমান) ও ধনশালী ব্যক্তি যে যে প্রদেশে বিচরণ করেন, সেই সেই প্রদেশেই তিনি পূজিত হন—অর্থাৎ সম্মান লাভ করেন।

জেতবন ॥ ৩০৪ ॥ চুল্ল সুভদ্দা

দূরে সন্তো পকাসেন্তি হিমবন্তো ব পব্বতো,
অসন্তেত্থ ন দিস্‌সন্তি রত্তিক্‌খিত্তা যথা সরা।

অন্বয়—সন্তো দূরে হিমবন্ত পব্বতো ইব পকাসেন্তি, এত্থ অসন্তো রত্তিখিত্তা সরা যথা ন দিস্‌সন্তি।

সংস্কৃত—সন্তঃ দূরে হিমবান্ পর্বত ইব প্রকাশন্তে, তত্র অসন্তঃ (দুর্জনাঃ) রাত্রিক্ষিপ্তাঃ শরা যথা ন দৃশ্যন্তে।

বাংলা—সাধু-ব্যক্তি (সজ্জন) দূর হইতে হিমবান পর্বতের ন্যায় প্রকাশিত (দৃষ্ট) হন কিন্তু অসজ্জন রাত্রিকালীন নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয় না।

জেতবন ॥ ৩০৫ ॥ একবিহারী ভিক্‌খু থের

একাসনং একসেয্যং একোচর মতন্দিতো,
একোদমযমত্তানং বনন্তে রমিতো সিযা।

অন্বয়—একাসনং একসেয্যং একোচরং অতন্দিতো একো অত্তানং দমযং বনন্তে রমিতো সিযা।

সংস্কৃত—একাসনঃ একশয্যঃ একঃ অতন্দ্রিতঃ চরন্, একঃ আত্মানং দময়ন্ বনান্তে 'রমিত' (সুপ্রীত) স্যাৎ।

বাংলা—এক আসনে উপবিষ্ট, এক শয্যায় শয়ান অনলস হইয়া একাকী বিচরণশীল ও আত্মসংযমী ব্যক্তি আরণ্যক আশ্রমে অর্থাৎ নির্জনবাসে প্রীতি লাভ করেন।

নিরয় বগ্‌গো

(দ্বাবীসতিমো)

জেতবন ॥ ৩০৬ ॥ সুন্দরী পরিব্বাজিকা

অভূতবাদী নিরযং উপেতি,
যো বা পি কত্বা 'ন করোমী' তি চাহ;
উভোপি তে পেচ্চ সমা ভবন্তি
নিহীন কম্মা মনুজা পরত্থ।

অন্বয়—অভূতবাদী নিরযং উপেতি, বা পি যো কত্বা 'নকরোমী'তি চ আহ (সো নিরযং উপেতি) নিহীন কম্মা যে উভোপি মনুজা পেচ্চ পরত্থ সমা ভবন্তি।

সংস্কৃত—অভূতবাদী (অসত্য কথনশীলঃ) নিরয়ং (নরকম্) (উপৈতি) প্রাপ্নোতি, যঃ কৃত্বা 'ন করোমি' ইতি চ আহ (সোহপি চ নিরয়ং উপৈতীত্যর্থঃ)। নিহীন কর্মাণৌ তৌ উভৌ অপি মনুজৌ প্রেত্য (মরণান্তরং) পরত্র (পরলোকে) সমানৌ ভবতঃ।

বাংলা—অসত্যবাদী নিরয়গামী হয় এবং যে ব্যক্তি কোন কার্য করিয়া বলে, 'আমি ইহা করি নাই'—সেও নরকে গমন করে। তাদৃশহীন কর্মকারী উভয়েই পরলোকে সমানহীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

বেণুবন ॥ ৩০৭ ॥ দুশ্চরিতফলানুভাবসত্ত

কাসাবকণ্ঠা বহবো পাপধম্মা অসঞ্ঞতা,
পাপা পাপেহি কম্মেহি নিরযন্তে উপপজ্জরে।

অন্বয—কাসাব কণ্ঠা বহবো পাপধম্মা অসঞ্ঞতা বহবো তে পাপা পাপেহি কম্মেহি নিরযং উপ পজ্জরে।

সংস্কৃত—কাষায কণ্ঠাঃ (রক্ত বস্ত্র পরিধানাঃ) পাপধর্মানঃ (পাপকর্ম-নিরতাঃ) অসংযতাঃ পাপাঃ (পাপাচরণশীলাঃ লোকাঃ) পাপৈঃ কর্মভিঃ নিরযে (নরকে) উৎপদ্যন্তে (জাযন্তে)।

বাংলা—পাপধর্মী (পাপাচারী) ও অসংযত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কাষায বস্ত্র পরিধানকারী হইলেও তাহাদিগকে পাপ কার্যের জন্য নরকে গিয়া উৎপন্ন হইতে হয়।

বৈশালী ॥ ৩০৮ ॥ বগ্গুমুদাতীরিয ভিক্খু

সেয্যো অযগুলো ভুত্তো তত্তো অগ্গি সিখূপমো,
যঞ্চে ভুঞ্জেয্য দুস্সীলো রট্ঠপিণ্ডং অসঞ্ঞতো।

অন্বয়—দুস্সীলো অসঞ্ঞতো রট্ঠপিণ্ডং চেভুঞ্জেয্য তত্তো অগ্গি সিখূপমো অযগুলো ভুত্তো সেয্যো।

সংস্কৃত—দুঃশীলঃ (দুষ্ট স্বভাবঃ) অসংযতঃ (অনিয়তেন্দ্রিয়ঃ লোকঃ) রাষ্ট্র পিণ্ডং (ভিক্ষা পিণ্ডং) চেৎ ভুঞ্জীত, ততঃ (রাষ্ট্রপিণ্ডভক্ষণাৎ) অগ্নি-শিখোপমা অয়োগুলিকা ভুক্ত্বা শ্রেয়সী (তপ্ত লৌহগুলিকা ভক্ষণং শ্রেয়স্করমিত্যর্থঃ)।

বাংলা—দুঃশীল ও অসংযত ইন্দ্রিয় ব্যক্তির (অর্থাৎ অনাচারী মিথ্যা-ভিক্ষুর) পরদত্ত ভিক্ষা পিণ্ড (ভিক্ষাদত্ত খাদ্য) ভক্ষণ করা অপেক্ষা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা সদৃশ লৌহগোলক ভক্ষণ করা শ্রেয়।

জেতবন ॥ ৩০৯ ॥ 'খেম'নাম সেট্ঠিপুত্ত

চত্তারি ঠানানি নরো পমত্তো,
আপজ্জতি পরদারূপসেবী,
অপুঞ্ঞলাভং ন নিকাম সেয্যং,
নিন্দং ততিযং নিরযং চতুত্থং।

॥ ৩১০ ॥

অপুঞ্ঞলাভো চ গতী চ পাপিকা,
ভীতস্স ভীতায় রতী চ থোকিকা;
রাজা চ দণ্ডং গরুকং পণেতি
তস্মা নরো পরদারং ন সেবে।

অন্বয়—পরদারূপ সেবী পমত্তো নরো চত্তারি ঠানানি আপজ্জতি, যথা অপুঞ্ঞলাভং, ন নিকাম সেয্যং, ততিযং নিন্দং, চতুত্থং নিরযং (যাতি)। অপুঞ্ঞলাভো চ পাপিকা চ গতী, ভীতস্স ভীতায রতী চ থোকিকা, রাজা চ গরুকং দণ্ডং পণেতি, তস্মা নরো পরদারং ন সেবে।

সংস্কৃত—পরদারোপসেবী, (পরকলত্রাভিগামী) প্রমত্তঃ নরঃ চত্বারি স্থানানি আপদ্যতে (প্রাপ্নোতি,) (তানি স্থানানি) যথা অপুণ্যলাভং, ন

নিকামশয্যাং (ন তৃপ্তিকর শয়নম্) তৃতীযতঃ নিন্দাং, চতুর্থতঃ নিরযং (নরকং) (যাতি, গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ) অপুণ্য লাভশ্চ পাপিকা চ গতিঃ ভীতস্য (শঙ্কিতস্য প্রণযিনঃ) ভীতাযাশ্চ (প্রণযিন্যাঃ) রতিশ্চ স্তোকিকা (অল্প মাত্রাঃ) রাজা চ গরুকং দণ্ডং প্রণযতি (বিধত্তে), তস্মাৎ (হেতোঃ) নরঃ পরদারান্ ন সেবেত (পরকলত্র গমনং ন কুর্যাৎ)।

বাংলা—প্রমত্ত পরদারোপ সেবী নর চতুর্বিধগতি প্রাপ্ত হয। যথা, অপুণ্য-লাভ (পাপ অর্জন করা) অতৃপ্তশয়ন, তৃতীয নিন্দা, চতুর্থ নিরয গমন (ইত্যাদি)। পরদার গমনকারী পাপ সঞ্চয হীন গতি প্রাপ্ত হয। ভীতার সহিত ভীতের ভীতের সহিত ভীতার (অর্থাৎ সতত সশঙ্ক চিত্ত গুপ্ত প্রণযী যুগলের) রতি ও ক্ষণস্থাযী অপূর্ণ তৃপ্তি। অতএব পরদার সেবা করা মানবের পক্ষে কখনও উচিত নহে।

জেতবন ॥ ৩১১ ॥ দুব্বচ ভিক্খু

কুসো যথা দুগ্গহিতো হত্থমেবানু কন্ততি,
সামঞ্ঞং দুপ্পরামট্ঠং নিরযায উপকড্ঢতি।

॥ ৩১২ ॥

যং কিঞ্চি সিথিলং কম্মং সংকিলিট্ঠঞ্চ যংবতং,
সংকস্সরং ব্রহ্মচরিযং নতং হোতি মহপ্ফলং।

॥ ৩১৩ ॥

কযিরঞ্চে কযিরাথেনং দল্হমেনং পরক্কমে,
সিথিলো হি পরিব্বাজো ভিয্যো আকীরতে রজং।

অন্বয—কুসো দুগ্গহিতো হত্থং এব যথা অনুকন্ততি এবং তথা সামঞ্ঞ দুপ্পরামট্ঠং নিরযায উপকড্ঢতি। যং কিঞ্চি কম্মং সিথিলং, যং যতং সং কিলিট্ঠং তং সঙ্কস্সং ব্রহ্ম চরিযং; তং মহপ্ফলং

ন হোতি। কয়িরা চে এতং দল্হং পরক্কমে হি কয়িরাথ, সিথিলো পরিব্বাজো ভিয্যো' রজং আকিরতে।

সংস্কৃত—কুশঃ দুর্গৃহীতঃ (অনবধানেন গৃহীতঃ) হস্তম্ এব যথা অনুকৃন্ততি (বিক্ষোভূত্বা হস্তং ছিনত্তি) এবং তথা (তদ্বৎ) শ্রামণ্যং দুষ্পরামৃষ্টং (অশুদ্ধ ভাবেন পালিতং সৎ) নিরয়ায় (নরকায়) উপপদ্যতে (নরকং প্রাপয়তীত্যর্থ) যৎ কিঞ্চিৎ কর্ম শিথিলং (অনবহিতং) যৎ ব্রতং বা সংক্লিষ্টং (অপ্রসন্নতয়া কৃতং) সংকৃচ্ছ্রং (অত্যন্তং দুঃখদায়কং চ যৎ) ব্রহ্ম চর্যং তৎ (এতৎ ত্রিতয়ং) মহাফলং (যথোচিত ফল দায়কং ন ভবতি। কুর্যাৎ চেৎ (যদি কিঞ্চিৎ কর্ম অনুষ্ঠিতেৎ) এতৎ দৃঢ় পরাক্রমেঃ কুর্বীত (অচলাধ্যবসায়েন দূর্বীর্যেন চ সহ কুর্যাদিত্যর্থঃ) শিথিলঃ (আলস্য গ্রস্তঃ) পরিব্রাজকঃ (পর্যটকঃ) ভূয়ঃ (অতিশয়েন) রজঃ (ধূলিং) আকিরতে (উত্তোলয়তি ইত্যর্থঃ)।

বাংলা—কুশতৃণ অসাবধানে ধারণ করিলে যেমন হাত কাটিয়া যায়, সেইরূপ যদি কেহ অসম্পূর্ণ ও অপবিত্রভাবে পালিত শ্রামণ্য ধর্ম প্রতিপালন করে, তাহা হইলে সে নরকে পতিত হয়। শিথিল (অনবহিত) কর্ম ও অপবিত্রতার সহিত অনুষ্ঠিত ব্রত এবং অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্রহ্মচর্য এই সকল ক্রিয়া উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে না, অর্থাৎ মহৎ ফলদায়ক হয় না। যাহা করিবে, তাহা দৃঢ় পরাক্রমের সহিত সমাধা করিবে, যেহেতু শিথিল বা অলসভাবে সম্পাদিত শ্রামণ্য ধর্ম অধিক পরিমাণে (রাগ—কামাসক্তি, ভোগাসক্তি প্রভৃতি) রজঃ (পাপ) আকীর্ণ করে—ছড়াইয়া দেয়।

জেতবন ।। ৩১৪ ।। অঞ্ঞতর ইস্সুকী ইত্থিয়া

অকতং দুক্কতং সেয্যো, পচ্ছা তপতি দুক্কতং,
কতঞ্চ সুকতং সেয্যো যং কত্বা নানু তপ্পতি।

অন্বয—দুক্কতং অকতং সেয্যো, দুক্কতং (পুগ্‌গলো) পচ্ছা তপতি, সুকত কতঞ্চ সেয্যো যং কত্বা ন অনুতপ্পতি।

সংস্কৃত—দুষ্কৃতং (দুষ্কর্ম) অকৃতং (অননুষ্ঠিতং) শ্রেযঃ (প্রশাস্ততবং, দুকার্যস্য অননুষ্ঠান মেব শ্রেয ইত্যর্থঃ) পশ্চাৎ তপতি (অনুতাপম অনুভবতি); সুকৃতং (সৎকার্যং) কৃতং (অনুষ্ঠিতং) চ শ্রেয (প্রশস্যতবং) যৎ (সুকৃতং) (সৎকার্যং) কৃত্বা ন অনুতপ্যতে জন ইতি শেষঃ।

বাংলা—দুর্কর্ম (পাপকার্য) না কবাই উত্তম, কাবণ কৃত দুকার্যেব জন্য পশ্চাৎ অনুতপ্ত হইতে হয। সৎকার্য কবাই উত্তম—সুকার্যেব জন্য সুকৃতকাবীকে অনুতাপ কবিতে হয না।

জেতবন ।। ৩১৫ ।। সংবহুল ভিক্‌খু

নগবং যথা পচ্চন্তং, গুত্তং সন্তব বাহিবং,
এবং গোপেথ অত্তানং, খণো বে মা উপচ্চগা;
খণাতীতা হি শোচন্তি নিবযম্‌হি সমপ্পিতা।

অন্বয—পচ্চন্তং সন্তব বাহিবং গুত্তং নগবং যথা এবং অত্তানং গোপেথ; খণো বে মা উপচ্চগা, হি খণাতীতা নিবযম্‌হি সমপ্পিতা সোচন্তি।

সংস্কৃত—প্রত্যন্তং (সীমান্ত প্রদেশে) সান্তর্বাহ্যং (সাভ্যন্তব বহির্ভাগং) গুপ্তং (সুবক্ষিতং) নগবং (পুবং) যথা এবম্‌ আত্মানং গোপযেৎ (বক্ষেৎ); ক্ষণং (মুহূর্ত মাত্রং) বৈ মা উপত্যগাঃ (বিনষ্টং মা কুর্যাৎ), হি (যতঃ) ক্ষণাতীতাঃ (সমযাতিক্রমশীলাঃ লোকাঃ) নিবযে সমর্পিতাঃ শোচন্তি।

বাংলা—সীমান্ত নগব যেমন অভ্যন্তব ও বহির্ভাগ সর্বদিকে সুন্দবরূপে বক্ষিত হয সেইরূপ অর্থাৎ সীমান্ত নগবেব ন্যায নিজকে সর্বদা বক্ষা কবিবে। ক্ষণ (সুযোগ) বৃথা নষ্ট কবিবে না। কাবণ যে ব্যক্তি ক্ষণ অর্থাৎ সুযোগ হাবায (পাপাচবণ হইতে আত্মবক্ষা না কবে—পাপচাবী হয—আত্মসংযম কবে না) সে ব্যক্তি নবকে পতিত হইযা দুঃখ পায।

জেতবন ॥ ৩১৬ ॥ নিগণ্ঠ ভিক্‌খু

অলজ্জি তায়ে লজ্জন্তি, লজ্জিতায়ে ন লজ্জরে,
মিচ্ছা দিট্‌ঠি সমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্‌গতিং।

॥ ৩১৭ ॥

অভয়ে চ ভয় দস্‌সিনো ভয়ে চ অভয় দ্‌সসিনো,
মিচ্ছা দিট্‌ঠি সমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্‌গতিং।

অন্বয়—অলজ্জিতা যে লজ্জন্তি, লজ্জিতা যে ন লজ্জরে, মিচ্ছা দিট্‌ঠি সমাদানা সত্তা দুগ্‌গতিং গচ্ছন্তি। অভয়ে চ ভয় দস্‌সিনো ভয়ে চ অভয় দস্‌সিনো, মিচ্ছা দিট্‌ঠি সমাদানা সত্তা দুগ্‌গতিং গচ্ছন্তি

সংস্কৃত—অলজ্জিতাঃ যে লজ্জন্তে, (ত্রপামনুভবন্তি) লজ্জিতাঃ যেন লজ্জন্তে (নিল'জ্জাঃ তিষ্ঠন্তি) (এবম্ভূতাঃ) মিথ্যা দৃষ্টিং সমাদানা (বুদ্ধবাক্যে) সংশয়াদি মিথ্যাদৃষ্টিভিঃ জর্জরিতাঃ 'সত্ত্বাঃ' (সত্ত্বানি, লোকাঃ)দুর্গতিং (নিরয়াদিকং) গচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। অবর্জ্যে (অত্যজনীয়ে কার্যে) বর্জমতয়ঃ (ইদং কর্মং বর্জনীয়মিতি বুদ্ধিং কুর্বন্তঃ) বর্জে (বর্জনীয়কার্যে) চ অবর্জ্য দর্শিনঃ (ইদং ন বর্জনীয়ং, ইতি ভাবয়ন্তঃ মিথ্যাদৃষ্টিং সমাদানাঃ (মিথ্যাদৃষ্টি পরিক্ষিপ্তাঃ) সত্ত্বানি (লোকাঃ) দুর্গতি গচ্ছন্তি

বাংলা—যে ব্যক্তি অলজ্জাকর কার্যে লজ্জা করে ও লজ্জাকর কার্যে লজ্জা করে না, যে মিথ্যা দৃষ্টি অর্থাৎ বুদ্ধ বাক্যে সংশয়াদি রূপ মিথ্যামতাবলম্বী হয়, সেই ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ভয় রহিতকার্যে ভয় করে এবং ভয়যুক্ত কার্যে ভয় করে না—এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

জেতবন ॥ ৩১৮ ॥ তিত্থিয় সাবক

অবজ্জে বজ্জ মতিনো বজ্জে চাবজ্জ দস্‌সিনো,
মিচ্ছা দিট্‌ঠি সমাদানা সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্‌গতিং।

।। ৩১৯ ।।

বজ্জং চ বজ্জতো ঞত্বা অবজ্জং চ অবজ্জতো
সম্মা দিট্‌ঠি সমাদানা, সত্তা সুগচ্ছন্তি সুগ্‌গতিং।

অন্বয়—অবজ্জে বজ্জ মতিনো বজ্জে চ অবজ্জ দস্‌সিনো, মিচ্ছা দিট্‌ঠি সমাদানা সত্তা দুগ্‌গতিং গচ্ছন্তি। বজ্জং চ বজ্জ তো অবজ্জং চ অবজ্জতো ঞত্বা সম্মা দিট্‌ঠি সমাদানা, সত্তা সুগ্‌গতিং গচ্ছন্তি।

সংস্কৃত—অবর্জে (অত্যজর্ন যে কার্যে) বর্জমতয়ঃ (ইদং কর্ম বর্জনীয় মিতি বুদ্ধিং কুর্বন্তঃ) বর্জে (বর্জনীয়ে কার্যে) চ অবর্জ দর্শিনঃ (ইদং ন বর্জনীয়ং ইতি ভাবয়ন্তঃ) মিথ্যা দৃষ্টিং সমাদানাঃ (মিথ্যা দৃষ্টি পবিক্ষিপ্তাঃ) সত্ত্বানি (লোকাঃ) দুর্গতিং গচ্ছন্তি। বর্জ্যং (ত্যজনয কর্ম) বর্জ্যতঃ (ত্যজনীয়ত্বেন) অবর্জ্যং (অত্যজনীয়ং) চ অবর্জ্যতঃ (অত্যজনীয়ত্বেন) জ্ঞাত্বা (বিদিত্বা) সম্যক সমাদদানাঃ (সংশয়াদি রহিতাঃ) সত্ত্বানি (লোকাঃ) সুগতিং গচ্ছন্তি।

বাংলা—যে ব্যক্তি অবর্জনীয় কার্য বর্জন করে, বর্জনীয় কার্য বর্জন করে না, এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। যিনি কোন কার্য বর্জনীয় ও কোন্ কার্য অবর্জনীয় তাহা সম্যক্ জ্ঞাত আছেন, এইরূপ সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সুগতি প্রাপ্ত হন।

নাগবগ্‌গো

(তেবীসতিমো)

জেতবন ।। ৩২০ ।। আনন্দ থের

অহং নাগোব সংগামে, চাপতো পতিতং সরং
অতি বাক্যং তিতিক্‌খিস্‌সসং দুস্‌সসীলো হি বহুজ্জনো।

|| ৩২১ ||

দন্তং নযন্তি সমিতিং দন্তং রাজা ভিরুহতি,
দন্তো সেট্ঠো মনুস্সেসু যোহতি বাক্যং তিতিক্খতি।

|| ৩২২ ||

বরং অস্সতরা দন্তা আজানীযা চ সিন্ধবা,
কুঞ্জরা চ মহানাগ, অত্তদন্তো ততোবরং।

অন্বয—হি বহুজ্জনো দুস্সীলো, সংগামে চাপতো পতিতং সরং নাগোব অহং অতি বাক্যং তিতিক্খিস্সং। যথা দন্তং সমিতিং নযন্তি, রাজাপি দন্তং অভিরুহতি। যো অতিবাক্যং তিতিক্খতি সো মনুস্সেসু সেট্ঠো। দন্তা অস্সতর বরং, আজনীযা (দন্তা বরং) সিন্ধবা বরং, মহানাগা কুঞ্জরা চ বরং, ততো অত্তদন্তো বরং।

সংস্কৃত—হি (যতঃ) বহবঃ জনাঃ (প্রায়শঃ লোকাঃ) দুঃশীলাঃ (দুষ্ট স্বভাবাঃ) (অতঃ) সংগ্রামে (যুদ্ধে) চাপতঃ (ধনুষঃ) পতিতং শরং (নিঃসৃতং বাণং) নাগঃ (হস্তী) ইব (যথা) অহং অতি বাক্যং (দুর্বাক্যং) তিতিক্ষিষ্যে। যথা (লোকাঃ) দান্তং (শান্তং নাগমিত্যর্থঃ) সমিতিং নযন্তি (জনতা সমীপং সং প্রাপযন্তি), রাজাপি (নৃপতিরপি) শান্তং (নাগং) অভিরোহতি (আরোহতি), এবং যঃ (লোকঃ) অতি বাক্যং (দুর্বাক্যং) তিতিক্ষতে (সহতে) সঃ মনুষ্যেষু শ্রেষ্ঠঃ (উত্তমঃ)। দান্তাঃ অশ্বতরাঃ বরং (শ্রেষ্ঠাঃ) আজানেযাঃ (সুশিক্ষিতা অর্শ্বাঃ) দান্তাঃ (বরমিতি শেষ.) সৈন্ধবাঃ (সিন্ধু দেশ য়া অশ্বাঃ) দান্তাঃ (বরমিতি শেষঃ) মহানাগাঃ কুঞ্জরাঃ (কুঞ্জর নামধেযাঃ মহাদন্তিনশ্চ) বরং (শ্রেষ্ঠাঃ); ততঃ (তেভ্যোহপি) আত্মদান্তাঃ (আত্মসংযমিনঃ) বরং (প্রশস্যতরাঃ)।

বাংলা—যুদ্ধক্ষেত্রে করীবর, ধনু-নিঃসৃত শর নিজ শরীরে পতিত হইলেও যেমন তাহা সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করে; তদ্রূপ আমিও দুর্জনদিগের পরুষবাক্য সহিষ্ণুতাসহকারে সহ্য করিব, যেহেতু এ জগতে দুঃশীল ব্যক্তিই অধিক। লোকে (উৎসবে বা যুদ্ধ যাত্রা উপলক্ষে) সুশিক্ষিত ও প্রতিপালিত হস্তী জনতার মধ্য দিয়া লইয়া যায়, নৃপতি ও সুদান্ত (সুশিক্ষিত) হস্তীতে আরোহণ করিয়া পরিভ্রমণ করেন, সেইরূপ দুর্জনগণের পরুষ বাক্য তিতিক্ষার সহিত সহ্য করিয়া লোক মধ্যে বিচরণকারী আত্ম-দান্ত (সুসংযত, ধীর, অচঞ্চল) ব্যক্তিই শ্রেয়ঃ প্রতিপালিত (পোষা) অশ্বতর ও সুশিক্ষিত অশ্ব, সিন্ধু দেশজাত অশ্ব এবং কুঞ্জর নামক মহানাগ এই সকল সুদান্ত হইলেই উত্তম হয়, কিন্তু মনুষ্যগণের মধ্যে আত্মসংযমনকারী ব্যক্তি ঐ সকল হইতেও উৎকৃষ্টতর।

জেতবন ॥ ৩২৩ ॥ হস্তীবিদ্যাবিশারদ ভিক্‌খু

ন হি এতেহি যানে হি গচ্ছেয্য অগতং দিসং,
যথাত্ত'না সুদন্তেন দন্তো দন্তেন গচ্ছতি।

অন্বয়—দন্তো দন্তেন সুদন্তেন অত্তনা যথা অগতং দিসং গচ্ছতি, এতেহি যানে হি ন হি গচ্ছেয্য।

সংস্কৃত—দান্তঃ (শান্তঃ) দান্তেন, সুদান্তেন আত্মনা যথা অগতাং দিশং (অগম্য স্থানং নির্বাণ মিত্যর্থঃ) গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি), এতৈঃ যানৈঃ (অশ্বতাবাদিগমনোপায়ৈঃ) ন হি গচ্ছেৎ (তৎস্থান মিতি শেষঃ)।

বাংলা—যে অগম্য স্থানে (নির্বাণে) এই সকল যান—হস্তীযান, অশ্বযান (ইত্যাদি যানবাহন) যাইতে পারে না, সেই নির্বাণপুরে সম্যক্ আত্ম-সংযমশীল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি সংযম প্রভাবে অক্লেশে চলিয়া যান।

জেতবন ।। ৩২৪ । পরিজিণ্ণ ব্রাহ্মণ পুত্ত

ধনপালকো নাম কুঞ্জরো
কটুকপ্পভেদনো দুন্নিবারযো ;
বদ্ধো কবলং ন ভুঞ্জতি,
সুমরতি নাগ বনস্‌স কুঞ্জরো ।

অন্বয়—কটুকপ্পভেদনো দুন্নিবারযো ধনপালকনাম কুঞ্জরো বদ্ধো কবলং ন ভুঞ্জতি, কুঞ্জরো নাগবনস্‌স সুমরতি ।

সংস্কৃত—কটুক প্রভেদেন (তীক্ষ্ণমদধারা বর্ষণেন) দুর্নিবারঃ (দুর্ধর্ষঃ) ধনপালকো নাম (ধনপালক নাম্নৈবঃ) কুঞ্জরঃ বদ্ধঃ (ধৃতঃ সন্‌) কবলং (তৃণং) নভুঙ্‌ক্তে ; কুঞ্জরঃ নাগবনং (এব) স্মরতি ।

বাংলা—তীক্ষ্ম মদমত্ত, দুর্নিবার, (দুর্ধর্ষ) 'ধনপালক' নাম হস্তী (কাশী-রাজাদেশে) ধৃত হইয়া বদ্ধাবস্থায় এক গ্রাস তৃণ ও (খাদ্যাদি) গ্রহণ করে না, কেবল (সেই সময়ে)—নিজের বাসস্থান—হস্তীবন ও মায়ের বিষয়ই মনে মনে চিন্তা করিতে থাকে ।

জেতবন ।। ৩২৫ ।। পসেনাদি কোসলরাজ

মিদ্ধী যদা হোতি মহগ্ঘসো চ
নিদ্দাযিতা সম্পরিবত্তসাযী ;
মহা বরাহোহব নিবাপ পুট্‌ঠো,
পুনপ্‌পুনং গব্‌ভমুপেতি মন্দো ।

অন্বয়—যদা মিদ্ধী মহগ্ঘসো চ হোতি নিবাপ পুট্‌ঠো মহা বরাহোহব নিদ্দাযিতা সম্পরিবত্তসাযী সো মন্দো পুনপ্পুনং গব্‌ভং উপেতি ।

সংস্কৃত—যদা মৃদুধীঃ (আলস্য পরবশঃ) মহাঘসশ্চ (অত্যন্ত ভোজনশীলশ্চ) ভবতি, তদা নিবাপপুষ্টঃ (পিণ্ড বর্ধিতঃ মহাবরাহ ইব নিদ্রাযিতঃ (নিদ্রাশীলঃ) সম্পরিবর্তশায়ী চ (পার্শ্ব পরিবর্তন পটুশ্চ) সন্‌ স মন্দঃ (মূঢ়ঃ) পুনঃ পুনঃ গর্ভম্‌ উপৈতি (জন্মান্তরং গৃহ্‌ণাতি) ।

বাংলা—যখন মানুষ স্বভাবতঃ অলস এবং অপরিমিত ভোজী হয়, তখন সে গৃহপালিত শূকরের ন্যায় পিণ্ডপুষ্ট স্থূলকায় ও নিদ্রালু হইয়া পড়ে এবং ইতস্ততঃ পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে করিতে গড়াগড়ি দেয় (তজ্জন্য সে 'অনিত্য' ইত্যাদি ত্রিলক্ষণসম্পন্ন ধ্যান-ধারণা করিতে পারে না) এবং (সেই হেতু) পুনঃ পনঃ জন্মগ্রহণ করে; অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া পড়ে।

জেতবন ॥ ৩২৬ ॥ সাণুনামা সামণের

ইদং পুরে চিত্ত মচারি চারিকং,
যেনিচ্ছকং যথকামং যথা সুখং,
তদজ্জ'হং নিগ্গহেস্সামি যোনি সো,
হত্থিপ্পভিন্নং বিয অঙ্কুসগ্গহো।

অন্বয়—ইদং চিত্তং পুরে যেনিচ্ছকং যথকামং যথা সুখং চারিকং অচারি, তং অজ্জ অহং যোনি সো পভিন্নং হত্থি অঙ্কুসগ্গহো বিয নিগ্গহেস্সামি।

সংস্কৃত—ইদং (মম) চিত্তং (মন) পুরা যথেচ্ছং (যথাভিলাষং) যথাকামং (স্বকামানুসারেণ) যথাসুখং চারিকং (চর্যাম্) অচরৎ (চরিতবৎ), তৎ (চিত্তং) অদ্যঃ অহং যোনিশঃ (মূল ভাবনয়া) প্রভিন্নং (মদ-স্রাবিণং) হস্তিনং অঙ্কুশগ্রাহঃ (হস্তিপকঃ) ইব নিগ্রহীষ্যামি (দান্তং করিষ্যামি)।

বাংলা—এই চিত্ত পূর্বে ইচ্ছানুসারে যথাসুখে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। লৌহ অঙ্কুশধারী হস্তিপকঃ (হস্তীচালক—মাহুত) যেমন মত্ত হস্তীকে দমন করিয়া নিজের আয়ত্ত করে। আমি সেইরূপ দোষ-গুণ বিচারপূর্বক অসৎ পথ হইতে বিরত করিয়া সৎপথে চিত্তকে পরিচালিত করিয়া আমার আয়ত্ত করিব।

জেতবন ॥ ৩২৭ ॥ কোসল রাজ পাবেয্যক হত্থি

অপ্পমাদরতা হোথ, সচিত্ত মনুরক্‌খথ,
দুগ্‌গা উদ্ধরথত্তানং পঙ্কে সন্তোহব কুঞ্জরো।

অন্বয—অপ্পমাদরতা হোথ, সচিত্ত মনুরক্‌খথ, অথ সন্তো কুঞ্জরোহব অত্তানং দুগ্‌গা উদ্ধরথ।

সংস্কৃত—অপ্রমাদরতাঃ (সতর্কা ইত্যর্থঃ) ভবত, স্বচিত্তম্‌ অনুরক্ষত (চিত্তং তে নিষিদ্ধেষু রতং মাভূৎ), সক্তঃ (পঙ্কমগ্নঃ) কুঞ্জরঃ (হস্তী) ইব আত্মানং দুর্গাৎ (দুর্গমাৎ) উদ্ধরত (আত্মনঃ উদ্ধারং কুরু)।

বাংলা—অপ্রমত্ত হও এবং নিজ চিত্তকে (ভ্রমান্দকাররূপ বিপদ হইতে) রক্ষা কর; পঙ্কোত্থিত হস্তীর ন্যায় আত্মাকে—নিজকে পাপপথ হইতে উদ্ধার কর।

পরিলেয্যক ॥ ৩২৮ ॥ সংবহুল ভিক্‌খু

স চে লভেথ নিপকং সহাযং,
সদ্ধিং চরং সাধু বিহারী ধীরং;
অভিভূয্য সব্বানি পরিস্‌সযানি,
চরেয্য তেনত্তমনো সতীমা।

অন্বয—নিপকং সাধু বিহারী ধীরং সহাযং স চে লভেথ, সব্বানি পরিস্‌স-যানি অভিভূয্য তেন সদ্ধিং চরং অত্তমনো সতীমা চরেয্য।

সংস্কৃত—নিপকং (প্রজ্ঞাসম্পন্নং) সাধু বিহারিণং (সম্যগ আচরণশীলং) ধীরং (পণ্ডিতং) সহাযং সচেৎ (যদি) লভেত (প্রাপ্নুয়াৎ) (তর্হি) সার্বান্‌ পরিশ্রযান (সিংহ-ব্যাঘ্রাদীন, রাগ-দ্বেষ ভযাদীনি চ) অভিভূয (অতিক্রম্য) তেন (সহাযেন) সার্ধং চরন্‌ (বিচরন্‌) আত্তমনাঃ (সন্তুষ্টচিত্তঃ) স্মৃতিমান্‌ (বীর্যবান্‌ সন্‌) চরেৎ।

বাংলা—যদি তুমি সহযাত্রী স্বরূপ প্রজ্ঞাবান, সদাচারী ও পণ্ডিত বন্ধু লাভ কর, তাহা হইলে তুমি সিংহ ব্যাঘ্র্যাদি এবং রাগ-দ্বেষাদি (দৃশ্য ও অদৃশ্য) বিপদ জয় করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সর্বার্থভাবে সুখে বাস করিতে পারিবে।

॥ ৩২৯ ॥

নো চে লভেথ নিপকং সহায়ং,
সদ্ধিং চরং সাধু বিহারি ধীরং;
রাজাহব রট্‌ঠং বিজিতং পহায়,
একো চরে মাতঙ্গরঞ্‌ঞেব নাগো।

অন্বয়—নিপকং সদ্ধিং চরং সাধু বিহারি ধীরং সহায়ং চে নো লভেথ, বিজিতং রট্‌ঠং পহায় রাজাহব অরঞ্‌ঞে মাতঙ্গ নাগোব একো চরে।

সংস্কৃত—নিপকং (প্রজ্ঞাসম্পন্নং) সার্ধং চরন্তং (সহ বিচরন্তং) সাধুবিহারিণং (সম্যগাচরণশীলং) ধীরং (পণ্ডিতং) সহায়ং চেৎ (যদি) ন লভেত বিজিতং রাষ্ট্রং (রাজ্যং) প্রহায় (ত্যক্‌ত্বা) রাজাইব, অরণ্যে মাতঙ্গঃ নাগঃ (মহাহস্তী) ইব একঃ (এককঃ) চরেৎ।

বাংলা—যদি পণ্ডিত বন্ধু সদাচারী, ধীর প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করিতে না পার, তাহা হইলে বিজিত-রাষ্ট্র পরিত্যাগী রাজার প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্বক অরণ্যে বাস করার ন্যায় কিংবা মাতঙ্গ হস্তী যেমন বন মধ্যে একাকী বিচরণ করে, তদ্রূপ সৎ জ্ঞানী সঙ্গ না পাইলে একাকী বাস করাই উচিত।

পারিলেয্যকবন ॥ ৩৩০ ॥ সংবহুল ভিক্‌খু

একস্‌স চরিতং সেয্যো
নত্থি বালে সহায়তা
একো চরে ন চ পাপানি কয়িরা
অপ্পোস্‌সুক্কো মাতঙ্গ'রঞ্‌ঞেব নাগো।

অন্বয়—একস্‌স চরিতং সেয্যো, বালে সহায়তা নত্থি, একো চরে, পাপানি ন চ করিয়া, অরঞ্‌ঞে মাতঙ্গ নাগো ইব অপ্পোস্‌সুক্কো চরে।

সংস্কৃত—একস্য (এককস্য) চরিতং (বিচরণং) শ্রেয়ঃ (প্রশস্যতরং) বালে (মূর্খে) সহায়তা নাস্তি (বালস্য সহচারিতা অশ্রেয়সী); একঃ (এককঃ) চরেৎ (বিচরেৎ), পাপানি ন কুর্যাৎ, অরণ্যে (বনে) মাতঙ্গ নাগঃ (মাতঙ্গ হস্তী) ইব অল্পোৎসুকঃ (অল্পেচ্ছঃ) চরেৎ (বিচরেৎ)।

বাংলা—একাকী বাস করাই শ্রেয়স্কর। মূর্খের সঙ্গে বাস করায় সহায়তা লাভ হয় না। একাকী বাস করিবে, কোনরূপ পাপাচরণ করিবে না। মাতঙ্গ হস্তী যেমন বনে একাকী বিচরণ করে, তদ্রূপ অল্প উৎসুক—নিরাসঙ্গ ও নিরাকাঙ্‌ক্ষ হইয়া বাস করিবে।

হিমবন্ত পদেস ।। ৩৩১ ।। মার

অত্থম্‌হি জাতম্‌হি সুখা সহায়া,
তুট্‌ঠী সুখা যা ইতরীতরেন;
পুঞ্‌ঞং সুখং জীবিত সঙ্খয়ম্‌হি,
সব্বস্‌স দুক্‌খস্‌স সুখং পহানং।

অন্বয়—অত্থম্‌হি জাতম্‌হি সহায়া সুখা, ইতরীতরেন যা তুট্‌ঠী, সা সুখা; জীবিত সঙ্খয়ম্‌হি পুঞ্‌ঞং সুখং, সব্বস্‌স দুক্‌খস্‌স পহানং সুখং।

সংস্কৃত—অর্থে (ঘটনা বিশেষে) জাতে (উৎপন্নে সতি) সহায়াঃ (বান্ধবাঃ) সুখাঃ (সুখকরাঃ) ইতরেতরেণ (অল্পেন বিপুলেন বা বস্তুনা) যা তুষ্টি (যঃ সন্তোষঃ) সা সুখা (সুখ করা); জীবিত সংক্ষয়ে (মরণান্তে) পুণ্যং (ধর্মঃ) সুখং (কল্যাণ সাধকং) সর্বস্য দুঃখস্য প্রহাণং (ত্যাগঃ) সুখং (সুখকরং)।

বাংলা—প্রয়োজনকালে বন্ধু সুখকর, নিজ সম্পত্তিতে বা যথালাভে তুষ্টি সুখকর। জীবিতক্ষয়ে (মৃত্যুর পর) পুণ্যই কল্যাণকর এবং সকল দুঃখের পরিহারই (অর্হত্ত্বাবস্থা) সুখদায়ক।

॥ ৩৩২ ॥

সুখা মত্তেয্যতা লোকে, অথো পেত্তেয্যতা সুখা,
সুখা সামঞ্ঞতা লোকে অথো ব্রহ্মঞ্ঞতা সুখা।

॥ ৩৩৩ ॥

সুখং যাব জরা সীলং, সুখা সদ্ধা পতিট্‌ঠিতা,
সুখো পঞ্ঞায পটিলাভো পাপানং অকরণং সুখং।

অন্বয—লোকে মত্তেয্যতা সুখা, অথো পেত্তেয্যতা সুখা, লোকে সামঞ্ঞতা সুখা, অথো ব্রহ্মঞ্ঞতা সুখা। সীলং যাব জরা সুখং, সদ্ধা পতিট্‌ঠিতা সুখা, পঞ্ঞায পটিলাভো সুখো, পাপানং অকরণং সুখং।

সংস্কৃত—লোকে (পৃথিব্যাং) মাত্রীযতা (মাতৃসেবা) সুখা (সুখকরী), অথ পিত্রীযতা (পিতৃসেবা) সুখা (সুখকারী), লোকে শ্রামণ্যতা (শ্রমণ-ধর্মাবলম্বন মিত্যর্থঃ) সুখা, অথ (তদ্বৎ) ব্রহ্মণ্যতা (ব্রাহ্মণ ধর্মা-বলম্বনং) সুখা (সুখকরী)। শীলং (সদ্‌বৃত্তং) যাবৎ জরা (বার্ধক্যং) যাবৎ ন ভবতি তাবৎ) সুখং (সুখকরং) শ্রদ্ধা প্রতিষ্টিতা (সতী) সুখা, (দৃঢ়া শ্রদ্ধা সুখকরীত্যর্থঃ) প্রজ্ঞাযাঃ প্রতিলাভ সুখঃ, পাপানং অকরণং সুখম্‌।

বাংলা—জগতে মাতৃসেবা সুখদাযক, পিত্রিসেবাও সুখকর। সংসারে শ্রমণ-পরিচর্যা সুখজনক, ব্রাহ্মণ সেবা করাও সুখাবহ। বার্ধক্যকাল পর্যন্ত শীল সচ্চরিত্রতা-চারিত্রিক-বিশুদ্ধি সুখকর, শ্রদ্ধায কর্ম, কর্মফল, ইহকাল, পরকাল এবং পরম নির্বাণ মুক্তিতে দৃঢ় প্রত্যযশীলতায—প্রতিষ্টিত হওরা মঙ্গলজনক। প্রজ্ঞালাভ করা শমথ বিদর্শন ভাবনা ধ্যানে লৌকিক লোকোত্তর জ্ঞানলাভ করা কল্যাণকর; সর্বপ্রকারের পাপকার্য অকরণ অর্থাৎ সর্বপ্রকার পাপকর্ম পরিহার করাই সুখকর।

তণ্হাবগ্গো
(চতুবীসতিমো)

জেতবন ।। ৩৩৪ ।। কপিল মচ্ছ

মনুজস্স পমত্তচারিনো, তণ্হা বড্ঢতি মালুবা বিয,
সো পলবতি হুরাহুরং ফলমিচ্ছংহব বনস্মিং বানরো ।

অন্বয়—পমত্ত চারিনো মনুজস্স তণ্হা মালুবা বিয বড্ঢতি, বনস্মিং ফলংহব ইচ্ছং বানরোহব হুরাহুরং পলবতি ।

সংস্কৃত—প্রমত্ত চারিণঃ (তত্ত্বজ্ঞান রহিতস্য) মনুজস্য (মনুষ্যস্য) তৃষ্ণা মালুবা (লতাবিশেষঃ) ইব বর্ধতে (বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি), বনে (অরণ্যে) ফলম্ ইচ্ছন্ (ফলং প্রাপ্তুমভিলাষী) বানরঃ (মর্কিট ইব) সঃ অহরহঃ (সদা) প্লবতে (জন্মান্তরানি গচ্ছতি)।

বাংলা—প্রমত্তচারী (তত্ত্বজ্ঞান বিরহিত) মানবের তৃষ্ণা মালুবালতার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলাভিলাষী বানর যেমন বনে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করে, সে ব্যক্তিও তদ্রূপ (কর্মফল ভোগের নিমিত্ত) পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে ।

।। ৩৩৫ ।।

যং এসা সহতী জম্মী তণ্হা লোকে বিসত্তিকা,
সোকা তস্স পবড্ঢন্তি, অভি বড্ঢং ব বীরণং ।

অন্বয়—লোকে বিসত্তিকা জম্মী এসা তণ্হা যং সহতী, তস্স সোকা অভি বড্ঢন্তি বীরণংহব ।

সংস্কৃত—লোকে (সংসারে) বিষাত্মিকা (বিষ স্বভাবা) জন্মিনী (বর্ধমানা) এসা যং সাহয়তি (অভিভবতি) তস্য শোকাঃ (দুঃখানি) অভিবর্ধমানং (বর্ধমানং) বীরণম্ (তৃণং ইব) প্রবর্ধন্তে (বৃদ্ধিং গচ্ছন্তি)।

বাংলা—এই বিষময়ী ও বর্ধনশীলা তৃষ্ণা যাহাকে অভিভূত করে, সংসারে শোকসমূহ, মেঘের বর্ষণে বীরণ তৃণ যেরূপ বাড়িতে থাকে, ঠিক তদ্রূপ বর্ধিত হইয়া থাকে।

।। ৩৩৬ ।।

যো চে তং সহতী জম্মিং তণ্‌হং লোকে দুরচ্চযং,
সোকা তম্‌হা পপতন্তি উদবিন্দুব পোক্‌খরা।

অন্বয়—লোকে জম্মিং দুরচ্চযং তং তণ্হং যো চে সহতী, পোক্‌খরা উদবিন্দুব তণ্‌হা সোকা পপতন্তি।

সংস্কৃত—লোকে (সংসারে) জন্মিনীং (বর্ধমানাং) দুরত্যযাং (দুরতিক্রমাং) তাং তৃষ্ণাং যঃ চ সাহযতি (অভিভবতি), পুষ্করাৎ (পদ্মদলাৎ) উদবিন্দুঃ (জলকণঃ) ইব (তস্মাৎ) শোকাঃ (দুঃখানি) প্রপতন্তি (দূরং গচ্ছন্তি)।

বাংলা—সংসারে যে ব্যক্তি সেই বর্ধনশীলা দুর্দমনীয়া তৃষ্ণাকে অভিভূত (পরাজিত, পরাভূত) করিতে পারেন, পদ্ম-পত্র হইতে জলবিন্দু নিচয় যেরূপ অপসৃত হয়, সেইরূপ তাঁহার নিকট হইতেও শোকসমূহ (নানা বিষয়ক শোক-দুঃখ) দূরীভূত হইয়া থাকে।

।। ৩৩৭ ।।

তং বো বদামি ভদ্দং বো যাবন্তেত্থ সমাগতা,
তণ্‌হায মূলং খণথ উসীরত্থোব বীরণং
মা বো নলং ব সোতো ব মারো ভঞ্জি পুনপ্পুনং।

অন্বয়—তং যাবন্তেত্থ সমাগতা বো ভদ্দং বদামি, উসীরত্থো বীরণংব তণ্‌হায মূলং খণথ, সোতো নলং ব মারো বো মা পুনপ্পুনং ভঞ্জি।

সংস্কৃত—তৎ (তস্মাৎ) যাবন্তঃ (যৎপরিমাণাঃ) অত্র (অস্মিংস্থানে) সমাগতা বঃ (তান্ যুষ্মান্) ভদ্রং (মঙ্গলং) বদামি বৈ উশীরার্থী (বীরণ মূলাভিলাষী) বীরণং (তৃণং) ইব তৃষ্ণায়াঃ মূলং খণথ স্রোতঃ নলং ইব মারঃ বঃ (যুষ্মান্) মা পুনঃপুনঃ ভঞ্জতাং বৈ।

বাংলা—সেইহেতু তোমাদের মধ্যে যারা এখানে সমাগত হইয়াছ, সবাকার মঙ্গলের জন্যই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, উশীর মূল লাভেচ্ছু ব্যক্তি যেমন বীরণ তৃণের মূল উৎপাটন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তোমরা তৃষ্ণার মূল উৎপাটন করিয়া ফেল। নদী স্রোত যেমন নদী কূলজাত নল বাঁশকে পুনঃ পুনঃ বক্রীভূত—(ভাঙ্গিয়া ফেলা) করে, মার যেন তোমাদিগকে সেইরূপ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ না করিতে পারে।

জেতবন ।। ৩৩৮ ।। গূথ সূকর পোতিক

যথাপি মূলে অনুপদ্দবে দল্‌হে
ছিন্নোহপি রুক্‌খো পুনরেব রূহতি;
এবম্পি তণ্‌হানুসযে অনূহতে,
নিব্বত্ততি দুক্‌খ মিদং পুনপ্পুনং।

অন্বয়—যথা অপি মূলে অনুদ্দবে দল্‌হে, ছিন্না রুক্‌খোপি পুনরেব রূহতি। এবম্পি তণ্‌হানুসয়ে অনূহতে দুক্‌খমিদং পুনপ্পুনং নিব্বত্ততি।

সংস্কৃত—যথা অপি (যদ্বৎ) মূলে অনুপদ্রবে (অচ্ছিন্নে) দৃঢ়ে (সতি) ছিন্নঃ (খণ্ডিতঃ) অপি বৃক্ষঃ (তরু) পুনরেব (ভূয়োহপি) রোহতি (জায়তে)। এবম্পি (তদ্বৎ) তৃষ্ণানুশয়ে (তৃষ্ণাধারে) অনিহতে (অচ্ছিন্নে) ইদং (অনুভূয়মানং) দুঃখং (শোকঃ) পুনঃ পুনঃ (বারং বারং) নিবর্ততে (প্রত্যাগচ্ছতি)।

বাংলা—যেমন মূল অখণ্ডিত ও দৃঢ় থাকিলে বৃক্ষ ছিন্ন হইলেও পুনবায অঙ্কুবিত ও বর্ধিত হয, সেইরূপ তৃষ্ণাধাব সমুচ্ছিন্ন না হইলে দুঃখ পুনঃ পুনঃ আগমন কবিযা থাকে।

।। ৩৩৯ ।।

যস্ স ছত্তিংস সতী সোতা মনাপসসবনা ভুসা,
বাহা বহন্তি দুদ্দিট্ঠিং সঙ্কপ্পা বাগ নিস্সিতা।

অন্বয—যস্স ছত্তিংস সতি সোতা মনাপসসবনা ভুসা, বাগ নিস্সিতা সঙ্কপ্পা বাহা দুদ্দিট্ঠিং বহন্তি।

সংস্কৃত—যস্য ষট্ত্রিংশৎ স্রোতাংসি (তৃষ্ণাযাঃ অষ্টাদশ বাহ্য দ্বাবাণি অষ্টাদশ আন্তব দ্বাবাণি, ইতিষট্ ত্রিংশৎ দ্বাবাণি ইত্যেকে) মনাপ শ্রবনানি (চিত্তাহ্লাদ দাযকানি) ভূযাংসুঃ (ভবেযুঃ) বাগনিস্হতাঃ (অভিলাষানিষ্ঠানাঃ) সঙ্কল্পাঃ বাহাঃ (তবঙ্গমালা ইব) দুর্দৃষ্টিং (ভ্রান্তং) তং বহন্তি (পবিচালযন্তি)।

বাংলা—যাহাব ছত্রিশটি স্রোত প্রবল বেগে মনোজ্ঞ বস্তুতে ধাবিত হয, সেই দূবদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে অনুবাগ-নিস্হত সঙ্কল্প স্রোত বিপদেব দিকে দুঃখ মুখে পবিচালিত কবে।

।। ৩৪০ ।।

সবন্তি সব্বধি সোতা, লতা, উব্ভিজ্জ তিট্ঠতি,
তঞ্চ দিস্বা লতং জাতং মূলং পঞ্ঞায ছিন্দথ।

অন্বয—সোতা সব্বধি সবন্তি, লতা উব্ভিজ্জ তিট্ঠতি, তঞ্চলতং জাতং দিস্বা মূলং পঞ্ঞায ছিন্দথ।

সংস্কৃত—স্রোতঃ (তৃষ্ণাযা বেগঃ) সর্বতঃ (সর্বেষু বিষযেষু) স্রবতি, (ধাবতি), লতা উদ্ভিৎ (সঞ্জাতা বর্ধমানা চভূত্বা) তিষ্ঠতি। তাং চ লতাং (তৃষ্ণা রূপাং) জাতাং অঙ্কুরিতাং। দৃষ্ট্বা (আলোক্য) মূলং (তৃষ্ণাযা ইতি শেষঃ) প্রজ্ঞযা (তত্ত্বজ্ঞানেন) ছিন্দত (ছিন্নং কুরুত)।

বাংলা—তৃষ্ণা স্রোতঃ সর্বদিকে প্রবাহিত হয়, তৃষ্ণালতা সর্বদা অঙ্কুরিত হইতে থাকে; যখনই সেই লতাকে অঙ্কুরিত হইতে দেখিবে, তখনই উহার মূল প্রজ্ঞা দ্বারা ছিন্ন করিবে।

॥ ৩৪১ ॥

সরিতানি সিনেহিতানি চ,
সোমনস্‌সানি ভবন্তি জন্তুনো;
তে সাতসিতা সুখেসিনো
তে বে জাতি জরূপগা নরা।

অন্বয়—জন্তুনো সোমনস্‌সানি সরিতানি সিনেহিতানি চ ভবন্তি। তে সাতসিতা সুখেসিনো তে নরা বে জাতি জরূপগা (ভবন্তি)।

সংস্কৃত—জন্তোঃ (প্রাণিনঃ, দেহিনঃ ইত্যর্থঃ) সৌমনস্যানি (সুখানি) সৃতানি (সর্ববস্তু বিবরাণি), স্নিগ্ধানি (মনোহরাণি) চ ভবন্তি (জায়ন্তে) স্রোতঃ সৃতাঃ (তৃষ্ণা স্রোত বেগেন প্রবাহিতাঃ) সুখৈষিণঃ (সুখান্বেষিণঃ) তেনরাঃ (মনুষ্যাঃ) বৈ, (এব) জাতি জরোপগাঃ (জন্ম মরণ সম্পন্নাঃ ভবন্তি)।

বাংলা—দেহীর পক্ষে সুখ অতি স্নিগ্ধ বলিয়া বোধ হয়, তাহারা সর্ব (বিষয়েই) বস্তুতেই সুখ অন্বেষণ করে, এই প্রকারের মনুষ্যেরাই সুখ স্রোতে নিমগ্ন ও সুখান্বেষী হইয়া বারংবার জন্ম ও জরা রূপ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

॥ ৩৪২ ॥

তসিণায় পুরক্‌খতা পজা,
পরিসপ্পন্তি সসো ব বাধিতো;
সঞ্‌ঞোজন সঙ্গ সত্তকা
দুক্‌খ মুপেন্তি পুনপ্পুনং চিরায়।

অন্বয—বাধিতো সসো ব তসিনায পুরক্খতা পজা পরিসপ্পন্তি ; সঞ্ঞো-
জনসঙ্গ সত্তকা চিরায পুনপ্পুনং দুক্খং উপেন্তি।

সংস্কৃত—বদ্ধঃ (জাল নিবদ্ধঃ) শশঃ (শশকঃ) ইব তৃষ্ণয়া পুরস্কৃতাঃ (পরি-
বৃতাঃ. পরীতা ইত্যর্থঃ) প্রজাঃ (লোকাঃ) পরিসর্পন্তি, (পুনঃ পুনঃ
আবর্তন্তে জন্ম জরাণি গৃহ্ণন্তীত্যর্থঃ)। সংযোজন সঙ্গ সক্তকাঃ
(শৃঙ্খল সহচর্যেণ আবদ্ধাঃ) চিরায (দীর্ঘকালং) পুনঃ পুনঃ (বারং
বারং) দুঃখং (ক্লেশং জন্মজরা দিকম্) উপযন্তি (প্রাপ্নুবন্তি।

বাংলা—জাল বদ্ধ শশকের ন্যায, তৃষ্ণ-পরীত মনুষ্য বারংবার ঘূর্ণমান
হয, পঞ্চেন্দ্রিয ও পঞ্চ বিষয এই দশ প্রকার শৃঙ্খলে আসক্ত হইয়া
দীর্ঘকাল পুনঃ পুনঃ দুঃখ প্রাপ্ত হয।

॥ ৩৪৩ ॥

তসিনায পুরক্খতা পজা,
পরি সপ্পন্তি সসো ব বাধিতো,
তস্মা তসিনং বিনোদযে,
ভিক্খু অকঙ্খী বিরাগং অত্তনো।

অন্বয—বাধিতো সসো ব তসিনায পুরক্খতা পজা পরিসপ্পন্তি তস্মা
তসিনং বিনোদযে, ভিক্খু অত্তনো বিরাগং অকঙ্খী (হোতি)।

সংস্কৃত—বদ্ধঃ (জাল নিবদ্ধঃ) শশঃ ইব তৃষ্ণয়া পুরস্কৃতাঃ প্রজাঃ (জনাঃ)
পরিসর্পন্তি (পুনঃ পুনঃ অবর্তন্তে) তস্মাৎ তস্যাঃ বিনোদায
(উপশমায) ভিক্খুঃ আত্মনঃ (স্বস্য) বিরাগং (বিষয নিস্পৃহত্বং)
আকাঙ্ক্ষী (আকাঙ্ক্ষ মাণঃ ভবেৎ)।

বাংলা—জাল-নিবদ্ধ শশকের ন্যায তৃষ্ণাপরীত মনুষ্য অবিরত ঘূর্ণমান
হয, সুতরাং মুক্তকামী ভিক্খুর স্বীয় তৃষ্ণা বিনোদনের (অপসারণের,
দূরীকরণের) জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

বেণুবন ।। ৩৪৪ ।। বিভন্তকো ভিক্খু

যো নিব্বনথো বনাধি মুত্তো বন মুত্তো বনমেব ধাবতি
তং পুগ্গলমেব পস্সথ মুত্তো বন্ধনমেব ধাবতি।

অন্বয়—যো নিব্বনথো বনাধিমুত্তো বন মুত্তো বনমেব ধাবতি, তং পুগ্গলং এব পস্সথ, (স) মুত্তো বন্ধনমেব ধাবতি।

সংস্কৃত—যঃ (লোকঃ) নির্বাণার্থী (বনাৎ বহিঃ আগন্তুম্ অভিলাষী সন; পক্ষান্তরে নির্বাণার্থী, নির্বাণং অধিগন্তুং প্রার্থয়মানঃ সন্) বনাধিমুক্তঃ (বনাৎ, অরণ্যাৎ অধিমুক্তঃ, নিষ্ক্রান্তঃ, পক্ষ ন্তরে বনেন—অভিলাষেণ অধিমুক্তঃ বিহীনঃ) বনমুক্ত (বনেন-অবণ্যেন, মুক্তঃ ত্যক্তঃ পক্ষান্তরে —বনাৎ অভিলাষাৎ মুক্তঃ নিস্পৃহঃ) বনং (অরণ্যং পক্ষান্তরে অভিলাষং) এব ধাবতি (অনুগচ্ছতি), তং এবম্ভূতং পুগ্গলং বন্ধনং (সংসারবিত্বং) এব ধাবতি (অনুগচ্ছতি)।

বাংলা—যে (মুক্তিকামী) ব্যক্তি বন (তৃষ্ণা) হইতে মুক্তি লাভ করিতে প্রয়াসী হইয়া বন ত্যাগ করিয়া পুনরায় বনাভিমুখেই ধাবিত হইতেছে, তাহা তোমরা দেখ। গৃহ এবং অভিলাষ বন্ধন-মুক্ত যেই নির্বাণার্থী ব্যক্তি তৃষ্ণা নিবৃত্তির উপায় অবলম্বন করিয়াও পুনরায় তৃষ্ণা দ্বারা অভিভূত হয়, সেই ব্যক্তি বা মনুষ্য যথার্থতঃ মুক্ত হয় নাই, বদ্ধই রহিয়াছে।

জেতবন ।। ৩৪৫ ।। বন্ধনাগার

ন তং দল্হং বন্ধন মাহু ধীরা,
যদায়সং দারুজং পব্বজঞ্চ;
সারত্ত রত্তা মণি কুণ্ডলেসু,
পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেক্খা।

অন্বয়—ধীরা তং দল্হং বন্ধনং ন আহু, যদায়সং দারুজং পব্বজঞ্চ; মণি কুণ্ডলেসু, পুত্তেসু, দারেসু চ যা অপেক্খা সারত্তরত্তা (তং দলহ বন্ধনং) আহুতি।

সংস্কৃত—ধীবাঃ তৎ বন্ধনং দৃঢ়ং ন আহুঃ যৎ আবসং, দারুজং পব্বজং চ মণি কুণ্ডলেষু, পুত্রেষু, দারেষু যা অপেক্ষা তামেব দৃঢ়ং বন্ধনং আহুর্বিতি শেষঃ।

বাংলা—বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ লৌহ, কাষ্ঠ বা তৃণ-নির্মিত বন্ধনকে দৃঢ় বলিয়া বর্ণন করেন না; মণি, কুণ্ডল, পুত্র, পত্নী ইত্যাদিকে সারবান পদার্থ মনে কবিয়া সে সকলেব প্রতি যে আসক্তি পণ্ডিতেবা তাহাকেই দৃঢ় বন্ধন বলিয়া ব্যাখ্যা কবেন।

॥ ৩৪৬ ॥

এতং দল্হং বন্ধন মাহু ধীবা,
ওহারিনং সিথিলং দুপ্পমুঞ্চং ;
এতম্পি ছেত্বান পবিব্বজন্তি,
অনপেক্খিনো কামসুখং পহায।

অন্বয—ওহাবিনং সিথিলং দুপ্পমুঞ্চং এতং বন্ধনং ধীবা দল্হং আহু ; এতম্পি ছেত্বান কাম সুখং পহায অনপেক্খিনো পবিব্বজন্তি।

সংস্কৃত—অপহাবি (আকর্ষণং) শিথিলং (শিথিলত্বেন প্রতীযমানং) দুষ্প্র-মোচ্যং (অতি দুঃখেন পি ন মোচনীযং) এতৎ বন্ধনং ধীরাঃ (পণ্ডিতাঃ) দৃঢ়ং (কঠিনং) আহুঃ (বদন্তি) এতদ্ অপি (পুত্র দাবাদিষু স্নেহ বন্ধন মপি) ছিত্বা (খণ্ডযিত্বা) কামসুখং (অভিলাষং) প্রহায (ত্যক্ত্বা অনপেক্ষিণঃ (জাত বৈবাগ্যাঃ) পবিব্রজন্তি (প্রব্রজ্যাম্ অবলম্বন্তে)।

বাংলা—পণ্ডিতগণ সেই বন্ধনকেই 'দৃঢ়' বলিযা আখ্যা দেন—যাহা লোককে অধোগামী কবে, বাহ্য দৃষ্টিতে তাহা শিথিল বলিযা মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে দুষ্প্রমোচ্য অনাসক্ত ব্যক্তিগণ ইহা ছেদন কবিযা কামসুখ পবিহাব পূর্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ (সংসাব ত্যাগ) কবেন।

বেণুবন ।। ৩৪৭ ।। খেমা (বিম্বিসার অগ্‌গ মহিসী)

যে রাগরত্তানু পতন্তি সোতং, সযংকতং মক্কট কোহব জালং,
এতম্পি ছেত্বান বজন্তি ধীরা, অনপেক্‌খিনো সব্ব দুক্‌খং পহায।

অন্বয়—যে (পুগ্‌গলা) রাগরত্তা সযংকতং মক্কটোহব জালং সোতং অনুপতন্তি ধীরা এতম্পি ছেত্বান সব্ব দুক্‌খং পহায অনপেক্‌খিনো বজন্তি।

সংস্কৃত—যে নরা রাগরক্তাঃ (অনুরাগেন আকৃষ্টাঃ) স্রোতঃ (তৃষ্ণাবেগং) অনুপতন্তি অনুধাবন্তি (তে) স্বয়ংকৃতং (নিজনির্মিতং) জালং মর্কটকঃ (উর্ণনাভঃ) ইব অনুপতন্তি (প্রবিশন্তি), ধীরাঃ (পণ্ডিতা) এতদপি বন্ধনং ছিত্বা (খণ্ডয়িত্বা) সর্বদুঃখং (সর্ব ক্লেশং) প্রহায় (ত্যক্‌ত্বা) অনপেক্ষিণঃ (জাত বৈরাগ্যাঃ) ব্রজন্তি (প্রব্রজ্যাং গৃহ্ণন্তি)।

বাংলা—যাহারা তৃষ্ণাসক্ত, তাহারা স্বরচিত জালে আবদ্ধ উর্ণনাভের ন্যায় তৃষ্ণাস্রোতে পতিত হয়। জ্ঞানিগণ এই তৃষ্ণা-আসক্তি জাল ছিন্ন করিয়া সর্ব-সুখ পরিহারার্থ নির্বাণ লাভার্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

বেণুবন ।। ৩৪৮ ।। উগ্‌গসেন সেট্‌ঠি

মুঞ্চ পুরে মুঞ্চ পচ্ছতো, মজ্‌ঝে মুঞ্চ ভবস্‌স পারগূ।
সব্বত্থ বিমুত্ত মানসো ন পুন জাতি জরং উপেহিসি।

অন্বয়—পুরে মুঞ্চ, পচ্ছতো মুঞ্চ, মজ্‌ঝে মুঞ্চ ভবস্‌স পারগূ; সব্বত্থ বিমুত্ত মানসো জাতি জরং ন পুন উপেহিসি।

সংস্কৃত—পূর্বঃ (সম্মুখস্থিতং বস্তু) মুঞ্চ (ত্যজ) পশ্চাৎ (পশ্চাৎস্থিতং বস্তু) মুঞ্চ (ত্যজ) মধ্যে (মধ্যস্থিতং বস্তু) মুঞ্চ (ত্যজ) (ত্যক্‌ত্বা সর্বং) ভবস্য (সংসারস্য) পারগঃ (পারগামী ভব ইতি শেষঃ) সর্বথা (সর্বপ্রকারেণ) বিমুক্ত মানসঃ (মুক্তচিত্তস্ত্বম্‌) পুনঃ (ভূয়ঃ) জাতি জরাং (জন্ম-মৃত্যুং) ন উপৈষি (প্রাপ্স্যসি)।

বাংলা—সম্মুখভাগে, পশ্চাৎভাগে ও মধ্যভাগে যাহা কিছু বস্তু তোমার আছে, তৎসমস্তই পরিত্যাগ করিয়া ভবের পরপারে গমন কর। সর্ব-

প্রকারে বিমুক্ত-চিত্ত হইলে তোমাকে আর জন্ম-জরা-মৃত্যু ভোগ করিতে হইবে না।

জেতবন ॥ ৩৪৯ ॥ চুল্লধনুগ্গহ পণ্ডিতো

বিতক্ক পমথিতস্স জন্তুনো তিব্বরাগস্স সুভানু পস্সিনো,
ভিয্যো তণ্‌হা পবড্‌ঢতি, এস খো দল্‌হং করোতি বন্ধনং।

অন্বয়—বিতক্ক পমথিতস্স, তিব্বরাগস্স, সুভানু পস্সিনো জন্তুনো তণ্‌হা ভিয্যো পবড্‌ঢতি এস খো বন্ধনং দল্‌হং করোতি।

সংস্কৃত—বিতর্ক প্রথমিতস্য (সন্দেহ দোলয়া দোলায়মানস্য, যদ্বা কাম, দ্বেষ মোহরূপৈঃ ত্রিবিধৈঃ বিতর্কৈঃ প্রনষ্টস্য) তীব্ররাগস্য উৎকটাভিলাষ যুক্তস্য) শুভানুদর্শিনঃ (সুখান্বেষিনঃ) জন্তো (দেহিনঃ) তৃষ্ণা ভূয়ঃ (বাহুল্যেন) বর্ধতে (বৃদ্ধিং গচ্ছতি), এষঃ (স দেহী) খলু বন্ধনং দৃঢ়ং (সুকঠিনং) করোতি (বিদধাতি)।

বাংলা—সন্দেহ দোলায় দোলায়মান অথবা রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই ত্রিবিধ বিতর্ক দ্বারা উৎপীড়িত এবং উৎকট-অনুরাগ দ্বারা আক্রান্ত, ইন্দ্রিয় সুখান্বেষী ব্যক্তির তৃষ্ণা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সে নিশ্চয়ই নিজের বন্ধনকে দৃঢ় করে।

॥ ৩৫০ ॥

বিতক্কূপসমে চ যো রতো অসুভং ভাবয়তি সদা সতো
এস খো ব্যন্তি কাহিতি এসচ্ছেচ্ছতি মারবন্ধনং।

অন্বয়—যো (পুগ্গলো) চ বিতক্কূসমে রতো, সতো সদা অসুভং ভাবয়তি, এস খো মারবন্ধনং ব্যন্তি কাহিতী এসচ্ছেচ্ছতি।

সংস্কৃত—যঃ (লোকঃ) চ (পক্ষান্তরে) বিতর্কপশমে (সন্দেহস্য নিবারণে যদ্বা রাগ দ্বেষ মোহানাং নিবারণে) রতঃ সদা (সর্বদা) স্মৃতঃ (স্মৃতিমান সন্) অশুভং (দেহ আদিনাম্ অপবিত্রতাং) ভাবয়তি

(চিন্তয়তি) এষঃ খলু (দেহ.) মারবন্ধনং ব্যন্ত। করিষ্যতি, সমূলং যথা ভবিষ্যতি তথা এষঃ খলু ছেৎস্যতি বিনাশয়িষ্যতি।

বাংলা—যিনি বিতর্ক বিনোদনে রত থাকিয়া এবং সতত স্মৃতিমান হইয়া এই দেহের অপবিত্রতার বিষয় চিন্তা করেন; সেই ব্যক্তিই মার বন্ধন-সমূহে ধ্বংস করিতে ও উহা বিশেষরূপে ছেদন করিয়া থাকেন।

জেতবন ॥ ৩৫১ ॥ মার

নিট্ঠঙ্গতো অসন্তাসী বীততণ্হো অনঙ্গণো,
উচ্ছিজ্জ ভবসল্লানি অন্তিমোহয়ং সমুস্সযো।

অন্বয়—নিট্ঠঙ্গতো অসন্তাসী বীততণ্হো অনঙ্গণো (পুগ্গলো) ভবসল্লানি উচ্ছিজ্জ, অযং অন্তিমো সমুস্সযো (হোতি)।

সংস্কৃত—নিষ্ঠাংগতঃ (নৈষ্ঠিক), ব্রহ্মচারী ইত্যর্থ) অসন্ত্রাসী (ভয়শূন্য) বীত তৃষ্ণ, (তৃষ্ণা বিরহিতঃ) অনঙ্গন (নিষ্পাপঃ) লোকঃ (ইতি শেষঃ) ভবশল্যানি (সংসার কণ্টকানি) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) অযং (দৃশ্যমানঃ) সমুচ্ছ্রয়ঃ (দেহধারণং) অন্তিমঃ (শেষঃ)।

বাংলা—যিনি নিষ্ঠাপ্রাপ্ত অর্থাৎ অর্হত্বফল লাভী, ভীতি-শূন্য, বীত-তৃষ্ণ এবং নিষ্পাপ তিনি ভবশল্য ছেদন করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার অন্তিম দেহ ধারণ (এতদনন্তর তাঁহাকে আর দেহ ধারণ করিতে হইবে না)।

॥ ৩৫২ ॥

বীততণ্হো অনাদানো, নিরুক্তি, পদ কোবিদো,
অক্খরানং সন্নিপাতং, জঞ্ঞা পুব্বাপরানি চ;
স বে অন্তিম সারীরো মহা পঞ্ঞো [মহাপুরিসো] তিহবুচ্চতি

অন্বয়—বীততণ্হো অনাদানো নিরুক্তি পদ কোবিদো অক্খরানং সন্নিপাতং পুব্বাপরানি চ জঞ্ঞা স বে অন্তিম সারীরো মহাপঞ্ঞো মহাপুরিসোহতি বুচ্চতি।

সংস্কৃত—বীত-তৃষ্ণঃ (তৃষ্ণা-বিরহিতঃ) অনাদানঃ (আসক্তি শূন্যঃ) নিরুক্তি পদ কোবিদঃ (শব্দার্থয়োর্মর্মজ্ঞঃ) অক্ষরাণাং সন্নিপাতং (সন্নিবেশং) পূর্বাপরাণি চ জানাতি (বেত্তি), স (এবম্ভূতঃ লোকঃ) বৈ (হি) অন্তিমশরীর (চরম দেহধারী) মহাপ্রাজ্ঞ (জ্ঞানবান) মহাপুরুষঃ (নরশ্রেষ্ঠঃ) ইতি উচ্যতে (কথ্যতে)।

বাংলা—যিনি তৃষ্ণাবিহীন ও আসক্তি বর্জিত, নিরুক্তিপদ-কোবিদ—শব্দার্থ মর্মজ্ঞ, যাঁহার অক্ষরসমূহের সন্নিবেশ পূর্বাপরত্বজ্ঞান আছে: তিনি অন্তিম দেহধারী মহাপ্রাজ্ঞ ও মহাপুরুষ নামে অভিহিত হন।

গয়া হইতে বারাণসী পথে ।। ৩৫৩ ।। আজীব উপাসক

সব্বাভিভূ সব্ববিদূহমস্মি, সব্বেসু ধম্মেসু অনুপলিত্তো
সব্বঞ্জহো তণ্হক্খয়ে বিমুত্তো, সযং অভিঞ্ঞায কমুদ্দিসেয্যং ?

অন্বয—অহং সব্বাভিভূ, সব্ববিদূ, সব্বেসু ধম্মেসু অনুপলিত্তো অস্মি, সব্বঞ্জহো তণ্হক্খয়ে বিমুত্তো সযং অভিঞ্ঞায কং উদ্দিসেয্যং ?

সংস্কৃত—অহং সর্বাভিভূ (সর্বজয়ী) সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞঃ) সর্বেষু ধর্মেষু—(নিখিলেষু পদার্থেষু) অনুপলিপ্তঃ (অসংস্পৃষ্টঃ) সর্বংজহঃ (সর্বত্যাগ) তৃষ্ণাক্ষয় (তৃষ্ণায়াঃ বিনাশে) বিমুক্তঃ (লব্ধমুক্তিঃ) স্বয়ং অভিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা এতৎ সর্বমিতি শেষঃ) কম্ উদ্দিশেয়ং (উপদেষ্টারং স্বী-কুর্যাম্) ?

বাংলা—আমি সর্বরিপু জয়ী, আমি সর্ববিদ (সর্বজ্ঞ) আমি সর্বধর্মে সর্ব বিষয়ে যাবতীয় জাগতিক পদার্থে নির্লিপ্ত, সর্বত্যাগী এবং তৃষ্ণাক্ষয় করিয়া বিমুক্তি লাভ করিয়াছি। সুতরাং সর্ব বিষয়ে স্ব স্ব প্রচেষ্টা (সাধনা) ও প্রজ্ঞা বলে আমি জ্ঞাত হইয়া আমি স্বয়ং বিমুক্ত—সর্বজ্ঞ (আমার আচার্য বলিয়া) কাহাকেই বা আমি উদ্দেশ করিব ? আমি স্বয়ম্ভূ? আমার পথ প্রদর্শক বা মুক্তি পথের সহায়ক অন্য কেহই নাই।

জেতবন ॥ ৩৫৪ ॥ সক্কদেবরাজ

সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি,
সব্বং রসং ধম্মরসো জিনাতি;
সব্বং রতিং ধম্মরতী জিনাতি,
তণ্হক্খযো সব্ব দুক্খং জিনাতি।

অন্বয়—ধম্মদানং সব্বদানং জিনাতি, ধম্মরসো সব্বং রসং জিনাতি ধম্মরতী সব্বং রতিং জিনাতি, তণ্হক্খযো সব্ব দুক্খং জিনাতি।

সংস্কৃত—ধর্মদানং (ধর্মবিতরণং, ধর্মোপদেশ প্রদান মিত্যর্থঃ) সর্বদানং জয়তি (অতিক্রামতি) ধর্মরসঃ (ধর্মস্য মাধুর্যং) সর্বরসং জয়তি (সর্বেভ্য অতিরিচ্যতে) ধর্মরতিঃ (ধর্মজনিতঃ আনন্দঃ) সর্বরতিং (নিখিলম্ আনন্দং) জয়তি। তৃষ্ণায়াঃ ক্ষয়ঃ (উপশমঃ) সর্বদুঃখং জয়তি (অভিভবতি)।

বাংলা—ধর্মদান সর্বপ্রকার দানকেই পরাভূত করে, ধর্ম-রস সর্ব রসের শ্রেষ্ঠ। ধর্মজনিত আনন্দ নিখিল আনন্দকে পরাভূত করে—অতিক্রম করে। তৃষ্ণাক্ষয় সর্বদুঃখকে অভিভূত করে (তৃষ্ণাক্ষয় সর্বদুঃখ বিজয়ী)।

জেতবন ॥ ৩৫৫ ॥ অপুত্তক সেট্‌ঠি

হনন্তি ভোগা দুম্মেধং নো চে পারগবেসিনো;
ভোগ তণ্হায দুম্মেধো হন্তি অঞ্‌ঞেহব অত্তনং।

অন্বয়—ভোগা দুম্মেধং হনন্তি নো চ (সো) পারগবেসিনো (সো) দুম্মেধো ভোগ তণ্হায অঞ্‌ঞেহব হন্তি।

সংস্কৃত—ভোগাঃ (সুখানি) দুর্মেধসং (দুর্বুদ্ধিং) ঘ্নন্তি (বিনাশয়ন্তি) ন চেৎ (যদি ন) পারগবেষী (যদি নঃ সংসার পারগমনেচ্ছুঃ নভবতি ইত্যর্থঃ) দুর্মেধাঃ (দুর্বুদ্ধিঃ) ভোগ তৃষ্ণায় অন্যাইব আত্মানং (স্বং) হন্তি (বিনাশয়ন্তি)।

বাংলা—যে ব্যক্তি ভব পরপারে গমনেচ্ছু, অর্থাৎ মুক্তিকামী না হয়, তাহা হইলে ভোগ-সম্পদ সেই নির্বোধ ব্যক্তিকে ধ্বংস করে—(ভোগ-সুখমত্ত হইয়া বিনষ্ট হয়)। দুর্মেধা (মূঢ়, দুর্বুদ্ধি) ভোগ তৃষ্ণা দ্বারা অন্য ব্যক্তির ন্যায় নিজকে হনন করে—বিনষ্ট করে।

ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক

পণ্ডুকম্বলসীলা (ইন্দ্রের আসন) ॥ ৩৫৬ ॥ অঙ্কুরদেবপুত্ত

তিনদোসানি খেত্তানি, রাগদোসা অযং পজা,
তস্মাহি বীতরাগস.স দিন্নং হোতি মহপ্ফলং।

অন্বয়—খেত্তানি তিণদোসানি (নিপফলানি হোন্তি), অযংপজা রাগদোসা তস্মাহি বীতরাগেসু দিন্নং মহপফলং হোতি।

সংস্কৃত—ক্ষেত্রাণি (ভূময়ঃ) তৃণদোষৈঃ (তৃণবাহুল্যেন), ইয়ং প্রজা (লোকঃ) রাগদোষৈঃ (অনুরাগভূয়স্তেন) বিনশ্যতি ইতি শেষঃ) তস্মাৎ (অতঃ) বীতরাগেষু (অনুরাগশূন্যেষু) দত্তং (অর্পিতং) (দানমিতিশেষঃ) মহাফলং (ফলশালী) ভবতি।

বাংলা—তৃণবহুল ক্ষেত্র (শস্য উৎপাদনের পক্ষে) ক্ষতিকারক, রাগ-অনুরাগ আসক্তি মানুষের অনর্থকারী ; তদ্ধেতু বীতরাগী—আসক্তিবিহীন ব্যক্তি-দিগকে দান করিলেই মহান ফলদায়ক হয়।

॥ ৩৫৭ ॥

তিণদোসানি খেত্তানি, দোসদোসা অযং পজা,
তস্মাহি বীতদোসেসু দিন্নং হোতি মহপফলং।

অন্বয়—খেত্তানি তিনদোসানি, অযং পজা দোসদোসা ; তস্মাহি বীতং দোসেসু দিন্নং মহপফলং হোতি।

সংস্কৃত—ক্ষেত্রাণি (ভূময়ঃ) তৃণদোষৈঃ (তৃণপ্রাচুর্যেণ), ইয়ং প্রজা (অযং লোকঃ) দ্বেষ দোষেঃ (বিদ্বেষপরায়ণত্বেন) বিনশ্যতি ইতি শেষঃ),

তস্মাৎ (অতএব) হি বীতদ্বেষেষু (বিদ্বেষ শূন্যেষু জনেষু) দত্তং (অর্পিতং দানমিতি শেষঃ) মহাফলং (উৎকৃষ্ট-ফলপ্রসবকারী) ভবতি (জায়তে)।

বাংলা—তৃণবহুল ক্ষেত্র যেমন শস্য উৎপাদনে বিঘ্নকর, তদ্রূপ বিদ্বেষদোষ দুষ্ট ব্যক্তিকে দান করিলে তাহা পুণ্যসঞ্চয়রূপ ফলোৎপাদনে বিঘ্নকর (ক্ষতিকর) হয়। অতএব বিদ্বেষবিহীন ব্যক্তিকে দান করিলেই তাহাতে মহাফল লাভ হয়।

ত্রয়স্ত্রিংশ
লোকদেবরাজ ইন্দ্রভবন ॥ ৩৫৮ ॥ অঙ্কুরদেবপুত্ত

তিনদোসানি খেত্তানি, মোহদোসা অয়ং পজা,
তস্মাহি বীতমোহস্সু দিন্নং হোতি মহপ্‌ফলং।

অন্বয়—খেত্তানি তিণদোসানি, অয়ং পজা মোহদোসা. তস্মাহি বীত-মোহস্সু দিন্নং মহপফলং হোতি।

সংস্কৃত—ক্ষেত্রাণি (ভূময়ঃ) তৃণদোষৈঃ বিনশ্যতি ; ইয়ং প্রজা (অয়ং লোক) মোহদোষৈঃ (মোহবশাৎ) (বনশ্যতি ইতি শেষঃ) : তস্মাৎ (অতএব) হি বীতমোহেষু (মোহশূন্যেষু) দত্তম্‌ (অর্পিতং) দানমিতিশেষঃ মহাফলং (উৎকৃষ্ট ফলদায়কঃ—উৎকৃষ্ট ফল প্রসবকারী) ভবতি (জায়তে)।

বাংলা—ভূমি তৃণবহুল হইলে ফলদায়ক হয়না, মানব মোহপরায়ণ—মোহাভিভূত—মোহমুগ্ধ হইলে অর্থাৎ মোহদোষদুষ্ট হইলে তাহাকে প্রদত্ত দানের ফলও তেমন আশানুরূপ হয় না। মোহশূন্য ব্যক্তিকে প্রদত্ত দানের দ্বারাই মহান ফল লাভ করা যায়।

॥ ৩৫৯ ॥

তিণদোসানি খেত্তানি, ইচ্ছা দোসা অয়ং পজা,
তস্মাহি বিগতিচ্ছেস্সু দিন্নং হোতি মহপফলং।

অন্বয়—খেত্তানি তিনদোসানি, অয়ং পজা ইচ্ছাদোসা, তস্মাহি বিগতিচ্ছেসু দিন্নং মহপ্‌ফলং হোতি।

সংস্কৃত—ক্ষেত্রাণি (ভূময়ঃ) তৃণদোষৈঃ (তৃণবাহুল্যেন) (বিনশ্যতি ইতি শেষঃ) ইয়ং প্রজা (অয়ং লোকঃ) ইচ্ছাদোষৈঃ (বিনশ্যতি ইতি শেষঃ) তস্মাৎ হি বিগতেচ্ছেষু (ইচ্ছাবিবর্হিতেষু লোকেষু) দত্তং (দানমিতিশেষঃ) মহাফলং (উৎকৃষ্ট ফলদায়কং) ভবতি (জায়তে)।

বাংলা—শস্যক্ষেত্র তৃণবহুল হইলে নিকৃষ্ট ফলপ্রসূ হয়, মানবও ইচ্ছা দোষ-দুষ্ট (ঈর্ষাদোষ-দুষ্ট—ঈপ্সাদোষ-দুষ্ট হইলে দানক্ষেত্র হিসাবে নিকৃষ্ট ফলপ্রদায়ী হয়। তদ্ধেতু ইচ্ছাবিহীন (ঈর্ষাবিহীন, ঈপ্সাবিহীন)ব্যক্তিতে যে দান প্রদত্ত হয়, উহা মহাফল প্রসব করে।

ভিক্‌খু বগ্‌গো

(পঞ্চবীসোতিমো)

জেতবন ॥ ৩৬০ ॥ পঞ্চভিক্‌খু

চক্‌খুনা সংবরো সাধু, সাধু সোতেন সংবরো,
ঘানেন সংবরো সাধু, সাধু জিহ্বায সংবরো।

অন্বয়—চক্‌খুনা সংবরো সাধু, সোতেন সংবরো সাধু, ঘানেন সংবরো সাধু, জিব্‌হায সংবরো সাধু।

সংস্কৃত—চক্ষুষা (নেত্রেণ) সংবরঃ (সংযমঃ) সাধুঃ (হিতকর ভবতি) শ্রোত্রেণ (শ্রবণেন্দ্রিয়েণ) সংবরঃ (নিবন্ত্রণম্‌) সাধুঃ (শুভকরঃ) ঘ্রাণেন (নাসিকয়া) সংবরঃ সাধুঃ; জিহ্বয়া সংবরঃ সাধুঃ।

বাংলা—চক্ষু সংযম উত্তম—হিতকর—মঙ্গলজনক; শ্রোত্র—কর্ণ সংযম উত্তম—হিতকর; নাসিকা—ঘ্রাণেন্দ্রিয় সংযতকরণ উত্তম—মঙ্গলজনক, জিহ্বা—রসনা সংবরণ করা উত্তম—হিতকর।

॥ ৩৬১ ॥

কায়েন সংবরো সাধু, সাধু বাচায় সংবরো,
মনসা সংবরো সাধু, সাধু সব্বথ সংবরো,
সব্বত্থ সংবুতো ভিক্খু সব্ব দুক্খা পমুচ্চতি।

অন্বয়—কায়েন সংবরো সাধু বাচায় সংবরো সাধু, মনসা সংবরো সাধু, সব্বথ সংবরো সাধু; সব্বথ সংবুতো ভিক্খু সব্ব দুক্খা পমুচ্চতি;

সংস্কৃত—কায়েন (শরীরেণ) সংবর (নিবারণং) সাধুঃ (শুভকরঃ) ভবতি বাচব (বাক্যেন) সংবরঃ (সংযমঃ) সাধুঃ, মনসা (মনোদ্বারেণ—সংবরঃ সাধুঃ, সর্বত্র (অষ্টদ্বারেষু চক্ষুরাদিষু) সংবরঃ সাধুঃ সর্বত্র (সর্বেষু দ্বারেষু) সংবৃতঃ (সংযতঃ) ভিক্ষুঃ সর্বদুঃখং (নিখিলং ক্লেশং) প্রমুচ্যতে (মুক্তো ভবতি)।

বাংলা—দেহ, বাক্য ও মন এই সকল বিষয়ে সংযত থাকাই শুভকর। যে ভিক্ষু এই অষ্ট বিষয়ে সর্বত্রই সংযত থাকিতে পারেন, তিনি সর্বপ্রকার ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হন।

জেতবন ॥ ৩৬২ ॥ হংসঘাতকভিক্খু

হত্থসঞ্ঞতো পাদসঞ্ঞতো,
বাচায় সঞ্ঞতো সঞ্ঞতুত্তমো;
অজ্ঝত্তরতো সমাহিতো
একো সন্তুসিতো তমাহু ভিক্খুং।

অন্বয়—(যে) হত্থ সঞ্ঞতো পাদ সঞ্ঞতো বাচায় সঞ্ঞতো, (সে) সঞ্ঞতুত্তমো, (সে) অজ্ঝত্তরতো সমাহিতো একো সন্তুসিতো তং ভিক্খু আহু।

সংস্কৃত—হস্তসংযতঃ (হস্তাভ্যাং পরেসাং প্রহরণাদীনাম্ অকরণেন সংবৃতঃ) পাদ সংযতঃ (চরণাভ্যাং সংবৃতঃ) বাচা সংযতঃ (বাক্যেন মৃষাবাদাদী নামকথনেন ইত্যর্থঃ সংবৃতঃ) সংযতোত্তমঃ (সংযমিনাং শ্রেষ্ঠঃ) আধ্যাত্মরতঃ (আধ্যাত্মিক বিষয়চিন্তনে নিযুক্তঃ) সমাহিতঃ (সমাধি-সম্পন্নঃ) একঃ সঙ্গরহিতঃ) সন্তোষিতঃ (তৃপ্তচিত্তঃ য ইতি শেষ) তং (এবম্ভূতং লোকং) ভিক্ষুম আহুঃ।

বাংলা—যিনি হস্ত, পদ ও বাক্যকে সংযত করিয়াছেন, তিনিই প্রধান সংযমী। সেই সংযতোত্তম, আধ্যাত্মিক-বিষয়-চিন্তনে রত, সমাধিসম্পন্ন, সঙ্গ-রহিত ও সন্তুষ্ট-চিত্ত ব্যক্তিই 'ভিক্ষু' নামে অভিহিত হন।

জেতবন ॥ ৩৬৩ ॥ কোকালি

যো মুখসঞ্ঞতো ভিক্খু, মন্তভানী অনুদ্ধতো,
অত্থং ধম্মঞ্চ দীপেতি, মধুরং তস্স ভাসিতং।

অন্বয়—যো ভিক্খু মুখ সঞ্ঞতো (যো) মন্তভানী, অনুদ্ধতো, অত্থং ধম্মঞ্চ দীপেতি, তস্স ভাসিতং মধুরং।

সংস্কৃত—যঃ ভিক্ষুঃ মুখসংযতঃ (য কটু বচনং ন ভাষতে ইত্যর্থঃ) (যশ্চ) মন্ত্রভানী (প্রজ্ঞাপূর্বককথণশীলঃ) অনুদ্ধতঃ (বিনীতচিত্তশ্চ) অর্থং (দেশনাং) ধর্মং (পদার্থতত্ত্বং) চ দীপযতি (বর্ণনেন উজ্জ্বলীকরোতি) তস্য ভাসিতং (বাক্যং) মধুরং ভবতীতিশেষঃ।

বাংলা—যে ভিক্ষু মুখ (বাক্য) সংযত করিয়াছেন, যিনি প্রজ্ঞার সহিত কথা বলেন, যিনি অনুদ্ধত, যিনি ধর্ম ও তাহার যথার্থ তত্ত্ব বর্ণন করিতে সমর্থ তাঁহার বাক্য মধুর।

জেতবন ॥ ৩৬৪ ॥ ধম্মারাম থের

ধম্মারামো ধম্মরতো ধম্মং অনুবিচিন্তযং,
ধম্মং অনুস্সরং ভিক্খু সদ্ধম্মা ন পরিহাযতী।

অন্বয়—(যো) ধম্মারামো, ধম্মরতো, ধম্মং অনুবিচিন্তয়ং, ধম্মং অনুস্সরং (সো) ভিক্খু সদ্ধম্মা ন পরিহায়তি।

সংস্কৃত—ধর্মারাম (ধর্মে এব আরামঃ প্রীতিঃ যস্য স ইত্যর্থঃ) ধর্ম-রতঃ (ধর্মে অনুরক্তঃ) ধর্মং অনুবিচিন্তয়ন (ধর্মমেবসদাভাবায়ন্) ধর্মং অনুস্মরম, (ধর্মমেবসদাঅনুভাবয়ন্) ভিক্ষুঃ সদ্ধর্মাৎ ন পরিহীয়তে।

বাংলা—যিনি ধর্মে আনন্দলাভ করেন, যিনি সতত ধর্ম-রত—ধর্মপথে অবস্থিত যিনি ধর্মচিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সতত ধর্মানুসরণ করেন, সেই ভিক্ষু কখনই সদ্ধর্ম হইতে পতিত হন না।

বেণুবন ।। ৩৬৫ ।। বিপক্খসেবক ভিক্খু।

সলাভং নাতিমঞ্ঞেয়, নাঞ্ঞেসং পিহয়ং চরে,
অঞ্ঞেসং পিহয়ং ভিক্খু সমাধিং নাধিগচ্ছতি।

অন্বয়—সলাভং ন অতিমঞ্ঞেয্য; অঞ্ঞেসং পিহয়ং ন চরে, অঞ্ঞেসং পিহয়ং ভিক্খু সমাধিংন অধিগচ্ছতি।

সংস্কৃত—স্বলাভং (স্বকীয়ং লব্ধবিষয়ং) ন অতিমন্যেত (ন অবজানীয়াৎ) অন্যেষাং (অপরলব্ধ বিষয়াণাং) স্পৃহণং (অভিলাষং) ন চরেৎ (নকুর্যাৎ) অন্যেষাং স্পৃহয়ন্ (অপরলব্ধ বস্তুলাভেচ্ছুঃ) ভিক্ষুঃ সমাধিং ন অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।

বাংলা—স্বীয় লব্ধ বস্তুতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা—অসন্তুষ্ট চিত্ত হওয়া উচিত নয় এবং পরের লব্ধ বস্তুতে স্পৃহা কর' ও লালায়িত হওয়া উচিত নয়। যে ভিক্ষু পরলব্ধ বস্তুতে স্পৃহা করেন—লালায়িত হন সেই ভিক্ষু সমাধি লাভ করিতে পারেন না।

বেণুবন ।। ৩৬৬ ।। অঞ্ঞ সেবক ভিক্খু।

অপ্পলাভো পি চে ভিক্খু সলাভং নাতিমঞ্ঞতি,
তং বে দেবা পসংসন্তি সুদ্ধাজীবিং অতন্দিতং।

অন্বয—অপ্পলাভো পি চে ভিক্‌খু সলাভং নাতিমঞ্ঞেতি, দেবা বে তং সুদ্ধাজীবিং অতন্দিতং (ভিকখু) পসংসন্তি।

সংস্কৃত—অল্প লাভোহপি (অল্পং যথা স্যাৎ তথা প্রাপ্তবান্‌, অপি) যঃ ভিক্ষুঃ স্বলাভং (নিজলাভং) নাতি মন্যতে (ন অবজানাতি) দেবাঃ তং শুদ্ধাজীবং (পবিত্রজীবিকাধারিণং) অতন্দ্রিতং (নিরালস্যং) ভিক্ষুং বৈ (এব) প্রশংসন্তি (স্তুবন্তি)।

বাংলা—যে ভিক্ষু অতি অল্প লাভ করিয়াও উহা অবজ্ঞা করেন না, সেই পবিত্র জীবিকাধারী নিরলস ভিক্ষুকেই দেবতারা প্রশংসা করেন।

জেতবন ।। ৩৬৭ ।। পঞ্চাগ্রদায়ক নাম ভিক্‌খু।

সব্বসো নামরূপস্মিং, যস্‌স নত্থি মমায়িতং,
অসতা চ ন সোচতি স বে ভিক্‌খুতি বুচ্চতি।

অন্বয—সব্বসো নামরূপস্মিং যস্‌স মমায়িতং ন অত্থি, অসতা চ ন সোচতি, স বে ভিক্‌খুতি বুচ্চতি।

সংস্কৃত—সর্বত্র (সর্বস্মিন নিখিলে ইত্যর্থঃ) নামরূপে (বাহ্য বিষয়ে, মানসিক বিষয়ে চ) যস্য মমায়িতং (মমত্বং, অনুরাগ ইত্যর্থঃ) নাস্তি, অসতি চ (তস্মিন্‌ বিষয়ে অবিদ্যমানে ভূতেহপি) ন শোচতি (ন ক্লেশ-মনুভবতি) স বৈ (স এব) ভিক্ষুঃ ইতি বুধ্যতে (জ্ঞায়তে)।

বাংলা—যিনি সর্বপ্রকার নামরূপে মমত্ব-বোধহীন—আত্মবোধবিরহিত—আসক্তিবিহীন এবং সেই নামরূপের অবিদ্যমানতায়-ধ্বংসে-বিনাশে-ক্ষয়-হেতু (যাহা অনিত্য, অস্থায়ী ক্ষণ-বিধ্বংসী, তাদৃশ বিষয়বস্তুর ক্ষয়ে) শোকগ্রস্ত বা দুঃখবোধ করেন না, তাঁহাকেই 'ভিক্ষু' বলা হয়।

জেতবন ।। ৩৬৮ ।। সংবহুল ব্রাহ্মণ

মেত্তাবিহারী যো ভিক্‌খু পসন্নো বুদ্ধসাসনে,
অধিগচ্ছে পদং সন্তং সঙ্খারূপ সমং সুখং।

অন্বয়—যো ভিক্‌খু মেত্তাবিহারী, বুদ্ধ-সাসনে পসন্নো (সো) সঙ্খারূপ-
সমং সুখং সন্তং পদং অধিগচ্ছে।

সংস্কৃত—যঃ ভিক্ষুঃ মৈত্রীবিহারী (মৈত্র্যা 'ব্রহ্মবিহারেণ' যদ্বা মিত্রভাবনয়া বিচরণশীলঃ) বুদ্ধশাসনে প্রসন্নঃ (প্রসন্ন হৃদয়েন বুদ্ধাজ্ঞাং পালয়তি) সঃ সংস্কারোপশমং (বাসনা নাশকং) সুখং (সুখকরং) সৎপদং (শাশ্বতং স্থানং যদ্বা শান্তং স্থানং নির্বাণমিত্যর্থঃ) অধিগচ্ছেৎ (প্রাপ্নুয়াৎ)।

বাংলা—যে ভিক্ষু মৈত্রীবিহারী অর্থাৎ মৈত্রী-ভাবনা-নিরত, বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন—সন্তুষ্টচিত্তে বুদ্ধাদেশ পালনকারী—বুদ্ধমতবাদে শ্রদ্ধাবান, অর্থাৎ বুদ্ধ প্রদর্শিত পন্থায় বিচরণ করিয়া যাঁহার হৃদয় শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। তিনি সংস্কার সমূহের উপশম হেতু সুখকর, শান্ত-পদ—নির্বাণ লাভ করেন।

॥ ৩৬৯ ॥

সিঞ্চ ভিক্‌খু ইমং নাবং, সিত্তা তে লহুমেস্‌সতি,
ছেত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ ততো নিব্বানমেহিসি।

অন্বয়—ভিক্‌খু ইমং নাবং সিঞ্চ, সিত্তা তে লহুং এস্‌সতি, রাগঞ্চ দোসঞ্চ ছেত্বা ততো নিব্বাণং এহিসি।

সংস্কৃত—(হে) ভিক্ষো ইমাং নাবং (আত্মভাবরূপাং বা দেহরূপাং বা নৌকাং) সিঞ্চ (মিথ্যা বিতর্কাদকশূন্যাং কুরু); সিক্তা (বিতর্কাদিশূন্যা কৃতা) তে (তব নৌকা) লঘুত্বং (শীঘ্রগামিত্বং) পাপশূন্যতয়া ভার-রাহিত্যং বা) এষ্যতি (প্রাপ্স্যতি); রাগং (সংসারাসক্তিং) দ্বেষং বিদ্বেষাদিকং) চ ছিত্বা (নির্মূলীকৃত্য) ততঃ (অনন্তরং) নির্বাণং এষ্যসি (লপ্স্যসে)।

বাংলা—হে ভিক্ষু! এই দেহ-নৌকা সেচন কর; মিথ্যা বিতর্কাদিরূপ জল সেঁচিয়া ফেলিলে উহা লঘু (হাল্‌কা) হইবে। রাগ (সংসারাসক্তি) দ্বেষাদির বন্ধন ছেদন করিয়া তুমি নির্বাণ লাভ করিবে।

জেতবন ॥ ৩৭০ ॥ সংবহুল ব্রাহ্মণ

পঞ্চছিন্দে, পঞ্চজহে পঞ্চচুত্তরি ভাবয়ে,

পঞ্চসঙ্গাতিগো ভিক্‌খু ওঘতিন্নোতি বুচ্চতি।

অন্বয়—পঞ্চছিন্দে, পঞ্চজহে, পঞ্চচুত্তরিভাবয়ে পঞ্চসঙ্গাতিবগা ভিক্‌খু ওঘতিন্নোতি বুচ্চতি।

সংস্কৃত—পঞ্চ (ইন্দ্রিয়াণি) ছিন্দি (নির্মূলী কুরু, রূপরসাদিষু আসক্তো মা ভব ইত্যর্থঃ) পঞ্চ (ইন্দ্রিয়াণি) জহীহি পরিত্যজ সমাধি-মবলম্ব্য দর্শনাদি ক্রিয়ায় ত্যজ ইত্যর্থঃ) পঞ্চোত্তরং (রূপরসাদ্যতিক্রান্তং নির্বাণপদং) ভাবয় (চিন্তায়); পঞ্চসঙ্গাতিগঃ (পঞ্চশৃঙ্খলাতিক্রান্তঃ) ভিক্ষুঃ ওঘোত্তীর্ণঃ (রাগ, দ্বেষ, মোহ, মানাদিশূন্যঃ) ইতি উচ্যতে (কথ্যতে)।

বাংলা—পঞ্চ বিষয় ছেদন কর, পঞ্চ বিষয় পরিত্যাগ কর, পঞ্চ বিষয়ের অতীত বস্তু ভাবনা কর, যে ভিক্ষু পঞ্চ বিষয় অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহাকে 'ওঘ-উত্তীর্ণ' বলিয়া বলা হয়।

॥ ৩৭১ ॥

ঝায় ভিক্‌খু মা চ পমাদো,

মা তে কামগুণে ভমস্‌সু চিত্তং;

মা লোহগুলং গিলী পমত্তো,

মা কন্দি দুক্‌খমিদন্তি ডয়হমানো।

অন্বয়—ভিক্‌খু ঝায়, মা চ পমাদো, তে চিত্তং মা কামগুণে ভম্‌সসু; পমত্তো লোহগুলং মা গিলি, ডয়হ্‌মানো দুকখং ইদন্তি (ইতি) মা কন্দি।

সংস্কৃত—(হে) ভিক্ষো! ধ্যায (ধ্যানং কুরু), মা (ন) চ প্রমাদঃ (প্রমত্ত মা ভবতু ইত্যর্থঃ) তে (তব) কামগুণে (রূপ, রসাদি সুখকরবিষয়ে) চিত্তং মা ভ্রমতু (ন বিচরতু) প্রমত্তঃ (সংসারাসক্তসন্) লৌহ গোলকং (তপ্ত লৌহখণ্ডং) মা (ন) গিল উদরস্থং কুরু) দহ্যমান (তপ্যমানঃসন্) দুঃখমিদমিতি (অহো ক্লেশমনুভবামি ইতি) মা (ন) ক্রন্দ (রোদনং কুরু)।

বাংলা—হে ভিক্ষু! ধ্যানপরায়ণ হও, প্রমাদগ্রস্ত হইও না, তোমার চিত্ত রূপরসাদি বিষয়ে যেন বিচরণ না করে। প্রমত্ততাবশতঃ তোমাকে যেন (নরকে) তপ্ত লৌহ-গোলক গলাধঃকরণ করিতে না হয় এবং দহ্যমান হইয়া—'হায়! দুঃখ অনুভব করিতেছি' বলিয়া ক্রন্দন করিতে না হয়।

জেতবন ॥ ৩৭২ ॥ সংবহুল ব্রাহ্মণ

নত্থি ঝানং অপঞ্‌ঞস্‌স, পঞ্‌ঞা নত্থি অঝায়তো,
যস্‌হি ঝানঞ্চ পঞ্‌ঞাচ সবে নিব্বান সন্তিকে।

অন্বয়—অপঞ্‌ঞস্‌স ঝানং নত্থি, অঝায়তো পঞ্‌ঞা নত্থি; যম্হি ঝানঞ্চ পঞ্‌ঞাচ স বে নিব্বান সন্তিকে (বত্ততি)।

সংস্কৃত—অপ্রজ্ঞস্য (তত্ত্ব-জ্ঞান রহিতস্য) ধ্যানং নাস্তি (ন বিদ্যতে) অধ্যায়তঃ (ধ্যানমকুর্বতঃ) প্রজ্ঞা (প্রত্যক্ষানুভূতিং) নাস্তি (ন জায়তে); যস্মিন্ (লোকে) ধ্যানং প্রজ্ঞা চ (বিদ্যতে), স বৈ (স এব) নির্বা-সন্তিকে (নির্বাণ সমীপে বর্ততে ইতি শেষঃ)।

বাংলা—প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির ধ্যান নাই, যিনি ধ্যানে নিরত না থাকেন, তাঁহার প্রজ্ঞা জন্মিতে পারে না। যাঁহার ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়ই আছে তিনিই নির্বাণ সমীপবর্তী হইয়া অবস্থান করেন।

॥ ৩৭৩ ॥

সুঞ্‌ঞাগারং পবিট্‌ঠস্‌স সন্ত চিত্তস্‌স ভিক্‌খুনো,
অমানুসীরতী হোতি সম্মাধম্মং বিপস্‌সতো।

অন্বয—সুঞ্ঞাগারং পবিট্ঠস্স সন্তচিত্তস্স সম্মাধম্মং বিপস্সতো ভিক্খুনো অমানুসীরতী হোতি।

সংস্কৃত—শূন্যাগারং (শূন্যগৃহং, রাগদ্বেষাদিরহিতং দেহং) প্রবিষ্টস্য (ধাবযতঃ ইত্যর্থঃ) শান্ত-চিত্তস্য (নির্বৃত মনসঃ) সম্যক্ (সুন্দরং যথা স্যাৎ তথা) ধর্মং (কার্যকারণভাবং) বিপশ্যতঃ (বিজানতঃ) ভিক্ষো অমানুষী (অলৌকীকি) রতিঃ (আনন্দং) ভবতি।

বাংলা—যিনি নির্জন স্থানে ধ্যানপ্রিয, (যাঁহার দেহে রাগ-দ্বেষাদি কিছুই নাই), যাঁহার চিত্ত শান্তভাব ধারণ করিয়াছে, যিনি সম্যক্-রূপে ধর্ম উপলব্ধি করিয়াছেন সেই ভিক্ষু অমানুষা রতি (দিব্য সন্তোষ) লাভ করেন।

জেতবন ॥ ৩৭৪ ॥ সংবহুল ব্রাহ্মণ।

যতো যতো সম্মসতি খন্ধানং উদযব্যযং,
লভতী পীতি পামোজ্জং অমতং তং বিজানতং।

অন্বয—যতো যতো খন্ধানং উদযব্বযং সম্মসতি, অমতং বিজানতং তং পীতি পামোজ্জং লভতি।

সংস্কৃত—যতঃ যতঃ (যস্মিংকালে) স্কন্ধানাং (রূপবেদনাদীনাং) উদয ব্যযৌ (উৎপাদন বিনাশং) সংমৃশতি (ভাবযতে) তদা অমৃতং (নির্বাণং) বিজানতং (বিদতাং) তৎপ্রীতি প্রামোদ্যং (প্রীতি-সন্তোষং, প্রামোদ্যং আহ্লাদঞ্চ লভতে (প্রাপ্নোতি)।

বাংলা—যখন তিনি (রূপবেদনাদি) স্কন্ধপঞ্চকের উৎপত্তি ও বিলয়ের বিষয় ভাবনা করেন, তখন নির্বাণ-পরিজ্ঞাত ব্যক্তিগণের যেরূপ প্রীতি ও প্রামোদ্য হয়, তাঁহারও তদ্রূপ প্রীতি-প্রামোদ্য লাভ হইয়া থাকে।

॥ ৩৭৫ ॥

তত্রায মাদি ভবতি ইধ পঞ্ঞস্স ভিক্খুনো
ইন্দ্রিযগুত্তি সন্তুট্ঠী পাতিমোক্খে চ সংবরো।
মিত্তে ভজস্সু কল্যাণে সুদ্ধাজীবে অতন্দিতে।

অন্বয়—ইন্দ্রিয়গুত্তি সন্তুট্‌ঠী পাতিমোক্‌খে চ সংবরো. ইধ পঞ্‌ঞস্‌স ভিক্‌খুনো তত্র অথং আদি ভবতি, সুদ্ধাজীবে অতন্দিতে কল্যাণে মিত্তে ভজস্‌সু।

সংস্কৃত—তত্র প্রাজ্ঞস্য (প্রজ্ঞাবিশিষ্টস্য তত্ত্বজ্ঞানযুক্তস্য ইতি যাবৎ) ভিক্ষোঃ অত্র (এতদ্বিষয়ে) অথং আদিঃ (আবন্তঃ) ভবতি। (কোহয়মিত্যুচ্যতে) ইন্দ্রিয়গুপ্তিঃ (ইন্দ্রিয়সংযমঃ) সন্তুষ্টিঃ (চিত্তস্য সন্তোষঃ) প্রাতিমোক্ষে (ধর্মবিষয়ে) সংবরঃ (নিবর্তনং, শাসন-পালনমিত্যর্থঃ)। (অপি চ) শুদ্ধাজীবং (পবিত্রজীবনং) অতন্দ্রিতং (নিরালস্যং) কল্যাণং (কুশল প্রবর্দ্ধকং) মিত্রং (বন্ধুং যথা কল্যাণমিত্রং ধর্মোপদেশক-গুরুং) ভজস্ব (সেবস্ব)।

বাংলা—(বুদ্ধশাসনে) ইন্দ্রিয়সংযম, চিত্তসন্তোষ এবং প্রাতিমোক্ষে নির্দে-শিত শীল প্রতিপালন, ইহাই প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর আদি কর্তব্য। অপিচ শুদ্ধজীবি, নিরলস কল্যাণমিত্রের ভজনা করিবে।

জেতবন ॥ ৩৭৬ ॥ সংবহুল ভিক্‌খু।

পটিসন্থারবুত্যস্‌স আচারকুসলো সিয়া,
ততো পামোজ্জবহুলো দুক্‌খস্‌সন্তং করিস্‌সতি।

অন্বয়—পটিসন্থারবুত্তস্‌স আচার কুসলো সিয়া, ততো পামোজ্জবহুলো দুক্‌খস্‌সন্তং করিস্‌সতি।

সংস্কৃত—প্রধীসন্ধারবৃত্তঃ (প্রধ সংজ্ঞকানাং বুদ্ধিনাং সন্ধারেণ সংস্কারেণ বৃত্তঃ বর্তমানঃ) আচারকুশলঃ (শীলাচারে নিপুণঃ) চ সন্ (ভূত্বা) ততঃ (অনন্তরং) প্রামোদ্যবহুলঃ (বৃত্তি স্বৈর্য সম্পাদন-জনিতং আচারপালনজনিতং চ সুখং অনুভবন ইত্যর্থঃ) দুঃখস্য (ক্লেশস্য) অন্তং (নাশং) করিষ্যসি।

বাংলা—বুদ্ধিবৃত্তির স্থৈর্য সম্পাদন করিয়া ও কর্তব্য পালনে নিপুণ হইয়া তুমি আচারপালনজনিত সুখ অনুভব করিতে করিতে দুঃখের ধ্বংস করিতে পারিবে।

জেতবন ।। ৩৭৭ ।। পঞ্চসত ভিক খু।

বস্সিকা বিয় পুপ্ফানি মদ্দবানি পমুঞ্চতি,
এবং রাগঞ্চ দোসঞ্চ বিপ্পমুঞ্চেথ ভিক্খবো।

অন্বয়—বস্সিকা মদ্দবানি পুপফানি পমুঞ্চতি বিয় এবং ভিক্খবো রাগঞ্চ দোসঞ্চ বিপ্পমুঞ্চেথ।

সংস্কৃত—বার্ষিকাঃ (পুষ্পবৃক্ষাঃ)—যূথিকা পুষ্পলতিকা—মর্দিতানি (ম্লানানি) পুষ্পাণি (কুসমানি) প্রমুঞ্চন্তি (ত্যজন্তি), এবং (তদ্বৎ) ভিক্ষবঃ রাগং (অনুরাগং) দ্বেষং (বিদ্বেষং) চ বিমুঞ্চেযুঃ (ত্যজেযুঃ)

বাংলা—বার্ষিকা—বার্ষিকী (পুষ্পবৃক্ষা—পুষ্প লতিকা) যেমন ম্লান-(মর্দিত, বাসি) পুষ্পসকল ত্যাগ করে—ছাড়াইয়া ফেলে—তদ্রূপ ভিক্ষুগণও রাগ-দ্বেষাদি ত্যাগ করিবেন।

জেতবন । ৩৭৮ ।। সন্তকাযথের।

সন্তোকাযো সন্তবাচো সন্তবা সুসমাহিতো,
বন্ত লোকামিসো ভিক্খু উপসন্তোতি বুচ্চতি।

অন্বয—(যো) ভিক্খু সন্তকাযো, সন্তবাচো, সন্তবা সুসমাহিতো, বন্ত লোকামিসো (সো) উপসন্তোতি বুচ্চতি।

সংস্কৃত—শান্তকাযঃ (প্রাণাতিপাতাদীনামকরণেন শান্তদেহঃ) শান্তবাক (মৃষাবাদাদীনামভাবেন সংযতবাক্) শান্তমনাঃ (অবিদ্যাদীনাম-ভাবেন প্রশান্ত চিত্তবৃত্তিঃ) সুসমাহিতঃ (সমাধিসম্পন্ন-চিত্তঃ)

বান্ত-লোকামিষঃ (উদগীর্ণ সংসারাভিলাষঃ) ভিক্ষুঃ উপশান্ত (নির্বৃত) নির্বাণ সাপন্ন ইত্যর্থঃ) ইতি বর্ব্যতে (জ্ঞায়তে)।

বাংলা—যে শান্তদেহ, শান্তবাক্য, শান্তচিত্ত (যিনি দৈহিক, বাচনিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ পাপ হইতে বিরত) ও সমাধিসম্পন্ন, যে ভিক্ষু (চারি মার্গ ভাবনা দ্বারা) পুনর্জন্ম দূর করিয়াছেন তাঁহাকে উপশান্ত (নির্বাণপ্রাপ্ত) বলিয়া জানিবে।

জেতবন ।। ৩৭৯ ।। লঙ্গুলথের।

অত্তনা চোদয়ত্তানং পটিমাসে অত্তমত্তনা,
সো অত্তগুত্তো সতিমা সুখং ভিক্‌খু বিহাহিসি।

অন্বয়—অত্তনা অত্তানং চোদয, অত্তনা অত্তং পটিমাসে; সো অত্তগুত্তো সতিমা ভিক্ষু সুখং বিহাহিসি।

সংস্কৃত—আত্মনা (স্ববীর্যেন) আত্মানং চোদয় (চালয, শীলানুষ্ঠানে নিয়োজয ইত্যর্থঃ) আত্মনা (স্বয়ং) আত্মানং (স্বয়ং) প্রতিবসেৎ (আত্মারামো ভবেৎ ইত্যর্থঃ); সঃ (এবম্ভূতঃ) আত্মগুপ্তঃ (স্বরক্ষিতঃ) স্মৃতিমান্ ভিক্ষুঃ (ত্বম) সুখং (সানন্দং) বিহরিষ্যসি।

বাংলা—(স্বীয় প্রজ্ঞানুসারে) নিজকে শীলাদির অনুষ্ঠানে নিযুক্ত কর; নিজেই নিজের মধ্যে অধিষ্ঠান কর, যে ভিক্ষু স্মৃতিমান ও আত্মগুপ্তি-পরায়ণ, সেই ভিক্ষু পরমানন্দে বিহার করেন।

জেতবন ।। ৩৮০ ।। লাঙ্গুলথের।

অত্তাহি অত্তনো নাথো অত্তাহি অত্তনো গতি,
তস্মা সংযমমত্তানং অস্‌সং ভদ্রং ব বাণিজো।

অন্বয়—অত্তাহি অত্তনো নাথো, অত্তাহি অত্তনো গতি, তস্‌সা বাণিজো ভদ্রং অস্‌সং ব অত্তানং সংযমব।

ভদ্রং অস্‌সং ব অত্তানং সংযমব।

সংস্কৃত—আত্মা হি (নিশ্চিতং) আত্মনঃ (স্বস্য) নাথঃ (স্বামী, চালক ইত্যর্থঃ) আত্মা হি (নিশ্চিতং) আত্মনঃ (স্বস্য) গতিঃ (আশ্রয়ঃ) তস্মাৎ (অতএব) বণিক্ (পণ্যব্যবসায়ী) ভদ্রং (সুজাতম্) অশ্বং (বাজিনম্) ইব আত্মানং (স্বং) সংযমব (সংযতং কুরু)

বাংলা—আত্মাই (নিজেই) আত্মার (নিজের) প্রভু, নিজেই নিজের আশ্রয়, বণিক যেমন সুজাত-ভদ্র অশ্বকে সংযত করে, সেইরূপ আত্মাকে সংযত করা।

বেণুবন ।। ৩৮১ ।। বক্কলিথেব।

পামোজ্জবহুলো ভিক্খু পসন্নো বুদ্ধসাসনে,
অধিগচ্ছে পদং সন্তং সংখারূপ সমং সুখং।

অন্বয়—পামোজ্জবহুলো বুদ্ধসাসনে পসন্নো ভিক্খু, সংখারূপ সমং সুখং সন্তং পদং অধিগচ্ছে।

সংস্কৃত—প্রামোদ্যবহুলঃ (আত্ম-সংযমজনিতানন্দবিশিষ্টঃ) বুদ্ধশাসনে (বুদ্ধাজ্ঞাপালনে) প্রসন্নঃ (হৃষ্টচিত্তঃ) ভিক্ষুঃ, সংস্কারোপশমং (বাসনাক্ষয়করং) সুখং (সুখকরং) পদং (স্থানং নির্বাণমিত্যর্থঃ) অধিগচ্ছেৎ (প্রাপ্নুয়াৎ)।

বাংলা—(আত্মসংযমজনিত) আনন্দবিশিষ্ট, বুদ্ধাজ্ঞা পালনে হৃষ্টচিত্ত ভিক্ষু শাশ্বতপদ-শান্তপদ (নির্বাণ) লাভ করেন; কারণ সংস্কারের ক্ষয় বা উপশম সুখকর।

শ্রাবস্তী-পূর্বারাম ।। ৩৮২ ।। সুমন সামনের।

যো হবে দহরো ভিক্খু যুঞ্জতি বুদ্ধসাসনে,
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্ভা মুত্তোবচন্দিমা।

অন্বয়—যো হবে দহরো ভিক্খু বুদ্ধসাসনে যুঞ্জতি; সো অব্ভামুত্তো চন্দিমা ব ইমং লোকং পভাসেতি।

সংস্কৃত—যঃ হি বৈ এব যুবাভবে সংসারে দহরঃ (ক্ষুদ্রঃ) ভিক্ষুঃ বুদ্ধশাসনে (বুদ্ধাজ্ঞা পালনে) যুজ্যতে (আত্মানং নিযোজয়তি), সঃ অভ্রেণ (মেঘেন) মুক্তঃ (বিরহিতঃ) চন্দ্রমাঃ (চন্দ্র) ইব ইমং লোকং (সংসারং) প্রভাসয়তি (আলোকয়তি)।

বাংলা—সংসারে যে ভিক্ষু (তিনি যতই ছোট বা অল্পবয়স্ক হউন না কেন) বয়ঃকনিষ্ঠ হউন না কেন বুদ্ধের আজ্ঞাপালনে সর্বদা নিযুক্ত থাকেন, মেঘমুক্ত চন্দ্র যেমন পৃথিবীকে আলোকিত করে, তিনিও তদ্রূপ জগতকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেন।

ভিক্‌খুবগ্‌গো পঞ্চবীসতিমো
ভিক্ষুবর্গ পঞ্চবিংশতিতম সমাপ্ত।

ব্রাহ্মণবগ্‌গো
ছব্বীসতিমো

জেতবন ॥ ৩৮৩ ॥ পসাদবহুল ব্রাহ্মণ।

ছিন্দসোতং পরক্কম্ম কামেপনুদ ব্রাহ্মণ,
সঙ্খারানং খয়ং ঞত্বা অকতঞ্ঞূ'সি ব্রাহ্মণ।

অন্বয়—ব্রাহ্মণ, পরক্কম্ম সোতংছিন্দ, কামেপনুদ ব্রাহ্মণ, সঙ্খারনাং খয়ং ঞত্বা অকতঞ্ঞূ অসি।

সংস্কৃত—হে ব্রাহ্মণ! পরাক্রম্য (বীর্যমবলম্ব্য) স্রোতঃ (তৃষ্ণাগতিং) ছিন্দি (নিবারয়) কামান্ (অভিলাষান্) অপনুদ (অপনয়), হে ব্রাহ্মণ! সংস্কারাণাং (বাসনানাং) ক্ষয়ং (নিরোধং) জ্ঞাত্বা (সম্পাদ্য ইত্যর্থঃ) অকৃতজ্ঞঃ (নির্বানাভিজ্ঞঃ, নাস্তি কৃতকরণং যস্য, তৎ অকৃতং নির্বাণমিত্যর্থঃ) অসি (ভবসি)।

বাংলা—হে ব্রাহ্মণ! পরাক্রম সহকারে তৃষ্ণা-স্রোতের গতিরোধ করিয়া কামনাসমূহ (ভোগ-বাসনা ইত্যাদি) পরিত্যাগ কর। হে ব্রাহ্মণ! তুমি সংস্কারসমূহের (পঞ্চস্কন্ধের) ক্ষয় (বিনাশ) অবধারণ করিয়া 'অকৃতজ্ঞ' (নির্বাণপদ জ্ঞাত) হও।

জেতবন ॥ ৩৮৪ ॥ সংবহুল ভিক্‌খু

যদা দ্বয়েসু ধম্মেসু পারগূ হোতি ব্রাহ্মণো,
অথস্‌স সব্বে সংযোগা অত্থং গচ্ছন্তি জানতো।

অন্বয়—যদা ব্রাহ্মণো দ্বয়েসু ধম্মেসু পারগূ হোতি জানতো অস্‌স সব্বে সংযোগা অত্থং গচ্ছন্তি।

সংস্কৃত—যদা (যস্মিনকালে) ব্রাহ্মণ (বিপ্রঃ) দ্বয়োধর্ময়োঃ (চিত্তসংযমে ভাবনায়াঞ্চ) পারগঃ (অন্তর্দর্শী) ভবতি (তদা) জানতঃ (বিজ্ঞস্য) অস্য সর্বে (নিখিলাঃ) সংযোগঃ (বন্ধনানি) অস্তং (নাশং) গচ্ছন্তি (যান্তি)।

বাংলা—যখন ব্রাহ্মণ চিত্তসংযম এবং ভাবনা (শমথ এবং বিদর্শন ভাবনা) এই দ্বিবিধ ধর্মে পারগূ (পারপ্রাপ্ত, পারদর্শী অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন) হন, তখন তাঁহার সমস্ত বন্ধন (অস্তগত) বিনাশ হইয়া যায়। (তাঁহাকে পুনরায় সংসারাবর্তে প্রত্যাগমন করিতে হয় না)।

জেতবন ॥ ৩৮৫ ॥ মার।

যস্‌স পারং অপারং বা পারাপারং ন বিজ্জতি,
বীতদ্দরং বিসংযুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—যস্‌স পারং অপারং বা পারাপারং ন বিজ্জতি, বীতদ্দরং বিসংযুত্তং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—যস্য (লোকস্য) পারং (চক্ষুরাদি আধ্যাত্মিকং ষড়ায়তনং) অপারং (বাহ্যরূপাদি ষড়ায়তনম্) পারাপারং (অহংকারমমকারাদি)

ন বিদ্যতে (অস্তি) তৎ বীতদ্বাবং (বাহ্যেন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানরহিতং) বিসংযুক্তং (সংযোগরহিতম্—আসক্তিশূন্যমিত্যর্থঃ) লোকম্ অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (কথয়ামি)।

বাংলা—যাঁহার আধ্যাত্মিক চক্ষু ইত্যাদি ছয় আয়তন, (এইরূপ যে পার) এবং বাহির রূপাদি ছয় আয়তন (এইরূপ যে অপার) অহংকার, মমকার এতদুভয়ই নাই, যিনি মানসিক ক্লেশ ও সংযোগ বা অসক্তি-শূন্য তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

জেতবন || ৩৮৬ || অঞ্ঞতর ব্রাহ্মণ।

ঝায়িং বিরজমাসীনং কতকিচ্চং অনাসবং,
উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—ঝায়িং বিরজং আসীনং কতকিচ্চং অনাসবং উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—ধ্যায়িনং (ধ্যানশীলং) বিরজসং (রজোমুক্তং আসক্তিরহিতমিত্যর্থঃ) আসীনং (একলং), কৃতকৃত্যং (অনুষ্ঠিত সর্বকার্যং) অনাশ্রবং (আশ্রব-বিমুক্তং পাপাসক্তিরহিতমিত্যর্থঃ), উত্তমার্থং (অর্হত্বং) অনুপ্রাপ্তং (অধিগতং) তং (লোকং) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (কথয়ামি)।

বাংলা—যিনি ধ্যানশীল, রজোমুক্ত (আসক্তিরহিতো) এককবিহারী কর্তব্যানুযায়ী (যিনি সমস্ত কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করিয়াছেন) পাপবিমুক্ত এবং অর্হত্বপদ প্রাপ্ত এইরূপ লোককেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

মিগার-মাতা প্রাসাদ || ৩৮৭ || আনন্দথের।

দিবা তপতি আদিচ্চো, রত্তিং আভাতি চন্দিমা,
সন্নদ্ধো খত্তিয়ো তপতি ঝায়িতপতি ব্রাহ্মণো;
অথ সব্বমহোরত্তিং বুদ্ধো তপতি তেজসা।

অন্বয়—আদিচ্চো দিবা তপতি চন্দিমা রত্তিং আভাতি, খত্তিয়ো সন্নদ্ধো তপতি, ব্রাহ্মণো ঝায়ি তপতি, অথ সব্বং অহোরত্তিং বুদ্ধো তেজসা তপতি।

সংস্কৃত—আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) দিবা (দিবসে) তপতি (তাপং দদাতি) চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রঃ) রাত্রৌ (রজন্যাম্) আভাতি (প্রকাশতে), ক্ষত্রিয়ঃ সন্নদ্ধঃ চতুরঙ্গবলৈঃ সমন্বিতঃসন্) তপতি (আভাতি), ব্রাহ্মণঃ (বিপ্রঃ) ধ্যায়ী (ধ্যানশীল সন্) তপতি, অথ (পক্ষান্তরে) বুদ্ধঃ (তথাগতঃ) সর্বম্ অহোরাত্রং (দিবারাত্রং) তেজসা তপতি (আভাতি)।

বাংলা—সূর্য দিবাতে প্রদীপ্ত হয়, চন্দ্র রাত্রিতে প্রদীপ্ত হয়, ক্ষত্রিয় রাজা (তাঁহার সুবর্ণ মণি বিচিত্র সর্বাভরণ দ্বারা পরিমণ্ডিত ও চতুরঙ্গিনী সেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া) সন্নদ্ধ হইয়া প্রদীপ্ত হন, ধ্যানশীল ব্রাহ্মণ অর্হৎ ধ্যান প্রভাবে প্রদীপ্ত হন, কিন্তু বুদ্ধ স্বীয় শীলসমাধি, প্রজ্ঞা-তেজে দিবারাত্র প্রদীপ্ত থাকেন।

জেতবন ।। ৩৮৮ ।। অঞ্ঞতর পব্বজিত।

বাহিতপাপোতি ব্রাহ্মণো,
সমচরিয়া সমণোতি বুচ্চতি,
পব্বাজয় অত্তনোমলং,
তস্মা পব্বজিতো তি বুচ্চতি।

অন্বয়—বাহিত পাপোতি ব্রাহ্মণো বুচ্চতি, সমচরিয়া সমণোতিবুচ্চতি, যস্সা অত্তনো মলং পব্বাজয়ং তস্মা পব্বজ্জিতো তিবুচ্চতি।

সংস্কৃত—বাহিকপাপঃ (অপগত পাপঃ) ইতি ব্রাহ্মণঃ (বিপ্রঃ) ইতি উচ্যতে সংচরঃ (সম্যক্ আচরণশীলঃ) ইতি শ্রমণ উচ্যতে (কথ্যতে) আত্মনঃ (স্বস্য) মলং (পাপং) প্রব্রাজয়ন্ (দূরীকুর্বন্) (তিষ্ঠতি) তস্মাৎ প্রব্রজিতঃ ইতি উচ্যতে (কথ্যতে)।

বাংলা—পাপ হইতে মুক্ত (পাপ বহির্দ্বারকারীকে) 'ব্রাহ্মণ' পাপ অকুশলাদি উপশমনকারীকে 'শ্রমণ' বলে, সেইরূপ নিজের রাগাদি-আসক্তি ইত্যাদি মলকে প্রব্রাজিত করিয়া—পরিহার করিয়া 'বিচরণকারীকে' 'প্রব্রাজিত' ভিক্ষু বলে।

জেতবন ॥ ৩৮৯ ॥ সারিপুত্তথের।

ন ব্রাহ্মণস্স পহরেয্য নাস্স মুঞ্চেথ ব্রাহ্মণো,
ধী ব্রাহ্মণস্স হন্তারং ততোধী যস্স মুঞ্চতি।

অন্বয়—ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণস্স ন পহরেয্য, ব্রাহ্মণো অস্স ন মুঞ্চেথ, ব্রাহ্মণস্স হন্তারং ধি, যো অস্স মুঞ্চতি ততো তস্স ধি।

সংস্কৃত—ব্রাহ্মণঃ (বিপ্রঃ) ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ন প্রহরেৎ, ব্রাহ্মণঃ (প্রহৃতবিপ্রঃ) অস্মৈ (প্রহারকায় ব্রাহ্মণায়) ন (কোপং) মুঞ্চেৎ (কোপং ন প্রকাশয়েদিত্যর্থঃ), ব্রাহ্মণস্য হন্তারং (বিপ্রঘাতকং) ধিক্, ততঃ (তস্মাৎ) যঃ অস্মৈ (কোপং মুঞ্চতি) তং ধিক।

বাংলা—ব্রাহ্মণ (অন্য কোন) ব্রাহ্মণকে (কায়ে কিম্বা বাক্যে) প্রহার করিবে না; এবং (প্রহৃত—প্রহারলব্ধ) ব্রাহ্মণ (প্রহারকারী) ব্রাহ্মণের প্রতি (প্রতিশোধ গ্রহণ ইচ্ছায়) কোপ প্রকাশ করিবে না। যে ব্রাহ্মকে প্রহার করে, তাহাকে ধিক্, যে ব্রাহ্মণ (প্রহারকারীর প্রতি) কোপ প্রকাশ ও বৈরীভাব পোষণ করে তাহাকে অত্যন্ত ধিক্।

॥ ৩৯০ ॥

ন ব্রাহ্মণস্সেতদকিঞ্চি সেয্যো, যদা নিসেধো মনসো পিয়েহি,
যতো যতো হিংসমনো নিবত্ততি ততো ততো সম্মতিমেব দক্খং।

অন্বয়—এতং ব্রাহ্মণস্স অকিঞ্চি সেয্যো ন, যদা মনসো পিয়েহি নিসেধো, যতো যতো হিংসমনো নিবত্ততি ততো ততো দুক্খং সম্মতিমেব।

সংস্কৃত—এতৎ (ইদং) ব্রাহ্মণস্য (বিপ্রস্য) অকিঞ্চিৎ শ্রেযঃ (অল্পমঙ্গলং) ন, যদা (চেৎ) মনসঃ (চিত্তস্য) প্রিযেভ্যঃ (প্রীতিকরেভ্য বস্তুভ্যঃ) নিষেধঃ (নিবারণং) যতঃ যতঃ (যস্মাৎ এব বস্তুনঃ) হিংস্রমনঃ (ক্রোধান্বিতং চিত্তং) নির্বততে (প্রত্যাগচ্ছতি) ততঃ ততঃ (তস্মাৎ নিখিলৎ বস্তুনঃ) দুঃখং (কষ্টং) শাম্যতি এব (নিবর্ততে এব)।

বাংলা—ব্রাহ্মণ যদি প্রিযবস্তু হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে ঐভাবে মনকে নিবৃত্ত করণ ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বল্প লাভ নহে, কারণ যে যে বস্তু হইতে ক্রোধান্বিত মন নিবৃত্ত করা যায়, সেই সেই বস্তু বা বিষয় হইতে আর দুঃখ উৎপন্ন হয না।

জেতবন ।। ৩৯১ ।। মহাপজাপতি গোতমী।

যস্স কাযেন বাচায মনসা নত্থি দুক্কতং
সংবুতং তীহি ঠানেহি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয—যস্স কাযেন বাচায মনসা দুক্কতং, নত্থি তীহি ঠানেহি সংবুতং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—যস্য (লোকস্য) কাযেন (শরীরেণ) বাচা (বাক্যেন) মনসা (চিত্তেন) চ দুষ্কৃতং (পাপং) নাস্তি (ন বিদ্যতে), ত্রিভিঃ (এতৈস্ত্রিভিঃ) স্থানৈ সংবৃতং (সুরক্ষিতং) তং (লোকং) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (কথযামি)।

বাংলা—যাঁহার কায, মন, বাক্যে দুষ্কৃত (পাপ) নাই, যিনি এই ত্রিস্থানে (কাযমনোবাক্যে) সংযত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

জেতবন ।। ৩৯২ ।। সারিপুত্তত্থের।

যম্হা ধম্মং বিজানেয্য সম্মাসম্বুদ্ধদেসিতং,
সক্কচ্চং তং নমস্সেয্য অগ্গিহুত্তং'ব ব্রাহ্মণো।

অন্বয়-যম্হা সম্মা সম্বুদ্ধদেসিতং ধম্মং বিজানেয্য, তং অগ্গিহুত্তং ব্রাহ্মণো'ব সক্কচ্চং নমস্সেয্য।

সংস্কৃত—যস্মাৎ (লোকাৎ) সম্বুদ্ধদেশিতং (বুদ্ধোপদিষ্টং) ধর্মং বিজানীয়াৎ (লভেত), তং (লোকং) অগ্নিহোত্রং (বহ্ন্যুপহারং) ব্রাহ্মণ ইব সৎকৃত্য (সৎকার পূর্বকং) নমস্যেৎ (প্রণমেৎ)

বাংলা—সম্যক্ সম্বুদ্ধের উপদিষ্ট ধর্ম যাঁহার নিকট হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়, (অগ্নি পরিচারক-হোমানল পূজক) ব্রাহ্মণ যেমন অগ্নিহোত্রকে ভক্তিভরে প্রণাম করে, সেইরূপভাবে (সম্যক সম্বুদ্ধদেশিত সদ্ধর্মোপদেষ্টাকে) শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে প্রণাম করিবে।

জেতবন ।। ৩৯৩ ।। জটিল ব্রাহ্মণ।

ন জটাহি ন গোত্তেহি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো।

অন্বয়—জটাহি ব্রাহ্মণো ন হোতি, গোত্তেহি জচ্চা চ ন; যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো।

সংস্কৃত—জটাভিঃ (জটাধারণৈঃ) ব্রাহ্মণঃ ন ভবতি, গাত্রৈঃ (কুলোপাধিভিঃ) ন, জাত্যা (জন্মনা) চ ন, (ব্রাহ্মণো ন ভবতি ইত্যর্থঃ); যস্মিন (জনে) সত্যঞ্চ ধর্মশ্চ (প্রতিষ্ঠিতৌস্তঃ) সঃ শুচিঃ (শুদ্ধঃ) স চ ব্রাহ্মণং (বিপ্রঃ)।

বাংলা—জটাজুট পরিধান দ্বারা, গোত্রের দ্বারা এবং জাতিদ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, অপিচ যিনি চারিটি আর্যসত্য (ষোড়শ প্রকারে) দর্শন করিয়াছেন এবং (নবলোকোত্তর) ধর্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই শুচি এবং তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

বৈশালী কূটাগারশালা ।। ৩৯৪ ।। কুহক ব্রাহ্মণ।

কিং তে জটাহি দুম্মেধ, কিংতে অজিন সাটিযা,
অব্ভন্তরং তে গহনং বাহিরং পরিমজ্জসি।

অন্বয—দুম্মেধ, তে জটাহি কিং? তে অজিন সাটিযা কিং? তে অবভন্তবং গহনং, বাহিবং পবিমজ্জসি।

সংস্কৃত—হে দুর্মেধঃ (দুষ্প্রজ্ঞ) তে (তব) জটাভিঃ (কিংফলম্) তে (তব) অজিন শাট্যা (মৃগচর্মণা) কিং? তে (তব) অবভন্তবং (অন্তঃকবণং) গহনং (দুর্ভেদং পাপপূর্ণমিত্যর্থঃ) (ত্বং) বহিঃ (বাহ্যংশবীবং) পবিমার্জযসি (বিশোধবসি)।

বাংলা—হে দুর্বুদ্ধে! তোমাব জটাজুটে এবং মৃগচর্মে ফল কি? তোমাব অভ্যন্তৰ বাগাদি ক্লেশ দ্বাবা পবিপূর্ণ, তুমি বাহ্য শবীব কেবল পবিমার্জিত কবিতেছ।

বাজগৃহ গৃধ্রকুট পর্বত ॥ ৩৯৫ ॥ বিসা গোতমী।

পংসুকুলধবং জন্তুং কিসং ধমনি সন্থতং,
একং বনস্মিং ঝাযন্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয—পংসুকুলধবং কিসং ধমনি সন্থতং বনস্মিং একং ঝাযন্তং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—পাংশুকুলধৰং (ধূলি ধূসবিত জীর্ণবস্ত্রধাবিণং) কৃশং (দুর্বলং) ধমনী সন্ততং (ধমনী পবিব্বতগাত্রং) বনে (অবণ্যে) একং (এককং) ধ্যাযন্তং (ধ্যানশীলং) তং (লোকং) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (কথযামি)।

বাংলা—পাংশুকুলধাৰী (জীর্ণ ছিন্ন-শেলাই কবা বসনধাৰী) কৃশ, ধমনী সন্তত গাত্র, (অস্থিচর্মসাৰ) একাকী বনবিহাবী, ধ্যানসমাধিনিবত ব্যক্তিকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

জেতবন ॥ ৩৯৬ ॥ এক ব্রাহ্মণ।

ন চাহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি যোনিজং মত্তি সম্ভবং,
ভোবাদি নাম সো হোতি স বে হোতি সকিঞ্চনো।
অকিঞ্চনং অনাদানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয—যোনিজং মত্তিসম্ভবং অহং ব্রাহ্মণং ন চ ব্রূমি, স বে সকিঞ্চনো হোতি, সো নাম 'ভোবাদি' হোতি, অকিঞ্চনং অনাদানং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—যোনিজং (ব্রাহ্মণং জাত্যা উৎপন্নং) মাতৃসম্ভবং (ব্রাহ্মণ-পত্নী গর্ভসম্ভূতং) (লোকং) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ন চ ব্রবীমি (বদামি) সবৈ সকিঞ্চণঃ (রাগাদি মলদূষিতঃ) ভবতি, সংনামভোবাদী, (ভো অহং ব্রাহ্মণ ইতি কথনশীলঃ) ভবতি। অকিঞ্চনং (রাগাদি-মলশূন্যং) অনাদানং (আসক্তিরহিতং) তং (লোকং) অহং ব্রাহ্মণং ব্রবীমি।

বাংলা—ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইলে, কিম্বা ব্রাহ্মণী-গর্ভজাত হইলে আমি তাহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলি না। কারণ সে যদি সকিঞ্চন (রাগাদিমল-যুক্ত) হয, তাহা হইলে সে কেবল ভো-বাদী হইবে, (অর্থাৎ হে মহাশয়! 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ কথনশীল হইবে); কিন্তু যিনি আসক্তিরহিত এবং নিষ্পাপ তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

বেণুবন ।। ৩৯৭ ।। সেট্‌ঠিপুত্ত উগ্‌গসেন।

সব্ব সংযোজনং ছেত্বা যো বেন পরিতস্‌সতি,
সঙ্গাতিগং বিসংযুত্তং তম'হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয—সব্ব সংযোজনং ছেত্বা যো বে ন পরিতস্‌সতি, সঙ্গাতিগং বিসংযুত্তং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—সর্ব সংযোজনং (নিখিলবন্ধনং) ছিত্বা (সংভিদ্য) যঃ বৈ (য এব) ন পরিত্রস্যতি (ত্রাসংনানুভবতি) সংগাতিগং (আসক্তিরহিতং) বিসংযুক্তং (সংযোজনরহিতং) তং (লোকং) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যিনি সর্বসংযোজন (দশবিধ-সংযোজন বা বন্ধন) ছেদন করিয়া ভীতিশূন্য (ত্রাসহীন) হইয়াছেন, সেই আসক্তিরহিত (নিরাসক্ত) শৃঙ্খলমুক্ত ব্যক্তিকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

জেতবন ।। ৩৯৮ ।। দ্বিন্নং ব্রাহ্মণ।

ছেত্বা নন্দিং বরত্তঞ্চ সন্ধানং সহনুক্কমং,
উক্খিত্ত পলিঘং বুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—নন্দিং বরত্তঞ্চ সহনুক্কমং সন্দানং ছেত্বা উক্খিত্তপলিঘং বুদ্ধং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—নন্দিং (ক্রোধং) বরত্রং চ (আবরণকারিণীং তৃষ্ণাঞ্চ) সহানুক্রমং (অনুক্রমসহিতং) সন্তানং (দ্বাষষ্টিদৃষ্টি-সন্তানং) ছিত্বা (সংভিদ্য) উৎক্ষিপ্তপরিঘং (অতিক্রান্তাবিদ্যং) বুদ্ধং (জ্ঞানিনং) তং (লোকং) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যিনি ক্রোধ, তৃষ্ণা অনুশয় ও অসৎ দৃষ্টিসমূহ ছেদন করিয়া অবস্থিত করিতেছেন এবং অষ্ট আর্যমার্গ জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যারূপ অর্গল ভেদ করিয়া চতুরার্যসত্য সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

বেণুবন ।। ৩৯৯ ।। আক্কোস ভরদ্বাজ

অক্কোসং বধবন্ধনঞ্চ অদুট্ঠো যো তিতিক্খতি,
খন্তীবলং বলানীকং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—(যো) অদুট্ঠো বধবন্ধনঞ্চ অক্কোসং তিতিক্খতি, খন্তীবলং বলানীকং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—(যঃ) অদুষ্টঃ (পরিশুদ্ধচিত্তঃ) বধবন্ধঞ্চ অক্রোশন্ (বধবন্ধনেভ্যঃ) অসূয়াং ন কৃত্বা) তিতিক্ষতে (সহতে) ক্ষান্তিবলং (ক্ষমাপরং)

বলানীকং (দশবলসমন্বিতং) তং (লোকম্) অহং ব্রাহ্মণং ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি বধ ও বন্ধনের প্রতি অসূয়া ত্যাগ করিয়া উহা সহ্য করেন, ক্ষমাগুণবিশিষ্ট ও দশ-বল সমন্বিত সেই ব্যক্তিকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

বেণুবন ॥ ৪০০ ॥ সারিপুত্তথের।

অক্কোধনং, বতবন্তং সীলবন্তং অনুস্সদং,
দন্তং অন্তিমসারীরং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—অক্কোধনং বতবন্তং সীলবন্তং অনুস্সদং দন্তং অন্তিমসারীরং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—অক্রোধনং (ক্রোধরহিতং) ব্রতবন্তং (ধুতাঙ্গধারকং) শীলবন্তং (সৎস্বভাবম্) অনুশ্রুতং (শাস্ত্রজ্ঞানবন্তং) দান্তং (সংযতম্) অন্তিম-শরীরং (পুনরাবৃত্তিরহিতং) তং (লোকম্) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যিনি ক্রোধশূন্য, ধুতাঙ্গব্রতধারী, শীলবান, শাস্ত্রজ্ঞ, সংযত, এবং অন্তিম শরীরধারী (পুনর্জন্মবিহীন) তাঁহাকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

বেণুবন ॥ ৪০১ ॥ উপ্পলবন্নাথেরী।

বারি পোক্খরপত্তেব আরগ্গেরিব সাসপো,
যো ন লিপ্পতি কামেসু তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—পোক্খরপত্তে বারি ইব আরগ্গে সাসপো ইব যো কামেসু ন লিপ্পতি তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—পুষ্করপত্রে (পদ্মপত্রে) বারি (জলং) ইব (যথা) আরাগ্রে (সূচ্যগ্রে) সর্ষপমিব যঃ (লোকঃ) কামেষু (অভিলাষেষু) ন লিপ্যতে (লিপ্তো ন ভবতি) তং (লোকম্) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যিনি পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় অথবা সূচ্যগ্রস্থিত সর্ষপের ন্যায় কামক্লেশে লিপ্ত নহেন তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

জেতবন ॥ ৪০২। অঞ্ঞতর ব্রাহ্মণ।

যো দুক্খস্স পজানাতি ইধের খযমত্তনো,
পন্নভারং বিসঞ্ঞুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—যো ইধের অত্তনো দুক্খস্স খয়ং বিজানাতি, পন্নভারং বিসংযুত্তং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—যঃ (লোকঃ) ইহ (অস্মিং সংসারে) এব আত্মনঃ (স্বস্য) দুঃখস্য (কষ্টস্য) ক্ষযং (নাশং) প্রজানাতি (বেত্তি), প্রাপ্যভারং (ভারশূন্যং) বিসংযুক্তং (সংযোজনরহিতং) তং (লোকম্) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যিনি ইহজন্মেই (এই জীবনেই) নিজ দুখের ক্ষয় জ্ঞাত হইয়া ভারশূন্য এবং পাপমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

গৃধ্রকুট ॥ ৪০৩॥ খেমা ভিক্খুনী।

গম্ভীর পঞ্ঞং মেধাবিং মগ্গা মগ্গস্স কোবিদং।
উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—গম্ভীর পঞ্ঞং মেধাবিং মগ্গামগ্গস্স কোবিদং, উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—গম্ভীর প্রজ্ঞং (স্থির ধিযং) মেধাবিনং (স্মৃতি শীলং) মার্গা মার্গস্য কোবিদং (সদসচ্চিন্তন নিরতং) উত্তমর্থং অনুপ্রাপ্তং (অর্হত্ব পদ লাভিনং) তং (লোকম্) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যিনি গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন, মেধাবী, সত্যাসত্য পথের সূক্ষ্মদর্শী এবং যিনি উত্তমার্থ অনুপ্রাপ্ত অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

জেতবন ॥ ৪০৪ ॥ পব্ভারবাসী তিস্সত্থের।

অসং সট্ঠং গহট্ঠেহি অনাগারেহি চুভযং,
অনোক সারিং অপ্পিচ্ছং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয—গহট্ঠেহি অনাগারেহি চ উভযং অসং সট্ঠং অনোক সারিং অপিচ্ছং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—গৃহস্থৈঃ (গৃহিভিঃ) অনাগারৈঃ চ (ভিক্ষুভিশ্চ) উভাভ্যাং অসং স্পৃষ্টং (সংসর্গ রহিতং) অনোকঃ সারিণং (অনালয় চারিণং গৃহরহিত মিতর্থঃ) অল্পেচ্ছং (অল্পাভিলাষং) তং (লোকম্) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যিনি গৃহী ও ভিক্ষু উভযের সহিত (দর্শন, শ্রবণ, আলাপ, পরিভোগ, কায়িক সংসর্গ এই পঞ্চবিধ) সংসর্গ হইতে পৃথকভাবে থাকেন (অসংশ্লিষ্ট থাকেন) এবং যিনি আলয-বিহীন ও অল্পেচ্ছু, তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

জেতবন ॥ ৪০৫ ॥ অঞ্ঞতর ভিক্খু।

নির্ধায দণ্ডং ভূতেসু তসেসু থাবরেসুচ,
যো ন হন্তি ন ঘাতেতি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—তসেসু থাবরেসু চ ভূতেসু দণ্ডং নিধায যো ন হন্তি ন ঘাতেতি তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—ত্রস্তেষু (জীবনাপগম ভযাৎ ভীতেষু জীবেষু) স্থাবরেষু (স্থিতি শীলেষু) চ ভূতেষু (প্রাণিষু) দণ্ডং নিধায (কৃত্বা) যঃ ন হন্তি (স্বযং ন বিনাশযতি) ন ঘাতযতি (অন্যাং বধায ন প্রেরযতি) তং (লোকম্) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—(জীবন ভয ভীত) ত্রস্ত, সবল, দুর্বল, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, স্থাবর, জঙ্গম, ইত্যাদি জীবের প্রতি দণ্ড ত্যাগ করিয়া (কোন জীবকে) হত্যাও করেন না

এবং পরের দ্বারা হত্যা করাইয়া হত্যার কারণও হন না, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ' বলি।

জেতবন ॥ ৪০৬ ॥ চতুন্নং সামণেরানং।

অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধেসু অত্তদণ্ডেসু নিব্বুতং,
সাদানেসু অনাদানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—বিরুদ্ধেসু অবিরুদ্ধং অত্তদণ্ডেসু নিব্বুতং, সাদানেসু অনাদানং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—বিরুদ্ধেষু (বৈরিষু) অবিরুদ্ধং (মিত্রতাম্ আচরন্তং) আত্তদণ্ডেষু দণ্ডবিধায়কেষু) নির্বৃতং (সন্তুষ্টং) সাদানেষু (সংসারলিপ্তেষু) অনাদানং (আসক্তি রহিতং) তং (লোকম) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রূমি (বদামি)।

বাংলা—যিনি বিরুদ্ধাচারী (বৈরী) দিগের মধ্যে অবিরুদ্ধাচারী, (মৈত্রী-ভাবাপন্ন অবৈরী) দণ্ড বিধানকারীদের মধ্যে যিনি শান্ত এবং সংসারাসক্ত-দিগের মধ্যে যিনি নিরাসক্ত (কামনা-বাসনা বিহীন) হইয়াছেন তাঁহাকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

বেণুবন ॥ ৪০৭ ॥ মহাপন্থক থের।

যস্স রাগো চ দোসো চ মানো মক্খো চ পাতিতো,
সাসপো রিব আরগ্গা তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—যস্স রাগো চ দোসো চ মানো মক্খো চ আরগ্গা সাস-পোরিব পাতিতো তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—যস্য (লোকস্য) রাগশ্চ (দ্বেষশ্চ) মানঃ ম্রক্ষশ্চ (কাপট্যঞ্চ) আরগাৎ (সূচ্যগ্রাৎ) সর্ষপ ইব পাতিতঃ (বিধ্বস্তঃ) তং (লোকম্) অহং ব্রাহ্মণং ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যাঁহার রাগ, দ্বেষ, মান ও কপটতা সূচ্যগ্রেস্থিত সর্ষপের ন্যায় পতিত হইয়াছে অর্থাৎ বিধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

বেণুবন ॥ ৪০৮ ॥ পিলিন্দবচ্ছ থের।

অককসং বিঞ্ঞাপনিং গিরং সচ্চং উদীরয়ে,
যায় নাভি সজে কিঞ্চি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—যায় কিঞ্চি নাভি সজে অককসং বিঞ্ঞাপনিং, সচ্চং গিরং উদীরয়ে তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—যায় (বাচা) কিঞ্চিৎ ন অভিষজেৎ (লিপ্তং কুর্যাৎ) অকর্কশাং (মধুরাং) বিজ্ঞাপনীং (জ্ঞান বিস্তারিকাং) সত্যাং (যথার্থাং) গিরং (বাক্যং উদীরয়েৎ (উচ্চারয়েৎ) তং (লোকম্) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যিনি অকর্কশ (মধুর) সত্য ও জ্ঞানগর্ভ কথা বলেন, এবং যাঁহার বাক্যে অপরের কিঞ্চিৎ মাত্রও ক্রোধের সঞ্চার হয় না, তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

জেতবন ॥ ৪০৯ ॥ অঞ্ঞতর থের।

যো'ধ দীঘং বা রস্সং বা অণুং থূলং সুভাসুভং,
লোকে অদিনং নাদিয়তি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—যো ইধ লোকে দীঘং রস্সং বা অণুং থূলং সুভাসুভং অদিন্নং নাদিয়তে তং অহং ব্রাহ্মাং ব্রূমি।

সংস্কৃত—যঃ (লোকঃ) ইহলোকে (অস্মিং সংসারে) দীর্ঘং বা হ্রস্বং বা অণুং (ক্ষুদ্রং) স্থূলং (বৃহৎ) শুভাশুভং (মঙ্গলা মঙ্গলং) বা অদত্তং (বস্তু ইতি শেষঃ) ন আদত্তে গৃহ্ণাতি,) তং (লোকম্) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি।

বাংলা—এই সংসারে দীর্ঘ বা হ্রস্ব, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, ভাল বা মন্দ, যাহা কিছু অপ্রদত্ত বস্তু আছে, তাহা যিনি গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

জেতবন ।। ৪১০ ।। সারিপুত্ত থের।

আসা যস্স ন বিজ্জন্তি অস্মিং লোকে পরম্হি চ,
নিরাসযং বিসং যুত্তং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয—অস্মিং লোকে পরম্হি চ যস্স আসা ন বিজ্জন্তি নিরাসযং বিসং যুত্তং তং অহং ব্রাহ্মণ ব্রুমি।

সংস্কৃত—অস্মিন্ লোকে (ইহ সংসারে) পরস্মিন্ (পরলোকে) চ যস্য (লোকস্য) আশাঃ (আকাঙক্ষা) ন বিদ্যন্তে (ন বর্তন্তে) নিরাশযং (আশা শূন্যং) বিসং যুক্তং (সংযোজন রহিতং) তং (লোকম্) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যাঁহার ইহ, পর কোন জগতের জন্য আশা নাই এবং যিনি তৃষ্ণাশূন্য ও পাপমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

জেতবন ।। ৪১১ ।। মহামোগ্গল্লাযন থের।

যস্সালযা ন বিজ্জন্তি অঞ্ঞায অকথং কথী,
অমতোগধং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয—যস্স অলযা ন বিজ্জন্তি অঞ্ঞায অকথং কথী, অমতোগধং অনুপ্পত্তং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রুমি।

সংস্কৃত—যস্য (লোকস্য) আলযাঃ (তৃষ্ণাঃ) ন বিদ্যন্তে (নবর্তন্তে) (যঃ) আজ্ঞায (সম্যক্ জ্ঞাত্বা) অকথং কথী (সংশযচ্ছেদী ভবতীতি শেষঃ) অমৃতাবগাধং (গাঢ়ামৃতং, অর্হৎ পদমিত্যর্থঃ) অনুপ্রাপ্তং তং (লোকম্) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যাঁহার তৃষ্ণা বিদ্যমান নাই এবং যিনি সম্যক জ্ঞান দ্বারা সংশয় ছেদন করিয়া অমৃতপদ (নির্বাণ) লাভ করিয়াছেন তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

শ্রাবস্তী পূর্ব্বারাম ।। ৪১২ ।। রেবত থের।

যো'ধ পুঞ্‌ঞঞ্চ পাপঞ্চ উভো সঙ্গং উপচ্চগা,
অসোকং বিরজং সুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—ইধ যো পুঞ্‌ঞঞ্চ পাপঞ্চ উভো সঙ্গং উপচ্চগা, অসোকং বিরজং সুদ্ধং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—ইহ (অস্মিন্ লোকে) যঃ (লোকঃ) পুণ্যঞ্চ (সৎকর্ম চ) পাপঞ্চ (অসৎ কর্ম চ) উভৌ সঙ্গং চ (আসক্তিং) উপাত্যাগাৎ (পরিত্যক্তবান্, পরিহৃত বান্) অশোকং (শোকশূন্যং) বিরজসং (রজোগুণ বিনির্মুক্তং) শুদ্ধং (পবিত্র চিত্তং) তং (লোকম্) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যিনি পাপ-পুণ্য উভয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শোকশূন্য রাগাদি-রূপ রজ বিনির্মুক্ত হইয়া, নির্মল-চিত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

জেতবন ।। ৪১৩ ।। চন্দনাভ থের।

চন্দনং ব বিমলং সুদ্ধং বিপ্পসন্ন মনাবিলং,
নন্দীভব পরিক্‌খীনং তম'হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—চন্দনং ব বিমলং সুদ্ধং বিপ্পসন্নং অনাবিলং, নন্দীভবপরিক্‌খীণং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—চন্দ্রং (ইন্দুম্) ইব বিমলং (বিশুদ্ধং) শুদ্ধং (পবিত্রং) বিপ্রসন্নং (প্রসাদগুণোপেতম্) অনাবিলং (পাপবিরহিতং) নন্দী ভব পরিক্ষীণং

(ত্রিষু ভবেষু তৃষ্ণা পরিক্ষীণা) তং (লোকম্) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যিনি চন্দ্রের ন্যায় নির্মল, শুদ্ধ, (ক্লেশাদি রহিত) প্রসন্ন চিত্ত ও পাপ বিরহিত এবং যাঁহার ত্রিলোকের প্রতি আসক্তি (তৃষ্ণা) সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাঁহাকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

শ্রাবস্তী-জেতবন ॥ ৪১৪ ॥ সুন্দর সমুদ্র থের।

যো ইমং পলিপথং দুগ্‌গং সংসারং মোহমচ্চগা,
তিণ্ণো পারগতো ঝাযী অনেজো অকথংকথী,
অনুপাদায নিব্বুতো তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয—যো ইমং পলি পথং দুগ্‌গং সংসারং মোহং অচ্চগা, তিণ্ণো পারগত ঝাযী, অনেজো অকথং কথী, অনুপাদায নিব্বুতো, তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—যঃ (লোকঃ) ইমং (এতং) পরিপথং (প্রতিবন্ধকস্বরূপং) দুর্গং (দুরতিক্রমং) সংসারং (ভ্রামকং) মোহম্ (অজ্ঞানম্) অত্যগাৎ (অতিক্রান্তবান্) তীর্ণঃ (সংসারোত্তীর্ণঃ) পারগতঃ (ভবপার প্রাপ্তঃ) ধ্যায়ী (ধ্যানশীলঃ) অনেজঃ (নিষ্কম্পঃ) অকথং কথী (সংশয়চ্ছেদী) অনুপাদায (উপাদানং বিহায) নির্বৃতঃ (পরং সন্তোষং প্রাপ্তঃ) তং (লোকং) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যিনি (রাগরূপ) প্রতিবন্ধক, ক্লেশরূপ দুর্গম সংসার (জন্মমৃত্যু) হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যিনি মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন ও চারি প্রকার 'ওঘ'* অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি ধ্যান-নিরত, (তৃষ্ণার অভাব-জনিত) নিষ্কম্পচিত্ত, সংশয রহিত, উপাধিহীন ও নির্বাণপ্রাপ্ত তাঁহাকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

*চারি 'ওঘ'—কাম, ভব, দৃষ্টি, অবিদ্যা।

তক্কশিলা ॥ ৪১৫ ॥ জটিল সেট্‌ঠি।

যো'ধ কামে পহত্বান অনাগারো পরিব্বজে,
কামভব পরিক্ষীণং তম'হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—ইধ যো কামে পহত্বান অনাগারো পরিবজে, কামভব পরিক্‌খীণং তম'হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

সংস্কৃত—ইহ (অস্মিন সংসারে) যঃ (লোকঃ) কামান্‌ (অভিলাষান) প্রহায় (পরিত্যজ্য) অনাগারঃ (অনালয়ঃসন্‌) পরিব্রজেৎ (পরিচরেৎ) কামভাব পরিক্‌খীণং (পরিক্ষীণ কামং পরিক্ষীণ ভবঞ্চ) তং (লোকম্‌) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি।

বাংলা—এই সংসারে যিনি কাম (বস্তুকাম ও ক্লেশকাম) এবং ইন্দ্রিয় সুখ ও দিব্য সুখ এই উভয় সুখ পরিত্যাগ পূর্বক অনাগারিক হইয়া বিচরণ করেন, যিনি কাম ও পুনর্জন্ম ক্ষীণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

বেণুবন ॥ ৪১৬ ॥ জটিল (জোতিক) থের।

যো'ধ তণ্‌হং পহত্বান অনাগারো পরিব্বজে,
তণ্‌হাভব পরিক্‌খীণং তম'হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—ইধো যো তণ্‌হং পহত্বান অনাগারো পরিব্বজে, তণ্‌হাভব পরিক্‌খীণং তং অহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

সংস্কৃত—ইহ (অস্মিন সংসারে) যঃ (লোকঃ) তৃষ্ণাং প্রহায় (পরিত্যাজ্য) অনাগারঃ (অনালয়ঃসন্‌) পরিব্রজেৎ (পরিচরেৎ) তৃষ্ণাভবপরিক্ষীণং (পরিক্ষীণতৃষ্ণং পরিক্ষীণ ভবঞ্চ) তং (লোকম্‌) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—এই জগতে যিনি তৃষ্ণালতা ছেদন করিয়া অনাগারিক হইয়া বিচরণ করেন, তৃষ্ণালতা ও ভবস্রোতকে ক্ষীণ করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

বেণুবন ॥ ৪১৭ ॥ নটপুব্বক থের।

হিত্বা মানুসকং যোগং দিব্বং যোগং উপচ্চগা,
সব্ব যোগ বিসং যুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—যো মানুসকং যোগাং হিত্বা, দিব্বং যোগং উপচ্চগা, সব্বযোগ বিসং যুত্তং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—যঃ (লোকঃ) মানুষকং যোগং (আযুর্বিত্যর্থঃ) হিত্বা (ত্যক্‌ত্বা) দিব্যং যোগং (পঞ্চ কামগুণান) উপাত্যাগাৎ (পরিহৃতবান) সর্বযোগ বিসং যুক্তং (নিখিলসংযোজন বিনির্মুক্তং) তং (লোকম্‌) অহং ব্রাহ্মণং ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যিনি মানবীয়যোগ ও দিব্যযোগ, এই উভয় যোগ অর্থাৎ আয়ু ও পঞ্চকামগুণের প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্বক সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে বিনির্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

বেণুবন ॥ ৪১৮ ॥ নটপুব্বক থের।

হিত্বা রতিঞ্চ অরতিঞ্চ সীতিভূতং নিরুপধিং,
সব্বলোকাভিভুং বীরং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—রতিঞ্চ অরতিঞ্চ হিত্বা সীতিভূতং নিরুপধিং সব্বলোকাভিভুং বীরং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—রতিঞ্চ (অভিলাষঞ্চ) অরতিঞ্চ (অভিলাষ শূন্যঞ্চ) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) শীতিভূতং (শান্তং) নিরুপাধিং (উপাধিক্লেশ শূন্যং) সর্বলোকাভিভুং

(সর্বলোকপরিভবকারিণং) বীরং তং (লোকম্) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যিনি রতি ও অরতি উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ও উপাধি (ক্লেশ) শূন্য হইয়াছেন, যিনি সকল সংস্কার (পঞ্চস্কন্ধ) জয় করিয়াছেন, যিনি বীর্যবন্ত সেই ব্যক্তিকে আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

বেণুবন ॥ ৪১৯ ॥ বঙ্গীস থের।

চুতিং যো বেদি সত্তানং উপপত্তিঞ্চ সব্বসো,
অসত্তং সুগতং বুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—যো সত্তানং চুতিং চ উপপত্তিঞ্চ সব্বসো বেদি অসত্তং সুগতং বুদ্ধং তমহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—যঃ (লোকঃ) সত্ত্বানাং চ্যুতিং (নাশং) চ উপপত্তিং (জন্ম চ সর্বশঃ বেদ (সর্বথা জানাতি) অসক্তং(আসক্তি রহিতং) সুগতং (শোভন জন্মানং) বুদ্ধং (জ্ঞানবন্তং) তং (লোকম্) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যিনি সত্ত্বগণের—জীবের—মানবগণের জন্ম ও মৃত্যু সম্পূর্ণরূপ অবগত আছেন, যিনি অনাসক্ত, সুগত ও বুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত করি।

বেণুবন ॥ ৪২০ ॥ বঙ্গীস থের

যস্স গতিং ন জানন্তি দেবা গন্ধব্ব মানুসা,
খীনাসবং অরহন্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—যস্স গতিং দেবা গন্ধব্ব মানুসা ন জানন্তি, খীনাসবং অরহন্তং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—যস্য (লোকস্য) গতিং দেবাঃ গন্ধর্ব মানুষাঃ (সুবাঃ গন্ধর্বাঃ মানুষাশ্চ) ন জানতি (বিদন্তি) ক্ষীণাসবাং (পাপশূন্যং) অহ্‌ন্তং (পূজ্যং) তং (লোকম্‌) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—দেব, গন্ধর্ব ও মনুষ্যগণ যাঁহার গতি জানিতে পারেন না এবং যিনি ক্ষীণাস্রব (তৃষ্ণা বিমুক্ত) হইয়া অর্হত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমিই 'ব্রাহ্মণ' বলি।

বেণুবন ।। ৪২১ ।। ধম্মাদিন্না থেরী

যস্‌স পুরে চ পচ্ছাচ মজ্‌ঝেচ নত্থি কিঞ্চনং,
অকিঞ্চনং অনাদানং তম'হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—যস্‌স পুরে চ পচ্ছা চ মজ্‌ঝে চ কিঞ্চনং নত্থি, অকিঞ্চনং অনাদানং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—যস্য (লোকস্য) পুরশ্চ (পূর্বঞ্চ) পশ্চাচ্চ মধ্যে চ কিঞ্চন (কিঞ্চিৎ) নাস্তি (ন বিদ্যতে) অকিঞ্চনং (রাগাদি শূন্যং) অনাদানম (আসক্তি রহিতং) তং (লোকম্‌) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যাঁহার পূর্বে, পশ্চাতে ও মধ্যে কিছুই নাই, যাঁহার কোন বস্তুর বাসনা নাই, যিনি তৃষ্ণাশূন্য এবং যিনি অনাসক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

জেতবন ।। ৪২২ ।। অঙ্গুলিমাল থের

উসভং পবরং বীরং মহেসিং বিজিতাবিনং,
অনেজিং নহাতকং বুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—উসভং পবরং বীরং মহেসিং বিজিতাবিনং অনেজং নহাতকং বুদ্ধং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—ঋষভং (বৃষতুল্যং) প্রবরং (উৎকৃষ্টং) বীরং (শূরং) মহর্ষিং (মহাবুদ্ধিং) বিজিতাবিং (বিজিতমারং) অনেজং (নিষ্কম্পং) স্নাতকং (জ্ঞান জলেন) বিধৌতং বুদ্ধং (জ্ঞানিনং) তং (লোকং) অহং ব্রাহ্মণং (বিপ্রং) ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যিনি বৃষের ন্যায় ভবশূন্য হইয়াছেন, যিনি মহৎ ও বীর, যিনি; মহর্ষি ও মারজিৎ, যাঁহার চিত্ত নিষ্কম্প এবং যিনি ক্লেশ-মল-বিধৌত এবং চতুরার্য সত্যজ্ঞ বুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

জেতবন ।। ৪২৩ ।। দেবহিত ব্রাহ্মণ

পুব্বে নিবাসং যো বেদি সগ্গাপায়ঞ্চ পস্সতি,
অথো জাতিক্খয়ং পত্তো অভিঞ্ঞাবোসিতো মুনি;
সব্ববোসিত বোসানং তম'হং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

অন্বয়—যো মুনি পুব্বে নিবাসং বেদি সগ্গাপায়ঞ্চ অসসতি, অথো জাতিক্খয়ং পত্তো অভিঞ্ঞাবোসিতো সব্ববোসিত বোসানাং, তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত—যঃ মুনিঃ (মৌনাবলম্বী প্রাজ্ঞঃ) পূর্বে নিবাসং বেদ (পূর্ব নিবাসং জানাতি), স্বর্গাপায়ঞ্চ (স্বর্গ নরকঞ্চ) পশ্যতি, অথ (অপিচ) জাতি ক্ষয়ং প্রাপ্তঃ (জন্ম ক্ষয়ং প্রাপ্তঃ) অভিজ্ঞা ব্যবসিতঃ (অভিজ্ঞা ব্যবসায় সম্পন্নঃ) সর্বব্যবসিত ব্যবসানং (নিষ্পন্ন সর্বকার্যং) তং (লোকম্) অহং ব্রাহ্মণং ব্রবীমি (বদামি)।

বাংলা—যে মুনি পূর্ব নিবাস স্মৃতিজ্ঞ, দেবলোক ও নরক (স্বর্গ এবং অপায়) প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি পুনর্জন্মের ক্ষয় সাধন করিয়াছেন এবং অভিজ্ঞা অর্থাৎ ধর্ম সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়া নির্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই

(অর্থাৎ সেই সর্বকার্যনিস্পাদনকারী ব্যক্তিকেই) আমি 'ব্রাহ্মণ' নামে আখ্যায়িত করি।

ব্রাহ্মণ বগ্‌গো ছব্বী সতীমো নিট্‌ঠিতো

ব্রাহ্মন বর্গ ষড়বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।



যমক বগ্‌গো

আখ্যানভাগ ঃ এক

শ্রাবস্তীর বণিক মহাসুবর্ণের পুত্র মহাপাল বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া প্রৌঢ় বয়সে ভিক্ষু হইলেন এবং কঠোর সাধনার দ্বারা অর্হত্ব[1] লাভ করিলেন; কিন্তু দিব্যদৃষ্টি জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষু দুইটি নষ্ট হইল। তখন তিনি চক্ষুপাল স্থবির নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া জেতবনে[2] অবস্থান করিতেছিলেন এই সময় কয়েক জন আগন্তুক ভিক্ষু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে অন্ধ দেখিয়া অন্ধত্বের কারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন, 'চক্ষুপাল পূর্ব-জন্মে কোন মহিলার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া তাহার চক্ষুতে এমন ঔষধ প্রয়োগ করে। ফলে, চক্ষু দুটি নষ্ট হইয়া যায়। সেই দুষ্কর্মের ফল তাহার এই অন্তিমজন্মে দেখা দিয়াছে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ ধম্মপদের প্রথম শ্লোক দেশনা করেন।

মর্মার্থ—মানসিক বৃত্তি অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কার এই ত্রিবিধ অরূপ ধর্মস্কন্ধের পূর্বে মন[3] উৎপন্ন হয়। মন উক্ত ধর্মসমূহের সঙ্গে একই

---

১ কাম, ভব ও অবিদ্যা এই তিনটি আস্রব (আসক্তি) মুক্ত হইলেও ভিক্ষুরা অর্হৎ নামে অভিহিত হন, তাঁহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

২ বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রায়ই জেতবনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ধম্মপদট্‌ঠকথা অনুসারে ইহা শ্রাবস্তীর মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ (সুদত্ত) জেত রাজকুমার হইতে প্রচুর অর্থে ক্রয় করিয়া এখানে বুদ্ধ ও বুদ্ধ শিষ্যদের জন্য মহাবিহার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী (বর্তমান—সাহেত্‌ মাহেতের উপকণ্ঠে অবস্থিত)। কথিত আছে ইহা প্রস্তুত করিতে মহাশ্রেষ্ঠীর চুয়ান্ন কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। এখনও ইহার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে।

৩ মনন বা চিন্তা করে এই অর্থে মন বা চিত্ত। বিষয়বস্তু বা আলম্বন চিন্তাই মনের ধর্ম। এখানে 'চিন্তা করে' অর্থ আলম্বন গ্রহণ করে। আলম্বন জানে, আলম্বন অবগত হয়। চিত্ত, মন ও বিজ্ঞান একার্থবোধক, তাহাদের লক্ষণ যথাক্রমে চিন্তন মনন ও বিজ্ঞানন, ইহারাও একার্থবোধক।

বিষয়বস্তু (আলম্বন)কে কেন্দ্র করিয়া একই সময়ে উৎপন্ন হইলেও স্ব স্ব কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা মনের পূর্বগামিতা সূচিত হয় উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন গ্রাম লুণ্ঠনে বহুলোক একসঙ্গে কাজ করিলেও প্রধান পরিচালকের নির্দেশেই সমস্ত কার্য সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ মন উহার বৃত্তিনিচয়ের পরিচালকরূপে সর্বদাই পূর্বে গমন করে। মন ব্যতিত চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হইতে পারে না। কোন কোন চৈতাসিক বা চিত্তবৃত্তি ব্যতীত মন স্বয়ং উৎপন্ন হইতে পারে। দস্যুদল দলপতির আজ্ঞাধীন হয়, সেইরূপ মানসিক বৃত্তিনিচয়ও মনের উপর নির্ভরশীল; সেজন্য মন শ্রেষ্ঠ। কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্য কাষ্ঠময় নামে অভিহিত হয়। সেরূপ মনে উৎপন্ন বিষয়বস্তুকেও মনোময় বলা হয়।

স্বভাবতঃ মন নির্মল, আলোকময় ও অমিশ্র। স্বচ্ছ জল যেমন বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হয়, সেরূপ নির্মল মনও ভিন্ন ভিন্ন পাপ-চেতনা (অকুশল চিত্তবৃত্তির) সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকট হয়। সুতরাং বাহ্যিক উপসর্গের দ্বারা মলিন চিত্ত (মন) নূতনও নহে এবং পূর্বতন স্বাভাবিক আলোকময় চিত্তও নহে। সেজন্য দ্বেষ-মোহের প্রভাবে প্রাণীহত্যা, দ্বেষ-মোহ ও লোভ-মোহে চুরি এবং লোভ-মোহে ব্যভিচার এই তিনটি অকুশল কায়কর্ম সম্পন্ন করিয়া মন কলুষিত হয়। দ্বেষ-মোহ ও লোভ-মোহে ভেদবাক্য (পিশুন), দ্বেষ ও মোহে কর্কশ কথা (পুরুষ) এবং দ্বেষ-মোহ ও লোভ-মোহে বৃথাবাক্য (সম্প্রলাভ) এই চারিটি অকুশল বাক্‌কর্ম করিয়া মন দূষিত হয়। মোহে গৃধ্নুতা (অভিধ্যা), দ্বেষ-মোহে হিংসা (ব্যাপাদ) এবং লোভ-মোহে মিথ্যাদৃষ্টি (ভ্রান্তধারণা) এই তিনটি অকুশল মনোকর্ম করিয়া মন কলুষিত হয়। এইরূপে এই প্রকার পাপ (অকুশল কর্ম) পথ বাড়িতে থাকে। অজ্ঞ মানব লোভ, দ্বেষ, মোহ চিত্তবৃত্তির কবলে পড়িয়া নিজের মনকে কলুষিত করে এবং সর্বদা অসীম দুঃখ ভোগ করে।

সেজন্য তথাগত বুদ্ধ প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য উপমার দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন যে, বলদের পদানুসারী শকটচক্রের ঘূর্ণনতুল্য নিজের কৃত-কর্মও জীবকে অনুসরণ করে। যুগ (জোয়াল) বদ্ধ বলদ সপ্তাহ, মাস কিংবা বৎসর চলিলেও চক্রকে ঘূর্ণন হইতে প্রতিনিবৃত্তি করিতে পারে না। সেরূপ মন দূষিত করিয়া জীব কায় ও বাক এই দুইপথে সর্বদা দুষ্কার্যে লিপ্ত থাকে। পরিণামে সে জন্মান্তরে তির্যক, প্রেত, অসুর ও নরকগামী হইয়া কল্প কল্পান্তর ধরিয়া অসীম দুঃখ ভোগ করে।

এখানে বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারকে সমষ্টিগতভাবে ধর্মনামে অভিহিত করা হইয়াছে। এইগুলি বিজ্ঞান বা মনেরই রূপান্তর। সুতরাং মানসিক বৃত্তিসমূহ মনেরই অধীন, মনের দ্বারাই পরিচালিত এবং মনই ইহাদের উৎপত্তির একমাত্র উৎস।

আখ্যানভাগ : দুই

শ্রাবস্তীর কৃপণ ব্রাহ্মণ 'অদত্তপূর্ব'। তাঁর একমাত্র পুত্র মিষ্টকুণ্ডলের পাণ্ডুরোগ হয়। অর্থব্যয়ের ভয়ে সে পুত্রের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিল না। একদিন অদত্তপূর্ব পুত্রের মৃত্যু আসন্ন ভাবিয়া তাহাকে বাড়ীর অলিন্দে ফেলিয়া রাখিল। তখন বুদ্ধ জেতবন হইতে তথায় উপস্থিত হইয়া মিষ্টকুণ্ডলকে ত্রিশরণমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের কথা স্মরণ করিতে করিতে তাহার মৃত্যু হয়। পরে ব্রাহ্মণ জানিতে পারিল যে, মৃত্যুকালে পুত্রের চিত্ত বুদ্ধানুরাগে ভরপুর ছিল বলিয়া দেবলোকে তাহার জন্ম হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে ধম্মপদের দ্বিতীয় শ্লোক বুদ্ধ কর্তৃক দেশনা করা হইয়াছে।

মর্মার্থ—কাম,[৪] রূপ,[৫] অরূপ[৬] ও লোকোত্তর[৭] এই চাতুর্ভূমিক চিত্ত, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই মানসিক বৃত্তিত্রয়ের পূর্বে উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ কামজগতে বিচরণশীল (কামাবচর) কুশল (পুণ্য) চিত্ত সৌমনস্য (সুখ ও আনন্দানুভূতি) সহগত (মিশ্রিত) জ্ঞানপূর্ণ।

এই চিত্ত ইহার বৃত্তিসমূহের পথ প্রদর্শকরূপে সর্বদা অগ্রগামী। কোন পুণ্যানুষ্ঠানে বহু লোক যোগদান করিলেও যেমন একজন পরিচালকের নেতৃত্বে সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন হয়, সেরূপ এ কুশলচিত্ত তাহার বৃত্তিনিচয়ের অগ্রে থাকিয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। স্বর্ণনির্মিত পাত্র স্বর্ণময় নামে অভিহিত হয়। সেরূপ মনোজাত বিষয়বস্তু সমূহকে মনোময় বলা হয়।

৪ কামাবচর চিত্ত ভূমি বা উৎপত্তিস্থান অনুসারে চারিভাগে বিভক্ত। কুশল, অকুশল, বিপাক ও ক্রিয়া। যে সব চিত্ত রূপ, রস, গন্ধ স্প্রষ্টব্যকে আলম্বন করিয়া ও কাম তৃষ্ণায় যুক্ত হইয়া উৎপন্ন হয় তাহা কামাবচর চিত্ত। যে চিত্ত জীবন-দুঃখের বিনাশক, নির্বাণ উপলব্ধির সহায়ক, তাহাই কুশল চিত্ত। যে চিত্ত দুঃখের হেতু, তৃষ্ণার জনক, পরিপোষক ও বৃদ্ধিকারক তাহাই অকুশল চিত্ত। কুশলাকুশল কর্মের তরুণ অবস্থা অতিক্রম করিয়া পরিণত অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া ফলপ্রদান করাই বিপাকচিত্ত। ক্রিয়াচিত্ত বলিতে এই বুঝায় যে, চিত্তের ক্রিয়া আছে; কিন্তু সে ক্রিয়ার বিপাক নাই; কারণ ইহার কুশলাকুশলহেতু নষ্ট হইয়া যায়। ক্রিয়াচিত্ত সাধারণত অরহতের উৎপন্ন হয়। কিন্তু 'পঞ্চদ্বারাবর্তন' ও 'মনদ্বারা আবর্তন' এই অহেতুক ক্রিয়া চিত্তদ্বয় পৃথকজন, (সাধারণব্যক্তি) শৈক্ষ্য (অর্হত্বপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত শৈক্ষ্য অবস্থা) ও অরহৎ সকলেরই উৎপন্ন হয়।

৫ রূপাবচরচিত্ত, ধ্যানচিত্ত এবং কামতৃষ্ণাবর্জিত; কিন্তু রূপতৃষ্ণা বা রূপলোকের সত্ত্ব (সাকার ব্রহ্ম) গণের নিকট বিদ্যমান তৃষ্ণার অন্তর্গত। রূপচিত্ত কুশল, বিপাক ও ক্রিয়াভেদে ত্রিবিধ।

৬ অরূপাবচর চিত্ত ও ধ্যানচিত্ত, ইহা শুধু পঞ্চম ধ্যানিক। আকাশাদি অরূপই ইহার আলম্বন। ইহা কাম ও রূপতৃষ্ণাবর্জিত, কিন্তু অরূপ-তৃষ্ণার বা অরূপলোকের সত্ত্ব (নিরাকার ব্রহ্ম) গণের নিকট বিদ্যমান ভবতৃষ্ণার অন্তর্গত। কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া ভেদে অরূপচিত্তও ত্রিবিধ।

৭ কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর চিত্তের নাম লৌকিক চিত্ত। যেহেতু এই চিত্তগুলি সংস্কার ও বহির্জগতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত আলম্বন গ্রহণে উৎপন্ন হয়। ঈদৃশ আলম্বন ত্যাগ করিয়া চিত্ত যখন নির্বাণকে আলম্বন করিয়াই উৎপন্ন হয়, তখন উহা লোকোত্তর চিত্ত। মার্গ ও ফল ভেদে লোকোত্তর চিত্ত দ্বিবিধ। ইহাও ধ্যানচিত্ত।

সেজন্য লোভ, দ্বেষ, মোহহীন কুশলচিত্ত ত্রিবিধ কায়িক, চতুর্বিধ বাচনিক ও ত্রিবিধ মানসিক কুশলকর্ম সম্পন্ন করে। তাহা প্রসন্ন অন্তরে সম্পাদিত হয় বলিয়া দশকুশল কর্মপথ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে, যেমন দেহের ছায়া সর্বদা দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কোন প্রকারে ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন করা চলে না, সেরূপ পুণ্যার্থীর পুণ্যছায়া সর্বদা তাঁহার গতিকে অনুসরণ করে। কিছুতেই তাহা পুণ্যার্থীর গতিপথ হইতে পৃথক করা যায় না। এজন্য 'দশকুশল' কর্মানুষ্ঠানে সঞ্চিত পুণ্যসম্পদ জন্ম-জন্মান্তরে কায়িক ও চৈতসিক সুখ উৎপাদনে সতত তৎপর থাকে।

আখ্যানভাগ ঃ তিন-চার

শ্রাবস্তীতে জেতবন বিহারে বুদ্ধের অবস্থানকালে তাঁর পিসতুত ভাই তিষ্য বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

তিনি স্থূল ও দাম্ভিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। সুরঞ্জিত চীবর পরিধান করিয়া তিনি প্রত্যহ অতিথিশালায় বসিয়া থাকিতেন। একদিন কয়েক জন অতিথি ভিক্ষু সেখানে আসিলে তিনি তাঁহাদের প্রতি অভদ্র ব্যবহার করেন ভিক্ষুরা ইহার প্রতিবাদ করিলে তিনি বুদ্ধের কাছে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। তখন অতিথি ভিক্ষুরাও বুদ্ধের নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিষ্যকে উপদেশচ্ছলে বুদ্ধ এই গাথাদ্বয় আবৃত্তি করেন।

মর্মার্থ—'সে আমাকে আক্রোশ বা প্রহার করিল, কূটসাক্ষী বলে বা বাদ প্রতিবাদে উত্তরোত্তর কারণ প্রদর্শন করিয়া পরাজয় করিল—দেব, মনুষ্য কিংবা গৃহস্থ প্রব্রজিতের মধ্যে যে-কেহ এ চতুর্বিধ বিদ্বেষের কারণগুলি ক্রোধভরে নিজের মনে পুনঃপুনঃ চিন্তা করিয়া ধারণ কিংবা পোষণ করে, তাহা হইলে তাহাদের শত্রুতা অধিকতরভাবে বৃদ্ধি হয়,

সহজে উপশম হয় না। যে-কেহ উপরি-উক্ত হেতু চতুষ্টয় সম্বন্ধে মোটেই চিন্তা করে না, বরং সেরূপ কিছু অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটিলে নিজের পূর্বজন্মের কর্মফল স্মরণ করিয়া নিজকর্তৃক পূর্ববর্তী কোনজন্মে বর্তমান আক্রোশকারীকে অন্যা কর্তৃক অনুরূপ কার্য সম্পাদিত হইয়াছিল। এইরূপ অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলি বোধ হয় আমার পূর্বজন্মকৃত কর্মেরই ফল। এই প্রকারে যে ব্যক্তি পূর্বকৃত কর্মফল স্মরণ করিয়া সত্যজ্ঞানের সন্ধানী হয়, তাহা হইলেই ইন্ধনের অভাবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্বাপণের ন্যায় তাহার ক্রোধ ও দ্বেষমূলক চিন্তা হেতুর অভাবে উপশান্ত হয়।

আখ্যানভাগ: পাঁচ

শ্রাবস্তীর এক তরুণ কৃষক মাতার ঐকান্তিক আগ্রহে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্ত্রীর গর্ভে তাহার কোন সন্তান-সন্ততিই হইল না। বংশলোপের ভয়ে মায়ের অনুরোধে দ্বিতীয়বার তাহাকে বাধ্য হইয়াই দারপরিগ্রহ করিতে হইল। দ্বিতীয়া পত্নী গর্ভবতী হইলে বন্ধ্যা পত্নীর ভীষণ হিংসা হইল। গোপনে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সে দুইবার সপত্নীর গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিয়া ফেলিল। তৃতীয়বার ঔষধ প্রয়োগের ফলে ভ্রূণসহ মাতার মৃত্যু হইল। প্রথমা পত্নীর ষড়যন্ত্র ধরিতে পারিয়া যুবক তাহাকে এইরূপ প্রহার করিল যে, তাহাতে তাহার মৃত্যু হইল। দুই সপত্নীর শত্রুতা কিন্তু জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া চলিতে লাগিল। এক সময় শ্রাবস্তীতে একজন কুলবধূ ও অপরজন যক্ষিণী হইয়া জন্মিল। গৃহবধূর সন্তান জন্মিলে যক্ষিণী কৌশলে খাইয়া ফেলিত। পুনর্বার যক্ষিণীর খাইবার আগেই মহিলাটি ছেলেটিকে লইয়া বুদ্ধের শরণাপন্ন হইল। তখন বুদ্ধ তাহাদের বৈরিতা নিরসন করিবার উদ্দেশ্যে এই গাথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—আবর্জনাপূর্ণ স্থান যেমন অপরিষ্কৃত জলে ধৌত করিলে পরিষ্কৃত না হইয়া দুর্গন্ধ ও অপরিষ্কৃত হয়, সেরূপ হিংসাকারীকে প্রতিহিংসায়,

আঘাতকারীকে প্রত্যাঘাতে এবং শত্রুতা শত্রুতার দ্বারা দমন করা যায় না, বরং তাহাতে শত্রুতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। দুর্গন্ধময় স্থান বিশুদ্ধ জলে ধৌত করিলে পরিষ্কার ও দুর্গন্ধবিহীন হয়; সেরূপ ক্ষমা, মৈত্রী ও প্রেমের যথার্থ অনুশীলনের শত্রুতারূপ অন্তরমল দূরীভূত হয়।

প্রেমের দ্বারা শত্রুর হৃদয় জয় করা অতি প্রাচীন নীতি। ইহা বুদ্ধ প্রভৃতি আর্যগণ[৮] অনুসরণ করেন।

আখ্যানভাগ: ছয়

কৌশাম্বীর[৯] ঘোষিতারামে দুইজন বিনয়ধর ও ধর্মকথিক ভিক্ষু বাস করিতেন। তাঁহাদের অনেক শিষ্য ছিল। একদিন সাধারণ আচার

৮ বৌদ্ধমতে আর্য শব্দের ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ। বৌদ্ধেরা নির্বাণলাভের চারিটি উপায় নির্দেশ করিয়া থাকেন, সোতাপত্তিমগ্গ, সকদাগামিমগ্গ, অনাগামিমগ্গ, অরহত্তমগ্গ। স্রোতাপত্তির অর্থ যিনি বুদ্ধশাসনরূপ স্রোতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং পরিণামে তাহারই সাহায্যে নির্বাণ সমুদ্রে উপনীত হইবেন বা যিনি ধর্মশ্রবণ করিয়া তাহাতে অটল অচল শ্রদ্ধায় প্রসন্ন হইয়াছেন, তিনি স্রোতাপন্ন। স্রোতাপন্নগণ সাতবার জন্মগ্রহণ করিবার পর ক্রমশ মুক্ত হইয়া নির্বাণ লাভ করেন। সকদাগামিগণ একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করেন। অনাগামিগণ আর কাম (মনুষ্য ও দেব) লোকে জন্মগ্রহণ করেন না। ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া সেখান হইতে নির্বাণ লাভ করেন। অর্হৎগণ ইহজন্মেই ভবমুক্ত হইয়া নির্বাণ উপলব্ধি করেন। উক্ত চারিশ্রেণীর লোকেরা প্রথমে মার্গলাভ, পরে তাহার ফলপ্রাপ্ত হন। মার্গ ও ফলভেদে ইঁহাদেরকে আটশ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ইঁহারাই অষ্ট আর্যপুদ্গল (অট্ঠঅরিযপুগ্গলা)। বুদ্ধ এই আট শ্রেণীর লোকদের আর্য বলেন। মার্গ-ফলের বহির্ভূত লোকদের পৃথকজন (পুথুজ্জনা) বলা হয়। কেননা, আর্যদের মুক্তির পথ নির্দিষ্ট এবং ইহাদের আর পতন নাই; কিন্তু পৃথগ্‌জনের ত্রুটিবিচ্যুতি পদে পদে, সেজন্য মুক্তিপথ নির্দিষ্ট করা যায় না।

৯ কৌশাম্বী অঙ্গুত্তরনিকায়োক্ত ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম রাজ্য। বৎসের রাজধানী। এ রাজ্যের রাজা উদয়ন বুদ্ধের সম-সাময়িক ছিলেন। কৌশাম্বীর বর্তমান নাম কোশম। ইহা এলাহাবাদের নিকটে অবস্থিত। কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে বুদ্ধ অবস্থান করিয়া জনসাধারণকে বহু ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এখানে অর্হৎ পিণ্ডোল ভরদ্বাজের সঙ্গে রাজা উদয়নের ধর্মালাপ হইয়াছিল। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ঘোষিতারামের অবস্থিতি আবিষ্কার করিয়াছেন।

ব্যবহার সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন লইয়া তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছিল। যথাসময়ে উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেলেও তাঁহাদের অনুচরবৃন্দেরা উত্তেজনার বশে বিবাদ করিতেই লাগিল। ফলে তাহাদের উপাসক সমাজও দুইদলে বিভক্ত হইয়া যায়। বুদ্ধ স্বয়ং এই বিরোধ মিটাইবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু ভিক্ষুগণের অবিবেচনার ফলে বিবাদের জের কাটিয়া উঠিল না। তথাগত বুদ্ধ অবিনীত ভিক্ষুদলের সংস্রব ত্যাগ করিয়া একাকী 'পারিলেয্যক' বনে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে বুদ্ধের আকস্মিক অন্তর্ধানে গৃহস্থসমাজ বিচলিত হইয়া পড়িল। ভিক্ষুদের উপর বিরক্ত হইয়া তাহারাও ভিক্ষুদের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাতে ভিক্ষুদের আহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। তখন ভিক্ষুগণ তথাগতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের মনের কালিমা বিসর্জন দিয়া বুদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

অতঃপর বুদ্ধ জেতবনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ভিক্ষুগণকে ক্ষণস্থায়ী জীবনে কলহের অপকারিতা প্রদর্শন করিয়া এই গাথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—কলহপ্রিয় ও দুর্মতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ অনিত্য জীবনে কলহের ভয়াবহ পরিণামের কথা মোটেই চিন্তা করে না। তাহারা যে প্রতি পলে পলে মৃত্যুমুখেই অগ্রসর হইতেছে এই বিষয়ে সচেতন নহে। সেজন্য তাহারা সর্বদা পরস্পর কহলবিগ্রহ বাধাইয়া নিজেদের তথা জগতের অমঙ্গল ডাকিয়া আনে। পণ্ডিতগণ চিন্তা করেন আমরা সতত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছি। সে কারণে তাঁহারা কলহবিবাদে নির্লিপ্ত থাকেন এবং কলহ উপস্থিত হইলে সুমীমাংসার উপায় উদ্ভাবন করিয়া কলহের অবসান করেন।

আখ্যানভাগ ঃ সাত-আট

সেতব্য নগরে[10] চুল্লকাল, মধ্যমকাল ও মহাকাল নামে তিন সহোদর বাস করিত। তাহারা বাণিজ্য করিত। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানী করিত। মধ্যম ভ্রাতা তাহা বিক্রয় করিত। একদিন শ্রাবস্তীর জেতবনে বুদ্ধের ধর্মোপদেশে মহাকাল শ্রদ্ধায় এবং চুলকাল গতানুগতিকভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। মহাকাল শ্মশানভূমিতে যাইয়া ধ্যানরত থাকিয়া জীবদেহের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ফল লাভ করিলেন; কিন্তু চুলকাল পার্থিব রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্প্রষ্টব্য ইত্যাদির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই বিচরণ করিতে লাগিল একদিন বুদ্ধ শিষ্যগণ সহ সেতব্য নগরে উপস্থিত হইলে উক্ত বণিকের গৃহে নিমন্ত্রিত হইলেন। নিজ গৃহে নিমন্ত্রণে যাইয়া চুলকাল পরিজন-বর্গের আকর্ষণে পড়িয়া প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া গেল। এই উপলক্ষেই বুদ্ধ গাথা দুইটি বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণ কামনার পঙ্কিলাবর্তে পড়িয়া মলপূর্ণ ক্ষণবিধ্বংসীদেহের বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। ক্ষণিক বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযত করিতে অসমর্থ হইয়া ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়। অতিরিক্ত কামসেবা ও অপরিমিত পানভোজনে মত্ত হইয়া কাল কাটায়।

আবার কেহ কেহ বা ব্যাপাদ (বিদ্বেষ) ও হিংসা চিন্তায় অলস ও শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া পড়ে। আবার কেহ কেহ বা সম্যক স্মৃতি রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া হীনবীর্য হইয়া পড়ে।—সৎকর্ম সাধনে অসমর্থ হয়। এই হেতু তাঁহারা ছিন্নতটস্থিত বৃক্ষ যেমন প্রবল ঝটিকায় প্রথমে পুষ্পপত্র শাখাহীন হইয়া অবশেষে সমূলে উৎপাটিত হয়, তদ্রূপ দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণও তাহাদের অন্তরস্থ পাপপ্রবৃত্তির দ্বারা পরাভূত হইয়া ঝটিকা

---

১০ কোশলরাজ্যের একটি নগরের নাম।

বিধ্বস্ত বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ভস্মতুল্য মূলনীতিগুলি হইতে সখলিত হইয়া অবশেষে সমূলোৎপাটিত বৃক্ষতুল্য বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পর নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। যাহারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেক অংশ-গুলিকে অপবিত্ররূপে দর্শন করিয়া তাহার প্রতি ঘৃণা উৎপন্ন করেন, তাঁহারা পূতিগন্ধময় দেহের বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হইয়া দেহের অসারত্ব সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেন। ইহাতে তাঁহারা ষড়েন্দ্রিয়ের সংযম ও সংরক্ষণে অবহিত হন এবং অনিষ্টকর নূতন প্রলোভন হইতে মুক্ত থাকেন। তাঁহারা কেবল বিমুক্তির জন্যই দেহরক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া শুধু দেহরক্ষা উপযোগী পরিমিত আহার গ্রহণে মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহারা সম্যক্ প্রচেষ্টাবলে কর্ম ও কর্মফলের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস উৎপাদন, ত্রিরত্নের প্রতি অচল শ্রদ্ধা ও লোকোত্তর সাধনায় চিত্তকে উন্নতস্তরে লইয়া যান এবং প্রত্যেক পবিত্র কর্তব্য কার্য—কুশলকর্ম দৃঢ়বীর্য ও অধ্যবসায় সহকারে সম্পন্ন করেন। যাঁহারা এই পন্থা অনুসরণ করেন তাঁহারা প্রবল ঝটিকায় অবিকম্পিত এক ঘন শিলাময় পর্বততুল্য। তাঁহারা অন্তরে পাপ কালি-মায় পরাভূত না হইয়া পবিত্র জীবন-যাপন করিয়া অনাবিল মুক্তির সন্ধান পাইয়া থাকেন।

আখ্যানভাগ ঃ নয়-দশ

একদা বুদ্ধের মহাশিষ্যগণ ধর্ম প্রচারার্থ রাজগৃহ নগরে পদার্পণ করেন। সেই সময় দেবদত্ত তথাকার আবাসিক ভিক্ষু ছিলেন। সারিপুত্র মহা-স্থবিরের ধর্মোপদেশে প্রসন্ন হইয়া সেই বিহারের ভক্তবৃন্দ ভিক্ষুদের জন্য একখানি মূল্যবান চীবর (কাসায়বস্ত্র) দান করিলেন। আবাসিক ভিক্ষু হিসাবে দেবদত্তই তাহা পাইলেন। ঐ চীবর রঞ্জিত করিয়া তিনি সগর্বে ও মনোসুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অশোভন আচরণে লোকেরা তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিল। রাজগৃহ হইতে একজন ভিক্ষু

শ্রাবস্তীতে আসিয়া এই ঘটনার বিষয় বুদ্ধের গোচরীভূত করিলেন। তখন বুদ্ধ কাষায়বস্ত্র পরিধানের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্বন্ধে এই গাথা দুইটি বলিলেন।

মর্মার্থ—কাম, দ্বেষ প্রভৃতিতে যার অন্তর কলুষিত, কাষায়বস্ত্র পরিধান করা তাহার পক্ষে শোভা পায় না। বিশেষতঃ যেই ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দমন, পরমার্থ সত্যলাভ এবং সত্যবাক্য ভাষণে বিরত তাহার কাষায়বস্ত্র পরিধান করা উচিত নহে। যিনি স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ত্ব-ফল লাভ করিয়া কাম-দ্বেষাদি পরিহার করিয়াছেন এবং সর্ববিধ পাপ পরিবর্জন করিয়া প্রাতিমোক্ষশীল[১১], ইন্দ্রিয়সংবরণশীল[১২], আজীব পারিশুদ্ধিশীল[১৩] ও প্রত্যয়-সন্নিশ্রিতশীলে[১৪] প্রতিষ্ঠিত, তিনি সত্য ও সংযমে নিজেকে অতিশয় উন্নত-স্তরে উন্নীত করিতে পারেন। বস্তুতঃ দান্ত, নিয়তব্রহ্মচারীই কাষায়বস্ত্র পরিধানের একমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তি।

আখ্যানভাগ : এগার-বার

রাজগৃহের নিকটবর্তী দুই গ্রামের 'উপতিষ্য' ও 'কোলিত' নামে দুইজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণযুবক পরামুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় ঋষি সঞ্জয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋষি সঞ্জয়ের নিকট নিবৃত্তিপথের যথাযথ সন্ধান লাভ

---

১১ বুদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য যে নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাই প্রাতিমোক্ষশীল। প্রাতিমোক্ষশীলের সংখ্যা ২২৭।

১২ যে ভিক্ষু চক্ষুতে রূপদর্শন, কর্ণে শব্দশ্রবণ, ঘ্রাণে গন্ধ গ্রহণ, জিহ্বায় রসাস্বাদন, কায়ে স্পর্শানুভব ও মনে ধর্মজাত হইয়া আসক্তিবশে ইহাদের কোনকিছুই গ্রহণ না করিয়া নিজের ষড়েন্দ্রিয়কে প্রলোভন মুক্ত রাখেন তিনি ইন্দ্রিয় সংবরণশীল পালন করেন।

১৩ প্রবঞ্চনা, শঠতা ও মিথ্যা উপায়ে জীবিকা নির্বাহ না করিয়া ধর্মপথে থাকিয়া যথালব্ধ জীবিকায় জীবন যাপন করার নামই আজীব পারিশুদ্ধিশীল।

১৪ চীবর, পিণ্ডপাত (আহার্য বস্তু) শয়নাসন এবং ঔষধপথ্য ব্যবহারে আসক্তি পরিহার করিয়া কেবল শরীর ধারণের প্রয়োজনার্থে ঐ চতুঃপ্রত্যয় পরিভোগ করার নামই প্রত্যয় সন্নিশ্রিতশীল।

করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ন মনে তাঁহারা পরামুক্তির পথপ্রদর্শনে সমর্থ সিদ্ধকাম নির্লিপ্ত পরম নিবৃত্তিলাভী মহাগুরুর সন্ধানে বহির্গত হইলেন। একদিন তাঁহারা ভিক্ষাচরণরত অর্হৎ অশ্বজিত স্থবিরকে[১৫] দেখিতে পাইয়া তাঁহার ধীর মন্থরগতি সুসংযত গমন ঈর্যাপথ পরামুক্তি লাভের আনন্দ উদ্ভাসিত শান্ত, দান্ত, করুণাস্ফুরিত বদন দর্শন করিয়া বন্ধুদ্বয় অত্যন্ত প্রসন্নচিত্ত হইলেন। মনে করিলেন এই মহাপুরুষের নিকটই আমরা পরামুক্তির সন্ধান লাভ করিতে পারিব। এই মনে করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার আহারকৃত্য সমাপ্ত হইলে উভয়ে তাঁহারই সন্নিধানে উপনীত হইয়া মুক্তিপথের সারতত্ত্ব ও সঠিক ঋজুমার্গের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবির অশ্বজিত অতি সংক্ষেপে তথাগত বুদ্ধের সুব্যাখ্যাত ধর্মের সারতত্ত্ব বিবৃত করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া উভয় বন্ধুর ধর্মচক্ষু উন্মীলিত হইল। তাঁহারা পরামুক্তির নির্বাণ লাভের প্রথম স্তর 'স্রোতাপত্তি' মার্গফল লাভ করিলেন। মুক্তিপুর প্রবেশ পথের প্রথমস্তরে অধিরূঢ় সুহৃদদ্বয় বুদ্ধ সন্নিধানে উপনীত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা মনে করিলেন আমাদের পূর্বগুরু ঋষিসঞ্জয়কেও মুক্তির সত্যপথ প্রদর্শন করাইবার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে বুদ্ধ সন্দর্শনে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহাকেও তাঁহাদের সহগামী হইবার জন্য আহ্বান করিলেন; কিন্তু ঋষি সঞ্জয় তাহাতে সম্মত হইলেন না। উভয় বন্ধু তাঁহাদের অনুচরবর্গ লইয়া রাজগৃহে বেণুবনে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপতিষ্য ও কোলিত বুদ্ধের নির্বাণ ধর্মদেশনায় সত্যপথের সন্ধান পাইয়া বুদ্ধসামনে প্রব্রজিত হইয়া অচিরেই ধম্মচক্ষুলাভ করিয়া বীতভৃষ্ণ, বীতরজঃ হইয়া অরহত্বফল লাভ করিলেন এবং সারিপুত্র ও মৌদগল্‌ল্যায়ন নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক হইলেন।

---

১৫ ইনি বুদ্ধের পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম।

তাঁহাদের পূর্বগুরু ঋষিসঞ্জয় তঁহাদের আহ্বানে ও তথাগত সন্দর্শনে আসিতে অসম্মত হইয়াছিলেন এ-কথা জানিতে পারিয়া তথাগত বুদ্ধ এই দুইটি গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—যাহারা মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সঙ্কল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যাজীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যাস্মৃতি, মিথ্যাসমাধি, অবিদ্যা ও ভ্রান্তধারণা এই দশবিধ অসত্যবিষয়ে সত্যান্বেষী হইয়া কামচিন্তাদির বশীভূত হয় এবং শীলসার, প্রজ্ঞাসার, বিমুক্তিসার, বিমুক্তিজ্ঞান দর্শনসার পরমার্থসার ও নির্বাণসারকে অসত্যরূপে দেখে, তাঁহারা সত্যধর্ম উপলব্ধি করিতে পারে না। অধিকন্তু যাঁহারা পূর্বোক্ত মিথ্যাদৃষ্টি প্রভৃতি অসত্যকে অসত্য বলিয়া জানেন এবং শীলসার প্রভৃতি সত্যধর্মকে সত্য বলিয়া জ্ঞাত হন, তাঁহারা নিষ্ক্রম্য সংকল্পাদিতে সম্যকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সারাৎসার বিমুক্তিপথ লাভ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ তের-চৌদ্দ

সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করার পর ধর্মপ্রচারার্থে রাজগৃহে আসিয়া বেনুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। পিতা শুদ্ধোধন তখন পুত্রকে কপিলাবস্তুতে আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। একে একে দশজন দূত প্রেরিত হইল। কিন্তু প্রত্যেকেই বুদ্ধের ধর্মশ্রবণ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করিল। কেহই ফিরিয়া আসিল না। অবশেষে মন্ত্রী কালুদায়ীর সনির্বন্ধ অনুরোধে বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে পদার্পণ করিলেন। তখন বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের রাজ্যাভিষেক ও বিবাহোৎসব চলিতেছিল। পরে বুদ্ধের উপদেশে নন্দ ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পত্নীপ্রেম তাঁহাকে বারংবার সংসারের প্রতি প্রলুব্ধ করিতেছিল। বুদ্ধের প্রভাবে নন্দ অরহত্ব লাভ করেন। ভিক্ষুরা কথা প্রসঙ্গে বুদ্ধকে নন্দের অদ্ভুত পরিবর্তনের কথা জানাইলে বুদ্ধ এই গাথা দুইটি বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—যে গৃহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত হয় নাই সেই গৃহ যেমন বর্ষণ ধারা প্রতিরোধ করিতে পারে না এবং বৃষ্টির জলে পতিত হওয়ার বাসের অনুপযোগী হয় তদ্রূপ সাধনাবিহীন চিত্তে কাম, দ্বেষ, মোহ, মান প্রভৃতি পাপ কালিমা তাতে সুপ্রবিষ্ট হইয়া মনকে জর্জরিত করিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে সুন্দররূপে আচ্ছাদিত গৃহের যেমন বৃষ্টির জলে কোন অনিষ্ট করিতে পারে না তদ্রূপ সাধনা-সিদ্ধ চিত্তে কাম, দ্বেষ, মোহ, মান প্রভৃতি পাপকালিমা প্রবেশ করিতে পারে না।

আখ্যানভাগ ঃ পনর

রাজগৃহের ব্যাধ ছন্দ পশুহত্যা ও মাংস বিক্রয় করিয়া স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করিত। সারাজীবন সে কোন সৎকর্ম করিতে পারে নাই। মৃত্যুকালে অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিয়া মৃত্যু যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সে বিলাপ করিতে লাগিল। সাতদিন অসহ্যযন্ত্রনা ভোগের পর তাহার মৃত্যু হইল। এবং সে নরকে গমন করিল। ইহ শুনিয়া বুদ্ধ প্রাণীবধের ভীষণ পরিণামের কথা বর্ণনাচ্ছলে এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—পাপীরা পাপকর্ম করিবার সময় ভাবী পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া সন্ত্রস্ত হয় না। অধিকন্তু আনন্দ সহকারে তাহা করিয়া থাকে, কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় যখন অতীত জীবনের কৃতকর্মগুলি চলচ্চিত্রের দৃশ্যাবলীর ন্যায় একের পর এক তার স্মৃতি পথে উদিত হইতে থাকে, তখন সে ভাবে 'অহো, আমি কি না অপকর্ম করিয়াছি। পূণ্যার্জন ত মোটেই করিতে পারি নাই।' এই ভাবিয়া অনুতাপশীল দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পরও তাহার দুর্গতীলাভ হয়। সে সেখানেও নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে ভীষণ অনুশোচনা করে। এইরূপে পাপকারী ব্যক্তি নিজের দুষ্কর্মের ফলে ইহপর উভয় জগতে ভীষণ যন্ত্রনা ভোগ করিয়া অনুতাপানলে অতিশয় সন্তপ্ত হয়।

আখ্যানভাগ ঃ ষোল

শ্রাবস্তীতে এক ধর্মপ্রাণ উপাসক মৃত্যুকালে 'স্মৃতি-উপস্থান' সূত্র শ্রবণ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। ভিক্ষুরা সূত্রপাঠ আরম্ভ করিলে উপাসক হঠাৎ যেন আনমনেই বলিয়া উঠিলেন—'আসুন'। তখন ভিক্ষুরা সূত্রপাঠ বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ইহাতে উপাসকের আত্মীয়-স্বজনেরা রোদন করিতে লাগিল। অত্যল্পকাল পরেই উপাসক প্রকৃতিস্থ হইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। তারপর তিনি বলিলেন, ভিক্ষু-দিগকে তিনি থামিতে বলেন নাই, অধিকন্তু তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য যে দিব্যরথ আসিয়াছিল ধর্মশ্রবণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে রথগুলি-কেই তিনি থামিতে বলিয়াছিলেন।

এই ঘটনার বিষয় বুদ্ধের গোচরী ভূত হইলে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের ও সৎজীবন যাপনের প্রশংসাচ্ছলে তিনি সই গাথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—ধার্মিকগণ সারাজীবনব্যাপী নিজের ও পরের হিতকর পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া ইহজগতে অনাবিল আনন্দ ও সুখলাভ করিয়া পরিণত বয়সে হাসিমুখেই মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পরও তাঁহার সদ্‌গতি হয় এবং সেখানেও তিনি বিমল আনন্দ উপভোগ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ সতের

দেবদত্ত প্রমুখ ছয়জন শাক্যসন্তান বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। লৌকিক সাধনার দ্বারা দেবদত্ত কিছু লৌকিক ঋদ্ধির অধিকারী হইয়া-ছিলেন। বুদ্ধ তথাগত এবং তাঁহার অশীতি প্রধান শিষ্যের সুখ্যাতি তাঁহার সহ্য হইত না। সেজন্য তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘের নায়ক হইবার উদ্দেশ্যে অজাতশত্রুকেই তাঁহার পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধি-কার করিবার প্ররোচনা দিয়াছিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, দেব-

দত্তের লৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শনেই অজাতশত্রু পিতৃহত্যাতুল্য দুষ্কর্ম সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। অতঃপর দেবদত্ত অজাতশত্রুর সাহায্যে বুদ্ধের প্রাণনাশের জন্য উদ্যোগী হইলেন; কিন্তু সারাজীবন চেষ্টা করিয়াও দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাণনাশ করিতে সক্ষম হইলেন না। শেষ জীবনে অনুতপ্ত হইয়া বুদ্ধের শরণ লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দকে বলিলেন যেন তাহারা শ্রাবস্তীর জেতবনে বুদ্ধ সন্দর্শনের জন্য তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যায়। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহাকে মঞ্চোপরি শোয়াইয়া বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার দুষ্কর্মের ফলে তিনি বুদ্ধের সন্দর্শনে যাইয়া পৌঁছিতে সমর্থ হইলেন না। পথিমধ্যেই তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয় এবং তাঁহার গুরুতর পাপকর্মের ফলে অবীচি মহানরকে গিয়া পতিত হন। আলোচনা প্রসঙ্গে ভিক্ষুগণ দেবদত্তের পারত্রিক গতি সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে অনিবার্য সে বিষয় বর্ণনাচ্ছলে এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—পাপী ইহজন্মে নিজের দুষ্কৃতির জন্য মানসিক অসহ্য অনুতাপ ভোগ করে। অধিকন্তু তাহার কৃত দুষ্কর্মের ফলে পরজন্মেও অবর্ণনীয় দুঃখপূর্ণ মহানিরয়ে পতিত হইয়া ভীষণ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

আখ্যানভাগ : আঠার

সুমনা অনাথপিণ্ডদের কনিষ্ঠা কন্যা, বড় ভগ্নিদের বিবাহের পর বুদ্ধ ও তাঁহার ভিক্ষু সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার উপর পড়িল। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া সুমনা দেবী অনাগামী ফল লাভ করিয়াছিলেন।

অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কন্যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া শ্রেষ্ঠি জেতবনে বুদ্ধের সন্নিধানে উপনীত হইলে তাঁহার কন্যার সুগতির

কথা বলিয়া বুদ্ধ আত্মশুদ্ধি ও পুন্যকার্যের প্রশংসার ছলে এই গাথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—ধার্মিকগণ ইহজন্মে আনন্দদায়ক পুণ্যকর্মানুষ্ঠান করিয়া অতিশয় সুখী ও আনন্দিত হন এবং মৃত্যুর পর সদ্‌গতি লাভ করিয়া আরও অধিকতর সুখ সমৃদ্ধি লাভে অধিকতর মোদিত ও প্রমোদিত হন। সেজন্য কৃতপুণ্যগণের ইহ, পর উভয় জন্ম অত্যন্ত সুখপ্রদ হয়।

অাখ্যানভাগ ঃ উনিশ-কুড়ি

শ্রাবস্তীর দুই বন্ধু তথাগত বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসরকাল গুরুর নিকট অবস্থান করিয়া বিবিধ কর্তব্যা-কর্তব্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বুদ্ধের উপদিষ্ট সাধনায় সিদ্ধ হইলেন এবং অপরজন, ত্রিপিটক অধ্যয়ন ও অধ্যা-পনা কার্যে নিযুক্ত রহিলেন। চরম বিমুক্তি তাঁহার অধিগত হইল না। বুদ্ধ এই বিষয় অবগত হইয়া পাণ্ডিত্য অপেক্ষা আচরণই বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া এই গাথাদ্বয় আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—যে প্রমত্ত ব্যক্তি ধর্মাচার্যের নিকট বহুল পরিমাণে বুদ্ধের ধর্ম অধ্যয়ন করিয়াও যথাযথ আচরণে বিরত থাকেন, এমন কি কুক্কুটের পক্ষ প্রসারণ সময়টুকু পর্যন্ত ত্রিলক্ষণ (অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম) চিন্তা করেন না, সেই ব্যক্তি রাখালের সহিত তুলনীয় হন। অর্থাৎ রাখাল যেমন সারাদিন মাঠে গরু চরাইয়াও পঞ্চ গব্যরসের অধিকারী হইতে সমর্থ হয় না, সেরূপ বুদ্ধবচন প্রচুর আবৃত্তি করিলেও সেই ধর্মের রস পানের অধিকারী হইতে পারেন না। অপরপক্ষে অপ্রমত্তভাবে যিনি অল্প পরিমাণেও বুদ্ধের বাণী অধ্যয়ন করিয়া তাহা সুন্দররূপে আচরণ করেন, নবলোকোত্তর ধর্মের[১৩] অনুকূল ধর্মার্থে অবগত হইয়া চারি

উৎপাদন করিয়া নিজের কামপ্রবৃত্তিদমন করেন এবং মনেপ্রাণে মুক্তি অভিলাষী হন তিনিই কাম-দ্বেষ ও মোহকে সর্বতোভাবে পরাভূত করিয়া বিদর্শনভাবনা[17] বলে মুক্তিপথের সন্ধান লাভ করেন এবং এই দেহকে স্কন্ধ[18] ধাতু,[19] ও আয়তন[20] রূপে বিভাগ করিয়া সেই সুনিপুণ সাধক চারিটি উপাদান[21] সমূলে উৎপাটিত করিয়া অর্হত্ত্ব লাভের পর ভববন্ধন মুক্ত হন।

---

১৬ স্রোতাপত্তিমার্গ ও ফল, সকৃদাগামীমার্গ ও ফল, অর্হত্তমার্গ ও ফল এবং নির্বাণ এইগুলিকে নবলোকোত্তর ধর্ম বলা হয়।

১৭ বৌদ্ধমতে সাধনা প্রণালী 'শমথ' এবং 'বিদর্শন' ভাবনাবশে দুই প্রকার। চিত্তের স্থূল অকুশলবৃত্তির শান্তি অবস্থার নাম 'শমথ'। ইহা চিত্তের একাগ্রতা প্রসূত; এই অবস্থার উৎপাদন ও বর্ধনের নাম 'শমথ ভাবনা' বা 'সমাহিত বা সমাধিজাত চিত্ত'। এই ভাবনা অভ্যাসের চল্লিশপ্রকার প্রণালী বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। নামরূপ, (পঞ্চস্কন্ধ বা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) ইহা (নামরূপ)কে,— সমগ্র সংস্কার ধর্মকে ত্রিবিধাদর্শনই বিদর্শন'। ইহা নামরূপ সম্বন্ধে সমাহিত চিত্তের নৈর্ব্যক্তিকভাবে যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান। এই জ্ঞানের উৎপাদন ও বর্ধনের নামই 'বিদর্শন ভাবনা'।

১৮ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান ইহাদের সমষ্টিই পঞ্চস্কন্ধ বা নামরূপ।

১৯ যাহা নিজ নিজ স্বভাব ধারণ করে তাহাই 'ধাতু'। যেমন দর্শনকার্যে সাহায্য করিবার গুণ বা স্বভাব একমাত্র চক্ষুই ধারণ করে, এইজন্য চক্ষু 'ধাতু'। তদ্রূপ শ্রোত্র-ধাতু, ইত্যাদি ধাত ১৮ প্রকার। যথা—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ,, জিহ্বা, কায়, মন, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পষ্টব্য ধর্ম। চক্ষু, বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান ও মনো-বিজ্ঞান।

২০ আয়তন অর্থে উৎপত্তি স্থান,—অর্থাৎ নিবাস স্থান, চক্ষু ও বর্ণ বা রূপ (দ্বার ও আলম্বনের আকারে) চক্ষু বিজ্ঞানের আয়তন বা উৎপত্তি স্থান। অন্যান্য আয়তনেরও বর্ণনা এরূপ।

আয়তন দ্বাদশ প্রকার; যথা—চক্ষু,শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম (এইগুলিকে আয়তন বলা হয়)।

২১ 'উপাদান'—উপ আদান অর্থাৎ দৃঢ় গ্রহণ। তৃষ্ণার বিষয়ীভূত বস্তুকে সর্পের ভেক অনুসন্ধান করার ন্যায় অনুসন্ধান করে। তৃষ্ণার বিষয়ীভূত বস্তুকে সর্পের ভেককে ধরিয়া রাখার ন্যায় গ্রহণ করিয়া ধরিয়া রাখে এবং রক্ষা করিতে থাকে। তদনাকার কার চিত্তের দৃঢ় গ্রহণ করা রূপ উপাদানের অবস্থা। কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদ ভেদের উপাদান চারি প্রকার।

অপ্পমাদ বগ্‌গো (২)

'অপ্রমাদ'

আখ্যানভাগ : একুশ-বাইশ

বুদ্ধ এক সময় কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় মহারাজ উদয়নের প্রথমা রাণী বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিতে যাইতেন। দ্বিতীয়া রাণী মাগন্দিয়া বুদ্ধ বিদ্বেষিণী ছিলেন। বুদ্ধের প্রতি শ্যামাবতীর অচল শ্রদ্ধা দেখিয়া মাগন্দিয়ার ঈর্ষা উৎপন্ন হইল। সেজন্য তিনি শ্যামাবতীর বিরুদ্ধে রাজার মন ভাঙাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজার নিকট তাঁহার সমস্ত ষড়যন্ত্র ধরা পড়িল। তিনি এইভাবে সপত্নী শ্যামাবতীর ক্ষতিসাধন করিতে না পারিয়া একদিন শ্যামাবতীর প্রাসাদে অগ্নি সংযোগ করাইলেন। মহারাণী শ্যামাবতী পঞ্চশত সহচরীসহ তাহাতে অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মহারাজ উদয়ন সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া মাগন্দিয়ার প্রাণদণ্ডের বিধান করিলেন। এই বৃত্তান্ত বুদ্ধের গোচরীভূত হইলে তিনি ভিক্ষুদের উদ্দেশ করিয়া উপদেশ প্রদানচ্ছলে এই গাথা তিনটি উচ্চারণ করেন।

মর্মার্থ—অপ্রমাদ শব্দের অর্থ সুদূরপ্রসারী ও গভীর ভাবব্যঞ্জক। সমগ্র ত্রিপিটক বুদ্ধবচনে অপ্রমাদের নীতি বর্ণিত হইয়াছে। সেজন্য সূত্র, বিনয় অভিধর্মপিটকে এই অপ্রমাদ শব্দ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বুদ্ধ বলিয়াছেন—যেত প্রকার জঙ্গম প্রাণীর পদচিহ্ন

আছে, তন্মধ্যে হস্তিপদচিহ্নই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং স্বপ্রকট। এরূপ সর্বপ্রকার কুশলধর্ম অপ্রমাদমূলক। সর্বপ্রকার ধর্মের মধ্যে অপ্রমাদ অতিশয় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে)।

অপ্রমাদের অন্য অর্থ—স্মৃতি সংরক্ষণ বা স্মৃতিকে জাগ্রত রাখা। যেহেতু স্মৃতির অনুশীলন ব্যতীত অমৃতপদ বা নির্বাণ সুলভ নয়। যাহারা নিত্য স্মৃতিকে জাগ্রত রাখিয়া অপ্রমাদপরায়ণ হন তাঁহার নির্বাণের সন্ধান পাইয়া থাকেন। অমৃতপদ প্রাপ্তি ঘটিলে জন্মজরার অতীত হওয় যায়। প্রমাদ মৃত্যুর পথকেই প্রশস্ত করিয়া দেয়। ইহা স্মৃতিভ্রষ্টতার নামান্তর। প্রমত্ত ব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া সংসরণ করিতে করিতে অসীম দুঃখভোগ করিতে হয়।

প্রমত্ত ব্যক্তির পক্ষে জন্ম-মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব নহে। যেহেতু তাহাদের তৃষ্ণা সতত বর্ধিত হইয়াই থাকে। তাহারা প্রমাদের বশবর্তী হইয়া নানাবিধ পাপানুষ্ঠানে সততই লিপ্ত থাকে। সেজন্য তাহারা জীবিত থাকিলেও মৃতবৎ। সুতরাং অপ্রমত্ত বিজ্ঞগণ অপ্রমাদের অনুশীলন করিয়া যথাসম্ভব মার্গফললাভী হইয়া অন্ততপক্ষে এক দুই তিন জন্মের অধিক মৃত্যুবরণ করেন না, তাহারা অমৃতপদ লাভ করেন। গৃহস্থগণ যেমন প্রমাদ বিহারে কালাতিপাত করে দানশীল ভাবনা ও উপোসথ-কর্ম[১] ইত্যাদি পুণ্যানুষ্ঠানের কথা ভাবে না. সেরূপ প্রব্রজিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেকে প্রমাদপরায়ণ হইয়া বাস করেন, প্রব্রজিতদের কর্তব্যকর্মে উদাসীন হইয়া মুক্তিপথ অন্বেষণ করা হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়া বিপুদলের সেবাতেই মত্ত থাকেন। মৃতদেহ যেমন কাষ্ঠখণ্ডতুল্য চেতনাহীন, সেরূপ প্রমত্ত ব্যক্তিগণও চেতনাবিহীন নির্জীব পদার্থের ন্যায় পরিগণিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানিগণ অপ্রমাদের বিশেষার্থ

১ সংস্কৃত উপবসথ, বৌদ্ধ সংস্কৃত ('পোষধ), অমাবস্যা, পূর্ণিমা, শুক্লাষ্টমী, কৃষ্ণাষ্টমী মাসের এই চারিটি তিথি উপোসথদিন বলিয়া নির্দিষ্ট। গৃহস্থগণ মাসের এই চারিটি দিনে অষ্টশীল প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

উপলব্ধি করিয়া ইহার অনুসরণ করেন। যেমন, বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ এবং শ্রাবকগণ স্মৃতি সাধনার সাহায্যে সপ্তত্রিংশৎ বোধিপক্ষীয়[২] এবং নবলোকোত্তর ধর্মে রত থাকিয়া অপ্রমাদের পন্থা অবলম্বন করিয়া নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন, তদ্রূপ অপ্রমত্ত পণ্ডিতগণও সেই আর্যগণের অনুসৃত নীতি অবলম্বন করিয়াই চলেন। তাঁহারা এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করেন যে—পুরুষশক্তি, পুরুষবীর্য এবং পুরুষ পরাক্রমে যাহা সুলভ্য, তাহা লাভ না করিয়া নিরুদ্যম হইব না। এ সঙ্কল্পে তাঁহারা কোনরূপ প্রলোভনে পথভ্রষ্ট না হইয়া নিজেদের দৃঢ়তায় অটল অচল হইয়া থাকেন। এতাদৃশ ধীমান বিজ্ঞগণ কাম, ভব, দৃষ্টি (ভ্রান্তধারণা) ও অবিদ্যাযোগ[৩] অতিক্রম করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়া নির্বাণ সাক্ষাৎকার করেন, অর্থাৎ অমৃতপদ লাভ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ চব্বিশ

রাজগৃহে মাতৃপিতৃহীন ধনাঢ্য 'কুম্ভঘোষক' বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও দৈনন্দিন পরিশ্রমে নিজের ভরণপোষণ চালাইতেন। ইহা

---

২ বোধিজ্ঞান লাভের পক্ষে যে সকল চিত্ত চৈতসিকের উৎকর্ষসাধন অপরিহার্য সেগুলিই বোধিপক্ষীয় ধর্ম নামে অভিহিত হয়। তাহা সপ্তত্রিংশৎ, যথা—(ক) চতুর্বিধ স্মৃত্যুপস্থান—কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন ও ধর্মানুদর্শন, (খ) চতুর্বিধ সম্যক্ প্রধান (প্রচেষ্টা)—উৎপন্ন পাপচিত্তের দূরীকরণের জন্য প্রচেষ্টা, অনুৎপন্ন পাপচিত্তের অনুৎপত্তির জন্য প্রচেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশলচিত্তের উৎপত্তির জন্য প্রচেষ্টা, উৎপন্ন কুশলচিত্ত বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা, (গ) চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ (ঋদ্ধিলাভের উপায়) ছন্দ, বীর্য, চিত্ত, মীমাংসা, (ঘ) শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা, (ঙ) পঞ্চবল—শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা, (চ) সপ্ত বোধ্যঙ্গ—স্মৃতি, ধর্ম বিচার, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি সমাধি ও উপেক্ষা, (ছ) অষ্ট মার্গাঙ্গ—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যকসঙ্কল্প, সম্যক্-বাক্য সম্যক-কর্ম সম্যক-আজীব, সম্যকব্যায়াম (প্রচেষ্টা) সম্যক্-স্মৃতি, সম্যক্-সমাধি, কত, চিত্ত চৈতসিক হিসাবে বোধিপক্ষীয় ধর্মের সংখ্যা চৌদ্দ। এই চৌদ্দটির মধ্যে, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি শ্রদ্ধা, প্রজ্ঞাকে যথাক্রমে ৯, ৮, ৪, ২, ৫ বার গ্রহণ করাতে উহারা সপ্তত্রিংশ সংখ্যক হইয়াছে।

৩ ইহা এক জন্মের সহিত অন্য জন্মের যোগ করিয়া দেয়।

জানিতে পারিয়া রাজা বিম্বিসার শ্রমণপাদার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠি উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহাকে নিজের কন্যা সম্প্রদান করিলেন। রাজা বিম্বিসার নব-দম্পতিকে সঙ্গে লইয়া বিহারে গমনপূর্বক বুদ্ধকে এই ঘটনা জ্ঞাপন করিলেন।

তখন বুদ্ধ অনলস ও উদ্যোগী ব্যক্তিদের প্রবর্ণনাচ্ছলে এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—যিনি অদম্য প্রচেষ্টায় উন্নততর ধর্মজীবন লাভের জন্য তৎপর, সতত স্মৃতি সংরক্ষণে যত্নবান, কায়মনোবাক্যে শুচি ও পবিত্র ভাবাপন্ন, যিনি চিকিৎসকের রোগ পরীক্ষাতুল্য প্রত্যেক কর্ম সুবিবেচনার সহিত সম্পন্ন করেন, গৃহস্থজীবনে অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষি, গো-পালন প্রভৃতি সৎজীবিকা অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন এবং যাঁহারা প্রব্রজিতজীবনে চিকিৎসাবিদ্যা দৌত্যকর্ম প্রভৃতি শ্রমণের অনুপযোগী জীবিকার্জন ত্যাগ করিয়া অর্থসম্মত ও ধর্মসঙ্গত ভিক্ষাচরণে রত থাকিয়া সম্যক্ স্মৃতি, কার্যসাধনে অবহিত হন, তিনিই ঐশ্বর্য-ভোগসম্পদ এবং যশঃ-খ্যাতির অধিকারী হইয়া থাকেন।

আখ্যানভাগ ঃ পঁচিশ

রাজগৃহের মহাপন্থক ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই অর্হত্ব লাভ করিলেন। তিনি মুক্তি লাভের জন্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চুলপন্থককে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা দিলেন; কিন্তু চুলপন্থক নিজের জড়বুদ্ধিতার জন্য চারিমাসে একটিমাত্র শ্লোকও মুখস্থ করিতে পারিলেন না। ইহাতে মহাপন্থক ভ্রাতাকে ভিক্ষুসঙ্ঘ ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। তিনি প্রত্যুষে বিহার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। সে সময় বুদ্ধ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকট লইয়া গিয়া সমস্ত ঘটনা অবগত হইলেন। তখন তিনি তাঁহাকে একখানি বস্ত্রখণ্ড দিয়া উদয়-ব্যায় বা

অনিত্য ভাবনার প্রণালী শিক্ষা দিলেন। অপ্রমত্তভাবে সাধনা করিয়া পণ্ডক অরহত্বলাভ করিলে বুদ্ধ এই গাথা উচ্চারণ করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

মর্মার্থ—যিনি বীৎপ্রভাবে, নির্ভুল স্মৃতি সম্পাদনে চারি পরিশুদ্ধি শীল রক্ষণে ও ইন্দ্রিয় দমনে ধর্মদাপ্ত প্রজ্ঞায় সমুন্নত, তিনি গভীর সংসার সমুদ্রে নিজের প্রতিষ্ঠানস্থল, সুদুর্লভ অরহত্বলাভে সমর্থ হন। কাম, ভব, ভ্রান্তদৃষ্টি ও অবিদ্যা—এই চতুর্বিধ সংসার ওঘ[8] তাঁহাকে আর বিধ্বস্ত করিতে পারে না।

আখ্যানভাগ ঃ ছাব্বিশ

এক সময় বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডদের বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন চিরাচরিত প্রথানুসারে শ্রাবস্তী নগরে সপ্তাহব্যাপী এক উৎসব চলিতেছিল। এই উৎসবে তরুণদল অশোভন আচরণে ব্যাপৃত হইয়াছিল সেজন্য শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকাগণ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নগরে পিণ্ডাচরণে বাহির হইতে না দিয়া বিহারেই তাঁহাদের ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। অষ্টম দিবসে তরুণদের আচরণের নিন্দা করিয়া তথাগত বুদ্ধ ধর্মসভায় নিম্নোক্ত গাথা আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—অজ্ঞব্যক্তিগণ ইহ-পরলোকের সাহিত ও সুখপ্রদ বিষয়বস্তুতে সচেতন নহে। সেজন্য তাহারা বাল (মূর্খ) নামে অভিহিত। সেই বাল ও দুর্মেধ বা দুষ্প্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রমাদের দোষ বুঝিতে না পারিয়া প্রমত্তভাব

---

৪ স্রোত। বন্যাস্রোতে পতিত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় এই চতুর্বিধ ওঘ সত্ত্বগণকে জন্মান্তরের আকারে দুস্তর সংসার স্রোতে ভাসাইয়া ও প্রবাহিত করিয়া লইয়া যায়।

৫ পূর্বজন্মানুস্মরণজ্ঞান (পুব্বেনিবাসানুস্সতিঞাণং), চ্যুতি উৎপত্তি জ্ঞান (চুতূপপত্তিঞাণং) আস্রবক্ষয়জ্ঞান (আসবানং খযঞাণং)

৬ নানাবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্তবিজ্ঞানজ্ঞান পূর্বজন্মস্মরণজ্ঞান, দিব্যচক্ষু আস্রবক্ষয়জ্ঞান।

জীবনযাপন করে ; কিন্তু প্রাজ্ঞব্যক্তিগণ অপ্রমাদকে বংশানুক্রমে সুরক্ষিত ধনের ন্যায় রক্ষা করেন। কেহ কেহ 'আমি এই' ধনে পার্থিব কামসম্পদ লাভ করিব। স্ত্রীপুত্রের ভরণ-পোষণ করিব। এবং পরলোকের পথ পরিষ্কার করিব'—এই ত্রিবিধ ফল লাভের আশায় ধনসঞ্চয় করিয়া থাকে ; কিন্তু অপ্রমত্ত ব্যক্তি সেরূপ সঙ্কল্প করেন না। তিনি অপ্রমাদরূপ ধনে প্রথম ধ্যানাদি লাভ করেন, স্রোতাপত্তি মার্গফল প্রাপ্ত হন এবং ত্রিবিদ্যা[৫] ও ষড়ভিজ্ঞা[৬] লাভ করেন। সুতরাং যিনি অপ্রমত্ত বা স্মৃতি সাধনায় সিদ্ধ, তিনি উত্তম ধ্যানের প্রভাবে বিপুল বিমুক্তি সুখ লাভ করেন।

আখ্যানভাগ : সাতাশ

বুদ্ধের মহাশিষ্যদের অন্যতম মহাকশ্যপ স্থবির একদিন সন্ধ্যাবেলায় পিপ্পলীগুহায় ধ্যানস্থ হইয়া দিব্যচক্ষুতে জলস্থলের জীবগণের জন্মমৃত্যু রহস্য উদঘাটনে ব্যস্ত ছিলেন। সে সময় বুদ্ধ লোকোত্তর শক্তিতে তাঁহার নিকট বাণী প্রেরণ করিলেন—"জীবগণের চ্যুতি-উৎপত্তি দুর্জ্ঞেয়। মাতৃ-জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতাপিতার অজ্ঞাতসারে কত জন যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহা সর্বজ্ঞজ্ঞানের বিষয়।" এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ নিম্নের গাথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—পুষ্করিণীতে নূতন জল প্রবেশ করিয়া পুরাতন জলকে যেমন বাহির করিয়া দেয়, সেরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিরা অপ্রমাদ দ্বারা প্রমাদকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া পবিত্র দিব্যচক্ষু প্রভাবে প্রজ্ঞাশিখরে আরোহণ করিয়া শোকপীড়িত জনতার জন্মমৃত্যু পর্যবেক্ষণ করেন।

আখ্যানভাগ : আটাশ

জেতবনের দুই ভিক্ষু বন্ধু বুদ্ধের নিকট-ধ্যান-সাধন' প্রণালী শিক্ষা করিয়া অরণ্যে এক যোগ সাধনায় গিয়াছিলেন ; কিন্তু একজন প্রমাদ ও আলস্যের বশবর্তী হইয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

অপরজন অপ্রমত্ত থাকিয়া অদম্য উৎসাহে অচিরে অরহত্ব লাভ করিলেন। বর্ষাব্রত শেষ করিয়া তাঁহারা বুদ্ধের নিকট আসিয়া তাঁহাদের সফলতা ও অসফলতার কথা বলিলেন। ইহাতে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথা বলিলেন।

মর্মার্থ—অপ্রমত্ত ক্ষীণাস্রব যদি সর্বদা নিজের স্মৃতিকে জাগ্রত রাখেন। তিনি নিজের অদম্য উৎসাহ ও অধ্যাবসায় বলে সমাধিতে মগ্ন থাকিয়া সমস্ত তৃষ্ণাকে বিদূরিত করিয়া নবলোকোত্তর ধর্মের পূর্ণ অধিকারী হন। এবং অলস, সাধনাভ্রষ্ট ও মোহাবদ্ধ ব্যক্তিগণকে অতি-ক্রম করেন; কিন্তু প্রমত্তব্যক্তিগণ সর্বদা স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া জীবন অতিবাহিত করে। তাহারা মোহ-সুপ্তিতে মগ্ন হইয়া স্মৃতি জাগরণের কথা মোটেই চিন্তা করিতে পারে না। সেজন্য তাহারা বিষয়-বাসনায় অতিশয় প্রমত্ত হইয়া সর্বদা দুঃখভোগ করে এবং মুক্তির পথ খুঁজিয়া পায় না।

আখ্যানভাগ—উনত্রিশ

বৈশালীর কূটাগারশালায় বুদ্ধ মহালিচ্ছবিকে দেবরাজ ইন্দ্রের পূর্ব-জন্মের কথা প্রসঙ্গে বলিলেন যে, পূর্বজন্মে ইন্দ্র 'মঘ' মানবকরূপে তেত্রিশজন তরুণ লইয়া এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সর্বদা মাতাপিতা ও গুরুজনের সেবাযত্ন, গ্রাম নগরের আবর্জনা পরিষ্কার এবং জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি জনকল্যাণকর কার্য সম্পাদন করিয়া বেড়াইতেন। মৃত্যুর পর তাঁহারা ত্রয়ত্রিংশ স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। মঘ-মানবক তথায় ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথা বলিলেন।

মর্মার্থ—একজন্মে বোধিসত্ত্ব 'মঘ মানবক' রূপে জন্মধারণ করিয়া অপ্রমাদের পথা অনুসরণ করিয়া লোকহিতকর কার্যগুলি সম্পন্ন করিয়া স্বর্গের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেজন্য বুদ্ধ প্রমুখ পণ্ডিত লৌকিক ও লোকোত্তর গুণসমূহের অধিকারী হইবার একমাত্র উপায় অপ্রমাদকে

প্রশংসা করেন, প্রমাদকে সর্বদা নিন্দা করেন। কেননা প্রমাদ সকল অনর্থের মূল। প্রমাদের বশবর্তী হইয়া অপরিনামদর্শী মূর্খ ব্যক্তিগণ নিজেদের মূল্যবান জীবনের মহা ক্ষতিসাধন করে।

আখ্যানভাগ—ত্রিশ

জেতবনে বুদ্ধের নিকট যোগশিক্ষা করিয়া জনৈক ভিক্ষু অদম্য উৎসাহ এক অরণ্যে গিয়া সাধনায় রত হইলেন; কিন্তু কৃতকার্য না হইয়া তিনি বুদ্ধের নিকট ফিরিয়া আসিতেছিলেন। তখন তিনি পথিমধ্যে অতর্কিতে দাবাগ্নির সম্মুখীন হইলেন। তাহাতে তাঁহার মনের গতি ফিরিয়া গেল। তিনি বুদ্ধের নিকট গিয়া মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। ইহা শুনিয়া বুদ্ধ তাঁহাকে নিম্নোক্ত গাথায় উপদেশ দিলেন।

মর্মার্থ—যাহারা অপ্রমত্ত জীবন লাভ করিতে আগ্রহশীল হন, তাঁহারা প্রমত্ততাকে অতিশয় ভয়ের চোক্ষে দেখেন। কেননা,প্রমাদের বশীভূত হইলে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সেজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অপ্রমাদকে অনুসরণ করিয়া সংযোজন[৭] বা ভববন্ধকে জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া নির্বাণ উপলব্ধি করেন।

আখ্যানভাগ : একত্রিশ

শ্রাবস্তীর অনতিদূরে নিগম গ্রামের তিষ্যভিক্ষু বাহ্যিক সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া নিজের আত্মীয় স্বজনের গৃহে ভিক্ষাচরণ করিয়া অল্পেচ্ছু হইয়া বাস করিতেন। তিনি অনাথপিণ্ডদের মহাকাশ কিংবা কোশল-রাজ প্রসেনজিতের অসদৃশদানে উপস্থিত থাকিতেন না। এইজন্য স্বজনপ্রিয় বলিয়া লোকে তাঁহার নিন্দা করিত। বুদ্ধ তাঁহার নির্লোলুপতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া গাথাটি বলিয়াছেন।

মর্মার্থ—অপ্রমাদপরায়ণ ভিক্ষু কখনও রিপুদলের সেবায় নিযুক্ত থাকেন না। তিনি প্রমাদকে ভয়ের চক্ষুতে দর্শন করিয়া তাহা সর্বতো ভাবে পরিহার করিয়া শমথ বিদর্শন সাধনায় মার্গফল লাভের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা করিতে থাকেন। এরূপ ভিক্ষু কখনও চারিমার্গ ও চারিফল হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন না। যদি তিনি সেই উত্তম গুণসমূহের অধিকারী হন, তাহা হইতে কখনও বিচ্যুতি হইবেন না। যদি তিনি অধিকারও না করিয়া থাকেন, তিনি তাহা লাভের জন্য সতত চেষ্টা করেন। সেজন্যই তিনি মুক্তিপথ নির্বাণের নিকট অবস্থিত।

চিত্তবগ্‌গো (৩)

'চিত্ত'

আখ্যানভাগ ঃ তেত্রিশ-চৌত্রিশ

আয়ুষ্মান মেঘিয় লোভ, দ্বেষ, মোহের বশবর্তী হইয়া সাধনায় তন্ময়তা লাভে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তখন বুদ্ধ চালিকা পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। সে সময় তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে এই গাথায় উপদেশ দিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—চিত্ত (বিজ্ঞান) স্বভাবতঃ চঞ্চল; সুখ ও শান্তির আশায় সর্বদা রূপাদি নানা বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ইতঃস্ততঃ বিচরণ করে, চপলমতি শিশুর ন্যায় একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকেনা। সেজন্য মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞ বিষয় ও অমনোজ্ঞ বিষয়বস্তুতে ভ্রমণশীল চিত্তকে

৭ জীবগণকে সংসারে বন্ধন করিয়া রাখে বলিয়াই সংযোজন। তাহা দশ প্রকার, যথা, সৎকায় দৃষ্টি (আত্মবাদ), বিচিকিৎসা (সংশয়), শীলব্রত পরামর্শ (শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভে বিশ্বাস), কামরাগ ও ব্যাপাদ—এই পঞ্চ সংযোজন অধোভাগীয় অর্থাৎ নীচজন্ম বা দুর্গতিতে বন্ধন করে। রূপরাগ, অরূপ-রাগ, মান ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা এই পাঁচটী উর্ধ্বভাগীয়। ইহারা জীবগণকে লৌকিক সুগতিতে বন্ধন করিয়া রাখে।

রক্ষা কিংবা বারণ করা যায় না। শর নির্মাতা অরণ্যাহৃত বক্র কাষ্ঠখণ্ডকে উপায় কৌশলের দ্বারা সোজা করিয়া শর প্রস্তুত করে। সেরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিও শীল ও শ্রদ্ধাগুণ প্রভৃতি অনুশীলন করিয়া নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ বক্রচিত্তকে সম্যক প্রচেষ্টায় সোজা করেন, অর্থাৎ তিনি সংস্কারপুঞ্জ (পঞ্চস্কন্ধ) কে ত্রিলক্ষণ (অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম) দ্বারা পুনঃপুনঃ বিশ্লেষণ করিয়া অবিদ্যা পরিহারপূর্বক ত্রিবিদ্যা, ষড়ভিজ্ঞ ও নবলোকোত্তর ধর্ম অধিকার করেন। মন কিন্তু সর্বদা রূপ, শব্দ গন্ধ রস ও স্পর্শে বঞ্চিত হইয়া আনন্দ পাইতে চায়, যখন বিজ্ঞব্যক্তি এই পঞ্চকামে বিচরণশীল চিত্তকে দমনেচ্ছায় বিদর্শন সাধনায় ব্যাপৃত হন।

তখন চিত্ত পূর্বস্থান ফিরিয়া পাইবার আশায় ছটফট, করে কিন্তু তিনি সাধনা ত্যাগ না করিয়া সম্যক প্রচেষ্টায় তৃষ্ণাজয়ে অতিশয় উদ্যোগী হইয়া মুক্তির সন্ধান পাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ পঁয়ত্রিশ

শ্রাবস্তীর ষাটজন ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট যোগসাধনা শিক্ষা করিয়া এক সীমান্ত গ্রামে উপস্থিত হইলেন, একজন শ্রদ্ধাবতী উপাসিকার নিমন্ত্রণ তাঁহারা তথায় বর্ষাযাপন করিলেন। উপাসিকাও ভিক্ষুদের নিকট যোগসাধনা শিক্ষা করিয়া সাধনাসিদ্ধ হইলেন। উপযুক্ত আহারের অভাবে ভিক্ষুদের সাধনার অন্তরায় হইতেছে দেখিয়া তিনি তাঁহাদের উপযুক্ত আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহাতে ভিক্ষুরা সাধনাসিদ্ধ হইয়া বর্ষাবাসের পর বুদ্ধদর্শনে জেতবনে আসিলেন। তাঁহাদের সাধনায় সিদ্ধ হইতে সেই উপাসিকার সাহায্যের কথা শুনিয়া জনৈক ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট যোগ-সাধনা শিক্ষা করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

উপাসিকাও তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতে লাগিলেন কিন্তু নিজের দুর্বলতা উপাসিকার নিকট ধরা পড়িবে ভাবিয়া সেই ভিক্ষু পুনরায় বুদ্ধের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। বুদ্ধ তাঁহার কথা শুনিয়া উপদেশচ্ছলে তাঁহাকে এই ভাষা বলিলেন।

মর্মার্থ—সাধারণতঃ চিত্ত বড়ই চঞ্চল, ইহাকে বশে রাখা অতিশয় কঠিন। কেননা, চিত্ত লাভ অলাভ, ন্যায়, অন্যায় সম্বন্ধে অবহিত না হইয়া জাতি-গোত্র-বংশ প্রভৃতি কিছু বিচার না করিয়া যথেচ্ছভাবে প্রলোভনযোগ্য বিষয়-বস্তুতে প্রলুব্ধ হইয়া পড়ে, তাহাতে ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি হয়; সেজন্য চারি আর্যমার্গ অনুশীলনে চিত্তকে দমন করা উচিত; কারণ, সংযত চিত্ত নির্বাণ উপলব্ধি করে।

আখ্যানভাগ : ছত্রিশ

শ্রাবস্তীর জনৈক কুলপুত্র দুঃখমুক্তির আশায় ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি গুরুর নিকট ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করিয়া ভিক্ষু জীবনের সমস্ত বাধা নিষেধ জ্ঞাত হইলেন, তখন তিনি নিয়ম পালনের ভয়ে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন, এমন কি ভিক্ষুধর্ম ত্যাগ করিয়া সংসারী হইবার সঙ্কল্প করিলেন। ইহা অবগত হইয়া বুদ্ধ তাঁহাকে নিম্নোক্ত গাথা বলিলেন।

মর্মার্থ—চিত্তের গতি অতিশয় দুর্দর্শ ও সূক্ষ্ম, ইহা অজ্ঞাতসারে ভালমন্দ যে কোন বিষয় বস্তুতে প্রলুব্ধ হইয়া পড়ে, সেজন্য চিত্তের গতিকে পর্যাপ্ত করা কষ্টসাধ্য। অজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় চিত্তকে বশীভূত করিতে পারেনা, বরং সে চিত্তের বশীভূত হইয়া নিজের ইহকালের ও পরকালের অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়া অসহ্য দুঃখ ভোগ করে, একমাত্র জ্ঞানীব্যক্তিই চিত্তকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। সেজন্য চিত্তকে নিজের বশীভূত করা উচিত। চিত্ত শান্ত ও সংযত হইলে মার্গফলের অধিকারী হইয়া নির্বাণ-সুখ উপলব্ধি করা যায়।

আখ্যানভাগ : সাঁইত্রিশ

শ্রাবস্তীর জনৈক কুলপুত্র বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিলেন ও অচিরে অরহত্ব লাভ করিলেন। সঙ্ঘরক্ষিত নামে তাঁহার একজন ভাগিনেয়ও তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল।

একদিন সঙ্ঘরক্ষিত দুইখানি খণ্ডিত বস্ত্র পাইয়া একখানি গুরুকে দান করিতে চাহিল; কিন্তু গুরু তাহা গ্রহণ করিলেন না। ইহাতে সে অতিশয় দুঃখিত হইল। যখন সে গুরুকে পাখা দিয়া বাতাস করিতেছিল, তখন সে চিন্তা করিতে লাগিল—আমি গৃহস্থ অবস্থায় গুরুদেবের ভাগিনেয় ছিলাম, এখন তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছি, অথচ তিনি আমার দান গ্রহণ করিলেন না, সুতরাং ভিক্ষু থাকিয়া লাভ কি? আমার সংসার-জীবন গ্রহণ করাই মঙ্গল। এই বস্ত্রখণ্ডদ্বয় বিক্রয় করিয়া একটি মেষ ক্রয় করিব। মেষের শাবক হইলে বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জন করিয়া বিবাহ করিব। তখন পত্নীকে লইয়া মাতুলদর্শনে যাইব। সে সম্মত না হইলে তাহাকে এইভাবে প্রহার করিব। এই চিন্তায় পত্নীকে পাখা দ্বারা প্রহার করিতে উদ্যত হইয়া তাহার গুরুর মস্তকে প্রহার করিল। তখন লজ্জিত সঙ্ঘরক্ষিত পলায়নপর হইলে তরুণ ভিক্ষুরা তাহাকে ধরিয়া বুদ্ধের নিকট লইয়া গেলেন। বুদ্ধ এই ঘটনা জ্ঞাত হইয়া নিম্নোক্ত গাথায় তাহাকে উপদেশ দিলেন।

মর্মার্থ—চিত্ত বিষয়বস্তু ব্যতীত থাকিতে পারে না। চিত্ত বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া বহুদূরে চলিয়া যায়। সাত আটটি চিত্ত একসঙ্গে উৎপন্ন হয় না, একাকী উৎপন্ন হওয়াই চিত্তের ধর্ম, চিত্তের কোন শরীর বা আকৃতি নাই। ইহা লাল, নীল প্রভৃতি কোন বর্ণও ধারণ করে না। ইহা চাতুর্ভৌতিক হৃদয় গুহার ভিতর অবস্থান করে। সেজন্য যিনি অনুৎপন্ন পাপ কালিমা (কলুষ) এবং ভুলবশতঃ উৎপন্ন কলুষকে পরিহার করিয়া নিজের চিত্তকে সংযত করেন তিনি মারবন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হন।

আখ্যানভাগ : আটত্রিংশ-উনচল্লিশ

শ্রাবস্তীর চিত্রহস্ত পর পর ছয়বার ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়া ছয় বারই গৃহে ফিরিয়া গেলেন, সপ্তমবার গর্ভবতী পত্নীর কুৎসিত চেহারা দেখিয়া

অনিত্যতা চিন্তা করিতে করিতে জেতবনে আসিয়া পুনরায় ভিক্ষু হইলেন এবং সাধনায় তৎপর হইয়া শীঘ্রই অরহত্ব লাভ করিলেন। পুনরায় তাঁহার গৃহে ফিরিবার বিলম্ব দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, গৃহের আকর্ষণ তাঁহার ছিন্ন হইয়াছে। ইহা বুদ্ধের কর্ণগোচর হইলে এই প্রসঙ্গে তিনি এই কথা বলিলেন।

মর্মার্থ—কামনা-বাসনায় নিপীড়িত ব্যক্তির চিত্ত নিত্য স্থির থাকেনা। যেমন অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপিত কলসী কিংবা তুষস্তূপে প্রোথিত কাষ্ঠখণ্ড স্থির থাকেনা, সেরূপ চঞ্চল ব্যক্তি নিজের সুখ ও সমৃদ্ধির আশায় সত্যধর্ম ত্যাগ করিয়া নানাবিধ জপতপ করিতে থাকে। তাহাতে সে বোধিপক্ষীয় ধর্মের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করিতে পারে না। অর্থাৎ যাহার শ্রদ্ধা স্বল্প ও জ্ঞান পরিপক্ক নহে, সে ব্যক্তি রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর নহে, সে ব্যক্তি রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া দূরের কথা কামাবচর কুশলও পূর্ণ করিতে পারেনা। যাঁহার চিত্ত কামলালসায় প্রপীড়িত ও দ্বেষাদি রিপুতে ক্ষত-বিক্ষত নহে, যিনি অরহত্বমার্গ প্রভাবে পাপপুণ্যের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেরূপ ক্ষীণাস্রবের (অরহতের) জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে কোন কামনা উৎপত্তির ভয় থাকেনা অর্থাৎ চারিমার্গ ও চারিফল প্রভাবে বিধ্বস্ত কামনা-বাসনা পুনরায় অরহতের চিত্তে উৎপন্ন হইতে পারে না।

আখ্যানভাগ ঃ চল্লিশ

ধ্যানপরায়ণ পাঁচশত ভিক্ষু শ্রাবস্তীর এক বনে অবস্থান করিতে-ছিলেন। তথায় তাঁহারা ভূতের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের অসুবিধার কথা বুদ্ধকে বলিলেন। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে বিশ্বমৈত্রী শিক্ষা দিয়া পুনরায় তথায় পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা মৈত্রীতে ভরপুর হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তাহাতে

ভূতের উপদ্রব বন্ধ হইয়া গেল এবং তাঁহারা নির্বিঘ্নে সাধনায় তৎপর হইয়া দেহের ক্ষণভঙ্গুরতা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অবহুত্ব লাভ করিলেন। সে বিবর অবগত হইয়াই বুদ্ধ এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—মানুষের এই দেহ কুম্ভকারের মৃন্ময়পাত্রের ন্যায় নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর। ইহার স্থিতি স্বল্পকাল মাত্র এবং বত্রিশ প্রকার[১] ঘৃণ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ, সেজন্য দেহের এরূপ অবস্থা সম্যকরূপে জ্ঞাত হইয়া বিজ্ঞ-ব্যক্তিগণ এ দেহের প্রতি সর্বতোভাবে অনুরাগ পরিত্যাগ করেন এবং সুরক্ষিত রাজধানীর ন্যায় নিজের চিত্তকে বাহিরের প্রলোভন হইতে রক্ষা করেন।

আখ্যানভাগ একচল্লিশ

শ্রাবস্তীর তিষ্য ত্যাগবৈরাগ্য প্রণোদিত হইয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার কুষ্ঠরোগ হইল। তাঁহার রোগমুক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া সেবকগণ সরিয়া পড়িল। তিনি বিনা পরিচর্যার কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। এই সময় একদিন বুদ্ধ করুণাপরবশ হইয়া শিষ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি উষ্ণজলে সযত্নে তাঁহার শরীর ও বস্ত্র ধুইয়া দিলেন। তৎপর দেহের পরিণাম বর্ণনাচ্ছলে এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—বিজ্ঞান বা প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে এই দেহ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া থাকে। তখন ইহা ঘৃণ্যবস্তুতে পরিণত হয় এবং কোন প্রয়োজনেই আসে না। ইহা সকলের নিকটই তখন ত্যাজ্যবস্তু হইয়া পড়ে।

১ কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, বৃক্ক (মূত্রগ্রন্থি), হৃৎপিণ্ড যকৃত, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, (নাভীভুড়ি), পাকস্থলী, করীষ (মল), মস্তিষ্ক, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূঁয, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, চর্বি, থুথু, শিকনি, লসিকা, মূত্র।

আখ্যানভাগ ঃ বেয়াল্লিশ

কোশল জনপদের নন্দগোপাল নামক জনৈক ধনী ব্যক্তির বহু গরু ছিল। তিনি সময় সময় শ্রাবস্তীতে আসিয়া অনাথপিণ্ডদের সঙ্গে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে দুগ্ধ দান করিতেন। একদা তিনি বুদ্ধকে সশিষ্যে তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া সপ্তাহকাল দুগ্ধে প্রস্তুত খাদ্য ভোজ্যের দ্বারা সেবা করিলেন। সপ্তম দিনে বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া পরম তৃপ্ত হইলেন। বুদ্ধের প্রস্থানের সময় তিনিও বহুদুর পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। গৃহে ফিরিবার পথে তিনি এক ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখন বুদ্ধ-বিরোধী লোকেরা রটনা করিল যে, বুদ্ধের সেবার ফলে নন্দগোপালের মৃত্যু হইল। ইহা বুদ্ধের কর্ণগোচর হইলে তিনি মিথ্যা প্রচারের পরিণাম বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিম্নোক্ত ভাষা বলিলেন।

মর্মার্থ—শত্রু শত্রুকে দেখিয়া পরস্পর শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণের অভিপ্রায়ে পরস্পরের পুত্র, দার, গোরু, মহিষ ইত্যাদি স্থাবর-ও সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতিসাধন করিতে পারে। এমন কি, পরস্পরকে নিহতও করিতে পারে, কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে তাহা প্রভূত ক্ষতিকর কার্য মনে হইলেও তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পারলৌকিক অসদ্গতির কারণ হয় না, তাহাতে সে সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বটে, কিন্তু যাঁহার চিত্ত কুপথে পরিচালিত হইয়া নানা পাপ কার্যে লিপ্ত থাকে তাহাতে অধিকতর অনিষ্ট সাধিত হয়। সেই বিপথগামী ব্যক্তি ইহজন্মে নিদারুণ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুর পর তির্যক, প্রেত, অসুর যোনিতে এবং নরকে উৎপন্ন হইয়া অসীম যাতনাভোগ করে। সুতরাং বহিঃশত্রু অপেক্ষা নিজের চিত্ত কুপথগামী হইলে অধিকতর দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

আখ্যানভাগ ঃ

সোরেয্যবাসী জনৈক শ্রেষ্ঠিপুত্র বুদ্ধের অন্যতম মহাশিষ্য মহাকাত্যায়ন স্থবিরের রূপসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া অতিশয় কামাতুর হইয়া পড়িলেন। অরহত্বের প্রতি কুচিন্তা পোষণ করিয়া তিনি বহু বিপদে পড়িয়া কষ্টভোগ করিতেছিলেন। পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া স্থবিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তারপর তিনি ধ্যান সাধনায় তৎপর হইয়া মার্গফলের অধিকারী হইলেন। এতদুপলক্ষে বুদ্ধ তথাগত এই গাথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—মাতাপিতা কিংবা অন্য জ্ঞাতিবর্গ ধনসম্পদ প্রদানে পুত্রকন্যা বা জ্ঞাতির ইহজন্মে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন এমন কি তাঁহারা চক্রবর্তী রাজসুখও দিতে পারেন; কিন্তু তাহা সাময়িক সুখ মাত্র। তাহারা কিন্তু স্বর্গীয় অর্থাৎ প্রথমধ্যানাদি[১] সম্পত্তি ও লোকোত্তর বিভবের অধিকারী করিতে পারে না। নিজের চিত্ত পুণ্যকর্মানুষ্ঠানে নিরত হইলে লৌকিক লোকোত্তর বিভব লাভ করিতে পারে। সুতরাং পার্থিব, অনিত্য, ক্ষণিক সুখ অপেক্ষা সংযত ও উন্নতচিত্ত হইয়া পরনিত্যসুখের অধিকারী হওয়া মঙ্গলপ্রদ।

পুপ্‌ফবগ্‌গো

পুষ্প

আখ্যানভাগ ঃ চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ

পাঁচশত ভিক্ষু নানাদেশ পর্যটন করিয়া শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে উপস্থিত হইয়া পৃথিবীর উন্নতাবনত অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনায় রত হইলেন।

১ বৌদ্ধমতে ধ্যান পাঁচ প্রকার; যথা :—প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান ও পঞ্চম ধ্যান।

ইহা শুনিয়া বুদ্ধ তাঁহাদের অধ্যাত্ম পৃথিবী সম্বন্ধে চিন্তা করিতে উপদেশ দানচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথা আবৃত্তি করিলেন।

মর্মার্থ—শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা অনুশীলনে উৎসাহশীল শিষ্য[১] ব্যক্তি শ্রোতাপত্তিমার্গ হইতে অর্হত্বমার্গ পর্যন্ত সাতটি মার্গফলস্তর অতিক্রমকালে পঞ্চস্কন্ধের প্রতি যে আসক্তি থাকে, তাহা সর্বতোভাবে বিধ্বংস করিয়া তৃষ্ণামুক্ত হন, তিনিই মৃত্যু, দেব ও মনুষ্যজগতকে অতিক্রম করিয়া বিজয়ী হন। তিনিই লৌকিকধর্ম ত্যাগ করিয়া বুদ্ধের সুব্যাখ্যাত লোকোত্তর বোধীপক্ষীয় প্রজ্ঞালাভ করিয়া চিরোজ্জ্বল ও চিরসুন্দর হইয়া অবস্থান করিতে পারেন।

আখ্যানভাগঃ ছেঃস্লিঃ

শ্রাবস্তীর একজন ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট যোগসাধনা শিক্ষা করিয়া কোন এক বনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বিপুল উৎসাহে সাধনা করিয়াও অর্হত্বলাভ করিতে অসমর্থ হইয়া পুনরায় ধ্যানের বিষয় পরিবর্তনের জন্য বুদ্ধের নিকট যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি মরীচিকা দর্শন করায় তাঁহার মনের পরিবর্তন সাধিত হইল। তিনি এই মরীচিকার চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অচিরাবতী নদীতে স্নান করিয়া পথশ্রম বিনোদন পূর্বক নদীতীরেই পুনরায় ধ্যাননিমগ্ন হইলেন। তিনি জীবন মরীচিকা ও নদীতে তরঙ্গোত্থিত ফেনপুঞ্জ তুল্য ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তথাগত বুদ্ধ দিব্যজ্ঞানে তাঁহার মনের ভাব জ্ঞাত হইয়া এই গাথাটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

---

১ যাঁহারা স্রোতাপত্তিমার্গ হেতে, সকৃদাগামী মার্গ ও ফল লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে শিষ্য বলা হয়। অর্হত্বমার্গফল লাভের পর তাঁহারা পূর্ণজ্ঞানী হইয়া শিষ্যত্ব অতিক্রম করিয়া পরিপূর্ণভাবে নির্বাণ অনুত্তপদ উপলব্ধি করিতে পারেন।

মর্মার্থ—বত্রিশ প্রকার ঘৃণ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ এই দেহ ফেনপিণ্ডসদৃশ নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর। ধু ধু মরুভূমিতে মরীচিকায় যেমন রূপভ্রম হয়, সেরূপ আহারপুষ্ট এই দেহ শাশ্বত বলিয়া বোধ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহা ক্ষণস্থায়ী। সে কারণে মুক্তিকামী ভিক্ষু মারের প্রভাবাধীন জন্মমৃত্যুক শ্রোতাপত্তি প্রভৃতি আর্যমার্গের দ্বারা জয় করিয়া নির্বাণ উপলব্ধি করেন।

আখ্যানভাগ ঃ সাতচল্লিশ

কোশল রাজকুমার বিড়ূঢভ শাক্যবংশের উপর তাঁহার প্রতি অপমান প্রদর্শনের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য শাক্যরাজ্যে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি জয়মদে মত্ত হইয়া সৈন্যসামন্ত লইয়া স্বীয় রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। পথে অচিরবতী নদীতীরে শিবির স্থাপনপূর্বক তিনি প্রমত্তভাবে রাত্রি যাপন করিতেছিলেন। সেই সময় হঠাৎ ভীষণ অকাল বৃষ্টি হইয়া নদীতে ভয়ানক বন্যা আরম্ভ হইল এবং দুইকুল প্লাবিত করিয়া সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল: সেই প্লাবনে সসৈন্য 'বিড়ূঢভ'ও কোথায় ভাসিয়া গেলেন। ক্রমে এই ঘটনা বুদ্ধের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি এই কথা আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—মালাকার যেমন পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া মনোজ্ঞ পুষ্প চয়নের নিমিত্ত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে পুষ্পচয়ন করিতে বিচরণ করে, সেইরূপ প্রমত্তব্যক্তি পঞ্চকাম্য বস্তুতে মনোজ্ঞরূপ লাভ করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া আরও অধিকতর কামনা করে। এইরূপ ভোগাসক্ত অতৃপ্ত বাসনার অধীন হইয়া পার্থিব ভোগ্যবস্তুতে তৃষ্ণাডোরে বিজড়িত হইয়া পড়েন; ফলে, মহাপ্লাবন যেমন অতর্কিতে বিস্তৃতগ্রামের নরনারী ও গো-মহিষ প্রভৃতিকে ভাসাইয়া মহাসমুদ্রে লইয়া যায় তদ্রূপ মোহসুপ্তিতে সুপ্ত মানবকে অতর্কিতে মৃত্যু গ্রাস করিয়া নিরয়গামী করে।

আখ্যানভাগ ঃ আটচল্লিশ

ত্রয়ত্রিংশ স্বর্গের দেবপুত্র 'মালাভারী' অপ্সরা পরিবৃত হইয়া একসময় নন্দনকাননে কেলিরত ছিলেন। তখন তথায় এক অপ্সরার মৃত্যু হইল। সে শ্রাবস্তী নগরের একজন শ্রেষ্ঠির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া জাতিস্মরজ্ঞান লাভ করিল। সে প্রত্যেক পুণ্যকর্মসম্পাদন করার পর ত্রিদিবপতির নিকট জন্মগ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিত। সেজন্য তাহাকে 'পতিপূজিকা' নামে আখ্যায়িত করিত। বিবাহের পর সে, চারিটী সন্তানের জননী হইল এবং বহু পুণ্যানুষ্ঠানের পর পরিণত বয়সে মানবলীলা সংবরণ করিয়া স্বর্গে পূর্বপতির নিকট উপস্থিত হইল, তখনও দেবরাজ 'মালাভার' নন্দন-কাননে আমোদ প্রমোদেই নিরত ছিলেন।

এ বিষয় অবগত হইয়া তথাগত বুদ্ধ দেবতাদের তুলনায় মানুষের পর মায়ু যে অতিশয় স্বল্প তাহা ব্যক্ত করার অভিপ্রায়ে এই গাথাটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—পুষ্পোদ্যানে মালাকারের অস্থিরভাব সহিত বিবিধ পুষ্পচয়নের ন্যায় ভোগ-বাসনাসক্ত ব্যক্তি ষড়ায়তন পরিপূর্ণ দেহের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ভোগের নানা প্রকার আস্বাদ-অনুসন্ধান করে, কিন্তু কামনা-বাসনার অতৃপ্ত অবস্থাতেই মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করে। ইহা তাঁহার ক্রন্দন কিংবা বিলাপের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে না।

আখ্যানভাগ ঃ উনপঞ্চাশ

একদিন রাজগৃহের নিকটবর্তী সক্কার নগরের কৃপণ কোসিয় শ্রেষ্ঠির পিষ্টক ভোজনের সাধ হইল। গৃহে প্রকাশ্যে পিষ্টক প্রস্তুত করিলে অনেক অর্থব্যয় হইবে মনে করিয়া তিনি তাঁহার পত্নীকে প্রসাদের সপ্ততলে গোপন কক্ষে পিষ্টক প্রস্তুতের নির্দেশ দিলেন। শ্রেষ্ঠিপত্নী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নির্দেশমত সপ্ততলে নির্জন কক্ষে পিষ্টক প্রস্তুত করিতেছিলেন। তখন 'মহামৌদ্গল্যায়ন' স্থবির বুদ্ধের নির্দেশে আকাশ-

পথে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যয়-কুণ্ঠ শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে দেখিয়াই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। স্থবির তাঁহার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিকট বুদ্ধ-বার্তা উচ্চারণ করিলেন।

শ্রেষ্ঠীদম্পতি তাঁহার ধর্ম-দেশনা শুনিয়া বুদ্ধের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন-চিত্ত হইয়া পড়িলেন। তখন মৌদগল্যায়ন স্থবির স্বীয় দিব্যশক্তি প্রভাবে পিষ্টক সহ শ্রেষ্ঠী দম্পতিকে বুদ্ধ সমীপে লইয়া আসিলেন। তাঁহারা জেতবনে আসিয়া প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পিষ্টকদ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন এবং বুদ্ধের ধর্মোপদেশে তাঁহারা উভয়ে স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেন ভিক্ষুরা ধর্মসভায় মহামৌদগল্যায়ন স্থবিরের অলৌকিক ক্ষমতার কথা আলোচনা করিলে এই গাথা বুদ্ধ বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—ভ্রমর পুষ্পোদ্যানে মধু আহরণে গিয়া যেমন পুষ্পের কোন প্রকার ক্ষতি না করিয়া কেবল পুষ্পের মধু আহরণ করিয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ শিক্ষা, অশিক্ষা কিংবা অনাগরিক মুনি লোকালয়ে থাকিয়া ভিক্ষা চয়নে জীবিকা নির্বাহ করেন বটে; তাহাতে তিনি কুলসমূহের প্রতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন কিংবা শ্রদ্ধা ও সম্পদ হানি করেন না। অধিকন্তু, তাঁহাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সম্পদ যথাযথভাবে রক্ষা করিয়া নিরাসক্তভাবে আহারকৃত্য সমাপনপূর্বক তপোবনে গিয়া শমথবিদর্শন ধ্যানে সংসার-দুঃখের অবসান করেন।

আখ্যানভাগ ঃ পঞ্চাশ

শ্রাবস্তীর কোন এক ধনবতী মহিলা 'পাটিক' নামক একজন বুদ্ধ-মতবিরোধী পরিব্রাজককে পুত্রবৎ লালন-পালন করিতেন। পাড়া-প্রতিবেশীদের নিকট বুদ্ধের গুণের কথা শুনিয়া একদিন তিনি বুদ্ধের নিকট যাইয়া ধর্মকথা শুনিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। ইহাতে পরি-ব্রাজক বাধা দিল; কিন্তু মহিলা তাহার বাধা নিষেধ না মানিয়া ধর্মকথা শুনিবার জন্য বুদ্ধকে নিজের গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন।

তখন পরিব্রাজক সরোষে বুদ্ধ ও মহিলা-উপাসিকাকে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করিল। ভদ্রমহিলা এই অবাঞ্ছিত ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহতা হইলেন। বুদ্ধ মহিলাটির অপ্রস্তুত অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—অপরের মর্মছেদক বা কর্কশবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নহে। 'অমুক ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিহীন দানশীলের উদাসীন বা কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলা প্রকাশ করে'। এইরূপ পরের দোষগুণের কথা চিন্তা না করিয়া নিজে কতদূর পুণ্যানুষ্ঠানে রত কিংবা শমথ বিদর্শন ভাবনায় রত থাকিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইতেছে না হইতেছে, সে সম্বন্ধে আত্ম-পরীক্ষায় আত্মজিজ্ঞাসায় সতত উৎসুক থাকাই কর্তব্য।

আখ্যানভাগ ঃ একান্ন-বায়ান্ন

শ্রাবস্তীর উপাসক ছত্রপাণি বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ, মনন ও অনুশীলন করিয়া অনাগামী ফল লাভ করিলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিত রাজান্তঃপুরে রাণীদের ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। উপাসক তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন বুদ্ধের নির্দেশে আনন্দ স্থবির রাণীদের ধর্মশিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ রাণীদের ধর্মশিক্ষার আগ্রহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে মহারাণী মল্লিকা গ্রহণ ও ধারণে অতিশয় আগ্রহশীলা; কিন্তু শাক্য-দুহিতা বাসব-ক্ষত্রিয়া তাদৃশ আগ্রহশীলা নহেন। তখন বুদ্ধ ধর্মোপদেশ হৃদয়ঙ্গমের উপকারীতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—সুগন্ধবিহীন সুশোভন পুষ্প ব্যবহারে যেমন সুগন্ধ পাওয়া যায় না, তদ্রূপ সুভাষিত বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়া তদনুরূপ আচরণ না করিলে কেবল শিক্ষার দ্বারা কোন ফল পাওয়া যায় না; অর্থাৎ বুদ্ধের উপদেশ সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা পালন না করিলে মার্গফল লাভ করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎকার করা যায় না।

মনোজ্ঞ সদগন্ধযুক্ত পুষ্পধারণ করিলে যেমন সুগন্ধে মন-প্রাণ উৎফুল্ল হয়, সেরূপ বুদ্ধের ধর্মশিক্ষা করিয়া তাহা আচরণ করিলে মার্গফল লাভ করিয়া নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

আখ্যানভাগ ঃ বিশাখা

অঙ্গরাজ্যের[১] ভদ্রিয়নগরে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠির গৃহে মহাউপাসিকা বিশাখার জন্ম হয়। তাঁহার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন বুদ্ধ ধর্ম প্রচারার্থ ভদ্রিয়নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে বিশাখা পাঁচশত স্বেচ্ছাসেবিকার অধিনায়িকারূপে বুদ্ধকে স্বাগত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন এবং বুদ্ধের ধর্মকথা শুনিয়া স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। ষোল বৎসর বয়সে বিশাখাকে শ্রাবস্তীর নিগ্রন্থ উপাসক মিগারশ্রেষ্ঠির একমাত্র পুত্র পূর্ণবর্ধনের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হইল। প্রথমে শ্বশুরালয় বিশাখার অনুকূল ছিল না। পরে নিজের গুণে তিনি সকলের মন জয় করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার প্রভাবে শ্বশুরালয়ে সকলে বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করিল। বিশাখা শ্বশুরালয়ে থাকিয়া বুদ্ধের সেবা-পরিচর্যা ও ধর্ম শ্রবণ করিয়া শ্রাবস্তীর মহীয়সী মহিলারূপে বিখ্যাত হইলেন। তিনি শ্রাবস্তীতে অনেক অর্থব্যয়ে পূর্বারাম নামে এক বিহার নির্মাণ করিয়া বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন। বিহারদান সমাপ্ত করিয়া একদিন তিনি অনুচ্চস্বরে আনন্দগীতি গাহিতেছিলেন।

ভিক্ষুরা তাঁহার আনন্দোচ্ছাস শুনিয়া বুদ্ধকে ইহা জ্ঞাপন করিলেন। বুদ্ধ বিশাখার বহু জনহিতকর কার্য ও দানধর্মের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার উপাসিকাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দান করিয়া এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

---

১ অঙ্গরাজ্য অঙ্গুত্তরনিকায়োক্ত ষোড়শ মহাজন পদের অন্তর্গত। চম্পা ইহার রাজধানী ছিল, মহাকাব্যানুসারে ইহা বর্তমানে ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত এবং উত্তরে কোশীনদী পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাগলপুরের নিকটবর্তী চম্পাপুর ও চম্পানগর নামক দুইটি গ্রামকে চম্পার বর্তমান অবস্থান বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

মর্মার্থ—জীবজগতে উৎপন্ন মরণশীল মানুষের দান-ধ্যান বহু প্রকার পুণ্যকর্ম সম্পন্ন করা কর্তব্য। কেননা, ইহাতে তাহার মুক্তির পথ সুগম হয়। কেহ কেহ মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও শ্রদ্ধা ও ধন-সম্পত্তির অভাবে পুণ্যকার্য সম্পাদন করিতে পারে না। যাঁহাদের বলবতী শ্রদ্ধা ও প্রচুর ধন-সম্পত্তি থাকে, তাঁহারাই জগতের বিবিধ জনহিতকর কার্য দানধ্যান করিতে পারেন এবং মুক্তিপথের অধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহারাই পুষ্পগুচ্ছ হইতে মালাকারের বিবিধ মালা রচনার ন্যায় নিজের লব্ধ ধনসম্পত্তি হইতে বিবিধ পুণ্যকার্য করিয়া থাকেন।

আখ্যানভাগ ঃ চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন

একদা জেতবনে আনন্দ স্থবির বুদ্ধের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, জগতে কিরূপ সুগন্ধ বায়ুর অনুকূলে ও প্রতিকূলে যায়। তখন বুদ্ধ তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—চন্দন, তগর ও মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পের সুগন্ধ বায়ুর প্রতিকূলে যায় না, এমন কি, স্বর্গীয় পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধও বায়ুর বিরুদ্ধগামী হয় না; কিন্তু বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ ও বুদ্ধ শ্রাবক প্রমুখ সজ্জনের শীল-সৌরভ চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়। তাঁহাদের গুণগরিমা দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়ে, তাঁহারাই জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকেন। সেজন্য শীল পালনে যাঁহারা তৎপর, তাঁহারা সকলের প্রশংসা ও সম্মানলাভ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ ছাপ্পান্ন

রাজগৃহের বেণুবনে মহাকাশ্যপ স্থবির সপ্তাহকাল নির্বিকল্প সমাধি (নিরোধসমাপত্তি) তে মগ্ন ছিলেন। সাত দিনের পর তিনি সমাধি হইতে উঠিয়া ভিক্ষাচরণে বাহির হইলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া স্বর্গের কয়েকজন দেবপুত্র তাঁহাকে ভিক্ষাদান করিতে উদ্যত হইলে

তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন। দেবপুত্রগণ ইহা ইন্দ্রকে বলিলেন। তখন ইন্দ্র স্বয়ং পত্নী সুজাকে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধ তন্তুবায় দম্পতিবেশে মহাকাশ্যপ স্থবিরকে ভিক্ষাদান করিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে ভিক্ষাদানে সমর্থ হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং প্রীতি উচ্ছ্বাস গাহিতে গাহিতে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। বুদ্ধ দিব্যজ্ঞানে ইহা অবগত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা বলিলেন।

মর্মার্থ—যাঁহারা শীলবান, তাঁহাদের সুনাম সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। দেবতারা তাঁহাকে ভক্তি ও পূজা করেন।

আখ্যানভাগ ঃ সাতান্ন

বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থানকালে গোধিক স্থবির ঋষিগিলি পর্বতে কাল-শিলায় অপ্রমত্তভাবে ধ্যানানুশীলন করিয়া শমথধ্যান লাভ করিলেন। দৈহিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি দীর্ঘদিন ধ্যানচর্চায় রত থাকিতে না পারিয়া লব্ধ ধ্যান হইতে চ্যুত হইয়া পড়িলেন। পুনঃ পুনঃ ধ্যানলাভী ও ধ্যানহীন হইয়া ষষ্ঠবার ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই ক্ষুরাঘাত করিয়া তিনি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করিলেন। তখন মার গোধিক স্থবিরের গতিপথ অন্বেষণে ব্যর্থকাম হইলেন। বুদ্ধ ইহা অবগত হইয়া এই গাথাটি বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—যাঁহারা পরিপূর্ণভাবে শীলপালন এবং সর্বদা স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়া অপ্রমত্ত হইয়া বাস করেন, তাঁহারা হেতু, ন্যায় ও কারণ দ্বারা পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া বা সত্য জ্ঞাত হইয়া অরহত্ব প্রাপ্ত হন। মার সেই মহাপুরুষগণের গতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না।

আখ্যানভাগ ঃ আটান্ন-উনষাট

শ্রাবস্তীতে বুদ্ধভক্ত শ্রীগুপ্ত ও নির্গ্রন্থভক্ত গরহদিন্ন নামে দুই বন্ধু বাস করিতেন। নিজের গুরুর পরামর্শক্রমে গরহদিন্ন শ্রীগুপ্তকে নির্গ্রন্থধর্ম

গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করিতেন। একদিন শ্রীগুপ্ত বন্ধুর অনুরোধে নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসীদেরকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদের অযোগ্যতার পরিচয় পাইয়া অতীব মর্মাহত হইলেন। বুদ্ধের অযোগ্যতা প্রমাণ করিবার অভিপ্রায়ে একদিন গরহদিন্ন ও বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিজের গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। বিধর্মীর গৃহে বুদ্ধের নিমন্ত্রণের খবর পাইয়া তথায় বহুলোক উপস্থিত হইল। বুদ্ধ তাঁহাদের ধর্মোপদেশ দিলেন। তাহাতে উপস্থিত জনতা বুদ্ধের প্রতি ভক্তিপ্রণত হইলেন। তখন গরহদিন্ন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া বুদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া উপাসকত্ব বরণ করিলেন।

সত্যজ্ঞানের অভাবে মানুষ প্রকৃত পথের সন্ধান পায় না বলিয়া বুদ্ধ এই গাথা আবৃত্তি করিয়া গরহদিন্নকে উপদেশ দিলেন।

মর্মার্থ—রাজপথের ধারে পরিত্যক্ত আবর্জনারাশী অপবিত্র এবং ঘৃণিত হইলেও তথায় সুগন্ধি পদ্ম জন্মে। সেইরূপ জ্ঞানচক্ষুশূন্য মহাজন সঙ্ঘের মধ্যে উত্তম ব্যক্তির জন্ম হইলেও, তিনি লোভ-দ্বেষ-মোহের বিবিধ দোষ দর্শন করিয়া সংসারত্যাগের সুফল প্রত্যক্ষ করেন এবং সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন প্রভাবে শোভিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকেই সম্যক সম্বুদ্ধের শ্রাবকরূপে অভিহিত করা হয়। তিনি সকলের শীর্ষদেশে থাকিয়া মোহাচ্ছন্ন জনতাকে মুক্তিব্রতে দীক্ষা প্রদান করেন।

বালবগ্গো

অজ্ঞ

আখ্যানভাগ ঃ ষাট

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এক উৎসবের দিন মহাসমারোহে শ্রাবস্তীর নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। নগরবাসী শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রাজমহিমা দেখিতেছিল। জনতার ভিতরে হঠাৎ এক সুন্দরী রমণীর

প্রতি রাজার দৃষ্টি পড়িল। অনুসন্ধানে জানা গেল যে রমণী জনৈক দরিদ্র ব্যক্তির পত্নী। নারীহরণের নৈতিক দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভের আশায় রাজা রমণীর স্বামীকে রাজসরকারে চাকুরিতে নিযুক্ত করিলেন। তাহার প্রতি রাজার আদেশ হইল যে, আগামীকল্য সূর্যোদয়ের পূর্বে অনেকদূরে অবস্থিত এক নদী হইতে নীলপদ্ম ও অরুণবর্ণ মাটি আনিয়া দিতে হইবে, অন্যথা তাহার শিরচ্ছেদ করা হইবে। এদিকে মহারাজ রমণীর চিন্তায় কামানলে দগ্ধ হইয়া শয্যায় বিনিদ্র রজনী যাপন করছিলেন। নিশীথ রাত্রিতে রাজা অর্ধ-তন্দ্রাবস্থায় শিহরিয়া উঠিলেন। প্রাতে পুরোহিতদের ডাকাইয়া এই ঘটনা প্রকাশ করিলে তাঁহারা রাজার জীবননাশের আশঙ্কা করিলেন এবং প্রতিকারকল্পে সর্বশত যজ্ঞের বিধান দিলেন। পুরোহিতদের নির্দেশে রাজা মহা-যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাজকর্মচারিগণ নানা জীবজন্তুর এমন কি নরনারী ও বালক-বালিকা পর্যন্ত যজ্ঞের জন্য আনিয়া রাজ-প্রাঙ্গণে জড় করিতেছিল। তখন রাজপ্রাসাদে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল এবং শ্রাবস্তী নগরে শোকের ছায়াপাত হইল। মহারাণী মল্লিকা দেবী এই সকল হৃদয়বিদারক দৃশ্যে ভয়ানক বিচলিত হইয়া ভর্ৎসনা-পূর্বক রাজাকে লইয়া জেতবনে বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলেন। বুদ্ধ রাজার নিকট সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার কোন ভয় নাই, তবে চারিজন ধন যুবক পূর্ব-জন্মে বহু নারীর সতীত্ব বিনাশ করিয়া মৃত্যুর পর নরকে পতিত হইয়াছে। তাহারা তাহাদের দুষ্কর্মের দুঃখময় পরিণামই কাতরশব্দে প্রকাশ করিতেছিল।' এদিকে উক্ত নারীর স্বামীও অনেক দূর হইতে অনেক পরিশ্রমে সেই নির্দিষ্ট রাত্রির সময়ে পদ্ম ও মাটি লইয়া রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করিতে না পারিয়া জেতবনস্থ বুদ্ধের উপদেশে আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, 'প্রভু, গতরাত্রি আমার পক্ষে অত্যন্ত দুর্বিষহ

হইয়াছিল। রাত্রি যেন ফুরাইতেছিল না।' তখন দরিদ্রব্যক্তিও বুদ্ধকে বলিল যে, গত রাত্রিতে তাহার পথ ভ্রমণও দীর্ঘ মনে হইতেছিল। বুদ্ধ তাঁহাদের কথা শুনিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—যে ব্যক্তি রাত্রিতে শয়ন করিয়া নিদ্রার অভাবে সারারাত গড়াগড়ি দিতে থাকে, তাহার নিকট রাত্রি অনেক দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। রোগাতুর, শিরঃপীড়াগ্রস্ত ও হস্তপদাদির ছেদন হেতু বেদনার্ত ব্যক্তির নিকটও রাত্রি দীর্ঘ মনে হয়। যে ব্যক্তি পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ক্লান্ত, শ্রান্ত তাহার নিকট সামান্য পথও দীর্ঘ মনে হয়। সেরূপ ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং সত্যপথভ্রষ্ট নির্বোধ ব্যক্তিরও পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া সংসারপথ অতিশয় দীর্ঘ হয়। তখন সে সংসার-দুঃখ মুক্তির পথ খুঁজিয়া পায় না।

আখ্যানভাগ ঃ একষট্টি

একদা মহাকাশ্যপস্থবির রাজগৃহের পিপ্পলীগুহায় বাস করিতেছিলেন। সে সময় দুইজন শিষ্য তাঁহার পরিচর্যা করিত। একজন উত্তমরূপে ভক্তিসহকারে তাঁহার পরিচর্যা করিত।

অপর জন শুধু শঠতা করিয়া অন্যের কৃতকার্য নিজের নামে চালাইয়া দিত। তাহার এই চাতুরী ধরা পড়িলে স্থবির তাহাকে শঠতা পরিহার করিবার উপদেশ দিলেন। ইহাতে সে ভয়ানক রাগিয়া গেল। পরের দিন সে গুরুর সঙ্গে ভিক্ষাচরণে না গিয়া কোন পরিচিত উপাসকের গৃহ হইতে খাদ্য আনিয়া নিজে খাইয়া ফেলিল। তিনি ইহা জানিয়া তাহাকে আবার উপদেশ দিলেন। সে এইবার অধিকতরভাবে রাগিয়া গুরুর অনুপস্থিতির সুযোগে সমস্ত জিনিসপত্র নষ্ট করিয়া

আশ্রম জ্বালাইয়া পলায়ন করিল। তখন একজন ভিক্ষু রাজগৃহ হইতে বুদ্ধ দর্শনে শ্রাবস্তীতে আসিয়া বুদ্ধের নিকট ইহা বলিলেন। 'মূর্খের সংসর্গ দুঃখজনক' বলিয়া তাঁহাকে বুদ্ধ উপদেশস্থলে এই কথা বলিলেন।

মর্মার্থ—যদি নিজ অপেক্ষা শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাগুণে শ্রেষ্ঠ সজ্জন বা নিজের সমস্তরের বন্ধু লাভ না করা যায়, তাহা হইলে দৃঢ়তা-সহকারে একাকী বাস করাই শ্রেয়; অর্থাৎ সদসঙ্গলাভে শীল গুণাদি বর্ধিত হয়, নিজের সমতুল্য বন্ধুলাভেও শীলগুণাদির হানি হয় না; কিন্তু হীন সঙ্গবাসে নিজের শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার ক্ষতি সাধিত হয়। দুঃশীল ব্যক্তির প্রতি একমাত্র করুণা প্রদর্শন ব্যতীত তাহার সঙ্গ করা উচিত নহে। তাহার উপকারের জন্য নিজের সংগুণ তাহার মধ্যে প্রতিফলিত করার মানসে, সাময়িকভাবে তাহার সঙ্গ করা যায়, তাহা না হইলে সর্বতোভাবে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী বাস করাই উত্তম। কেননা ক্ষুদ্রশীল, মহাশীল[১], দশবিধ সদালাপ[২] ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গশীল[৩], বিদর্শন ধ্যান, চারিমার্গ চারিফল লাভ।

ত্রিবিদ্যা ও ষড়ভিজ্ঞা অধিকারে দুঃশীল জনের সহায়তা লাভ সম্ভব হয় না।

আখ্যানভাগ : বাষট্টি

শ্রাবস্তীর আনন্দশ্রেষ্ঠী অতিশয় কৃপণ ছিলেন। তিনি পুত্র মূলশ্রীকে সর্বদা এরূপ উপদেশ দিতেন—'দেখ, একটু একটু ব্যবহারে স্তূপীকৃত

১ ক্ষুদ্র, মধ্যম, মহাশীলের বিস্তৃত বিবরণ দীর্ঘনিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে পাওয়া যায়।

২ নির্লোলুপতা, সন্তুষ্টি, বৈরাগ্য (প্রবেবিক), নিঃসঙ্গ, বীর্যানুষ্ঠান, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন।

৩ পাংশুকূলীক, ত্রিচীবরিক, পিণ্ডপাতিক, সপদানচারিক, একাসনিক, পাত্রপিণ্ডিক, খলু-পশ্চাদ্ভক্তিক, আরণ্যিক, বৃক্ষমূলিক, অভ্রাবকাশিক, শ্মাশানিক, যথাসন্থতিক ও নৈষদ্যিক।

অর্জন শেষ হয। একটু একটু সঞ্চযে বিবাট উইযেব ঢিবি হয। মৌমাছিব একটু একটু মধু আহবণে মৌচাক হয। পণ্ডিতব্যক্তি এই সব পর্যবেক্ষণ কবিযা গৃহে বাস কবেন।' তিনি কাহাকেও কিছু দিতেন না, নিজেও ভোগ কবিতেন না, যক্ষেব ধনেব ন্যায অতি সতর্কে তিনি ধনবক্ষা কবিতেন। একদিন কৃপণ শ্রেষ্ঠীব জীবনেব অবসান ঘটিল। তিনি দেহত্যাগ কবিযা এক চণ্ডালেব গৃহে জন্মগ্রহণ কবিলেন।

চণ্ডাল বালকেব জন্মদিন হইতেই সমস্ত গ্রামবাসী ভীষণ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইল। গ্রামবাসীব ধাবণা হইল যে নবাগত শিশুটি হতভাগা তাহাব জন্মদিন হইতে গ্রামেব এই দুর্দশা হইয়াছে। জনসাধাবণেব ভযে তাহাব পিতামাতা তাহাকে ত্যাগ কবিল। তখন বালকটি হাঁটিতে শিখিযাছিল। সে ভিক্ষাবৃত্তিতে জীবিকা নির্বাহ কবিতে লাগিল। একদিন ভিক্ষা কবিতে কবিতে সে শ্রাবস্তী মূলশ্রী শ্রেষ্ঠিব গৃহে উপস্থিত হইল। তখন তাহাব পূর্বস্মৃতি মনে পডিল। শ্রেষ্ঠী-পুত্রগণ তাহাকে দেখিযা কাঁদিতে লাগিল। তখন ভৃত্যগণ প্রহাব কবিযা তাহাকে গৃহ হইতে তাডাইযা দিল। তখন বুদ্ধ বালকটিব পূর্বজন্মেব কাহিনী বর্ণনা কবিযা ধর্মসভায এই কথা বলিলেন।

মর্মার্থ—নির্বোধ ব্যক্তি পুত্র ও ধনতৃষ্ণায সর্বদা দুঃখ ভোগ কবে। আমাব পুত্র ও ধন বিনষ্ট হইল, হইতেছে ও বিনষ্ট হইবে এরূপ চিন্তায সে নিজেব দুঃখ উৎপন্ন কবে। সে পুত্র পালন ও ধনার্জনেব জন্য জলে স্থলে পথে কিংবা নানা উপায অবলম্বন কবিযা অসহনীয দুঃখ বরণ কবে। সাবা জীবন সে সুখ লাভ কবিতে পাবে না। পরিশেষে সে যখন নানা প্রকাব বোগে জর্জবিত হইযা মৃত্যুমঞ্চে শাযিত হয, তখন তাহাব আব দুঃখেব সীমা থাকে না।

সুতবাং নিজের দেহ ও মন নিজেব নহে। ঔবসজাত সন্তান-সন্ততি কিংবা দুঃখসঞ্চিত সম্পদ কিরূপে নিজেব হইবে?

আখ্যানভাগ : তেষট্টি

একদিন দুইজন চোরবন্ধু ধর্মপিপাসু জনগণের সঙ্গে জেতবনে গিয়াছিল। একজন বুদ্ধের ধর্ম কথা শুনিতে শুনিতে স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল। কিন্তু অপরজন ধর্মশ্রবণরত একজন শ্রোতার গাঁট কাটিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিল। তাহাতে তাহার সেদিনকার অন্নসংস্থান হইল, কিন্তু সেইদিন তাহার ধার্মিক বন্ধুর গৃহে আর উনান জ্বলিল না। তখন চোর ধার্মিককে উপহাস করিয়া বলিল, 'তুমি অতি পাণ্ডিত্যের জন্য অদ্য অন্ন সংস্থান করিতে পারিলে না।' ধার্মিক ব্যক্তি বন্ধুর মনের ভাব জ্ঞাত হইয়া বুদ্ধের নিকট গিয়া এই কথা বলিলেন, এবং বুদ্ধও ধর্মোপদেশচ্ছলে এই কথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—মূঢ় ব্যক্তি নিজের মূঢ়তা উপলব্ধি করিলে তাহাকে পণ্ডিত বলা হয়। কেননা, সে বুঝে যে, 'আমি একজন নির্বোধব্যক্তি', তখন সে অন্য জ্ঞানী ব্যক্তির উপদেশ মানিয়া যথাসময়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করে। কিন্তু মূঢ়ব্যক্তি পণ্ডিতাভিমানী হইলে সে প্রকৃতই অজ্ঞ থাকে। কারণ, সে মানমত্ত হইয়া জ্ঞানীব্যক্তির নিকট কিছু শিক্ষা করিতে চায় না। তাহাতে তাহার শীল ও সমাধি পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ হয় না।

আখ্যানভাগ : চৌষট্টি

জেতবনে উদায়ি স্থবির পণ্ডিত মহাস্থবিরগণের অনুপস্থিতিতে ধর্মাসন অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিতেন। একদিন কয়েকজন অতিথি ভিক্ষু উদায়ীকে জ্ঞানী মহাস্থবির ভাবিয়া পঞ্চস্কন্ধাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন; কিন্তু তিনি কোনরূপ সদুত্তর দিতে পারিলেন না। তাহাতে ভিক্ষুরা অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার সমালোচনা করিতে করিতে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়াও উদায়ীর কোন ধর্মজ্ঞান লাভ হয় নাই। তখন বুদ্ধ এই

মর্মার্থ—দর্বী সারাক্ষণ ডুবিয়া থাকিলেও সূপ ব্যঞ্জনের লবণ, অম্ল, তিক্ত, মধুর প্রভৃতি রসের ভালমন্দ বুঝিতে পারে না। সেরূপ মূঢ়ব্যক্তিও জীবনভর পণ্ডিতসঙ্গ করিলেও ধর্মের সারার্থ উপলব্ধি করিতে পারে না। 'ইহা বুদ্ধবাণী, এজন্য ইহা বলা হইয়াছে, ইহা এই পরিমাণ, ইহা দোষমূলক, ইহা নির্দোষ, ইহা পালনীয়, ইহা বর্জনীয় ও ইহা প্রত্যক্ষ করা উচিত।' এরূপে বিচার করিয়া সে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

আখ্যানভাগ ঃ পঁয়ষট্টি

কার্পাসিক বনে পলাতকা রমণী সন্ধানে নিরত ত্রিশজন তরুণ বুদ্ধের নিকট ধর্মকথা শুনিয়া কামিনী কাঞ্চনের মায়া পরিহার করিয়া ভিক্ষু ব্রত গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা শ্রামণ্যধর্মে রত থাকিয়া অকঠোর সাধনায় অর্হত্ব লাভ করিলেন। একদিন ভিক্ষুরা জেতবনে ধর্মসভায় তাঁহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। তখন বুদ্ধ সেই ভিক্ষুদের পূর্বজন্মের সুকৃতির কথা বর্ণনা করিয়া এই কথা বলিলেন।

মর্মার্থ—জিহ্বা শীঘ্রই যেমন ব্যঞ্জনের স্বাদ বুঝিতে পারে, সেরূপ বিজ্ঞব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও প্রশ্নের দ্বারা লৌকিক লোকোত্তর জ্ঞান লাভ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ ছিষট্টি

কুষ্ঠরোগী সুপ্রবুদ্ধ বেণুবনে বুদ্ধের ধর্মোপদেশে স্রোতাপন্ন হইয়াছিলেন। একদিন তিনি ধর্মকথা শুনিতে বুদ্ধের নিকট যাইতেছিলেন। সে সময় পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ইন্দ্র ছদ্মবেশে পথিমধ্যে তাঁহাকে বলিলেন, 'ওহে, তুমি অতিশয় দরিদ্রব্যক্তি, জনসাধারণ তোমাকে

ঘৃণা করে। আমি তোমাকে প্রচুর ধনের অধিকারী করিব, তুমি শুধু বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের নিন্দা করিয়া বেড়াও।' সুপ্রবুদ্ধ তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'কে বলে আমি দরিদ্র! আমি সপ্ত আর্যধনের[১] অধিকারী। আমি আপনার প্রলোভনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি।' বুদ্ধের ধর্মশ্রবণ করিয়া গৃহে ফিরিবার পথে একটি সদ্যপ্রসূতা গাভীর শৃঙ্গাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। বুদ্ধ এই ঘটনা অবগত হইলে সুপ্রবুদ্ধের পূর্বজন্মের পাপের ফলে তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে বলিলেন এবং এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত কথা বলিলেন।

মর্মার্থ—নির্বোধ ব্যক্তিগণ ঐহিক-পারত্রিক মঙ্গল বুঝিতে না পারিয়া চারি ঈর্যাপথে[২] আপাতমধুর পাপকর্মে লিপ্ত থাকিয়া নিজেদের শত্রু করিয়া তোলে এবং নিজেদের জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়া তীব্র যন্ত্রণা ও অশান্তি ভোগ করে।

আখ্যানভাগ ঃ সাতষট্টি

একদল চোর শ্রাবস্তীর একজন ধনীর গৃহে সিঁদ কাটিয়া বহু মণিমুক্তা ও স্বর্ণ লইয়া পলায়ন করিল। তাহাদের একজন অপর সকলের অগোচরে চালাকি করিয়া সহস্রমুদ্রার একটি থলি এক কৃষকের জমিতে লুকাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে এক কৃষক সেই জমি চাষ করিতেছিল। বুদ্ধ কৃষকের মঙ্গলের জন্য আনন্দ স্থবিরকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সে বুদ্ধকে দেখিয়া উৎফুল্ল চিত্তে আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া নিজ কাজে রত হইল।

তখন বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে বলিলেন—'দেখ আনন্দ, ঐ এক বিষধর সর্প'। ইহা শুনিয়া কৃষক দণ্ডহস্তে সর্প মারিবার জন্য তথায় গিয়া

১ শ্রদ্ধা, শীল, লজ্জা, ভয়, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা।
২ স্থিতগতি, গমন, শয়ন ও উপবেশন।

দেখিল যে, একটি টাকার থলি। তাহা একস্থানে লুকাইয়া সে পুনরায় জমি চাষ করিতে লাগিল। প্রভাতে চোরের সন্ধানে আগত লোকজন উক্ত জায়গায় টাকার থলি দেখিতে পাইয়া কৃষককে চোর মনে করিয়া রাজদ্বারে লইয়া গেল। বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হইল। বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার সময় সে বুদ্ধের উক্তি সকলের নিকট প্রকাশ করিল। ঘাতক তাহা শুনিয়া তাহাকে পুনরায় রাজার নিকট লইয়া আসিল। রাজা সমস্ত ঘটনা শুনিয়া অপরাহ্নে তাহাকে লইয়া জেতবনে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ রাজাকে সমস্ত ঘটনা বলিলে রাজা তাহাকে মুক্তি দিলেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ এই কথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—যে ব্যক্তি নরকে উৎপত্তিমূলক অসৎ কার্যে লিপ্ত হইয়া পরে বিবেক তাড়িত হইয়া তাহা স্মরণ করে, তখন সে অনুতাপানলে দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া যায় এবং তাহার বিষময়ফল তাহাকে বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে ভোগ করিতে হয়। সুতরাং সে কর্মের সর্বোতভাবে পরিহার করা কর্তব্য।

আখ্যানভাগ ঃ আটষট্টি

রাজগৃহের সুমন মালাকার প্রত্যহ প্রভাতে রাজা বিম্বিসারকে আটমুঠা পুষ্প উপহার দিয়া আটটি কাহন লাভ করিত।

একদিন সে পুষ্প লইয়া রাজপ্রাসাদে যাইবার সময় ভিক্ষাচরণরত বুদ্ধকে দেখিতে পাইয়া রাজার উদ্দেশ্যে আহরিত পুষ্পের দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করিল। তাহাতে মালাকার-পত্নী ভীতা ও বিরক্ত হইয়া রাজার নিকট নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করিতে গিয়াছিল। রাজা স্বামীর বিরুদ্ধে মালাকার-পত্নীর অভিযোগ শুনিয়া তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং মালাকারকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিলেন। অপরাহ্নে ভিক্ষুরা মালাকারের কথা উত্থাপন করিয়া আলাপ আলোচনা করিতে থাকিলে তখন বুদ্ধ পূজার আশ্চর্যগুণ বর্ণনাকল্পে এই কথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—যে কর্মে দেবসম্পদ পার্থিবসম্পদ প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিয়া পরিশেষে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করা যায় সেরূপ সুখদায়ক কর্ম সম্পাদনে অনুতাপের অংশ গ্রহণ করিতে হয় না। সেরূপ কর্ম সম্পাদন করাই অতি উত্তম, ইহাতে অনন্ত সুখের অধিকারী হওয়া যায়।

আখ্যানভাগ ঃ উনসত্তর

শ্রাবস্তীর জনৈক শ্রেষ্ঠির উৎপলবর্ণা নাম্নী এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিলেন। তাঁহার বিবাহযোগ্য বয়স হইলে নানা সম্ভ্রান্ত পরিবার হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছিল। সকলের মনরক্ষা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া শ্রেষ্ঠি কন্যাকে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন।

তাহাতে কুমারী উৎপলবর্ণা অতিশয় পুলকিতা হইয়া পরম উৎসাহে ভিক্ষুণী হইয়া ধ্যান-সাধনা দ্বারা অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। একদিন অন্ধবনে তিনি একাকিনী ধ্যানমগ্না ছিলেন। সে সময় নন্দ নামক একজন কামান্ধ যুবক তাঁহার রূপ-সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া অতর্কিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পাশবিক অত্যাচার করিতে উপক্রম করিয়াছিল। তিনি বিহারে আসিয়া এই কথা প্রকাশ করিলে ভিক্ষুরা বুদ্ধকে ইহা জ্ঞাপন করিলেন। বুদ্ধ তখন নীচাশয় যুবকের অপকর্মের নিন্দা করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—পাপকর্ম প্রথম মধুময় মনে হয়। ইহা যখন পরিপক্ক হইয়া ফল প্রদান করিতে থাকে, তখন সে ইহজন্মে রাজদণ্ডাদি ভোগ করিয়া মৃত্যুর পর নরকে উৎপন্ন হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

আখ্যানভাগ ঃ সত্তর

জম্বুক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের পুত্র হইলেও প্রাক্তন কর্মফলে উত্তম খাদ্য ভোজ্য ও বেশভূষার প্রতি উদাসীন ছিলেন। মাতা-পিতা তাঁহাকে সংসার-জীবনের অনুপযুক্ত মনে করিয়া আজীবক সম্প্রদায়ে দীক্ষিত করিয়া

ছিল। জম্বুক আজীবক হইয়া নগ্নচর্যা অবলম্বন করিয়া গোপনে বিষ্টা ভোজনে রত ছিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দিলেও তিনি তপস্যানষ্টের ভয়ে কুশাগ্রে সামান্য পরিমাণ খাদ্য জিহ্বাগ্রে দিয়া নিজেকে বায়ুভোজী বলিয়া প্রচার করিতেন। তাঁহার পঞ্চান্ন বৎসর ঐ ব্রত পালন করার পর একদিন বুদ্ধ বেনুবন হইতে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং ধর্মোপদেশে তাঁহাকে মুগ্ধ করিলেন। তখন বুদ্ধ তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব জন্মের কাহিনী এবং জনসাধারণের প্রতারণা করিয়া গোপনে বিষ্ট ভোজনের কথাও প্রকাশ করিলেন। তাহাতে তিনি বুদ্ধের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া বুদ্ধপ্রদত্ত স্নানবস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিয়া বুদ্ধের ধর্মকথা শুনিয়া অর্হত্বলাভ করিলেন। তিনি তখন হইতে নিজেকে বুদ্ধের শিষ্য বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ এ প্রসঙ্গে একথা বলিয়াছেন।

মার্মার্থ—সত্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি শীলাদিগুণহীন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া তপোব্রত পূর্ণ করিয় মাসের পর মাস কুশতৃণাগ্রের দ্বারা ভোজন করিলেও সে নির্মর্গমায স্রোতাপন্ন এবং উর্ধ্বস্রোত অর্হৎগণের চেতনাগুণের তুলনায় ষোলভাগের সঙ্গেও উপমিত হইতে পারেন।

আখ্যানভাগ ঃ একাত্তর

মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবির লক্ষণ স্থবিরকে সঙ্গে করিয়া রাজগৃহে ভিক্ষা-চরণের জন্য গৃধ্রকূট পর্বত হইতে অবতরণের সময় মৃদুহাস্য করিলেন। লক্ষণ স্থবির তাঁহাকে হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, বুদ্ধের সম্মুখে ইহার উত্তর দিবেন। বুদ্ধের সম্মুখে জিজ্ঞাসিত হইলে মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবির বলিলেন যে পর্বত হইতে নামিবার সময় তিনি এক জলন্ত সর্প-প্রেতকে মুক্ত হইয়া দিব্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতে দেখিতে পাইয়া আনন্দে তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়াছিল। তখন বুদ্ধ ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া এই গাথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—ধেনুর স্তন হইতে বহির্গতক্ষণেই সদ্যদুগ্ধ বিকৃত হইয়া তক্র কিংবা দধিতে পরিণত হয় না। তাহা ক্রমেই জমিয়া ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেরূপ পাপকার্য করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিষময় ফল দেখা যায় না। তাহা ক্রমেই ফল প্রদান করিতে থাকে। পুণ্যফলে উৎপন্ন এই পঞ্চস্কন্ধ বা দেহ যতদিন বর্তমান থাকে, ততদিন পুণ্য দেহকে রক্ষা করে। পুণ্য ক্ষয়ে দেহ নষ্ট হইলে কুকর্মের প্রভাবে নরকে উৎপন্ন হয়। তথায় অগ্নি-সন্তাপে যখনই দেহখানি পোড়া যায়, তখনই মূঢ়ব্যক্তি পাপের বিষময় ফল ভোগ করিতে থাকে।

আখ্যানভাগ : বায়াত্তর

মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবির বুদ্ধের সম্মুখে এক প্রেতের মাথায় বিরাট অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কথা বলিলেন। বুদ্ধ ইহার সত্যতা প্রমাণ করিয়া বলিলেন যে, সে একজন্মে আচার্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরীক্ষার নিমিত্ত একজন প্রত্যেকবুদ্ধের মস্তকে তীর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। তাহার ফলে এই প্রেতের এই ভয়ানক অবস্থা ভোগ করিতে হইতেছে। 'অজ্ঞলোকের শিল্পজ্ঞান ও ঐশ্বর্য অনর্থের মূল বলিয়া বুদ্ধ এই কথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—বিজ্ঞজনের পক্ষে শিল্পশিক্ষা ও ধনাগমের উপায় স্বরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য ফলদায়ক। কেননা জ্ঞানী বা অর্জিত বিদ্যা ও ধনের সদ্ব্যবহার জানেন, কিন্তু তাহা মূঢ়ব্যক্তির অনর্থ সৃষ্টি করে এবং তাহার সুন্দর প্রজ্ঞাগুণের হানি করে। সে বিদ্যা ও ধনের সদ্ব্যবহার না জানিয়া আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া নিজের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করে।

আখ্যানভাগ : তিয়াত্তর-চুয়াত্তর

বুদ্ধের পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের অন্যতম 'মহানাম' স্থবিরের সংযত আচরণে প্রসন্ন হইয়া মৎসিকাসণ্ড নগরের চিত্ত গৃহপতি তাঁহাকে স্বীয় গৃহে নিমন্ত্রণ

করিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার ধর্মোপদেশে চিত্ত স্রোতাপন্ন হইয়া স্বীয় অম্বাটক উদ্যান সংঘারাম করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে দান করিলেন। বিহার নির্মাণ শেষ হইলে ভিক্ষু সঙ্ঘের জন্য তাহার দ্বার উন্মুক্ত করা হইল। একদিন শারিপুত্র স্থবিরের ও মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবির তথায় পদার্পণ করিলেন। শারীপুত্র স্থবিরের ধর্মোপদেশে চিত্ত অনাগামী ফল লাভ করিলেন। তিনি পরদিন তাঁহার গৃহে আহার গ্রহণ করিবার জন্য সহস্র ভিক্ষুসহ অগ্রশাবকদ্বয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া পরে আবাসিক ভিক্ষু সুধর্ম স্থবিরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সুধর্মকে প্রথম নিমন্ত্রণ করা হয় নাই বলিয়া তিনি গৃহপতির নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং তাঁহাকে নিন্দা করিয়া শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের নিকট চলিয়া গেলেন। এই বিষয় অবগত হইয়া বুদ্ধও অগ্রশাবক গৃহপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য পুনরায় তাঁহাকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে বুদ্ধ এ গাথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—শ্রদ্ধা ও শীলাগুণাদি বিরহিত মূঢ় ভিক্ষু শ্রদ্ধার ভাণ দেখাইয়া মনে করে—'আমাকে জনসাধারণ শ্রদ্ধাবান বলিয়া মনে করুক'। এই প্রসঙ্গে নির্দেশ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শ্রদ্ধাশূন্য, চরিত্রভ্রষ্ট, শাস্ত্রজ্ঞানহীন অবিবেকী, আলস্যপরায়ণ, স্মৃতিহীন, সমাধিহীন, প্রজ্ঞাশূন্য মূঢ় ভিক্ষু মনে করে—'জনসাধারণ আমাকে শ্রদ্ধাবান, সচ্চরিত্র, শাস্ত্রজ্ঞ, বিবেকী, দৃঢ়বীর্যপরায়ণ, স্মৃতিবান, সমাধিপরায়ণ, প্রজ্ঞাবান ও অর্হৎ বলিয়া মনে করুক। সেই মূঢ় ভিক্ষু বিহারের কর্তৃত্ব, সাংঘিক বিহারে নিজের পক্ষভুক্ত ভিক্ষুদিগকে গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান এবং উৎকৃষ্ট শয়নাসন নিজের জন্য রাখিয়া অতিথি ভিক্ষুদের নিকৃষ্ট শয়নাসন প্রদান করে। সে সর্বদা নিজেই উপাসক-উপাসিকাগণের পূজা-সম্মান পাইতে চায় এবং অপর ভিক্ষুর লাভ-সম্মানে ঈর্ষা উৎপন্ন করে। সে আরও মনে করে—'বিহারে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র-মহৎ যাবতীয় কার্য আমার আদেশে পরিচালিত

হউক, সকলেই আমার কর্তৃত্ব স্বীকার করুক এবং আমার অনুমতি ভিন্ন বিহারে কোন কার্য করিবার কাহারও অধিকার নাই বলিয়া সকলে জ্ঞাত হউক'। যে মূঢ় ভিক্ষুর এরূপ অসদিচ্ছা প্রবল থাকে সে কখনও বিদর্শন-সাধনার দ্বারা মার্গ-ফল লাভ করিতে পারে না। কেবল 'চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রজল স্ফীত হওয়ার ন্যায়' তাহার ষড়দ্বারে তৃষ্ণা ও মান বাড়িতে থাকে।

আখ্যানভাগ ঃ পঁচাত্তর

রাজগৃহে শারীপুত্র স্থবিরের শিষ্য তিষ্য শ্রামণের সাত বৎসর বয়স হইতে শীলবান ও সমাধিসম্পন্ন হইয়া ভিক্ষু সঙ্ঘের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। তিনি সকলের স্নেহপাত্র হইয়া যোগ-সাধনা শিক্ষা করিয়া এক বনে যাইয়া ধ্যান সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। উপাসক-উপাসিকাগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি কেবল 'সুখী হও, দুঃখ মুক্ত হও' বলিয়া আশীর্বাদ করিতেন। ইহার অতিরিক্ত আর কিছু বলিতেন না।

অনুক্রমে সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি অরহত্ব প্রাপ্ত হইলেন। একদিন তাঁহার ধর্মোপদেশ দানের সময় নির্ধারণ করা হইলে সেদিন বুদ্ধ প্রমুখ অশীতি মহাশ্রাবকগণও সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিষ্যের ধর্মোপদেশদানে কেহ কেহ এই বলিয়া বাধা দিল যে, তিনি দুইবাক্য ব্যতীত অন্য কোন ধর্মকথা জানেন না', অপর একজন পণ্ডিত ভিক্ষু ধর্মোপদেশ প্রদান করুক। পরিশেষে শারীপুত্র স্থবিরের প্রস্তাবানুযায়ী তিষ্য 'সুখী হওয়া' ও 'দুঃখ উপায়' সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন। তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় আনন্দিত হইল। তখন কেহ কেহ অভিযোগ করিল যে, তিষ্য বড়ই নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর, গভীর ধর্ম-জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এতদিন তিনি কাহাকেও কোন উপদেশ প্রদান করেন নাই। ইহা শুনিয়া বুদ্ধ শ্রোতৃবৃন্দকে উপদেশচ্ছলে এই কথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—ঐহিক লাভোৎপত্তি ও নির্বাণ প্রত্যক্ষের পন্থা এক নহে। দুইটি পথ ভিন্ন। যদি কেহ মনে করে যে, সামান্য পাপকার্যে কি আর অনিষ্ট হইবে? বিবেচনার দ্বারা পর্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, লাভের আশায় কায়-মন-বাক্যে লোভ উৎপন্ন হয়। অঙ্গুলি সোজা করিয়া পায়স-পাত্রে ডুবাইলে অঙ্গুলিতেই শুধু পায়স মাখিয়া থাকে। তাহাতে পায়স ভোজনকার্য সম্পন্ন করা যায় না, অঙ্গুলি বক্র করিয়া ধরিয়াই পায়স ভোজন করিতে হয়। সেরূপ চিত্তে লোভ সামান্য পরিমাণ উৎপন্ন হইলে তখন চিত্ত অঙ্গুলিতে পায়সলিপ্ত তুল্য হয়; কিন্তু লোভাধিক্যে বক্রাঙ্গুলির পায়সপিণ্ডের উত্তোলনের ন্যায় চিত্তে বহু দোষ সঞ্চিত হয়। এরূপে কায়মনোবাক্যের অসৎ প্রচেষ্টায় উৎপন্ন লাভকে অধর্মতঃ উৎপন্ন লাভ বলা হয়। নির্বাণ-কামনা, প্রব্রজ্যা গ্রহণ, সৎসঙ্গ ও অরণ্যবাস প্রভৃতিতে লোভ বিনষ্ট হয়। এগুলিকে কেন্দ্র করিয়া যে লাভ উৎপন্ন হয়, তাহা ধর্মতঃ উৎপন্ন লাভ বলা হয়। যাঁহারা নির্বাণ বা মুক্তিপথের পথিক, তাঁহাদের কায়-মন ও বাক্যকে সরল করিতে হয়। মুক্তি-সাধনায় তাঁহাকে পারিপার্শিক প্রলোভন হইতে দূরে থাকিবার জন্য চক্ষু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অন্ধতুল্য। মূক ও বধির না হইয়াও মূক ও বধিরতুল্য হইতে হয় এবং তাঁহাকে মায়া, শঠতা পরিহার করিয়া মুক্তি-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হয়। এরূপে পার্থিব লাভ ও নির্বাণ প্রত্যক্ষের উপায় সম্যক জ্ঞাত হইয়া সাধক সংস্কৃত (পরি-বর্তনশীল বস্তু) ও অসংস্কৃত (নির্বাণ) সম্বন্ধে জ্ঞানপূর্বক অবধারণ করেন। বুদ্ধের উপদেশ যাঁহারা মানিয়া চলেন, তাঁহারাই বুদ্ধের শিষ্য।

তাঁহারা কখনও পার্থিব লাভ সম্মানের আশা করেন না। তাঁহারা নির্জনবাসে চারি রূপাবচর ধ্যান ও চারি অরূপাবচর ধ্যান এই অষ্ট সমাপত্তিতে বিভোর হইয়া নির্বাণচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। তাঁহারা নির্জনবাস অভ্যাস করিয়া জনসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করেন এবং মনের অনুশীলনে তৃষ্ণাকে সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া নির্বাণ উপলব্ধি করেন।

পণ্ডিত বগ্‌গো (৬)

—'বিজ্ঞ'—

আখ্যানভাগ ঃ ছিয়াত্তর

বুদ্ধের জেতবনে অবস্থানের সময় দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান রাধ ভিক্ষু সংঘের আশ্রয়ে থাকিয়া সঙ্ঘের কাজকর্ম করিতেন। বারংবার ভিক্ষু-দের অনুরোধ করিয়াও তিনি প্রব্রজ্যালাভ করিতে পারিলেন না। সেজন্য তিনি মনোদুঃখেই কাল কাটাইতে লাগিলেন। বুদ্ধ ইহা জানিয়া তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদানের জন্য ভিক্ষুদের আদেশ দিলেন। শারী-পুত্র স্থবির রাধের এক চামচ ভিক্ষা প্রদানের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে শ্রবণ ধর্মে দীক্ষা দিলেন। তিনি রাধকে সর্বদা উপদেশ দান ও শাসন করিতেন। রাধ ভক্তিভবে তাহা গ্রহণ ও পালন করিতেন।

এক সময় তিনি বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া অর্হত্ব লাভ করিলেন। একদিন শারীপুত্র স্থবির তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন বুদ্ধ রাধের গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাইয়া উপদেশচ্ছলে এই কথা বলিলেন।

মর্মার্থ—কোন সদাশয় ব্যক্তি যেমন কোন দরিদ্রব্যক্তির প্রতি সদয় হইয়া বলেন—'ওহে এস, আমি তোমাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় বলিয়া দিতেছি। দেখ, এইস্থানে গুপ্তধন আছে। তুমি উহা লইয়া সুখে জীবিকানির্বাহ কর।' সেরূপ হিতকামী মহাপুরুষও অন্যের দোষ দেখিলে শাসনের স্বরে বলেন—'ইহা তোমার দোষ, ইহা পরিহার করিলে তোমার মঙ্গল হইবে।' যাঁহারা এরূপ গুরুর শাসন ভক্তিপ্রণত হইয়া মানিয়া চলেন, তাঁহাদের উপকার ব্যতীত অপকার হয় না। আত্ম-হিতব্রতী বিজ্ঞব্যক্তিগণ তাঁহার কথায় ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া সানন্দচিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া নিজেদের দোষত্রুটি পরিহার করিতে উদ্যোগী হন।

তাঁহারা সেই গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'আপনি আমাদের হিতৈষী গুরুর ন্যায় আমাদের দোষ সংশোধন করিয়া দিলেন। ভবিষ্যতেও আমাদের প্রতি সদয় হইয়া আমাদের দোষমুক্ত করিবেন।' সেজন্য বলা হইয়াছে যে যিনি অন্যের ত্রুটী-বিচ্যুতি দেখিয়া সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে ভর্ৎসনা কিংবা বিনয়সম্মত শাস্তি প্রদান করেন, তিনিই যথার্থ পরোপকারী ও সত্যের মর্যাদা দান করেন। এইরূপ সত্যনিষ্ঠ পণ্ডিতব্যক্তির ভজনায় লাভ ব্যতীত ক্ষতি হয় না।

আখ্যানভাগ ঃ সাতাত্তর

অশ্বজিৎ, পুনর্বসু প্রভৃতি ভিক্ষুগণ কীটাগিরিতে অসদাচরণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। তাহাদের অত্যাচারে শীলবান ভিক্ষুরা তথায় বাস করিতে পারিলেন না। এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাদের উপদেশ ও শাসন করিবার জন্য বুদ্ধ তাঁহার মহাশিষ্যদের তথায় পাঠাইয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—প্রত্যক্ষ ঘটনা দর্শন করিয়া সাবধান করা উপদেশ। আনুমানিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে সতর্ক করা অনুশাসন। সম্মুখে বলা উপদেশ, পরোক্ষে দূত প্রেরণ বা সংবাদ প্রদান অনুশাসন। একবার বলা উপদেশ পুনঃ পুনঃ বলা অনুশাসন। পাপকার্য হইতে বিরত করা ও পুণ্যকার্যে নিযুক্ত করা অসভ্যতা নিবারণ বুঝায়। এইরূপ উপদেষ্টা বুদ্ধপ্রমুখ সৎপুরুষগণের প্রিয় হন। যাহারা ধর্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ, পরলোক অবিশ্বাসী, লোভী ও জীবিকানির্বাহার্থ প্রব্রজিত, তাহাদের ন্যায় অসৎ ব্যক্তিকে উপদেশ ও অনুশাসন করা হইলে, তাহারা বলে, 'তুমি আমাদের গুরু নও, শিক্ষক নও। কেন আমাদিগকে উপদেশ দিতেছ? এরূপ অসৎগণের নিকট উপদেষ্টা অপ্রিয় হন।

আখ্যানভাগ ঃ আটাত্তর

রাজকুমার সিদ্ধার্থের সারথি ছন্ন (ছন্দক) ভিক্ষু হইয়া অতিশয় অভিমানী হইলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে তিনি কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ না পাইয়া ক্রোধ ও ঈর্ষার সহিত বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণের সময় শুধু তিনিই তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধত্বলাভের পর অপর লোকজন আসিয়া কেহ বুদ্ধের প্রধান শিষ্য এবং কেহ মহাশিষ্য সাজিতেছেন। ইহা বলিয়া তিনি শারীপুত্র ও মহামৌদগল্যায়ন স্থবিরের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন। ইহা শুনিয়া বুদ্ধ তাঁহাকে উপদেশ দিতেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাব পরিবর্তন হইল না। বুদ্ধ এই প্রসঙ্গে এই গাথা বলিয়াছিলেন।[১]

মর্মার্থ—যাঁহারা কায়মনোবাক্যে সর্বদা পাপাচরণে রত থাকেন তাঁহারাই পাপমিত্র। যাঁহারা চৌর্যবৃত্তি ও নানাবিধ অসদুপায় অবলম্বন করেন তাঁহারাই নীচব্যক্তি। এইরূপ ব্যক্তিদের সেবাপূজা করা উচিত নহে। যাঁহারা কল্যাণমিত্র বা উত্তম ব্যক্তি, তাঁহারা সর্বপ্রকার কুকার্য হইতে দূরে অবস্থান করেন। তাঁহাদের সেবাপূজা করা কর্তব্য।

আখ্যানভাগ ঃ উনাশি

শ্রাবস্তীর কয়েকজন বণিকের নিকট বুদ্ধের আবির্ভাবের কথা শুনিয়া গান্ধাররাজ মহাকপ্পিন রাজত্ব ও আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করিয়া সপার্ষদ শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে চন্দ্রভাগী নদীতীরে বুদ্ধের দর্শনলাভ করতঃ ধর্মশ্রবণ করিয়া স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়া পারিষদবর্গসহ ভিক্ষু সংঘে যোগদান করিলেন। ভিক্ষু হওয়ার পর মহাকপ্পিন 'অহো সুখ। অহো সুখ।' বলিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে বিভোর হইয়া থাকিতেন। ইহা বুদ্ধের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি মহাকপ্পিনের প্রশংসা করিয়া এই গাথা বলিয়াছিলেন।

১ বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর আনন্দ স্থবিরের পরামর্শক্রমে ভিক্ষুরা ছন্নের সংশ্রব ত্যাগ করিলেন এবং কেহ তাহার সহিত সহযোগিতা করিতেন না। পরিশেষে তিনি নিজের দোষ উপলব্ধি করিয়া ধ্যান-সাধনায় মনোনিবেশ পূর্বক অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—ধর্মরসপায়ী সাধক ব্যক্তিগণ চারিপ্রকার ঈর্যাপথে বিদর্শন-ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া সুখ অনুভব করেন এবং নবলোকোত্তর ধর্মকে অনুভূতিতে স্পর্শ করিয়া ধ্যানাবলম্বনকে প্রত্যক্ষ করতঃ চারি আর্য সত্যকে পরিজ্ঞা[১], অভিসময়[২] প্রভৃতি দ্বারা উপলব্ধি করিলে প্রকৃত ধর্মরসপায়ী হওয়া যায়। এখানে দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন-সুখশয়ন নহে। গমনে, স্থিতগতিতে, উপবেশনে নিত্য স্মৃতিজাগ্রত রাখাই সুখশয়ন। স্মৃতিবিহ্বলতায় দুঃখ উৎপন্ন হয়। সেজন্য বলা হইয়াছে, পণ্ডিত সাধক স্মৃতিজাগ্রত রাখিয়া প্রসন্নচিত্তে বিদর্শনধ্যানে মগ্ন হইয়া বুদ্ধ প্রমুখ আর্যগণ কর্তৃক জ্ঞাত বোধিপক্ষীয় ধর্মে আনন্দ পান।

আখ্যানভাগ ঃ আশি

শ্রাবস্তীতে শারীপুত্র স্থবিরের উপাসককুলে জাত পণ্ডিতকুমার তাঁহার সাতবৎসর বয়সে স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী মহাসমারোহে জেতবনে শারীপুত্র স্থবিরের নিকট তাঁহার প্রব্রজ্যা উৎসব সম্পন্ন করা হইল। তাঁহার মাতাপিতা সাতদিন পর্যন্ত জেতবনে ভিক্ষু ভোজন করাইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন। অষ্টম দিনে পণ্ডিত শ্রামণের শারীপুত্র স্থবিরের সঙ্গে ভিক্ষাচরণে বাহির হইলেন। তিনি ভিক্ষাচরণ করিতে করিতে দেখিলেন যে শস্যক্ষেত্রে জল-প্রণালীর সাহায্যে জল সেচন করা হইতেছে। শরনির্মাতা সোজা করিয়া শর প্রস্তুত করিতেছে এবং বর্ধকী ইচ্ছানুযায়ী কাষ্ঠ নমিত করিতেছে। এইসব অবচেতন পদার্থ সচেতন বস্তুর ন্যায় নিয়োজিত হইতেছে দেখিয়া তিনি ভিক্ষাচরণ বন্ধ করিয়া বিহারে আসিয়া চিত্তদমনের জন্য সাধনায় মগ্ন হইলেন।

১ পূর্ণজ্ঞান, সত্যজ্ঞান।
২ পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি, পূর্ণ উপলব্ধি।

তাঁহার সাহায্যের জন্য বুদ্ধ তথায় উপস্থিত হইলেন। তথায় পণ্ডিত শ্রামণের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া অর্হত্ব লাভ করিলেন। এই প্রসঙ্গে ধর্মোপদেশ প্রদানচ্ছলে তথাগত বুদ্ধ তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—জলসেচকগণ ভূমি খনন করিয়া পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুতপূর্বক ইচ্ছানুসারে জমিতে জলসেচন করে; বাণনির্মাতারা শরকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া সোজা করিয়া প্রস্তুত করে; তক্ষক কাষ্ঠকে তক্ষণ করিয়া ইচ্ছানুসারে সোজা ও বাঁকা করিয়া নানাবিধ আসবাবপত্র প্রস্তুত করে। সেরূপ পণ্ডিতব্যক্তিগণ স্রোতাপত্তি প্রভৃতি মার্গ প্রভাবে নিজেদের সর্বতোভাবে দমন করেন।

আখ্যানভাগ ঃ একাশি

লকুণ্ঠক ভদ্রিয় স্থবির বামনজাতীয় ছিলেন। জেতবনে ছোট ছোট শ্রামণেরগণ তাঁহার সঙ্গে নানা কৌতুক করিত। কেহ কেহ তাঁহার নাক-কান ধরিয়া ধর্মে অনুরক্ত কি বিরক্ত জিজ্ঞাসা করিত। তিনি অবিচলিত থাকিয়া সব সহ্য করিতেন। ধর্মসভায় এই বিষয় আলোচিত হইলে বুদ্ধ তাঁহার সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিয়া নিম্নোক্ত গাথা উচ্চারণ করেন।

মর্মার্থ—সুসংবদ্ধ শিলাময় পর্বত যেমন চতুর্দিক হইতে আগতবায়ুতে কম্পিত হয় না, সেরূপ অর্হৎগণও অষ্টলোকধর্মে[১] ক্রোধ কিংবা আনন্দ উৎপন্ন করিয়া চঞ্চলতা প্রকাশ করেন না।

আখ্যানভাগ ঃ বিরাশি

শ্রাবস্তীর 'কাণামাতা' বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধসম্পন্না ছিলেন। তিনি কন্যা 'কাণা'কে রিক্তহস্তে শ্বশুর বাড়ীতে না পাঠাইয়া

---

[১] লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ—এই সমস্তকে অষ্টলোক ধর্ম বলা হয়।

পিষ্টকাদি উপহারদ্রব্য সমেত পাঠাইবার জন্য বাড়ীতে পিষ্টক প্রস্তুত করিলেন বটে কিন্তু ভিক্ষাচরণরত ভিক্ষুদের দেখিয়া সমস্ত পিষ্টক দান করিয়া দিলেন। এরূপে তিনি প্রত্যেকদিনই পিষ্টক প্রস্তুত করিতেন। এবং প্রত্যহ ভিক্ষাচরণরত ভিক্ষুকে দেখিলে দান করিয়া ফেলিতেন। তাহাতে কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে 'কাণা'র স্বামী পত্নীর আগমনে বিলম্ব দেখিয়া অন্য পত্নী গ্রহণ করিলেন। ঘটনার বিষয় জ্ঞাত হইয়া 'কাণা'র স্বামী ভিক্ষু সঙ্ঘের নিন্দা করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য ভিক্ষুরা আর সে পথে ভিক্ষাচরণে যাইতেন না। একদিন বুদ্ধ তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে 'কাণা' সঙ্কোচে বুদ্ধের নিকট গেল না। বুদ্ধ তখন তাহাকে সম্মুখে ডাকাইয়া উপদেশ দিলেন। সে স্রোতাপন্না হইল। রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধের নিকট 'কাণা'র কথা শুনিয়া 'কাণা'কে প্রচুর ধনসম্পত্তি দিলেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ এই কথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—চতুরঙ্গিনী সৈন্যবাহিনীর অবগাহনে যে জল বিক্ষুব্ধ কিংবা আবিল হয় না এরূপ উদকার্ণবকে গভীর হ্রদ বলা হয়। অর্থাৎ চতুরাশীতি সহস্র যোজন গভীর যে মহাসমুদ্র আছে ইহার চল্লিশ সহস্র যোজন নিম্নে বৃহৎ মৎস্য প্রভৃতি দ্বারা জল সংক্ষুব্ধ হয় এবং চল্লিশ সহস্র যোজন উপরে বায়ুতে জল কম্পিত হয়। এতদুভয়ের মধ্যভাগে চারিসহস্র যোজন স্থানে জল স্থিরভাবে থাকে। ইহাকেই গভীর হ্রদ বলা হয়। সে হ্রদের জল মলিনতা হীনতার স্বচ্ছ, প্রশান্ত বলিয়া অনাবিল। সেরূপ তথাগত বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া স্রোতাপত্তি প্রভৃতি মার্গ প্রভাবে যাহাদের চিত্ত কালিমাহীন এবং অর্হত্বজ্ঞান লাভে বিপ্রসন্ন, তাঁহাদের ন্যায় পণ্ডিতগণই বুদ্ধের ধর্মমহাসমুদ্রে প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন।

আখ্যানভাগ ঃ তিরাশি

বুদ্ধত্বলাভের অল্পকাল পরেই বৈরঞ্জের ব্রাহ্মণ জমিদার কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বুদ্ধ পাঁচশত ভিক্ষুসহ তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। তখন বৈরঞ্জে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ভুলে ভিক্ষুসংঘের সেবা করিতে পারেন নাই। তথায় ভিক্ষুরা একজন বণিকের প্রদত্ত অশ্বের খাদ্য খাইয়া অতি কষ্টে দুর্ভিক্ষের সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বর্ষার পর বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘ শ্রাবস্তীতে আসিয়াছিলেন। তখন শ্রাবস্তীবাসিগণ উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যে ভিক্ষুসংঘে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। তথায় ভিক্ষুদের সঙ্গে কয়েকজন প্রসাদভোজী দরিদ্রলোকও ছিল। তাহারা উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য ভোজন করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়া অনাচার অবস্ত করিয়া দিল। ভিক্ষুরা তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহা শুনিয়া বুদ্ধ দুষ্টপ্রকৃতির লোকের দোষ বর্ণনা ও সজ্জনের প্রশংসা করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—অর্হৎগণ পঞ্চস্কন্ধ প্রভৃতি বিষয়-বাসনা ও কামলালসাদির প্রলোভনে মোহিত হইয়া থাকেন না। তাঁহারা স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া গৃহস্থের দ্বারে গিয়া তাহার সুখদুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া নিজেদের লাভ-সম্মানের জন্য বাক্য ব্যয় করেন না। তাঁহারা সুখে কিংবা দুঃখে উৎফুল্ল অথবা অধীর হন না।

আখ্যানভাগ ঃ চুরাশি

শ্রাবস্তীর একজন ভক্তিমান উপাসক একদিন তাঁহার পত্নীর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণের পরামর্শ চাহিলেন। গর্ভবতী পত্নী সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া একটু বয়স্ক হইলে তিনি দুঃখমুক্তির আশায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং ধ্যান-সাধনায় তৎপর হইয়া অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি গৃহে গিয়া পুত্র ও তাহার মাতাকে মুক্তির সন্ধান দিলেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।

মর্মার্থ—জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের কিংবা পরের জন্য পুত্র, ধন বা রাষ্ট্র ইচ্ছা করেন না। তিনি নিজের নাম, যশ ও সমৃদ্ধির জন্য অসদুপায় অবলম্বন করিয়া পরের ক্ষতি করিতে চাহেন না। তিনি শীল (সদাচার) রক্ষণে উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া ধ্যান-সাধনায় নিজের প্রজ্ঞার প্রখরতা সতত সাধন করেন। যিনি এই নিয়ম পালনে সতত অবহিত হন, তিনিই প্রকৃত শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও ধার্মিক ব্যক্তি।

আখ্যানভাগ ঃ পঁচাশি-ছিয়াশি

শ্রাবস্তীনগরের এক রাস্তায় প্রতিবেশী জনসাধারণ সম্মিলিতভাবে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভোজন করাইয়া সার্বজনীনভাবে সারারাত্রি ধর্ম শ্রবণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ধর্মসভা আরম্ভ হইলে কেহ কেহ কামোন্মাদনায় গৃহে চলিয়া গেল। কেহ কেহ বিদ্বেষমূলক গল্পগুজবে সময় কাটাইতেছিল এবং কেহ কেহ আলস্যপরায়ণ হইয়া ধর্মকথা শুনিতে পাইল না। ইহার পরদিন ভিক্ষুরা ধর্মসভায় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। এ প্রসঙ্গে ধর্মোপদেশচ্ছলে বুদ্ধ এই গাথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—মানুষের মধ্যে অতি অল্প লোকই জন্ম, মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া নির্বাণলাভে সমর্থ হন। কিন্তু অন্য সকল লোক আমিত্বের মোহে মোহিত হইয়া আত্মদৃষ্টিতে হাবুডুবু খাইতেছে। পরিণামে তাহারা পুনঃপুনঃ জন্মজরা, মৃত্যুর অধীন হইয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ করে। যাঁহারা বুদ্ধ প্রদর্শিত পন্থা মানিয়া চলেন তাঁহারাই মার্গফল লাভ করিয়া নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন এবং মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ সাতাশি-উননব্বই

কোশলরাজ্যের পাঁচশত ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া বুদ্ধ দর্শনে জেতবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে

উপবেশন করিলেন। তখন বুদ্ধ তাঁহাদের চরিত্র পরীক্ষাচ্ছলে এই কথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—প্রাজ্ঞ কায়মনোবাক্যে পাপসমূহ সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া অভিনিষ্ক্রমণ (সংসারত্যাগ) হইতে অর্হত্বপ্রাপ্তি পর্যন্ত কায়-মনোবাক্যে পুণ্যসমূহ সঞ্চয় করেন। তিনি সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া আলয়হীন নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিতে সর্বদা সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। তাহাতে তিনি অনালয়ভূত নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়া পঞ্চনীবরণ[১] হইতে নিজেকে মুক্ত করেন। যাঁহারা বোধিচিত্তলাভ করেন, তাঁহাদের চিত্ত অতিশয় সংযত ও সুন্দর রূপে আলোকিত। তাঁহারাই অর্হত্ব জ্ঞানে বিভূষিত হইয়া পরিনির্বাণলাভ করেন।

অরহন্তবগ্গো (৭)
অর্হৎ

আখ্যানভাগ ঃ নব্বই

একদা দেবদত্ত অজাতশত্রুর সাহায্যে বুদ্ধকে হত্যা করিবার অভি-প্রায়ে রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বত হইতে বুদ্ধের গমন পথে একখানি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করাইয়াছিলেন। তাহা অন্য প্রস্তরখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কিন্তু অতিক্ষুদ্র একখণ্ড প্রস্তর তাঁহার পায়ে লাগে।

---

১ যে চৈতসিকের (মনোবৃত্তির) জন্য কুশলচিত্ত বা কুশলধ্যানচিত্ত উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহাদের সাধারণ নাম নীবরণ বা নিবারণ। এইগুলি মোক্ষলাভের অন্তরায় হয় সেজন্য ইহাদের নাম নীবরণ, তাহা পাঁচ প্রকার। যথা :—

কামচ্ছন্দ অর্থাৎ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্প্রষ্টব্যের তৃষ্ণা, ব্যাপাদ (পরের অহিত চিন্তা), স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রা ও বিজৃম্ভতা); ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (চিত্তের অশান্তভাব); বিচিকিৎসা সন্দেহ।

ভিক্ষুরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে জীবকের আম্রবণে লইয়া আসিলেন এবং সুপ্রতিসিদ্ধ চিকিৎসক জীবক বুদ্ধের কোন যন্ত্রণা হইয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এই গাথায় তাহা বর্ণনা করেন।

মর্মার্থ—বনে দিকভ্রষ্ট পথিক যেমন অভিপ্সিত পথ খুঁজিয়া পায় না সেরূপ সংসারমরুতে মোহমুগ্ধ ব্যক্তিও মুক্তিপথের সন্ধান পায় না। কিন্তু অর্হৎগণের সংসারপথ ভ্রমণ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়। সেজন্য তাঁহাদের সংসার-পথ অতিক্রমকারীরূপে বর্ণিত।

তাঁহাদের শোক থামে না এবং তাঁহারা পঞ্চস্কন্ধমুক্ত বলিয়া তাঁহাদের চতুর্গ্রন্থি[১] সর্বতোভাবে চৈতসিক পরিদাহ আর বিদ্যমান থাকে না। বাহ্যিক শীতোষ্ণ পরিদাহ তাঁহাদের থাকিলেও পরমার্থতা ইহাতে তাঁহারা বিচলিত হন না।

আখ্যানভাগ : একাদ্বরই

রাজগৃহে বেনুবনে বর্ষাব্রত সমাপ্তির অর্ধমাস পরে বুদ্ধ ধর্মপ্রচারার্থ দেশ-বিদেশে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। তখন ভিক্ষুরাও বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। মহাকাশ্যপ স্থবিরও যাত্রার আয়োজন করিলেন। ইহাতে ভিক্ষুরা বলিতে লাগিলেন যে, রাজগৃহের সকলেই তাঁহার আত্মীয়স্বজন বা গুণমুগ্ধ ভক্ত। তাঁহাদের মায়া কাটাইয়া তিনি কি করিয়া যাইবেন। যাত্রার প্রাক্কালে বুদ্ধ মহাকাশ্যপ স্থবিরকে গৃহস্থদের মঙ্গলার্থ রাজগৃহে অবস্থান করিতে বলিলেন। তিনি বুদ্ধের আদেশে যাত্রা বন্ধ করিলেন। তাহাতে ভিক্ষুরা 'অর্হৎ' মহাস্থবির প্রস্তুত হইয়া ও জ্ঞাতিবর্গের রক্তের টানে যাইতে পারিতেছেন বলিয়া মন্তব্য করাতে বুদ্ধ তাদের ভুল নিরসনার্থ একথা বলিয়াছিলেন।

১ 'অভিধ্যা' কায়গ্রন্থি, 'ব্যাপাদ' কায়গ্রন্থি, 'শীলব্রত-পরামর্শ' কায়গ্রন্থি. ইদং 'সত্যা ভিনিবেশ' কায়গ্রন্থি।

মর্মার্থ—হংসদল, সরোবরে বা হ্রদে চলিয়া যাইবার সময়, 'আমার জল, আমার পদ্ম,' বলিয়া মমত্ব উৎপন্ন করে না, তাহারা নিরপেক্ষভাবে সানন্দে ক্রীড়া করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করে। সেজন্য বিপুল স্মৃতিসম্পন্ন অর্হৎগণও শমথ বিদর্শন সাধনায় যে গুণসমূহ অর্জন করেন, তাহা হইতে তাঁহারা কোনও বিচ্যুত হন না। সর্বদা তাহাতেই গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকেন এবং তৃষ্ণানিকেতনে অভিরমিত হন না।

অথ্যানভাগ ঃ বিরানবরই

শ্রাবস্তীর বেলটঠীসীস স্থবির গ্রামের এক রাস্তায় ভিক্ষাচরণ করিয়া ভোজন করত পুনরায় অন্য রাস্তায় মুড়ি ও চিড়াজাতীয় খাদ্য ভিক্ষা করিয়া রাখিয়া দিতেন, কেননা প্রতিদিন ভিক্ষায় বাহির হইলে ধ্যান-সাধনার বিঘ্ন ঘটে। তিনি সঞ্চিত খাদ্যগুলি ভোজন করিয়া কয়েকদিন ধ্যানসুখে অতিবাহিত করিতেন এবং তাহা ফুরাইলে ভিক্ষাচরণে বাহির হইতেন। তাহাতে ভিক্ষুরা তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। ইহা অবগত হইয়া বুদ্ধ স্থবিরের নির্লোলুপতার প্রশংসা করিয়া এই কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—গগনে উড্‌ডীয়মান পাখীর পদরেখা দেখা যায় না, সেরূপ ত্রিবিধ ভব[১], চতুর্বিধ যোনি[২], পঞ্চগতি[৩], সপ্তবিজ্ঞানস্থিতি[৪] ও নবসত্ত্বাবাসে[৫] অর্হৎগণের গতি নির্ণয় করা যায় না, কেননা তাদের

১ কাম (মনুষ্য ও দেব), রূপ (সাকার ব্রহ্ম), অরূপ (নিরাকার ব্রহ্ম)।

২ অণ্ডজ (ডিম্বপ্রসূ), জরায়ুজ, সংস্বেদজ, ঔপপাতিক।

৩ নরক, তির্যক, মনুষ্য, দেব, ব্রহ্ম।

৪ নানাত্বকায় নানাত্বসংজ্ঞী, নানাত্বকায় একত্বসংজ্ঞী, একত্বকায় নানাত্বসংজ্ঞী, একত্বকায় একত্বসংজ্ঞী, আকাশানন্তায়তন, বিজ্ঞানানন্তায়তন, আকিঞ্চনায়তন।

৫ (১) মনুষ্য, দেব, বিনিপাতিক (নরক, অসুর, প্রেত, তির্যক), (২) ব্রহ্মকায়িক দেবতা (৩) আভাস্বর (৪) শুভাকীর্ণ (৫) অসংজ্ঞসত্ত্ব (৬) আকাশানন্তায়তন (৭) বিজ্ঞানানন্তায়তন (৮) আকিঞ্চনায়তন (৯) নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন—এইগুলি জীবগণের উৎপত্তিস্থান। নিজের নিজের কর্মানুসারে জীবগণ এই সকল স্থানে উৎপন্ন হয়। নির্বাণপ্রাপ্তিতে জন্ম মৃত্যু নিরুদ্ধ হইলে জীবের এই সকল স্থানে উৎপন্ন হইতে হয় না।

পাপ-পুণ্যের ফল সঞ্চিত হয় না। কারণ, তাঁহারা পাপ-পুণ্যের সংস্পর্শের অতীত স্তরে উপনীত হইয়া থাকেন। সেজন্য চীবর, পিণ্ডপাত (ভিক্ষান্ন) শয়নাসন ও ঔষধপথ্য প্রভৃতিও তাহাদের সঞ্চিত থাকে না। তাঁহারা সর্বদাই জ্ঞানপূর্বক ভোজন করেন, শূন্যতা[১], অনিমিত্ততা[২], অপ্রণিহিততা[৩] ও ত্রিবিধ বিমুক্তি তাঁহাদের বিষয়ীভূত।

আখ্যানভাগ : তিরানব্বই

রাজগৃহে অনুরুদ্ধ স্থবির ধুতাঙ্গব্রত (ভিক্ষুদের কঠোর আচার বিশেষ) পালন করিতেন। তিনি চীবর (ভিক্ষুদের পরিধানের বস্ত্র) প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায় আবর্জনা স্তূপে নিক্ষিপ্ত বস্ত্রখণ্ড সংগ্রহ করিয়া চীবর প্রস্তুত করিতেছিলেন। সে সময় বুদ্ধ ও তাঁহার মহাশিষ্যদের অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের আগমনে রাজগৃহের অধীবাসীরা প্রচুর খাদ্যভোজ্য বেণুবন লইয়া গেল।

ভিক্ষুসঙ্ঘের ভোজনের পর অনেক জিনিসপত্র অতিরিক্ত হইল। ইহাতে ভিক্ষুরা মন্তব্য করিলেন যে, অনুরুদ্ধ স্থবির এখানে তাঁহার অনেক জ্ঞাতি ও ভক্ত আছেন, আমাদের তাহাই যেন দেখাইতেছেন। ইহা অবগত হইয়া বুদ্ধ একথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—আকাশে উড়ন্ত পাখীর পা, ডানা প্রভৃতি কিছুই নির্ধারণ করা যায় না। সেরূপ অর্হৎগণের কোনভাবে উৎপত্তির কারণ নির্ণয়

---

১ উত্থানগামী বিদর্শন যখন সংস্কারকে অনাত্মভাবে বিচার করে, তখন মার্গের শূন্যতা বিমোক্ষ নাম প্রাপ্ত হয়।

২ উত্থানগামী বিদর্শন যখন সংস্কারকে অনিত্যভাবে বিচার করে, তখন অনিমিত্ত বিমোক্ষ নাম প্রাপ্ত হয়।

৩ উত্থানগামী বিদর্শন যখন সংস্কারকে দুঃখাকারে বিচার করে, তখন অপ্রনিহিত বিমোক্ষ নাম প্রাপ্ত হয়,

করা অসম্ভব। কেননা তাঁহাদের কাম, ভব, দৃষ্টি (ভ্রান্তদৃষ্টি) ও অবিদ্যা এই আস্রব (তৃষ্ণা) চতুষ্টয় সর্বোতভাবে পরিক্ষীণ হয়, তাঁহারা শূন্যতা অনিমিত্ততা ও অপ্রনিহিততা এই ত্রিবিধ বিমুক্তি প্রত্যক্ষ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ চুন্দানববই

একদা এক প্রবারণা (কোজাগরী) পূর্ণিমা দিনে বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে মহাউপাসিকা বিশাখার পূর্বারামে মহাশিষ্যদের সাথে উপবিষ্ট ছিলেন। মহাকাত্যায়ন স্থবির অবন্তী[১] হইতে আসিবেন ভাবিয়া তাঁহার জন্যও আসন রাখা হইয়াছিল, তখন সপার্ষদ দেবরাজ ইন্দ্রও তথায় আসিয়া বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া মহাকাত্যায়ন স্থবিরের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া দেবরাজ উভয়হস্তে পদস্পর্শ করিয়া বন্দনা করিলেন। ইহাতে কোন কোন ভিক্ষু মন্তব্য করিলেন যে, দেবরাজও বুঝি মুখ দেখিয়া সম্মান করেন। ভিক্ষুদের এই ভ্রম সংশোধনের জন্য মহাকাত্যায়ন স্থবিরের প্রশংসা করিয়া বুদ্ধ এই কথা বলিয়াছিলেন।

---

১ অবন্তী অঙ্গুত্তরনিকায়োক্ত ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম। দীপবংশের মতে উজ্জয়িনী অবন্তীর রাজধানী ছিল। রাজা অচ্যুতগামী কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অশোকের শিলালিপি (Minor Rock Edit, No. 2)-তে উজ্জয়িনীর উল্লেখ আছে। মোটামুটিভাবে মালওয়া নিমার ও মধ্যপ্রদেশের নিকটবর্তী অঞ্চলকে অবন্তীর বর্তমান অবস্থান নির্ণয় করা হয়। অধ্যাপক ভাণ্ডারকারের মতে প্রাচীন অবন্তী উত্তর ও দক্ষিণাপথ এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল।

অবন্তীর উত্তরাংশের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী এবং অবন্তী দক্ষিণাপথের রাজধানী ছিল মাহিস্মতী বা মাহিস্মতী। কিন্তু মহাভারতের মতে অবন্তী ও মাহিষ্মতী দুইটি ভিন্ন রাষ্ট্র ছিল। এক সময়ে অবন্তী বৌদ্ধধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। অবন্তী বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য মহাকাত্যায়নের জন্মভূমি ছিল। তিনি অবন্তীর রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—সারথি রথকে ভালরূপে পরিচালনা করিবার জন্য, অশ্বকে উত্তমরূপে বিনীত করে, সেরূপ যিনি ষড়েন্দ্রিয়কে সুষ্ঠু দমন করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুর প্রতি নিরাসক্ত হন, তিনি নববিধ মান[১] ও চতুর্বিধ আস্রব[২] (তৃষ্ণা) পরিহার করিয়া মুক্ত হন। এরূপ মহাপুরুষের দর্শনে দেবতারাও তাঁহার অসীম গুণের প্রতি তন্ময় হইয়া থাকেন এবং মনুষ্যগণ তাঁহার দর্শন ও আগমন প্রার্থনা করেন।

আখ্যানভাগ ঃ পঁচানব্বই

বুদ্ধের প্রধান মহাশিষ্য শারীপুত্র স্থবির শ্রাবস্তীতে বর্ষাব্রত শেষ করিয়া বুদ্ধের অনুমতি লইয়া দেশ বিদেশে ধর্মপ্রচারে বাহির হইলেন। অনেক ভিক্ষু তাঁহার সহগামী হইতে চাহিলে তিনি নামগোত্রে পরিচিত ভিক্ষুদের নামগোত্র ধরিয়া ডাকিয়া তাঁহার সহগামী হইতে বারণ করিলেন। তথায় একজন নামগোত্রবিহীন ভিক্ষুকে তিনি অপর ভিক্ষুদের ন্যায় সম্বোধন করিলেন না। তাহাতে সে রাগ করিয়া বুদ্ধের নিকট শারীপুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। বুদ্ধ তাঁহাকে ডাকাইয়া এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সমবেত মহাভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে নিজের দোষহীনতা প্রমাণ করিয়া ধর্মোপদেশ দিলেন। তখন বুদ্ধ তাঁহার সহিষ্ণুতাগুণের প্রশংসা করিয়া এই কথা বলিলেন।

মর্মার্থ—মাটিতে সুগন্ধি মাল্যাদি নিক্ষিপ্ত কিংবা মলমূত্র ত্যাগ করা হইলেও তাহাতে মাটির আনন্দ কিংবা ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। নগরের দ্বারে প্রোথিত স্তম্ভকেও কেহ পূজা করে এবং কেহ তাহাতে মলমূত্র ত্যাগ করে। তাহাতে তাহার নিন্দা কিংবা বিষাদ উৎপন্ন হয় না।

---

১ আমি শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠের সদৃশ, শ্রেষ্ঠ হইতে হীন; সদৃশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সদৃশের সদৃশ, সদৃশ অপেক্ষা হীন, অধমের উত্তম, অধমের সমান, অধম অপেক্ষা অধম।

২ কাম, ভব, অবিদ্যা, দৃষ্টি (মিথ্যাদৃষ্টি)।

সেরূপ সুব্রত অর্হৎ অষ্টালোকধর্মে বিচলিত হন না। তিনি মাটি ও স্তম্ভের ন্যায় নিরপেক্ষভাবে স্থির ও শান্ত থাকেন। গভীর সমুদ্র কর্দমহীন বলিয়া তাহার জল স্বচ্ছ হয়। সেরূপ অর্হতের রাগ (কামনা) দ্বেষ প্রভৃতি আভ্যন্তরীক কর্দম অবগত বলিয়া তিনি নির্মল। সেজন্য তাঁহার পুনর্জন্ম চিরতরে রুদ্ধ।

আখ্যানভাগ ঃ ছিয়ানব্বই

কৌশাম্বীবাসী জনৈক শ্রদ্ধাবান উপাসক তাঁহার সপ্তম বর্ষীয় পুত্রকে তাঁহার গুরু তিষ্য স্থবিরের নিকট শ্রামণের রূপে দীক্ষা দেওয়াইয়াছেন। শ্রামণের প্রব্রজ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গেই অর্হত্বলাভ করিলেন। এবং সযত্নে তিনি গুরুর পরিচর্যা করিতেন। কিছুদিন পরে তিষ্য শিষ্যকে লইয়া শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ দর্শনে যাইতেছিলেন। পথে তাঁহাদের একটি গ্রামের বিহারে রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছিল। প্রাতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গুরু শিষ্যকে জাগাইবার জন্য একখানি পাখার সাহায্যে তাঁহাকে আঘাত করিলেন। পাখার অগ্রভাগ চক্ষুতে লাগিয়া বাম চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। পরে তাহা জানিয়া গুরু অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। এবং স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরে বুদ্ধের নিকট যাইয়া তাঁহার ভুলের কথা বলিলে তথাগত বুদ্ধ তাঁহার অর্হৎ শিষ্যের গুণ বর্ণনাচ্ছলে এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—লোভ, দ্বেষ ও মিথ্যাদৃষ্টি এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ; মিথ্যা, ভেদবাক্য, কটুকথা ও বৃথাবাক্য এই চতুর্বিধ বাচনিক পাপ; এবং প্রাণী হত্যা, চুরি ও ব্যভিচার এই ত্রিবিধ কায়িক পাপ অর্হৎ-গণের সম্পূর্ণ অবগত বলিয়াই অর্হৎগণ শান্ত। কার্যকারণ বিশ্লেষণে সম্যক জ্ঞানপ্রাপ্ত বলিয়াই তাঁহারা বিমুক্ত। কাম, ভব, দৃষ্টি (ভ্রান্ত ধারণা) ও অবিদ্যা প্রভৃতি পাপ ধর্ম সম্যকরূপে উপশমিত হওয়ায় তিনি উপশান্ত।

আখ্যানভাগ ঃ সাতানব্বই

একদিন অরণ্য বিহারী ত্রিশজন ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ দর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অর্হত্ব লাভের হেতু সন্দর্শনে তথাগত বুদ্ধ শারীপুত্র স্থবিরকে শ্রদ্ধাদি বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শারীপুত্র স্থবিরের উত্তরে ভিক্ষুরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। সেজন্য তাঁহারা মন্তব্য করিতেছিলেন যে, শারীপুত্র স্থবির এখনও বুদ্ধের প্রতি সন্দেহ পোষণ করিতেছিলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহাদের সন্দেহ নিরসনের জন্য বুদ্ধ শারীপুত্র স্থবিরের গুণ বর্ণনাচ্ছলে এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—কামনা-বাসনা বিজয়ী জ্ঞানী ব্যক্তি সত্য ধর্মের সন্ধান পাইয়া পরের বৃথা কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপন মনে নিজ কার্য সম্পাদন করেন। তিনি সৃষ্টির অতীত অবস্থাকে উপলব্ধি করিয়া সর্বপ্রকার বন্ধনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার পর, পাপ-পুণ্যের মূলোচ্ছেদ করেন এবং স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ এই চতুর্বিধ মার্গফল প্রভাবে তৃষ্ণাকে সমূলে বিনাশ করেন। ঈদৃশ লোকোত্তর জ্ঞানপ্রভায় আলোকিত ব্যক্তিই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আখ্যানভাগ ঃ আটানব্বই

বুদ্ধের প্রধান মহাশিষ্য শারীপুত্র স্থবির প্রচুর ধনসম্পদ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অনুক্রমে তাঁহার তিন ভগ্নী—'চালা', 'উপচালা' ও শিশুপচালা' এবং দুই ভ্রাতা—'চন্দ্র' ও উপসেন'কে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন। গৃহে তাঁহার মাতার নিকট শুধু সর্ব-কনিষ্ঠ সপ্তম বর্ষীয় 'রেবত কুমার' ছিলেন। বলা বাহুল্য শারীপুত্র স্থবিরের মাতা বুদ্ধের প্রতি প্রসন্না ছিলেন না। তিনি কুমার রেবতকে হারাইবার ভয়ে সরাসরি তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। কুমার রেবত বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যার অশীতিপর বৃদ্ধ পিতামহকে দেখিয়া সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। বিবাহের পর কন্যার সঙ্গে স্বীয়গৃহে

প্রত্যাবর্তনের সময় রেবত পলায়ন করিয়া নিকটবর্তী অরণ্য আশ্রমে ভিক্ষুদের নিকট যাইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। রেবত জ্ঞাতিগণের ভয়ে সেখান হইতে অন্য অরণ্যে গিয়া ধ্যান সাধনায় তৎপর হইয়া অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন। কিছুকাল পরে বুদ্ধ শারীপুত্র স্থবিরকে সঙ্গে লইয়া পাঁচ শত ভিক্ষুসহ রেবতের আশ্রমে গিয়া তথায় কয়েক দিন অবস্থানের পর রেবতকে সঙ্গে লইয়া শ্রাবস্তীতে পূর্বারামে ফিরিয়া আসিলেন। তখন মহা উপাসিকা বিশাখা রেবত স্থবিরের অরণ্যাশ্রমের সৌন্দর্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ এই গাথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—অর্হৎগণ লোকালয়ে কায়-নির্জনতা লাভ না করিলেও চিত্তের প্রশান্তি লাভ করিয়া থাকে। যতই মনোজ্ঞ বিষয়বস্তু হউক না কেন, তাহাতে এই নিষ্কলুষ পুরুষদের চিত্ত বিচলিত হয় না। তাঁহারা লোকালয়ে, বনে, জঙ্গলে, গভীর জলে, কিংবা সমতল ভূমিতে যেখানেই বাস করেন না কেন সেই অঞ্চল তাঁহাদের সাধনা-সৌন্দর্যে রমণীয় হয়।

আখ্যানভাগ ঃ নিরানব্বই

শ্রাবস্তীর জনৈক ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট যোগ সাধনা শিক্ষা করিয়া এক পুরাতন উদ্যানে যোগ সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। ইতিমধ্যে এক বারবণিতা তার কোন কাম চরিতার্থকারী পুরুষের অপেক্ষায় সেখানে অপেক্ষমান ছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া পৌঁছতে না পারায় বারবণিতা উৎকণ্ঠিতা হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে সেই ধ্যানমগ্ন ভিক্ষুকে দেখিয়া তাঁহাকেই প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিল। অপর পক্ষে ভিক্ষু প্রলোভন বিমুক্তির জন্য আরও অধিকতর বীর্য সহকারে স্বীয় চিত্তকে ধ্যান-ধারণায় নিয়োজিত করিয়া রাখিলেন। বুদ্ধ সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রভাবে অরণ্য বিহারী ভিক্ষুর এতদবস্থা জ্ঞাত হইয়া স্বীয় অলৌকিক ঋদ্ধি শক্তি প্রভাবে এই গাথা উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—সুপুষ্পিত তরুশোভিত ও স্বচ্ছ সরোবর পূর্ণ অরণ্য রমণীয় তথায় কিন্তু কামসন্ধানী জনগণ আনন্দ লাভ করিতে পারে না। বীত-তৃষ্ণ অর্হৎগণই সে রমণীয় অরণ্য-প্রদেশে আনন্দ লাভ করেন। যেহেতু তাঁহারা কামভোগ লালসায় ধাবিত হন না।

সহস্সবগ্গো (৮)

সহস্র

আখ্যানভাগ : একশ'

ওম্বদাঠিক নামক একজন জল্লাদ পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পর্যন্ত জল্লাদের কার্য করিয়া, কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিল। সে এতদিন পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে উত্তম বেশভূষা পরিধান করিতে ও উপাদেয় পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে নাই। সে কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গৃহে আসিয়া সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সুস্বাদু ক্ষীর-পায়স ভোজনের আয়োজন করিয়া ভোজনে বসিতেছিল—তাহার সম্মুখে উপাদেয় খাদ্য আহৃত হইয়াছিল। ঠিক সেই সময় শারীপুত্র স্থবির তাহার প্রতি করুণা পরবশ হইয়া তাহার গৃহদ্বারে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। নরমুণ্ড ছেদক তম্বদাঠিক পরম পুরুষকে নিজের গৃহদ্বারেই স্থিত দেখিয়া তাহার কৃত নরহত্যাজনিত পাপের বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে আহ্বান করিয়া আনিয়া গৃহে বসাইয়া নিজের জন্য প্রস্তুত খাদ্য ভোজ্যাদি তাঁহাকে দান করিল। ভোজন শেষে স্থবির মহোদয় তাহাকে নানাভাবে ধর্মোপদেশ দিয়া স্বস্থানে চলিয়া যাওয়ার সময় ওম্বদাঠিকও তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া কিছুদূরে গিয়া

শারীপুত্র স্থবিরকে আগাইয়া দিয়া গৃহে ফিরিবা আসার সময় একটি গাভীর শৃঙ্গাঘাতে মৃত্যুবরণ করিয়া 'তুষিত' স্বর্গে গিয়া জন্মগ্রহণ করিল। এইরূপ আশ্চর্য ঘটনার বিষয় জ্ঞাত হইয়া, রাজগৃহের বেণুবনে ধর্মসভায় বসিয়া ভিক্ষুগণ আলোচনা করিতেছিলেন যে জল্লাদকৃত পাপকর্মের তুলনায় শারীপুত্র স্থবিরের ধর্মোপদেশ বাণী অত্যন্ত স্বল্প মাত্রই।

তখন বুদ্ধ সারার্থ যুক্ত ধর্মোপদেশ স্বল্প পরিমাণ হইলেও তাহা মহান ফলদায়ক হয় বলিয়া এই গাথায় তাহা বর্ণনা করিতেছিলেন।

মর্মার্থ—আকাশ, বন, পর্বত, সমুদ্র এবং অন্যান্য নৈসর্গিক বর্ণনা প্রকাশক ও তৃষ্ণা উৎপাদক অথচ মুক্তিপথের বিঘ্নকারক সহস্র সহস্র বাক্য ভাষণ অপেক্ষাও লোভ, দ্বেষ, মোহের উপশমকর এবং মুক্তি সাধনার অনুকূল একটি মাত্র বাক্য ভাষণ করাও শ্রেয়। যেই সুভাষিত বাক্যে তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটে।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' এক

একদা বহুলোক একত্রে সমুদ্র যাত্রা করিলে, দৈবক্রমে সমুদ্রে নৌকা ডুবি হইল। একজন লোক ব্যতীত অন্যান্য সকল লোকই সমুদ্রে ডুবিয়া প্রাণ হারাইল। যে ব্যক্তি জীবিত ছিল সে একখানি কাষ্ঠফলকের সাহায্যে ভাসিতে ভাসিতে 'সুপ্পারক'[১] বন্দরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই ব্যক্তি কূলে উঠিয়া বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিয়া ভিক্ষায় জীবন ধারণ করিতে লাগিল। জনসাধারণ তাহাকে একজন সাধুপুরুষ মনে করিয়া উপাদেয় খাদ্যাদি দান করিত। সে নিজেও অর্হত্বের ন্যায় মনে করিয়া চলিত। একদিন তাহার এক জন্মান্তরের বন্ধুদেবতা

১ এই শহরটি একটা সামুদ্রিক বন্দর। দ্বীপবংশে ও মহাবংশে ইহার উল্লেখ আছে। বোম্বাই শহরের সাঁইত্রিশ মাইল উত্তরে থানা জিলার অন্তর্গত সুপার অথবা সোপারকে ইহার বর্তমান অবস্থান নির্ণয় করা হয় এবং ইহা সেসিন (Bassain) এর চারি মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

তাহাব ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া বুদ্ধেব শবণাপন্ন হইতে উপদেশ দিলেন। তাহাতে সে প্রীত হইয়া সুপ্পাবিক বন্দব হইতে এক বাত্রিতেই দেবতাব প্রভাবে ত্রিশ যোজন পথ অতিক্রম কবিয়া শ্রাবস্তীতে বুদ্ধেব নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। সে বুদ্ধেব ধর্মকথা শুনিয়া অর্হত্ব ফল লাভ কবিল। তখন হইতে তিনি 'দারুচিবিয়' স্থবিব নামে খ্যাতি লাভ কবিলেন। কিন্তু সেই দিনই তিনি দেহত্যাগ কবিয়া পবম শান্তিপ্রদ নির্বাণ লাভ করিলেন। ভিক্ষুবা ধর্মসভায় তাঁহাব সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন কবিলে বুদ্ধ সৎপুরুষেব অল্পমাত্র উপদেশই যথেষ্ট বলিয়া এই কথা উচ্চাবণ কবিযাছিলেন।

মর্মার্থ—ধর্মেব সাবার্থ বর্জিত সহস্র শ্লোকশিক্ষা বা শ্রবণ কবা অপেক্ষা 'অপ্রমাদ অমৃতপদ' এরূপ একটি শ্লোকপাদ শিক্ষা ও শ্রবণ কবাই মঙ্গলজনক। কাবণ, ধর্মেব সাবার্থযুক্ত শ্লোক শিক্ষা বা শ্রবণ কবিয়া তদনুরূপ আচরণ করিলেই তৃষ্ণাব সম্যক নিবৃত্তি সাধন কবিয়া উপশান্ত হয়।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' দুই-তিন

বাজগৃহ নগবের নবযৌবনা কোন শ্রেষ্ঠিকন্যা মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত এক ব্যক্তিব প্রেমে পড়িলেন। প্রণয়াসক্তা যুবতী আহাব নিদ্রা ত্যাগ কবিয়া প্রাসাদে শুইয়া বহিলেন। কন্যাব অভিপ্রায় জানিতে পাবিয়া তাঁহাব মাতা-পিতা ভাবপ্রাপ্ত বাজকর্মচাবীকে উৎকোচ প্রদানপূর্বক অপবাধীকে মুক্ত কবিয়া আনিয়া তাহাব হাতে কন্যা সম্প্রদান কবিলেন। নবপবিণীতা বধূ স্বামীব মনস্তুষ্টিব জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কবিতেছিলেন। এদিকে কিন্তু চোবেব মন সব সময়ই চুবি ও শঠতাব পবিপূর্ণ থাকিত। সে ঐ নাবীব অকৃত্রিম প্রেমেব কোন মর্যাদা না দিয়াই তাহাব

মাতা-পিতা প্রদত্ত অলঙ্কারগুলি কৌশলে অপহরণের জন্য ছল-চাতুরী খুঁজিতেছিল। একদিন সে শ্রেষ্ঠিকন্যাকে এক উচ্চ পাহাড়ে লইয়া গেল। তথায় সে তাহাকে বধ করিয়া তাহার অলঙ্কারগুলি লইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে, ইহা নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিয়া সুকৌশলে সেই বুদ্ধিমতী শ্রেষ্ঠিকন্যা তাহাকে শেষ প্রণাম করিয়া আলিঙ্গন করার ভান দেখাইয়া সজোরে তাহাকে ধাক্কা দিয়া গভীর প্রপাতে ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি পিতৃগৃহে ফিরিয়া না যাইয়া একটা পরি-ব্রাজিকার আশ্রমে দীক্ষা গ্রহণপূর্বক তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা হইয়া জম্বুদ্বীপ পরিব্রাজিকা নামে পরিচিতা হইয়া সমগ্র জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন বুদ্ধের মহাশিষ্য শারীপুত্র স্থবিরের নিকট তর্কে পরাস্ত হইয়া তিনি ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তখন তিনি কুণ্ডলকেশী থেরী নামে পরিচিতা হইলেন। তিনি ধ্যান সাধনায় তৎপর হইয়া অনতিবিলম্বে অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন। তাঁহার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জ্ঞান লাভ হইয়াছে জানিয়া ভিক্ষুরা ধর্মসভায় তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। তখন বুদ্ধ প্রসঙ্গতঃ এই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—যে ব্যক্তি অহিতজনক শত গাথা ভাষণ করে, তাহাতে অপকার ভিন্ন কাহার উপকার হয় না! কিন্তু যিনি ধর্মের সারার্থ সাধক স্কন্ধাদিমূলক, অলোভ, অদ্বেষ, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি-মূলক একটি মাত্রও ধর্মবাক্য শিক্ষা করিয়া বা শুনিয়া আচরণ করেন, তাহাতেই তাহার তৃষ্ণার সম্যক নিবৃত্তির উপায় হয়। রণাঙ্গনে সমরনায়ক সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে যদিও বা পরাভূত করিয়া শ্রেষ্ঠ রণবীর-রূপে খ্যাতি অর্জন করে, তথাপি সে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কেননা সে লোভ, দ্বেষ ও মোহ প্রভৃতি কলুষকে পরাভূত করিতে পারে নাই। যিনি অহোরাত্র অধ্যাত্ম

সাধনায় বা শমথ বিদর্শন ধ্যানানুষ্ঠানে রত থাকিয়া লোভ, দ্বেষ ও মোহ প্রভৃতি কলুষকে দূরীভূত করিয়া আত্মজয়ী হন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রণ-বিজেতা।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' চার-পাঁচ

শ্রাবস্তীতে জনৈক ব্রাহ্মণ বুদ্ধের নিকট গিয়া তিনি মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই জানেন কিনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধ উভয়ই সমভাবে জানেন বলিলেন। ব্রাহ্মণ দ্যূতক্রীড়ায় জীবিকা নির্বাহ করেন জানিয়া বুদ্ধ ক্রীড়ায় তাঁহার জয়-পরাজয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, কোন দিন তাঁহার জয়লাভ হয় এবং কোনদিন পরাজয় ঘটে। তখন বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে আত্মজয় করিতে উপদেশ দিয়া এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—পৃথিবীতে মানুষ নানা উপায় কৌশলে একে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সে জন্য কেহ পাশাক্রীড়ায়, কেহ পরবিত্ত হরণে, আর কেহবা সৈন্যবলে জয়লাভ করিয়া নিজকে আনন্দিত ও গৌরবান্বিত মনে করেন। বস্তুত তাহাতে বিজেতার মনে সাময়িক আনন্দের উদ্রেক হইলেও তাহার পরিণাম ভয়াবহ। এরূপ ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখপ্রদ জয় অপেক্ষা যিনি পাপতৃষ্ণাকে পরাভূত করিয়া আত্মজয়ী হন, তাঁহার সেই জয়ই শ্রেষ্ট জয়। নিষ্কলুষ আত্মজয়ী পুরুষের আত্মদমনে তাঁহার কায়মনোবাক্য নিত্য সংযত হয়। যদি এইরূপ সদাচারী জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে কোন দেবতা, গন্ধর্ব, কিংবা মার আসিয়া বলে,—'আমি এই বিজেতাকে পরাজিত করিব এবং তাঁহার বিজিত তৃষ্ণাসমূহ পুনরায় তাঁহার মধ্যে উৎপাদিত করিব'। তাহার এইরূপ বাক্যের বাস্তবিকই কোন সত্য ভিত্তি নাই। কোন অশুভ শক্তিই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারিবে না। যেহেতু তিনি পাপ-পুণ্য ও সুখ-দুঃখের অতীত হইয়াছেন।

আখ্যানভাগ ঃ একশ’ ছয়

শারীপুত্র স্থবিরের মাতুল নির্গ্রন্থ ভক্ত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মত্ব লাভের আশায় সহস্র টাকা ব্যয়ে প্রতিমাসে নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসীদের দান করিতেন। শারীপুত্র স্থবির ইহা জ্ঞাত হইয়া একদিন তাঁহাকে বেণুবনে বুদ্ধের নিকট লইয়া গেলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে এই গাথা অবৃত্তি করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—কেহ যদি পুণ্যলাভের ইচ্ছায় শতবর্ষব্যাপী মাসের পর মাস সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া মার্গফলহীন জনসাধারণকে দান করে, তাহা মহান ফলদায়ক হয় না। সেই মহাদান অপেক্ষা যে ব্যক্তি সর্বনিম্ন স্তরের স্রোতাপন্ন এবং উর্ধ্বস্তরের অর্হৎকে এক চামচ মাত্র ভিক্ষা অথবা পরিমাণ মত আহার কিংবা একখানা বস্ত্র প্রদান করে বা পূজা সম্মান করে তাহা হইলে মুহূর্ত কালের তাহার সেই সজ্জন পূজাই শ্রেয়ঃ।

আখ্যানভাগ ঃ একশ’ সাত

শারীপুত্র স্থবিরের ভাগিনেয় ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির আশায় পশু বধ করিয়া প্রতিমাসে অগ্নিহোম করিতেন। স্থবির মহোদয় ইহা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইয়া বেণুবনে বুদ্ধের নিকট গেলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে উপদেশ দানচ্ছলে এই গাথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—কেহ যদি পুণ্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া শতবর্ষকাল মাসের পর মাস সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া অরণ্যে গিয়া অগ্নি পরিচর্যা করে, তবে তাহা মহা ফলদায়ক হয় না। সেই অগ্নি পরিচর্যা অপেক্ষা যেই ব্যক্তি ভাবিতাত্ম (আত্মবিজয়ী) মহাপুরুষকে মুহূর্তকালও পূজা করে সেই পূজাই শ্রেয়ঃ।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' আট

শারীপুত্র স্থবিরের জনৈক ব্রাহ্মণ-বন্ধু ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির আশায় প্রতিবৎসর বহু অর্থব্যয় করিয়া দানধর্ম ও যাগযজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। একদিন স্থবির মহোদয় তাঁহাকে বেণুবনে বুদ্ধ সন্দর্শনে লইয়া গেলেন। তথাগত বুদ্ধ তাঁহাকে ধর্মোপদেশ দানচ্ছলে এই গাথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—এই জগতে যদি কোন পুণ্যাকাঙ্ক্ষা ব্যক্তি কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস করিয়া সমস্ত চক্রবালের মার্গফলহীন জনসাধারণকে বৎসরব্যাপী নিরন্তর দান করেন, তথাপি তাঁহার সেই দান মহা ফলপ্রদ হয় না। অপর পক্ষে কেহ যদি স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ-মার্গ ফললাভীদের মধ্যে অন্যতর সজ্জনকে প্রসন্নচিত্তে শরীর অবনত করিয়া প্রণাম করে, তাহাতে তাহার এই কুশল কর্মচেতনা উৎপাদনেও যে মহান ফল উৎপন্ন হয়, পূর্বোক্ত ব্যক্তির সেই মহাদানময় পুণ্যের ফল তাহার চতুর্থাংশের একাংশও হয় না। সদ্ধর্মানুসারী মার্গফল লাভী পুদ্গলদের প্রতি সশ্রদ্ধ বন্দনাজনিত পুণ্যই পূর্বোক্ত ব্যক্তির মহাদান অপেক্ষা শ্রেয়ঃ ও মহান।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' নয়

দীঘলম্বকনগরের অধিবাসী আয়ুবর্ধন কুমারের অল্পবয়সে মৃত্যু হইবে বলিয়া জনৈক তাপস ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা-পিতা তাপসের নির্দেশে কুমারকে বুদ্ধের পদতলে রাখিয়া তাঁহার দীর্ঘায়ু লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধ তদুত্তরে সপ্তাহকাল ধরিয়া ভিক্ষুসংঘের দ্বারা বুদ্ধবাণী আবৃত্তি করাইয়া কুমারকে শুনাইবার জন্য তাঁহাদেরকে বলিলেন। বুদ্ধের নির্দেশানুযায়ী কার্য সম্পাদন করা হইলে কুমার নির্দিষ্ট দিনে মৃত্যুমুখে পতিত না হইয়া শতাধিক বৎসর আয়ু লাভ করিলেন। ভিক্ষুরা ধর্মসভায় কুমার

সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, বুদ্ধ গুণবান ব্যক্তিদের পূজা সম্মানে দীর্ঘায়ু লাভ হয় বলিয়া এই গাথা আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—যিনি সর্বদা প্রসন্ন চিত্তে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং গুণবৃদ্ধ পণ্ডিতের প্রতি অভিবাদন ও সম্মান প্রদর্শন করেন, এই বন্দনা ও পূজার ফলে তাঁহার অল্প বয়সে মৃত্যুর অন্তরায় থাকিলেও তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেন। আয়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সৌন্দর্য, সুখ ও বল বৃদ্ধি হয়।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' দশ

শ্রাবস্তীতে ত্রিশ জন ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট যোগ সাধনা শিক্ষা করিয়া সুদূর সীমান্ত প্রদেশে যাত্রার প্রাক্কালে বুদ্ধ তাহাদিগকে শারীপুত্র স্থবিরের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। স্থবির তাঁহাদের তাঁহার নিকট আগমনের কারণ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সপ্তম বর্ষীয় অর্হৎ সঙ্কিচ্চ শ্রামণেরকে তাঁহাদের সঙ্গে দিলেন। কেননা, ভিক্ষুদের কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের রক্ষা করিবেন। শ্রামণেরকে সঙ্গে লইয়া ত্রিশ জন ভিক্ষু দূর সীমান্ত প্রদেশে গিয়া কোন অরণ্যের নিকটবর্তী একটি গ্রামে বর্ষাব্রত আরম্ভ করিলেন এবং গভীর সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। একজন প্রসাদভোজী প্রৌঢ়ব্যক্তি ভিক্ষুদের শরণার্থীরূপে তথায় বাস করিতেছিলেন। কিছুদিন পর সে কন্যাকে দেখিবার অভিপ্রায়ে ভিক্ষুগণের অগোরচরেই চলিয়া গেল। পথিমধ্যে দস্যুদল কর্তৃক ধৃত হইলে সে বলিল যে, ভিক্ষুদের প্রসাদ খাইয়াই সে জীবন ধারণ করে। প্রসাদভোজীকে বলিরূপে অর্পণ করা হইলে দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন না। সে দস্যুদলকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষুদের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইল। দস্যু দলপতি ভিক্ষুদের নিকট তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, ভিক্ষুরা পরস্পর পরস্পরের জন্য সকলেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইলেন। অবশেষে শ্রামণের ভিক্ষুদের নিকট অনেক অনুনয়

বিনয় করিয়া অনুমতি নিয়া দস্যুদলের সঙ্গে গেলেন। দস্যুদলপতি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে বধ করিতে পারিল না। অবশেষে তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া সদলবলে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল। তিনি তাহাদেরকে লইয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলে বুদ্ধ তাহাদিগকে উপদেশ দানচ্ছলে এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—যে ব্যক্তি সদাচার ও সংযমবিহীন শমথ পরিদর্শন ভাবনা না করিয়া সর্বদা পার্থিব সুখসম্পদের আশায় নানা প্রকার অন্যায় কার্যে রত থাকে, এরূপ ব্যক্তির শতবর্ষব্যাপী বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা যিনি সদাচারসম্পন্ন ও সুশীল হইয়া ধ্যান সমাধিতে রত থাকিয়া একদিন মাত্রও বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই জীবনই মহা মূল্যবান।

আখ্যানভাগ : একশ' এগারো

স্থানু কৌণ্ডিন্য নামক জনৈক ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট যোগ সাধনা শিক্ষা করিয়া এক অরণ্যে গিয়া কঠোর ধ্যান সাধনায় অর্হত্বফল লাভ করিলেন। তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পুনরায় বুদ্ধ দর্শনে যাইবার সময় পথিমধ্যে পাঁচশত দস্যুর সম্মুখীন হইলেন। দস্যুদলপতি তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া সদলবলে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল। তখন তিনি নবদীক্ষিত দস্যুদল সঙ্গে লইয়া জেতবনে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া তাহাদিগকে উপদেশ দানচ্ছলে এই গাথা আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—যে ব্যক্তি শমথ বিদর্শন ধ্যানের দ্বারা প্রজ্ঞা অর্জন না করিয়া শতবর্ষও জীবন ধারণ করে, তাহার সেই শতবর্ষব্যাপী নিরর্থক জীবন অপেক্ষা প্রজ্ঞাসম্পন্ন সাধকের একদিন মাত্র জীবিত থাকাও জগতের পক্ষে পরম মঙ্গলজনক।

আখ্যানভাগ : একশ' বারো

একদা শ্রাবস্তীতে সর্পদাস নামক জনৈক ভিক্ষুর ব্রহ্মচর্য পালনে অতৃপ্তি উৎপন্ন হইয়াছিল। গার্হস্থ্যধর্মে প্রত্যাবর্তন করা অপমান মনে

করিয়া তিনি আত্মহত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। একদিন তিনি জনৈক নাপিতের নিকট হইতে একখানি ক্ষুর সংগ্রহ করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে হঠাৎ তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল। তখন তিনি নিজের শীলগুণের কথা ভাবিতে ভাবিতেই অর্হত্ব লাভ করিলেন। ভিক্ষুরা বুদ্ধের নিকট তাঁহার অর্হত্ব প্রাপ্তির কথা জানিতে চাহিলে বুদ্ধ 'কর্মতৎপর ও উৎসাহী ব্যক্তি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করে' বলে এই কথা বলিয়াছেন।

মর্মার্থ—যে ব্যক্তি কাম, লোভ ও দ্বেষ চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করে এবং অলস হইয়া সৎকর্মে উৎসাহহীন হয়, তাহার শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা যিনি শমথ বিদর্শন সাধনা প্রয়াসী হইয়া একদিন দৃঢ় উৎসাহ সম্পন্ন হন, তাঁহার জীবনই মূল্যবান।

আখ্যানভাগ : একশ' তেরো

শ্রাবস্তীর নবযৌবনা এক শ্রেষ্ঠিকন্যা ভৃত্যের প্রেমে পড়িয়া তাহার সঙ্গে পলায়ন করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি ক্রমে ক্রমে দুই সন্তানের জননী হইয়া পিতৃগৃহে যাইবার সময় দুর্ভাগ্যক্রমে পথে স্বামী ও সন্তান দুইটি হারাইলেন। তখন তিনি শোকে উন্মাদিনীপ্রায় হইয়া শ্রাবস্তীর পথ ধরিয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি জানিতে পারিলেন যে, গৃহপতনে তাঁহার মাতাপিতা ও ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি শোকের উপর শোকবার্তা পাইয়া ধৈর্যহারা হইয়া সম্পূর্ণ পাগলিনী হইলেন। তিনি পাগলিনীবেশে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন বুদ্ধের দর্শন পাইলেন। তিনি বুদ্ধের উপদেশে লুপ্তজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া ভিক্ষুণী হইয়া পটচারা থেরী নামে পরিচিতা হইলেন। একদিন তিনি দেহের ক্ষণভঙ্গুরত্ব চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হইলে বুদ্ধ দিব্যশক্তিতে তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে এই কথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—যে ব্যক্তি পঞ্চস্কন্ধের[১] উৎপত্তি ও বিনাশের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে, তাহার জীবন মূল্যবান হয় না। তাহার শুধু বৃথা সময়ক্ষেপ মাত্র। যিনি পঞ্চস্কন্ধের উদয়-বিলয় ধর্মের প্রতি সম্যক অবহিত হইয়া একদিন মাত্রও বাঁচিয়া থাকেন, তাঁহার জীবনই যথার্থ মূল্যবান।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' চৌদ্দ

শ্রাবস্তীর জনৈক শ্রেষ্ঠি তাঁহার পুত্রের জন্য একটি দরিদ্র পরিবার হইতে গোতমী নাম্নী এক কৃশশরীরা বধূ গৃহে আনিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে গোতমী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। যখন পুত্রটি একটু হাঁটিতে শিখিল, তখন সে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পুত্রশোকাতুরা গোতমী মৃতপুত্রকে কোলে লইয়া পুত্রের জীবন ফিরিয়া পাইবার আশায় ঔষধ খুঁজিয়া প্রতি গৃহদ্বারে ঘুরিতেছিল। অবশেষে ব্যর্থমনোরথ হইয়া মৃত পুত্রকে বনে ফেলিয়া দিয়া তিনি বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলেন। তখন বুদ্ধ তাঁহাকে ধর্মোপদেশ দিলেন। তিনি বুদ্ধের উপদেশে লুপ্তজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া ভিক্ষুণী হইয়া, কৃশা গোতমী থেরী নামে পরিচিতা হইলেন। একদিন তিনি জীবের জীবন-মৃত্যুর কথা ভাবিয়া ধ্যানমগ্না হইলে বুদ্ধ তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে একথা বলিলেন।

মর্মার্থ—যে ব্যক্তি মুক্তির সন্ধান না করিয়া লোভ দ্বেষ, মোহের বশবর্তী হইয়া শতবর্ষ আয়ুলাভ করে তাহা তাহার বৃথা সময়ক্ষেপ

---

১ রূপ, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ও বেদনা এই পাঁচটীর সমষ্টিই পঞ্চস্কন্ধ। অবিদ্যা তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম ও আহার এই পাঁচটী হেতুর সংমিশ্রণে রূপস্কন্ধের উৎপত্তি হয়। ইহাদের অভাবে রূপস্কন্ধের বিনাশ হয়। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম ও স্পর্শ এই পঞ্চহেতুর সংযোগে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার স্কন্ধের উৎপত্তি হয়। ইহাদের অভাবে ইহারা নিরুদ্ধ হয়। অবিদ্যা, তৃষ্ণা উপাদান, কর্ম ও নামরূপ এই পঞ্চহেতুর সহযোগে বিজ্ঞানস্কন্ধের উৎপত্তি হয়। ইহাদের অভাবে ইহারা বিলয় হয়।

মাত্র। তাহাতে পাপ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইয়া তাহাকে নরকগামী হইতে হয়। কিন্তু যিনি পরমশান্তিপ্রদ নির্বাণের সন্ধান করিয়া একদিনও জীবন ধারণ করেন, তাঁহার জীবনই অতি উত্তম।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' পনেরো

শ্রাবস্তীর জনৈক বহুপুত্রের জননী স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্র-কন্যাদের সম্মতিক্রমে তাঁহার সমস্ত ধনসম্পদ উত্তরাধিকারীদের ভাগ করিয়া দিয়া পুত্রকন্যার অনুগ্রহের উপর জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুত্রকন্যাগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া কেহ তাঁহার ভরণপোষণ দিতে চাহিতেন না। অবশেষে বৃদ্ধা ভিক্ষুণী হইয়া পরম উৎসাহে ধ্যানমগ্ন হইলেন। একদিন ধ্যানে তাঁহার গভীর মনোযোগ দেখিয়া বুদ্ধ তাঁহকে উপদেশচ্ছলে একথা বলিলেন।

মর্মার্থ—যে ব্যক্তি নরলোকোত্তর ধর্মের তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি না করিয়া শতবর্ষ আয়ুলাভ করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার নিজের কিংবা পরের মঙ্গল হয় না। যিনি ধর্মের সার উপলব্ধি করিয়া নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহার জীবনই মূল্যবান।

পাপবগ্‌গো (৯)

পাপাচরণ

আখ্যানভাগ ঃ একশ' ষোল

শ্রাবস্তীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দম্পতির একখানি মাত্র উত্তরীয় বস্ত্র ছিল। একজন বাড়ীর বাহিরে গেলে অপর জন বাহিরে যাইতে পারিতেন না। একদিন সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মণ ধর্ম শ্রবণ-জন্য বুদ্ধের নিকট

গিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া এতই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেন যে তাঁহার এক মাত্র সম্বল উত্তরীয় বস্ত্রখানিও তিনি বুদ্ধকে দান করিলেন। সেই ধর্মসভায় কোশলাধিপতি প্রসেনজিৎও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধাতিশয্যে ও উদারতায় পরম পুলকিত হইয়া তাঁহাকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিলেন। ভিক্ষুরা উক্ত ব্রাহ্মণের দানের কথা আলোচনা করিলে বুদ্ধ এই গাথা উচ্চারণ করিয়া তাহাদের উপদেশ দিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—যখনই মনে পুণ্যকার্য অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি হয়, তখনই তাহা সম্পাদন করা উচিত। নতুবা মূল উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া চিত্তের মলিনতা উৎপন্ন হয়। শুভকার্য যথাশীঘ্র সম্পাদন করিলে সুফল লাভের বিলম্ব ঘটে না। মনে যদি পাপ চিন্তা উৎপন্ন হয়, তাহা শীঘ্রই সর্ব-শক্তি প্রয়োগ করিয়া নিবারণ করা উচিত। যেহেতু 'কর্মের ফল হইবে কি হইবে না' এইরূপ সন্দিগ্ধ চেতনায় পুণ্যকর্ম সম্পাদনে মন উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পাপকর্মে রত হয়।

আখ্যানভাগ ঃ একন' সতেবো

জেতবনে সেয্যসক নামক জনৈক ভিক্ষু ব্রহ্মচর্য পালতে অসমর্থ হইয়া একটি গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল। তাহা জ্ঞাত হইয়া ভগবান বুদ্ধ তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া উপদেশচ্ছলে এই গাথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—কোন ব্যক্তি যদি ভুলক্রমেও পাপ করে, তাহার পক্ষে তৎক্ষণাৎ 'আমার এই কার্য করা অনুচিত, এবং এই কার্যের পরিণাম অতিশয় ভয়াবহ', এইরূপ ভাবিয়া সর্বতোভাবে তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। পুনরায় যাহাতে তাহা করিতে না হয় তৎপ্রতি অবহিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং সেরূপ অসৎ কর্মের প্রতি যেন ইচ্ছাও

উৎপন্ন না হয় সেজন্যও বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্তব্য ; কেননা পাপ কার্য দুঃখের আকরস্বরূপ। ইহ-পরলোকে পাপের বিষময় ফল ভোগ করিতেই হয়।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' আঠারো

রাজগৃহের এক কৃষক-কন্যা অত্যন্ত শ্রদ্ধাচিত্তে মহাকাশ্যপ স্থবিরকে খই দান করিয়াছিল। সে মৃত্যুর পর ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করিয়া মহাসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিল। সে 'লাজ' নাম্নী দেবকন্যারূপে স্বর্গলোক হইতে শ্রাবস্তীতে আসিয়া পুনরায় স্থবির মহোদয়ের পরিচর্যা করিয়া পুণ্যার্জনের চেষ্টা করিল। কিন্তু তিনি লোকনিন্দার ভয়ে দেব-কন্যাকে তাঁহার পরিচর্যা করিতে নিষেধ করিলেন। তাহাতে সে অতিশয় মর্মাহত হইল। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ তাহাকে উপদেশ দানচ্ছলে এই গাথাটি বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—কোন ব্যক্তি একবার মাত্র পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়া যেন না ভাবে যে ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। অধিকন্তু, তাহার এইরূপ চিন্তা করা কর্তব্য যে পুনঃ পুনঃ পুণ্যকার্য করাই আমার উচিত। নিতান্তই সৎকার্য অনুষ্ঠানে অপারগ হইলেও তৎপ্রতি সতত ইচ্ছা উৎপাদনে উৎসাহিত হইবেন। কারণ পুণ্য সুখলাভের উৎস স্বরূপ ; পুণ্যসঞ্চয়ে ইহ-পরলোকে সুখলাভ হয়।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' উনিশ-বিশ

শ্রবস্তীর মহাশ্রেষ্ঠি অনাথ পিণ্ডদ প্রত্যহ তিনবার বুদ্ধ দর্শনে জেতবনে যাইতেন। তিনি চুয়ান্ন কোটি মুদ্রাব্যয়ে জেতবন মহাবিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার গৃহে নিত্য পাঁচশত ভিক্ষুকে ভোজন দেওয়া হইত। পরবর্তীকালে দৈবদুর্বিপাকে তাঁহার বহু অর্থ নানা কারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সেজন্য সাময়িকভাবে তিনি অর্থকষ্টে

পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দানকার্য বন্ধ হয় নাই। মহাশ্রেষ্ঠীর একজন গৃহদেবতার বুদ্ধের শিষ্য-শিষ্যাদের নিত্য তাঁহার গৃহে যাতায়াত করা ভাল লাগিত না। সে শ্রেষ্ঠীর অর্থসংকটের সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে বুদ্ধের প্রতি অশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবার পরামর্শ দিল। ইহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া গৃহদেবতাকে তাঁহার গৃহত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। দেবতা শ্রেষ্ঠী আদেশ লজ্মন করিতে না পারিয়া গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তখন সে বাসস্থানের অভাবে স্ত্রীপুত্র লইয়া কষ্ট পাইতেছিল। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্রের পরামর্শে সে শাস্তিস্বরূপ শ্রেষ্ঠীর নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিয়া শ্রেষ্ঠীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। শ্রেষ্ঠী তাহাকে লইয়া বুদ্ধের নিকট গিয়া তাহার কৃতকর্মের কথা বলিলেন। বুদ্ধ উপদেশচ্ছলে একথা বলিলেন।

মর্মার্থ—যতদিন পাপী পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে ইহ-পরলোকে সুখে কালাতিপাত করে, ততদিন সে নিজের দুষ্কৃতির কথা চিন্তা করিতে পারে না। যখন পাপের শাস্তিভোগ আরম্ভ হয় তখন সে ইহলোকে রাজদণ্ড, অঙ্গ বিকৃতি, ধনহানি প্রভৃতি নানাপ্রকার অমনোজ্ঞ অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং মৃত্যুর পর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে থকে। পুণ্যের সুখময় ফল প্রদান না করা পর্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে দুঃখ ভোগ করেন। যখন পুণ্য ইহ ও পরলোকে সুখময় ফল প্রদান করে, তখন তিনি তাহার সুন্দর ফল প্রত্যক্ষ করিয়া অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া থাকেন।

আখ্যানভাগঃ একশ' একুশ

শ্রাবস্তীর একজন ভিক্ষু সংঘের জিনিষপত্র যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেছিল। ইহাতে ভিক্ষুরা আপত্তি করিলে, সে বলিত যে, এতই কি সে অপকর্ম করিতেছে? ইহা বুদ্ধের কর্ণগোচর করা হইলে তিনি ধর্মোপদেশচ্ছলে একথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—'আমি সামান্য পরিমাণ পাপ করিয়াছি। তখন আমি এই পাপের ফল ভোগ করিব!' এ ভাবিয়া অল্পমাত্র পাপকর্মের প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করা উচিত নহে। যদি বৃষ্টিতে কলসী রাখা হয়, বৃষ্টির জলবিন্দু পড়িয়া তাহা জলপূর্ণ হয়। সেরূপ অজ্ঞ ব্যক্তি অল্প অল্প পাপ করিয়া নিজেকে পাপপূর্ণ করিয়া তোলে।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' বাইশ

একদা শ্রাবস্তীর জনসাধারণ সম্মিলিতভাবে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে আহারাদি দান করিতেছিল। কেননা, সকলে মিলিয়া মিশিয়া পুণ্যকার্য সম্পাদন করিলে পরজন্মে ধনজন উভয়ই লাভ হয়। ইহা দেখিয়া জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে দানের আয়োজন করিয়াছিলেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে মিলিয়া তাঁহার দানকার্যে সহায়তা করিতেছিল, কিন্তু একজন ধনবান ব্যক্তি তাঁহার দানকার্য অনুমোদন করিতে না পারিয়া দোষানুসন্ধানে রত ছিলেন। দানানুষ্ঠান সম্পাদনের পর পণ্ডিত সকলকে সমভাবে পুণ্যপ্রদান করিতেছিলেন। ধনী ব্যক্তিটিও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যেও পুণ্যপ্রদান করা হইল। তখন তিনি নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধ এ ঘটনা অবগত হইয়া একথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—'আমি সামান্য পরিমাণ পুণ্য করিয়াছি, কখন ইহার সুখময় ফল ভোগ করিব!' এ ভাবিয়া সামান্য পুণ্যকর্মের প্রতিও অবহেলা করা উচিত নহে। বারিবিন্দু কলসীতে নিরন্তর পতিত হইলে ক্রমে ইহা পূর্ণ হয়। সেরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তিও অল্প অল্প পুণ্যসঞ্চয় করিয়া নিজে পুণ্যময় হইয়া উঠেন।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' তেইশ

শ্রবস্তীর মহাধনবান বণিক বাণিজ্য করিতে বহুদূর দেশে যাইতে-ছিলেন। সে সময় শ্রাবস্তীর পাঁচশত ভিক্ষুও তাঁহার সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের

উদ্দেশ্যে বাহিব হইলেন। তিনি তাঁহাদের আহাবাদির ব্যবস্থা কবিয়া সেবাশুশ্রূষা কবিতেন। কিনদ্দূব পথ অতিক্রম কবিয়া তিনি জানিতে পাবিলেন যে একদল দস্যু তাঁহাব অনুসবণ কবিতেছে। এই সংবাদ পাইষা তিনি আব অধিকদূব অগ্রসব না হইষা সেখানেই বহিযা গেলেন। ভিক্ষুবাও পুনরাব বুদ্ধেব নিকট ফিবিযা আসিলেন। বুদ্ধ তাঁহাদেব কাছে বণিকেব বিপদেব কথা শুনিযা উপদেশচ্ছলে একথা বলিযাছিলেন।

মর্মার্থ—বণিক পণ্যসম্ভাব লইযা যাতাযাতেব সময সঙ্গীরূপে অন্য বণিক না থাকিলে অথবা অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত না হইলে বিপদসঙ্কুল পথ ত্যাগ করে, এবং জীবনেব প্রতি মমতাপবাযণ ব্যক্তিও সর্বতোভাবে বিষ ভক্ষণ পবিবর্জন কবে; সেরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি কাম, রূপ, অরূপ এই ত্রিভবকে দস্যু ও উপদ্রবপূর্ণ পথ মনে কবিযা পাপকার্য হইতে দূরে অবস্থান করেন।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' চব্বিশ

বাজগৃহেব একজন শ্রেষ্ঠিব কন্যা কুক্কুটমিত্র নামক একজন ব্যাধেব প্রণযাসক্তা হইযা তাহাব সঙ্গে পলাযন করিয়া পবিণযসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। সেই শ্রেষ্ঠিকন্যা ক্রমে সাত সন্তানেব জননী হইযা, সাত জন পুত্রেবই বিবাহ কার্য সম্পাদন কবিযাছিল। তখনও কুক্কুটমিত্র তাহার পূর্ব ব্যবসা ত্যাগ কবিতে পাবে নাই। একদিন ব্যাধ এক বনে ফাঁদ পাতিযা বাখিযাছিল। সেদিন বুদ্ধ দিব্যজ্ঞানে পবিবাববর্গসহ ব্যাধেব ধর্মজ্ঞান লাভেব হেতু জ্ঞাত হইলেন। অতঃপব তথাগত বুদ্ধ তথায় পদার্পণ কবিযা ফাঁদে আবদ্ধ সমস্ত পশুকে মুক্ত কবিযা দিলেন। ব্যাধ বুদ্ধেব এই কার্য দেখিযা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইযা তাঁহাকে শববিদ্ধ কবিবাব জন্য চেষ্টা কবিযাও বুদ্ধেব অলৌকিক শক্তি প্রভাবে তাঁহাব শবীবে শব নিক্ষেপ কবিতে না পাবিযা একস্থানে হতভম্ব

দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাধের গৃহে প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া পর পর তাহার সাতপুত্র, তাহার স্ত্রী ও পুত্রবধূগণ তাহার অনুসন্ধানে গিয়া তাহারা সকলেই বুদ্ধকে দেখিতে পাইল। ব্যাধের পত্নী বাল্যকালেই বুদ্ধের ধর্মশ্রবণ করিয়া স্রোতাপন্না হইয়াছিলেন। তথায় বুদ্ধ তাহার পরিবারবর্গ সকলকেই ধর্ম শ্রবণ করাইয়া স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তারপর হইতে তাহারা পাপকার্য পরিহার করিল।

একদিন ধর্মসভায় ভিক্ষুগণ আলোচনা করিতেছিলেন যে, ব্যাধের পত্নী পূর্ব হইতেই স্রোতাপন্না হইয়া কিরূপে ব্যাধের নির্দেশে প্রাণী-হত্যার যন্ত্রাদি তাহার হাতে তুলিয়া দিতেন। ইহা শুনিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তি নিরসন করিবার জন্য বুদ্ধ এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—যে হস্ত ব্রণ কিংবা ক্ষতযুক্ত নয়, সে হস্তে বিষগ্রহণ করিলেও যেমন তাহাতে বিষ ক্রিয়া করিতে পারে না, তদ্রূপ পাপচেতনার অভাবে পাপ ফল দিতে পারে না, হস্ত ক্ষতপূর্ণ হইলে যেমন বিষ গ্রহণের ফলে তাহাতে বিষ ক্রিয়া করিতে পারে, সেরূপ চিত্ত পাপ-পূর্ণ হইলে পাপক্রিয়াও বিষময় ফল প্রদান করিয়া থাকে। কারণ, চেতনাই সৎ-অসৎ কর্ম সৃষ্টি করে।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' পঁচিশ

শ্রাবস্তীর কোক নামক এক ব্যাধ কুকুর পাল লইয়া বনে পশু শিকারে বাহির হইয়া পথিমধ্যে একজন ভিক্ষু দেখিতে পাইয়া তাহার এই যাত্রা অশুভ হইবে মনে করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। পরদিনও যখন সে শিকারে বাহির হইয়া সেই ভিক্ষুকে তাহার যাত্রাপথে দেখিতে পাইল, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া ভিক্ষুর প্রতি তাহার শিকারী কুকুরদল লেলাইয়া দিল। অনন্যোপায় হইয়া ভিক্ষু নিকটবর্তী একটি বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। ব্যাধ ক্রোধান্ধ হইয়া বৃক্ষে উঠিয়া তাঁহার পদতলে

শরবিদ্ধ করিল। তাহাতে ভিক্ষু তীব্র বেদনায় অভিভূত হইয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। ব্যাধ বৃক্ষ হইতে নামিবার সময় ভিক্ষুর উত্তরীয় বস্ত্রখানি তাহার মাথার উপর পড়িল। কুকুরের দল সেই পোশাক তাহার মস্তকে দেখিতে পাইয়া তাহাকেই সেই ভিক্ষু মনে করিয়া ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলিল। কুকুরপালের পলায়নের পর একটু যন্ত্রণার উপশম হইয়া ভিক্ষু সুস্থ বোধ করার পর জেতবনে গিয়া বুদ্ধের নিকট এই ঘটনার বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন। নির্দোষ নিরীহ ব্যক্তির উপর অযথা অত্যাচারের ফল এইরূপই বিষময় হইয়া থাকে বলিয়া উপদেশ দেওয়ার অভিপ্রায়ে বুদ্ধ এই গাথা আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—যিনি নিজে পাপাচরণ করেন না এবং অপর জীবের প্রতি মৈত্রীচিত্ত পোষণ করেন, এরূপ নিরপরাধ ও নিকলুষ পুরুষের প্রতি যে ব্যক্তি অন্যায় ব্যবহার করে, তাহা সেই পবিত্রাত্মা পুরুষকে স্পর্শ না করিয়া সেই দুষ্কৃতিকারীকেই গ্রাস করে।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' ছাব্বিশ

বার বৎসর ধরিয়া একজন অর্হৎ ভিক্ষু এক মণিকারের গৃহে ভোজন করিতেন। একদিন রাজা প্রসেনজিত অলঙ্কার প্রস্তুতের জন্য তাহার নিকট একটী মহার্ঘ মণি পাঠাইয়াছিলেন। সে তখন মাংস কুটিতে-ছিল, রক্তমাখা হস্তে তাহা লইয়া একস্থানে রাখিয়া দিল। সে সময় ভিক্ষুও তথায় উপস্থিত ছিলেন। রক্তের গন্ধ পাইয়া তাহার গৃহ-পালিত ক্রৌঞ্চ আসিয়া তাহা গিলিয়া ফেলিল, কিয়ৎক্ষণ পরে মণিকার মণি না পাইয়া ভিক্ষুকে সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহা তিনি গ্রহণ করেন নাই বলিলেন। সে তাঁহার কথা বিশ্বাস না করিয়া তাঁহাকে ভীষণ প্রহারে রক্তাক্ত করিয়া ফেলিল, ক্রৌঞ্চ আসিয়া

রক্তপান করিতে লাগিল। মণিকার ক্রোধান্ধ হইয়া পদাঘাতে তাহাকে মারিয়া ফেলিল। তখন ক্রৌঞ্চটি মৃত জানিয়া ভিক্ষু তাহাকে সত্য কথা প্রকাশ করিল। মণিকার ক্রৌঞ্চের উদর কাটিয়া মণি বাহির করিল। তাহাতে সে নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে করিয়া ভিক্ষুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পূর্বের ন্যায় তাহার গৃহে নিত্য ভোজন করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি সেই হইতে আর কোন গৃহস্থের বাড়ী প্রবেশ করিতেন না। কিছুদিন পরে তিনি সেই প্রহারের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ভিক্ষুরা জেতবনে মণিকারের কৃত দোষের কথা আলোচনা করিলে বুদ্ধ প্রসঙ্গতঃ এই গাথা উচ্চারণ করিলেন।

মর্মার্থ—কর্মের বিচিত্র ধারা অনুসরণ করিয়া জীব নানা অবস্থার সম্মুখীন হয়, কেহ কেহ মনুষ্যকুলে মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ করে এবং ধার্মিক ব্যক্তিগণ সুগতিগামী হন। যাঁহারা জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর ভয়াবহ পরিণামের কথা ভাবিয়া অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে সংসার-তৃষ্ণা হইতে মুক্তিলাভ করেন, সেই কৃতকৃত্য মহাপুরুষগণ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ একদা' সাতাশ

একদা বুদ্ধের জেতবনে অবস্থানকালে কয়েকজন ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট আসিয়া একটি কাকের অগ্নিতে শোচনীয় মৃত্যু, একখানি নৌকার অচল অবস্থা দেখিয়া জনৈক নাবিকের রূপসী তরুণী ভার্যাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ এবং সপ্তাহ পর্যন্ত বিরাট প্রস্তরখণ্ডে সাতজন ভিক্ষুর আবাস-দ্বার বন্ধ হওয়া সম্পর্কে বুদ্ধের নিকট বলিলে তিনি তাঁহাদের পূর্ব-জন্মের কৃতকর্মের ফলভোগ বলিয়া এই গাথা বলিলেন।

মর্মার্থ—পাপকর্মের প্রভাব এতই প্রবল যে, আকাশে, গভীর সমুদ্রে কিংবা পর্বতগুহায় অথবা পৃথিবীর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে এমন কেশাগ্র পরিমাণ স্থানও নাই যে, যেখানে আশ্রয় লইলে পাপ-কর্মের ভয়াবহ পরিণাম হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' আটাশ

রাজকুমার সিদ্ধার্থের মাতুল ও শ্বশুর বুদ্ধের প্রতি অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। কেননা, তিনি তাঁহার কন্যা যশোধরা দেবীকে ত্যাগ করিয়া বুদ্ধ হইলেন এবং বুদ্ধত্ব লাভের পর তাঁহার পুত্র দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়া তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা আচরণ করিতেছিলেন। একথা ভাবিয়া তিনি বুদ্ধের সহিত ভীষণ শত্রুতা করিতেন। একদিন বুদ্ধ নিমন্ত্রিত হইয়া ভিক্ষুসংঘ লইয়া পূর্বাহ্ন-ভোজনের জন্য এক বাড়ীতে যাইতেছিলেন। সে সময় সুপ্রবুদ্ধ বুদ্ধকে আহার গ্রহণে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে মাতাল হইয়া ভিক্ষুসংঘসহ বুদ্ধের যাইবার পথ প্রতিরোধ করিলেন। সুপ্রবুদ্ধের এই ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার প্রাসাদের নিম্নসোপান-তলে সুপ্রবুদ্ধকে পৃথিবী জীবন্ত গ্রাস করিবে। তিনি বুদ্ধকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে প্রাসাদের নিম্নসোপান-তলে যাওয়া বন্ধ করিয়া প্রাসাদের উপরের তলাতেই চলাফেরা করিতেন।

কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিন এক চক্রান্তে পড়িয়া তাঁহাকে নিম্নতলে আসিতেই হইল। তিনি সে স্থানে আসিলে অমনি পৃথিবী তাঁহাকে জীবন্ত গ্রাস করিয়া ফেলিল। একদিন ভিক্ষুরা রাজগৃহের নিগ্রোধারামে সুপ্রবুদ্ধের প্রসঙ্গে কথা উত্থাপন করিলে বুদ্ধ উপদেশচ্ছলে একথা বলিলেন।

মর্মার্থ—জীবের জন্ম হইলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আকাশে, গভীর সমুদ্রে কিংবা পর্বতগুহায় এমন কোন স্থান নাই যেখানে আত্মগোপন করিয়া থাকিলে মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। সর্বত্রই মৃত্যুর অবাধ গতি। একমাত্র তৃষ্ণাক্ষয় হইলেই মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

দণ্ডবগ্‌গো (১০)

দণ্ড বা শাস্তি

আখ্যানভাগ ঃ একশ' ঊনত্রিশ

একদিন জেতবনে শয়নাসন লইয়া ভিক্ষুদের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হইল এবং বাগবিতণ্ডার পর পরস্পরের মধ্যে রীতিমত মারামারি হইয়া ভীষণ গোলমালের সৃষ্টি হইল। বুদ্ধ তাঁহাদের গোলমাল শুনিয়া বিবদমান ভিক্ষুদের ডাকাইয়া এ গাথার উপদেশ দিলেন।

মর্মার্থ—সৎকায়দৃষ্টি (আত্মবাদ) সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করেন বলিয়া ক্ষীণাস্রবগণ (অর্হৎ) দণ্ডে ত্রস্ত কিংবা মৃত্যুতে ভীত হন না। কিন্তু অর্হৎগণ ব্যতীত অপর সমস্ত জীবের প্রাণে দণ্ডে ত্রাস সঞ্চার হয় এবং মৃত্যুতে ভয় উৎপন্ন হয়। সেজন্য অপরের প্রাণকে নিজের প্রাণসম ভাবিয়া কাহারও অন্যের জীবনান্ত করা প্রাণ বধের কারণ হওয়া উচিত নহে।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' ত্রিশ

আবার একদিন জেতবনে ভিক্ষুদের মধ্যে মারামারি শুরু হইলে বুদ্ধ উপদেশচ্ছলে তাহাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন।

মর্মার্থ—ক্ষীণাস্রবগণ ব্যতীত জীবন সকলের নিকট অতিশয় প্রিয়বস্তু। ক্ষীণাস্রবগণ সর্বদা জীবন ও মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষা স্মৃতিতে জাগ্রত থাকেন। সেজন্য জীবন-মৃত্যু তাঁহাদের গঠিত মনকে বিচলিত করিতে পারে না। কিন্তু সংসারের অপরাপর জীবগণ মৃত্যু ও দণ্ডের ভয়ে ভীতত্রস্ত হইয়া থাকে এবং জীবনকে অতিশয় প্রিয়বস্তু মনে করে। তজ্জন্য অপরের জীবনকেও নিজের জীবনসমতুল্য মনে করিয়া অন্যের জীবনহানি করা বা জীবনহানির কারণ হওয়া উচিত নহে।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' একত্রিশ-বত্রিশ

একদা বুদ্ধ জেতবন হইতে শ্রাবস্তী নগরের দিকে ভিক্ষাবরণে বাহির হইয়া দেখিলেন যে, কতকগুলি বালক রাস্তার একটি সর্পকে মারিয়া ফেলিতেছিল। বুদ্ধ ইহা দেখিয়া বালকদের ডাকিয়া উপদেশ প্রদান করিলেন।

মর্মার্থ—জগতে প্রাণীমাত্রেই সুখস্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে। যে ব্যক্তি নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সুখকাতর অন্যান্য প্রাণীকে দণ্ড, ঢিল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা নির্যাতন কিংবা হত্যা করে, সে মৃত্যুর পর পার্থিব, স্বর্গীয় কিংবা নির্বাণসুখ লাভে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়। যিনি নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অপর সুখকাতর জীবের প্রতি হিংসা করেন না, তিনি মৃত্যুর পর পার্থিব ও স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিয়া পরিশেষে পরম নির্বাণসুখ লাভ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' তেত্রিশ-চৌত্রিশ

জেতবনে কোণ্ডধান নামক একজন ভিক্ষুর পিছনে সর্বদা একটা নারীমূর্তি দেখা যাইত। তাহা অপরের দৃষ্টিগোচর হইলেও তিনি কখনও তাহা দেখিতেন না, ভিক্ষুরা তাঁহার অনুসরণকারী নারীমূর্তি দেখিয়া তাঁহাকে দুঃশীল প্রভৃতি বাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

তখন তিনিও তাহাদিগকে মন্দ-তিরস্কার করিতেন। তাহাতে ভিক্ষুরা অসন্তুষ্ট হইয়া বুদ্ধের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। তিনি তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন যে ইহা নারী নহে, নারীর প্রতিমূর্তি মাত্র। ভিক্ষুর পূর্বজন্মের পাপের ফলে তাঁহাকে এই অপবাদের বোঝা বহিতে হইতেছে! এ প্রসঙ্গে উপদেশস্বরূপ বুদ্ধ তাঁহাকে এই গাথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—কর্কশবাক্য প্রয়োগের ফল অতি ভয়াবহ। যদি একজন অপর একজনকে কর্কশবাক্যে মনে পীড়া প্রদান করে, পরিণামে সে প্রত্যুত্তর স্বরূপ কর্কশবাক্য শুনিতে পায়। তাহাতে দুঃখ বৃদ্ধি হয় এবং প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হইয়া নিজে ধ্বংসমুখে পতিত হয়। এই ভয়াবহ পরিণাম হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আপনাকে ভগ্ন কাংস্য-পাত্রের ন্যায় নিশ্চল রাখিতে হইবে। (মুখাবয়ব) ছিন্ন কাংস্যপাত্র যেমন দণ্ডাঘাতে কিংবা পদাঘাতে শব্দ করে না, সেরূপ মুক্তিকামী ব্যক্তিকেও দুঃশীল ব্যক্তির দুর্বাক্য শুনিয়াও সর্বতোভাবে নির্বিকার থাকিতে হইবে, তাহাতে তিনি নির্বাণপথের সন্ধান পাইবেন, এবং ক্রোধোদ্দীপক মনোবৃত্তি হইতে অতি দূরে সরিয়া থাকিবেন।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' পঁয়ত্রিশ

এক সময় উপোসথ দিনে শ্রাবস্তীর বিভিন্ন বয়সের পাঁচশত মহিলা জেতবনে উপোসথব্রত গ্রহণ করিল। মহা উপাসিকা বিশাখা তাহাদের ব্রতগ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সকলে পার্থিব সম্পদ লাভের কথা বলিল। তিনি তাহাদের মনের ভাব অবগত হইয়া সকলকে বুদ্ধের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। তখন বুদ্ধ কামনা-বাসনার দোষ দেখাইয়া এই গাথা উচ্চারণ করিয়া-ছিলেন।

মর্মার্থ—রাখাল যেমন গরুগুলিকে বেত্রাঘাতে শাসন করিয়া তৃণোদক সম্পন্ন গোচারণভূমিতে লইয়া যায়, সেরূপ গোপালতুল্য জরা ও মৃত্যু গরুতুল্য জীবিতেন্দ্রিয়কে অবসানের দিকে টানিয়া লইয়া পুনর্জন্মের হেতু উৎপন্ন করে, অর্থাৎ জীবমণ্ডলী জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর ভীষণ কষাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া অনন্ত দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করে।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' ছত্রিশ

একদিন রাজগৃহে মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবির গৃধ্রকূট পর্বতে একটি বিরাট অজগর প্রেত দেখিয়াছিলেন। তাহার সর্বাঙ্গ অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল। তিনি বেণুবনে আসিয়া এই বিষয় বুদ্ধের গোচরীভূত করিলেন। তখন বুদ্ধ তাঁহাকে প্রেতের পূর্বজন্মের কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, এই প্রেত তাহার অতীত জন্মে কাশ্যপবুদ্ধের[১] সময়ে সুমঙ্গল নামক জনৈক বুদ্ধ-ভক্ত শ্রেষ্ঠির ভীষণ ক্ষতি করিয়াছিল। এমনকি সে তাঁহার বাড়ীঘর এবং বুদ্ধের জন্য প্রস্তুত বিহার পর্যন্ত জ্বালাইয়া দিয়াছিল। সেই পাপের ফলেই এখন সে অজগর প্রেতরূপে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছে। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ তাঁহাকে এই গাথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—অজ্ঞ ব্যক্তি ক্রোধের বশীভূত হইয়া পাপকর্ম করিলেও অজ্ঞতা দোষে পাপকর্মের পরিণাম ফলের ভয়াবহতা উপলব্ধি করিতে

---

১ কাশ্যপবুদ্ধ গৌতমবুদ্ধের পূর্ববর্তী। বুদ্ধ বলিতে অসীম ও অমোঘ জ্ঞানসম্পন্ন সর্বজ্ঞ মহামানবকে বুঝায়। তিনি জীবের মুক্তিপথ-প্রদর্শক। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে কোটিকল্প কাল জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করিয়া শীলাদি রক্ষাপূর্বক চরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন করিতে হয়। অন্তীমজন্মে বোধিতরুমূলে কঠোর সাধনা করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করার পর বহু জনহিত সুখের জন্য তিনি ধর্ম-চক্র প্রবর্তন করিয়া জনগণকে স্বীয় অনুশাসন পথেই পরিচালিত করেন। বুদ্ধের জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু অতিক্রান্ত অমৃতপদ লাভী। অবতারবাদ বুদ্ধের উপর আরোপ করা চলে না। অবশ্য কালক্রমে এক একজন বুদ্ধের শাসনও অন্তর্হিত হইয়া থাকে। তৎপর আর একজন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। এইরূপে বহু বুদ্ধের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া আসিয়াছে এবং হইবে। গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী চব্বিশ জন বুদ্ধের নাম, যথা—দীপঙ্কর, কৌণ্ডিণ্য মঙ্গল, সুমন, রেবত, শোভিত, অনোমদর্শী, পদ্ম, নারদ, পদ্মোত্তর, সুমেধ, সুজাত, প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী, ধর্মদর্শী, সিদ্ধার্থ, তিষ্য, পুষ্য, বিপশ্যী, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ কোণাগমন (কনকমুনি) ও কাশ্যপ, পরবর্তী বুদ্ধ মৈত্রেয়।

পাবে না। কিন্তু যখন সে স্বীয় কৃত দুষ্কর্মের ফলে নরকাদিতে পতিত হইয়া দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে, তখনই সে দুর্বিষহ নরক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অনুতাপ করিতে থাকে।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' সাঁয়ত্রিশ-চল্লিশ

একদা মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবির রাজগৃহে কাকশিলা পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন বুদ্ধমত-বিরোধী সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে বধ করিবার জন্য একদল দুর্বৃত্ত নিযুক্ত করিয়াছিল। দুর্বৃত্তগণ অর্থের লোভে বশীভূত হইয়া তিনবার তাঁহার আশ্রম আক্রমণ করিল। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয়-বার দিব্যশক্তিতে আত্মরক্ষা করিলেন। কিন্তু তৃতীয়বার তিনি তাঁহার অতীত জন্মের কর্মফলের কথা চিন্তার আর আত্মরক্ষা করিলেন না। তখন দুর্বৃত্তগণ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নিষ্ঠুর আঘাতে তাঁহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিল এবং তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া তাহারা পলায়ন করিল। তারপর তিনি দিব্যশক্তিতে নিজের ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ লইয়া আকাশপথে উড়িয়া বেণুবনে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া পরিনির্বাণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধ তাঁহার নিকট ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পরিনির্বাণের অনুমতি দিলেন। পুনরায় তিনি কালাশিলায় গিয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক প্রহৃত হইয়া মহামৌদ্‌গল্যায়নের পরি-নির্বাণের সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে সারা জম্বুদ্বীপে ছড়াইয়া পড়িল। মগধরাজ অজাতশত্রু দস্যুর হস্তে এরূপ মহাপুরুষের মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া অতীব মর্মাহত হইলেন. তিনি অপরাধীদের ধরিবার জন্য চারিদিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। দুর্বৃত্তগণ রাজার অনুচর কর্তৃক ধৃত হইয়া যথোপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিল এবং সংশ্লিষ্ট সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের দুষ্কর্মের কাহিনী সর্বত্র প্রচারিত হইল। মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবিরের

এরূপ অসমীচীন মৃত্যুতে অতিশয় শোকার্ত হইয়া একদিন ভিক্ষুরা তাঁহার সম্বন্ধে বেণুবনে ধর্মসভায় আলোচনা করিতেছিলেন। তখন বুদ্ধ তাঁহাদের সান্ত্বনাদান প্রসঙ্গে একথা বলিলেন।

মর্মার্থ—যে দুর্মতিপরায়ণ ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্র বিহীন অর্হৎ ও নির্দোষ কল্যাণ মিত্রের প্রতি অযথা দণ্ড প্রয়োগ বা মিথ্যা নিন্দা আরোপ করে, সে দশবিধ অবস্থার অন্যতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যথা (১) সে শিরঃপীড়া, শূলরোগ প্রভৃতির যে কোন তীব্র বেদনা ভোগ করে। (২) তাহার স্বীয় শ্রমলব্ধ সম্পত্তির অপচয় হয়। (৩) তাহার হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতি হয়। তাহার শরীরের একাংশ পক্ষাঘাত-গ্রস্ত, চক্ষুহানি, মেরুদণ্ড-বিকৃত, কুষ্ঠরোগ প্রভৃতি গুরুতর রোগ উৎপন্ন হয়। (৫) সে উন্মাদ রোগগ্রস্ত হয়। (৬) তাহাকে রাজাপরাধী সাব্যস্ত করিয়া রাজকর্মত্যাগে বাধ্য করা হয়। (৭) সে অকৃতপূর্ব, অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে জড়িত হইয়া নিদারুণ কলঙ্কের ভাগী হয়। (৮) তাহার নিজের আশ্রয়দাতা জ্ঞাতিগণের বিয়োগ হয়। (৯) তাহার সঞ্চিত ধান্য পূতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, স্বর্ণ রৌপ্যাদি অঙ্গারতুল্য হয়, মণিমুক্তা কার্পাসবীজ তুল্য হয় এবং গৃহের দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তু অন্ধ ও খঞ্জ হয়। (১০) বৎসরে দুইবার তিনবার তাহার গৃহ-দাহ হয়, কেহ শত্রুতা করিয়া অগ্নি ধরাইয়া না দিলেও স্বভাবতঃ উৎপন্ন অগ্নিতে বা বজ্রপাতে গৃহ প্রজ্বলিত হয়। সেই হীনবুদ্ধি ব্যক্তি ইহজন্মে দশবিধ শাস্তির যে কোন একটি ভোগ করিয়া দেহান্তে নরকে উৎপন্ন হয়।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' একচল্লিশ

জেতবনে একজন ভিক্ষু গৃহস্থজীবনে সম্পত্তিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া অতিশয় বিলাসী ও প্রচুর দ্রব্যসম্ভারের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি

নিজের গৃহের ভৃত্যদের দ্বারা পরিচর্যা করাইতেন এবং রাত্রিতে যে চীবর পরিধান করিতেন, সকালে তাহা ব্যবহার করিতেন না। সকালে যাহা পরিতেন, বৈকালে তাহা পরিতেন না। তাঁহার এরূপ বহ্বাড়ম্বর ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া ভিক্ষুরা তাঁহাকে লইয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন বুদ্ধ তাঁহাকে বিলাসপূর্ণ জীবন ভিক্ষুদের উপযোগী নহে বলিয়া উপদেশ দিলেন। তাহাতে তিনি রাগ করিয়া প্রকাশ্য সভায় চীবর খুলিয়া নগ্ন হইয়া গেলেন। বুদ্ধ তাঁহার লজ্জাকর আচরণ দেখিয়া উপদেশচ্ছলে একথা বলিয়াছেন।

মর্মার্থ—পৃথিবীতে মানুষ মুক্তিলাভের আশায় নানাবিধ তপশ্চর্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। যে সংসার শুদ্ধিলাভের তীব্র আকাঙ্খায় নগ্নব্রত গ্রহণ, পঙ্কলেপন, অনশনব্রত গ্রহণ, ভূমিতে শয়ন এবং পদাগ্রে ভার দিয়া উপবেশন করে, ইহাতে তাহার আত্মপীড়ন ও মিথ্যা দর্শন বৃদ্ধি হয় মাত্র, কিন্তু আত্মশুদ্ধি বা মুক্তিপথের সন্ধান লাভ হয় না।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' বিয়াল্লিশ

একদিন রাজা প্রসেনজিতের সন্ততি নামক একজন মহামাত্রার একজন নৃত্য-গীতকুশলা সুন্দরী নর্তকীর মৃত্যু হইল। তখন তিনি অতিশয় শোকার্ত হইয়া জেতবনে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ তাঁহার শোক নিবারণার্থ ধর্মোপদেশ প্রদান করিলে তিনি অর্হত্ব লাভ করিলেন এবং সুসজ্জিত গৃহীবেশে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। ভিক্ষুরা সুসজ্জিত বেশে তাঁহার পরিনির্বাণ প্রাপ্তি দেখিয়া তাঁহাকে ভিক্ষু বলা যায় কিনা আলোচনা করিতে লাগিলেন। তখন তাহাদের সন্দেহ অপনোদনার্থ বুদ্ধ এই গাথা বলিলেন।

মর্মার্থ—উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত কোন পুরুষ কায়-মনোবাক্যে সংযত হইলে, কামরাগাদি উপসম করিয়া শান্ত হইলে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন ষড়েন্দ্রিয় দমন করিলে, অর্হত্বাদি চারি মার্গে

নিয়ত গমন করিলে কায়বাক্য ও মনের পাপ সর্বতোভাবে দূরীভূত করিলে এবং বিশ্বের সর্বজীবের প্রতি মৈত্র.ভাবাপন্ন হইলে পাপমল বিধৌত করেন বলিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ, সর্বপ্রকার কলুষ দমন করেন বলিয়া শ্রমণ এবং সর্ববিধ তৃষ্ণা বিধ্বংস করেন বলিয়া ভিক্ষু বলা হয়।

আখ্যানভাগঃ একশ' তিতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ

একদা আনন্দ স্থবির একজন ভিখারী বালককে দীক্ষা দিয়াছিলেন, বালক ভিক্ষু হইয়া জেতবনে অবস্থান করিয়া সুরঞ্জিত চীবর পরিধান পূর্বক উত্তম আহারে বিহারে শীঘ্রই স্থূল শরীর হইয়া উঠিলেন। কিছুদিন পরে আবার তাঁহার ভিখারী বেশে সংসারী হইবার প্রবল ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। ভিক্ষুরা সকলে তাঁহার উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইলেন। কিন্তু তিনি নিজেকে সংযত করিয়া অবিলম্বে অর্হত্ব লাভ করিলেন। পরে ভিক্ষুরা তাঁহাকে পুনরায় ভিখারী হওয়ার ইচ্ছা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই ইচ্ছা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিলেন। বুদ্ধ এ গাথার ভিক্ষুদের কাছে তাঁহার অর্হত্ব প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করিলেন।

মর্মার্থ—শিক্ষিত অশ্ব যেমন সারথীকে আপন শরীরে কষাঘাতের সুযোগ প্রদান না করিয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হয়, সেরূপ এ জগতে যিনি নিজের মনে উৎপন্ন পাপচেতনা লজ্জা সহকারে দমন করিয়া সমস্ত নিন্দাবাদকে বিধ্বংস করেন এবং অপ্রমত্তভাবে ধর্মাচরণ করেন, এরূপ কোন মহাপুরুষ আছেন কি? সুশিক্ষিত অশ্ব ভুলবশতঃ একবার কষাঘাত প্রাপ্ত হইলে পুনরায় যাহাতে কষাঘাত পাইতে না হয়, তজ্জন্য দ্বিগুণ উৎসাহসহকারে নিজের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে। সেরূপ 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরাও ধর্মপরায়ণ হও, সংবেগ উৎপন্ন কর, লৌকিক ও লোকোত্তর শ্রদ্ধার চতুর্পরিশুদ্ধশীল, কায়িক ও মানসিক

বীর্যবলে অষ্ট সমাপত্তি[1] সাধনায় এবং সত্যের অনুশীলনে ধর্মাচরণ কর। তাহা হইলে তোমরা ত্রিবিধ বা অষ্টবিদ্যা[2] ও পঞ্চদশচরণে[3] সুশোভিত হইয়া জাগ্রত স্মৃতির প্রভাবে অসীম সংসার দুঃখের অবসান করিতে সমর্থ হইবে।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' পঁয়তাল্লিশ

একদিন শারীপুত্র স্থবিরের সপ্তমবর্ষীয় শ্রমণের সুখ স্থবিরের সঙ্গে ভিক্ষাচরণে বাহির না হইয়া জেতবনে গুরুর ঘরে বসিয়া ধ্যান সাধনায় তৎপর হইলেন, এবং সেইদিনই অর্হত্ব লাভ করিলেন। ভিক্ষুরা তাঁহার অর্হত্ব প্রাপ্তির কথা আলোচনা করিলে বুদ্ধ এই গাথায় তাঁহাদের তাঁহার অদম্য উৎসাহের কথা বলিলেন।

মর্মার্থ—জলসেচকগণ ভূমি খনন দ্বারা পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করিয়া ইচ্ছানুসারে জল লইয়া যায়। ধনুর্বাণ প্রস্তুতকারিগণ শরকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ঋজুভাবে প্রস্তুত করে। সূত্রধর কাষ্ঠখণ্ড ভগ্ন করতঃ ইচ্ছানুসারে ঋজু ও বক্র করিয়া নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করে। সেরূপ পণ্ডিতগণ স্রোতাপত্তি প্রভৃতি মার্গ প্রভাবে আপনাদের সর্বতোভাবে দমন করেন। অর্হত্বমার্গে উন্নীত পুরুষই সুদান্ত পর্যায়ভুক্ত হন।

---

১ প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশানন্তায়তন, বিজ্ঞানানন্তায়তন, আকিঞ্চনায়তন, নেব-সংজ্ঞা-না সংজ্ঞায়তন।

২ বিদর্শন জ্ঞান, মনোময় কায়, ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্তবিজাননজ্ঞান, পূর্ব-নিবাসানু স্মৃতিজ্ঞান, চ্যুতি-উৎপত্তিজ্ঞান, আশ্রবক্ষয়জ্ঞান।

৩ শীলসংযম, ইন্দ্রিয়সংযম, মিতাহার সতর্কতার অভ্যাস (জাগারিয়ানুযোগো) শ্রদ্ধা, লজ্জা, ভয়, পাণ্ডিত্য, বীর্য, স্মৃতিপ্রজ্ঞা, চারি ধ্যান (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রূপাবচর ধ্যানসমূহ)।

জরাবগ্‌গো (১১)
বার্ধক্য

আখ্যানভাগ ঃ একশ' ছেচল্লিশ

একদা শ্রাবস্তীর কতকগুলি মহিলা মদ্যপান করিয়া জেতবনে বুদ্ধের নিকট ধর্মশ্রবণ করিতে গিয়াছিল। তাহারা মত্ত হইয়া বুদ্ধের সম্মুখে উচ্চহাস্য ও নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা প্রকৃতিস্থ হইলে বুদ্ধ তাহাদের উপদেশচ্ছলে একথা বলিলেন।

মর্মার্থ—এই জীবজগৎ রাগ, দ্বেষ, মোহ, জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য (অসন্তুষ্টি) ও অনুশোচনা—এই একাদশ প্রকার অন্তরাগ্নিতে নিত্যপ্রজ্বলিত হইতেছে। এই অবস্থায় তোমাদের হাসি কিংবা আনন্দ কেন? তোমরা অবিদ্যান্ধকারে আবৃত হইয়া কি বিদ্যা-লোকের অনুসন্ধান করিবে না?

আখ্যানভাগ ঃ একশ' সাতচল্লিশ

রাজগৃহের রূপসী বারাঙ্গনা শ্রীমার রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া একজন ভিক্ষু তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার চিন্তায় আহার বিহার ত্যাগ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। একদিন হঠাৎ শ্রীমা ভীষণ পীড়াক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বুদ্ধের আদেশে তাঁহার দেহ সৎকার না করিয়া শবদেহ তিনদিন শ্মশানে রক্ষা করা হইল। চতুর্থ দিন শ্রীমার দেহ সৎকারের আয়োজন করা হইলে রাজগৃহের ছোট বড় সকলে শ্রীমাকে শেষ দর্শনের জন্য শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইল। বুদ্ধও ভিক্ষুসংঘ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তৃতীয় দিন শ্রীমার শবদেহ ফুলিয়া কিম্ভূতকিমাকার দৃশ্য ধারণ করিয়া-

ছিল। তখন বুদ্ধ রূপসী শ্রীমার সুন্দর দেহের পরিণাম দেখাইয়া নিম্নোক্ত গাথা উচ্চারণ করিলেন। শ্রীমার প্রতি অনুরাগাসক্ত সেই ভিক্ষুও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বুদ্ধের অনিত্যতামূলক ধর্মোপদেশ শুনিয়া স্রোতাপত্তি লাভ করিলেন।

মর্মার্থ—এই শরীর বস্ত্রাবরণ, মালা প্রভৃতিতে বিভূষিত বলিয়া মানব ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা নবটি অশুচি (ঘৃণ্য দ্রব্য) স্রাবী ক্ষতসমূহে[১] পরিপূর্ণ, চতুর্বিধ ঈর্যাপথে পরিচালিত বলিয়া উৎপীড়িত এবং কামনা-বাসনার আগার, ইহার নিত্যত্ব ও স্থিতি হয় না এবং ইহা ক্ষণভঙ্গুর-ধ্বংসশীল। সুতরাং তোমরা মনোনিবেশ সহকারে ইহার পরিণাম চিন্তা কর।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' আটচল্লিশ

শ্রাবস্তীতে উত্তরা নাম্নী জনৈক ভিক্ষুণী পর পর তিনদিন তাঁহার ভিক্ষান্ন এরজন ভিক্ষুকে দান করিয়া উপবাস রহিলেন। তিনি চতুর্থ দিন ভিক্ষায় বাহির হইয়া অনাহারজনিত দুর্বলতায় হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তখন বুদ্ধ সে স্থান দিয়া অন্যত্র যাইতেছিলেন। তিনি ভিক্ষুণীকে ভূমিশায়িনী দেখিয়া তাঁহার উপদেশস্বরূপ এ গাথা বলিলেন।

মর্মার্থ—তোমার এই শরীর জরাজীর্ণ ও সর্বরোগের আধার। শৃগাল যেমন তরুণ হইলে জড় শৃগাল নামে পরিচিত হয় এবং গুরুচিলতা সবুজ থাকিলে পূতিলতা নামে অভিহিত হয় সেরূপ সুবর্ণ বর্ণ হইলেও নিত্য অশুচিস্রাবী বলিয়া পূতিকায় নামে অভিহিত হয়। নিত্য অশুচি ক্ষরিত হয় বলিয়া ইহা ক্ষণভঙ্গুর এবং ইহার পতন অবশ্যম্ভাবী। প্রাণীদের জীবন মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং মৃত্যুতেই ইহার পরিসমাপ্তি হয়।

---

১ চক্ষুদ্বয়, কর্ণছিদ্রদ্বয়, নাসিকা ছিদ্রদ্বয় মুখদ্বার, গুহ্যদ্বার, জননেন্দ্রিয়দ্বার।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' উনপঞ্চাশ

একদা পাঁচশত ভিক্ষু বনে ধ্যান সাধন' করিতে গিয়া সাধনার কিছুদূর অগ্রসর হইলে পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়া জেতবনে বুদ্ধের দর্শনে আসিয়াছিলেন। বুদ্ধ সাধনার তাঁহাদের অপূর্ণতা জানিয়া তাঁহারা জেতবনে আসিলে তাঁহাকে দর্শন করিবার আগে তাঁহাদের শ্মশানে পাঠাইয়া দিতে আনন্দ স্থবিরকে আদেশ দিলেন। তাঁহারা আসিলে তিনি বুদ্ধের আদেশানুযায়ী তাঁহাদের শ্মশানে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা তথায় একটি সদ্যমৃতা মহিলার শবদেহ দেখিয়া তাহার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ উদয় হইল। তখন তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন যে, এখনও তাঁহাদের তৃষ্ণা ক্ষয় হয় নাই। সে সময় বুদ্ধ জেবতন হইতে দিব্যশক্তি বলে তাঁহাদের উপদেশ দিলেন।

মর্মার্থ—চতুর্ভূতের[১] সমবায়ে গঠিত এই শরীর হইতে প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গেলে তাহার কোন মূল্যই থাকে না। তখন ইহা শরৎ-কালের ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত অলাবুতুল্য হয় এবং অস্থিকঙ্কালগুলি কপো-তের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। সুতরাং এই নিঃসার দেহের প্রতি তোমাদের কিসের আকর্ষণ, কিসের মোহ?

আখ্যানভাগ ঃ একশ' পঞ্চাশ

'জনপদ কল্যাণীরূপ নন্দা' বুদ্ধের বৈমাত্রের ভ্রাতা নন্দের পত্নী। তিনি অতিশয় রূপবতী ছিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছিলেন দেখিয়া তিনিও গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণী হইলেন। বুদ্ধ সর্বদা রূপের দোষ বর্ণনা করেন বলিয়া তিনি বুদ্ধের নিকট যাইতেন না। একদিন তিনি ভিক্ষুণী এবং উপাসিকাদের নিকট

১ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ।

বুদ্ধের অনুপম গুণ বর্ণনা শুনিয়া অন্যান্য ভিক্ষুণীদের সঙ্গে জেতবনে বুদ্ধের নিকট ধর্মকথা শুনিতে উপস্থিত হইলেন। তখন বুদ্ধ তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিয়া এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যেমন ধান্য, মুগ, মাষ প্রভৃতি শস্য রক্ষা করিবার জন্য কাষ্ঠ দ্বারা কাঠামো প্রস্তুত করিয়া লতা দ্বারা বাঁধিয়া মৃত্তিকা লেপন-পূর্বক শস্যভাণ্ডার প্রস্তুত করা হয়; সেইরূপ এই দেহ ও অস্থির কাঠামো স্নায়ুর বন্ধনী, রক্তমাংসে অবলিপ্ত এবং ত্বক দ্বারা আচ্ছন্ন। ইহারই মধ্যে জীর্ণকারিণী জরা, জীবন অবসানকারী মৃত্যু ও সৎকর্ম-বিনাশী ঈর্ষা অবস্থিত। এই দেহে কায়িক ও মানসিক রোগও আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং ইহার মধ্যে গ্রহণযোগ্য কোন সার পদার্থ নাই।

আখ্যানভাগ : একশ' একান্ন

কোশলের মহারাণী মল্লিকা দেবীর মৃত্যু হইলে রাজা প্রসেনজিৎ অতিশয় শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। একদিন বুদ্ধ শোককাতর রাজাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য রাজভবনে পদার্পণ করিলেন। রাজা বুদ্ধের আগমনে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে মহারাণী মল্লিকা দেবীর মৃত্যুর কথা জ্ঞাপন করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন বুদ্ধ রাজভবনের অদূরে একখানি জীর্ণ রথ দেখাইয়া রাজাকে এই গাথায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—যেমন সপ্তরত্ন ও বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত রাজরথ জীর্ণ-শীর্ণ হয়; সেইরূপ এই সুন্দর দেহখানিও শ্লথ-চর্মতা, পক্বকেশতা প্রভৃতি অবাঞ্ছিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীর্ণ হইতে থাকে। কিন্তু বুদ্ধের মত অথবা বুদ্ধ প্রমুখ সজ্জনের উপলব্ধ নবলোকোত্তর ধর্ম কখনও জীর্ণ হয় না। ধার্মিক ব্যক্তিগণ নিজেরা সর্বদা ধর্মাচরণেই নিরত থাকেন।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' বায়ান্ন

শ্রাবস্তীতে লালুধাযী নামক জনৈক ভিক্ষুব স্মবণশক্তি মোটেই ছিল না। তিনি একটি বিষয বলিতে গিযা ভুলে অন্য বিষয বলিযা ফেলিলেন। তাহাতে সকলে তাঁহার নিন্দা কবিত। একদিন জেতবনে ভিক্ষুবা বুদ্ধেব নিকট গিযা তাঁহাব সম্বন্ধে বলিলেন। বুদ্ধ তাহা শুনিয়া এই গাথায লালুদাযীব অমনোযোগীতাব জন্য তিবস্কাব কবিলেন—

মর্মার্থ—যে ব্যক্তি দুই বা এক পবিচ্ছেদ অথবা দুই একটি গাথা শিক্ষা কবিতে পাবে না, সে অল্পশ্রুত বা জ্ঞানহীন: যিনি ধ্যান সমাধিতে নিমগ্ন থাকেন, তিনি বহুশ্রুত বা জ্ঞানবান! জ্ঞানহীন ব্যক্তি কেবল বলদেব ন্যায তাহাব মাংস বৃদ্ধি কবে, বলদেব দেহেব মাংস বৃদ্ধি যেমন তাহাব মাতাপিতা বা জ্ঞাতিবর্গেব উপকাবে আসে না, সেরূপ নির্বোধ শিষ্য আচার্য, উপাধ্যায, আগন্তুক-সেবা ইত্যাদি না কবিয়া বা ধ্যান সমাধিতে বত না থাকিযা কেবল দেহেব মাংসবৃদ্ধি কবে এবং আলস্যেব বশীভূত হইয়া জীবন অতিবাহিত কবে। কৃষক যেমন কৃষিকর্মে অযোগ্য বলদকে অবণ্যে ছাডিয়া দেয এবং তথায সে যথেচ্ছ উদব পূর্তি কবিয়া শবীব বৃদ্ধি কবে, সেরূপ অজ্ঞ শিষ্যও গুরুত্যাগ কবিযা ভিক্ষুসঙ্ঘেব উদ্দেশে প্রদত্ত বস্তুভোগ দেহমাংস বৃদ্ধি কবিযা স্থূল শবীব বিচবণ কবতঃ সাধু-সজ্জনেব প্রতি অবহেলা প্রদর্শন কবে। ইহাতে তাহাব লৌকিক লোকোত্তব প্রজ্ঞা সামান্যও বাড়ে না। শুধু নিজেব মধ্যে বড দ্বাব দিযা তৃষ্ণা ও মান বৃদ্ধিব পথ প্রশস্ত করে।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন

বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভেব পব এ গাথা উচ্চাবণ কবিযাছিলেন এবং পবধর্তী কালে আনন্দ স্থবিবেব উদ্দেশে ইহা বলিযাছিলেন—

মর্মার্থ—আমি এই দেহরূপ গৃহের নির্মাতা তৃষ্ণারূপ সূত্রধরকে অনুসন্ধান করিতে করিতে দীপঙ্কর বুদ্ধের চরণে বোধিজ্ঞান প্রাপ্তির প্রার্থনা করি। তারপর পারমিতা[১] পূর্ণ করিবা লক্ষ লক্ষবার সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। বোধিজ্ঞানলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াও এতদিন গৃহনির্মাতা তৃষ্ণা বর্ধকের সন্ধান পাই নাই। সে কারণে আমি জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর নিদারুণ কষাঘাতে কতই না উৎপীড়িত হইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত। এখন বোধিতরুমূলে বিপুল সংগ্রাম করিয়া বোধিজ্ঞান উপলব্ধি করতঃ পুনঃ পুনঃ গৃহরচনাকারিণী, তৃষ্ণাবর্ধকী দেখিতে পাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছি। সে আর আমার মধ্যে গৃহরচনা করিতে পারিবে না, তাহার গৃহরচনার সমস্ত উপকরণ আমি ধ্বংস করিয়াছি। আমি বোধিজ্ঞানালোকে অবিদ্যান্ধকার বিনাশ করিয়া নির্বাণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন

বারানসীর মহাধন শ্রেষ্ঠিপুত্র পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতাপিতা তাঁহাকে কোন প্রকার বিদ্যায় শিক্ষিত না করিয়া শুধু আমোদ-প্রমোদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যুর পর অসৎসংসর্গে পড়িয়া মদ্যপানাদিতে মত্ত হইয়া স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হারাইয়া পথের ভিখারী সাজিলেন।

একদিন তিনি পত্নীকে সঙ্গে লইয়া ঋষিপতনে গিয়া ভিক্ষুদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতেছিলেন। বুদ্ধ শ্রেষ্ঠিপুত্রের একরূপ দুর্দশা দেখিয়া মৃদু

১ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য বোধিসত্ত্বকে দশটি চর্যায় পূর্ণতা লাভ করিতে হয়। ইহাদের পূর্ণতা প্রাপ্তিই পারমিতা, যথা—দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী, উপেক্ষা।

হাসিলেন। আনন্দ স্থবির বুদ্ধকে হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি শ্রেষ্ঠিপুত্রের অপরিণামদর্শিতার কথা বর্ণনা করিয়া এই গাথা বলিলেন—

মর্মার্থ—যাহারা পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করে না, যৌবনে ধনসঞ্চয় করিতে পারে না, সেই নির্বোধ ব্যক্তিগণ পরিণত বয়সে মৎসহীন জলাশয়ে বকের জীর্ণত্ব প্রাপ্তিতুল্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। যাহারা ব্রহ্মচর্য পালন ও যৌবনে ধনার্জন করে না, পরিত্যক্ত নিগুর্ণ ধনী যেমন জীর্ণশীর্ণ হইয়া উইয়ের আহারে পরিণত হয় সেরূপ সেই নির্বোধ ব্যক্তিগণও প্রথম, মধ্য ও অন্তিম বয়স অতিক্রম করিয়া ধনার্জনে অসমর্থ হইয়া অতীতের খাদ্য-ভোজ্যাদি ও আমোদ প্রমোদের কথা ভাবিয়া অনুশোচনায় অন্তিম শয্যা গ্রহণ করে।

অত্তবগ্গো—(১২)
নিজ—'আত্ম'

আখ্যানভাগ ঃ একশ' সাতায়

বোধি রাজকুমার ভেসকলাবনে একখানি গগনচুম্বী অনুপম প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তখনকার দিনে সেরকম সুন্দর প্রাসাদ অতিশয় বিরল ছিল। প্রাসাদ নির্মাণ শেষ হইলে রাজকুমার গৃহ প্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে তাঁহার ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রাজকুমার অপুত্রক ছিলেন বলিয়া সন্তান লাভের আশায় প্রাসাদের দ্বারে একখানি মহার্ঘ গালিচা পাতিয়া দিলেন যাহাতে বুদ্ধ তাহা মাড়াইয়া গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন। বুদ্ধ রাজকুমারের মনের ভাব জ্ঞাত হইয়া গালিচার উপর

দিয়া প্রবেশ না করিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজকুমার বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি অপুত্রক থাকিবেন। কেননা তিনি পূর্বজন্মে অনেক পাখীর ডিম ও ছানা বধ করিয়া নিজের উদরপূর্তি করিয়াছিলেন এবং তিনকালের এককালও ধর্মতঃ জীবন যাপন করেন নাই। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ এ গাথায় তাঁহাকে উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—যদি তুমি নিজেকে প্রিয় মনে কর, তবে সতর্কতার সহিত নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত প্রাসাদে বাস করে, তাহা সুরক্ষিত বলা যায় না। যে সকল গৃহস্থ কিংবা প্রব্রজিত দান, শীল ও ধ্যান সমাধিতে নিরত হন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই সুরক্ষিত। যদি কেহ গৃহস্থাবস্থায় তরুণ বয়সে ক্রীড়াকৌতুকে প্রমত্ত হইয়া পুণ্যকার্য সম্পাদনে অপারগ হয়, যৌবনে পুণ্যকার্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে হইবে। পুত্রদারা ভরণপোষণের জন্য যৌবনে পুণ্যার্জন সম্পাদন করিতে না পারিলে বৃদ্ধবয়সে হইলেও পুণ্যকর্ম সম্পাদনে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে হইবে। যদি প্রব্রজিত হইয়া তরুণ বয়সে অধ্যয়ন ও আচার্য উপাধ্যায়ের সেবা-শুশ্রূষায় ধ্যানানুশীলনের সময় পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তাহাকে যৌবনে অপ্রমত্তভাবে সামর্থ বিদর্শন ধ্যানে আত্মনিয়োগ করিয়া শ্রমণ ধর্ম পূর্ণ করিতে হইবে। যৌবনে ধর্মশাস্ত্রালোচনা ও ধর্মশিক্ষাদানে সময় অতিবাহিত হইলে বৃদ্ধকালে দৃঢ় বীর্যসহকারে বিবিধ বাধা অতিক্রম করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই উপায়ে নিজেকে সুরক্ষিত করা যায়। যদি কেহ এই ত্রিকালের এককালেও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনলাভে উৎসাহিত না হয়, তাহা হইলে সে তাহার জীবনকে প্রিয় মনে করে না এবং নিজেকে নরকে নিক্ষেপ করে।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' আটান্ন

জেতবনে উপানন্দ ভিক্ষু ভিক্ষুদের ধর্মবক্তৃতা করিযা অনেক দ্রব্য-সামগ্রী লাভ করিতেন। একদিন দুইজন তরুণ ভিক্ষু একসঙ্গে একখানি কম্বল ও একখণ্ড বস্ত্র লাভ করিযা সেগুলি ভাগ করিবার সময় বিবাদ করিতেছিলেন। তখন তাঁহারা উপানন্দকে দেখিযা তাঁহাকে তাঁহাদের লব্ধ কম্বল ও বস্ত্রখণ্ড ভাগ করিযা দিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বস্ত্রখণ্ড তাঁহাদের দুজনের মধ্যে ভাগ করিযা দিযা, কম্বলটি ধর্মোপদেশের প্রাপ্য বলিযা নিজেই গ্রহণ করিলেন। ইহাতে তরুণ ভিক্ষুদ্বয় অসন্তুষ্ট হইযা বুদ্ধকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। বুদ্ধ উপানন্দকে ভৎর্সনা-চ্ছলে এ কথা বলিলেন—

মর্মার্থ—নিরুপদ্রব ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে হইলে মানুষের বিষয বাসনায নির্লিপ্ত থাকিতে হয। তাহাতে উত্তম গুণ সমূহের অধি-কারী হইযা সহজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা যায। নিজে সদগুণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইযা অপরকে শাসন-অনুশাসন করা উচিত। প্রথমে নিজেকে সদগুণের অধিকারী না করিযা অপরকে শাসন বা উপদেশ প্রদান করিলে তাহাতে সুফল হয না, ররং উপদেষ্টা নিন্দার্হ হয। পণ্ডিতগণ সর্বদা নিজেকে সদগুণসমূহে সুপ্রতিষ্ঠিত করিযা অপরকে শাসন-উপদেশ প্রদান পূর্বক সকলের প্রশংসাভাজন হইযা থাকেন।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' উনষাট

প্রধানিক তিষ্য নামক জনৈক ভিক্ষু পাঁচশত ভিক্ষু সঙ্গে করিয়া এক বনে ধ্যান-সাধনা করিতে গিযাছিলেন। তিনি অন্যান্য ভিক্ষুসংঘকে ধ্যান সাধনায তৎপর হইতে উপদেশ দিতেন, কিন্তু নিজে ধ্যানসাধনা ত্যাগ করিযা অলসভাবে দিন কাটাইতেন। ক্রমে ক্রমে অন্য ভিক্ষুদের নিকট তাঁহার ভণ্ডামি ধরা পড়িল। তাঁহারা বর্ষাব্রত সমাপ্ত করিয়া

জেতবনে বুদ্ধদর্শনে আসিয়া বুদ্ধকে তাঁহাদের গুরুর ভণ্ডামির কথা বলিলেন। তখন বুদ্ধ উপদেশচ্ছলে একথা বলিলেন—

মর্মার্থ—যদি কেহ অপরকে উপদেশ প্রদানচ্ছলে বলে—'রাত্রির প্রথম প্রহর পর্যন্ত ধ্যানসাধনার সুবিধার জন্য চঙ্ক্রমণ (পায়চারী) করিবে', কিন্তু নিজের তদনুরূপ আচরণ করেন না, তাহাতে তাঁহার উপদেশ বৃথা হয়। যদি প্রথম উপদেশ প্রদান না করিয়া আচরণের দ্বারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অপরকে উপদেশ প্রদান করা হয় তাহাতে অধিক সুফল হয়, প্রথমতঃ নিজেকে দমন করিয়া পরে অপরকে উপদেশ দেওয়া কর্তব্য। কেননা নিজেকে দমন করা অতিশয় কঠিন, সে জন্য সকলের নিজেকে দমন করিবার উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' ষাট

রাজগৃহের জেতবন শ্রেষ্ঠিকন্যা বাল্যকাল হইতেই সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণী হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতাপিতা তাঁহাকে সংসার ত্যাগের অনুমতি না দিয়া উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দিলেন। তিনি শ্বশুরালয়ে স্বামীকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বামীর নিকট হইতে সংসার ত্যাগের অনুমতি লইয়া মহাসমারোহে দেবদত্ত পক্ষীয় ভিক্ষুদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভিক্ষুণী হইবার আগেই গর্ভবতী হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার গর্ভ পরিপূর্ণ হইলে ভিক্ষুণীরা তাঁহাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কিছুই অবগত নহেন বলিলেন। তাঁহারা দেবদত্তকে একথা বলিলে তিনি তাঁহাকে ভিক্ষুণী ধর্ম ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। তিনি দেবদত্তের কথায় ভিক্ষুণী ধর্ম ত্যাগ না করিয়া জেতবনে বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে রাজা প্রসেনজিৎ, মহাশ্রেষ্ঠি অনাথ পিণ্ডদ ও মহাউপাসিকা বিশাখা প্রভৃতি শ্রাবস্তীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা

পরীক্ষা করাইয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি গৃহস্থ জীবনেই গর্ভবতী; এজন্য তাঁহাকে আর ভিক্ষুণী ধর্ম ত্যাগ করিতে হইল না। তিনি উপযুক্ত সময়ে পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। রাজা প্রসেনজিৎ শিশুর লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম রাখা হইল কুমার কাশ্যপ, পরবর্তীকালে তিনি ভিক্ষু হইয়া স্বনামধন্য অর্হৎ হইয়াছিলেন। ধর্মসভায় ভিক্ষুরা কুমার কাশ্যপের মাতার প্রতি দেবদত্তের নিষ্ঠুর আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করিলে বুদ্ধ পরমুখাপেক্ষিতা ত্যাগ করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে উপদেশ দিলেন।

মর্মার্থ—যিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হন, তিনি বিবিধ কুশল (পুণ্য) কর্ম প্রভাবে স্বর্গলাভ করিতে পারেন এবং মার্গফল লাভ করিয়া নির্বাণ উপলব্ধি করিতে পারেন। সে কারণে নিজেকেই নিজের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। নিজের চেষ্টা ব্যতীত অপর কেহ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যিনি নিজেকে সুদক্ষ করিতে পারেন, তিনিই দুর্লভ অর্হত্ব লাভ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' একষট্টি

একদিন শ্রাবস্তীর স্রোতাপন্ন উপাসক মহাকাল অধিক রাত্রি পর্যন্ত ধর্ম শ্রবণ করিয়া জেতবনেই রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। তিনি পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া বিহারের পুষ্করিণীতে হাতমুখ ধুইতেছিলেন। সেই রাত্রিতে শ্রাবস্তীর একটি গৃহে চুরি হইয়াছিল। গৃহস্বামী ও অন্যান্য লোকজন চোরের সন্ধানে গিয়া প্রত্যুষে সেই পুষ্করিণীতে অপহৃত দ্রব্য দেখিতে পাইল। তখন তাহারা মহাকালকে চোর মনে করিয়া প্রহারে তাহার মৃত্যু ঘটাইল। ভিক্ষুরা মহাকালের এরূপ অকাল মৃত্যুর কথা জ্ঞাত হইয়া বুদ্ধের গোচর করিলেন। বুদ্ধ দুষ্কর্মের বিষময় ফল বর্ণনাচ্ছলে তাঁহাদের নিম্নোক্ত গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—বজ্র পাষাণ হইতে উৎপন্ন হয়। মণিও পাষাণ হইতে উৎপন্ন হয়। আবার সেই পাষাণজাত বজ্র মণিকে খণ্ডবিখণ্ড করে। সেরূপ নিজকৃত ও নিজ হইতে উৎপন্ন পাপও নিজকে ধ্বংসের পথে নিয়া গিয়া নরকে নিক্ষেপ করে।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' বাষট্টি

একদিন রাজগৃহের বেনুবনে ভিক্ষুরা বুদ্ধের প্রতি দেবদত্তের অন্যায় আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন। তাহা জ্ঞাত হইয়া দেবদত্তের ভবিষ্যৎ পরিণাম বিষয়ে বুদ্ধ নিম্নোক্তরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক পাপানুষ্ঠানে রত থাকে, সে দুই তিন জন্ম হইতেই এই পাপ গতিকে অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। ষড়দ্বারে জাত তাহার তৃষ্ণাকে আশ্রয় করিয়াই পাপ বা দুঃশীলতা বাড়িতে থাকে। মালুবালতা যেমন শাল-বৃক্ষকে পরিব্যাপ্ত করিয়া এতই ভারী করিয়া ফেলে যে, অবশেষে বৃক্ষকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলে, সেরূপ নির্বোধ ব্যক্তি তৃষ্ণায় নিজকে ভারাক্রান্ত করে এবং শত্রু যেমন অন্য একজন শত্রুর ক্ষতি কামনা করে সেরূপ সেও নিজের পাপ কার্যের দ্বারা নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশেষে সে মৃত্যুর পরও নিরয়ে পতিত হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' তেষট্টি

একদিন আনন্দ স্থবির বেনুবন হইতে বাহির হইয়া রাজগৃহে ভিক্ষাচরণ করিতেছিলেন। তখন দেবদত্ত তাঁহাকে রাস্তায় দেখিতে পাইয়া সংঘ-ভেদের উদ্দেশে বলিলেন যে, তিনি আর বুদ্ধপক্ষীয় ভিক্ষুসংঘের সহিত সংঘের করণীয় কার্য সম্পন্ন করিবেন না, অধিকন্তু তিনি ভিন্নভাবেই সংঘ কার্য সম্পন্ন করিবেন। আনন্দ স্থবির ভিক্ষাচরণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বুদ্ধকে এই বিষয় বলিলেন। বুদ্ধ তাহা শুনিয়া তাঁহাকে এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যে সমস্ত কর্ম দোষাবহ ও নিরয়োৎপত্তিমূলক তাহা সম্পাদন করা অতিশয় সহজ। কিন্তু যাহা সুগতিমূলক, নিজের ইহ-পরলৌকিক মঙ্গল সাধন করে এবং যাহা নির্বাণসুখপ্রদ সেইরূপ সৎকার্য সম্পাদন করাই অতিশয় কঠিন।

আখ্যানভাগঃ একশ' চৌষট্টি

শ্রাবস্তীতে 'কাল' নামক জনৈক ভিক্ষুকে একজন উপাসিকা পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া প্রত্যহ তাঁহার বাড়ীতে ভোজন করাইতেন। একদিন তিনি পাড়াপ্রতিবেশীর মুখে বুদ্ধের অনুপম গুণের কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট ধর্মকথা শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় সেই ভিক্ষুকে বলিলে তিনি উপাসিকাকে বুদ্ধের নিকট যাইতে নিষেধ করিলেন। কেননা বুদ্ধের নিকট গেলে তাঁহার প্রতি উপাসিকার ভক্তিশ্রদ্ধা থাকিবে না। কিন্তু উপাসিকা তাঁহার নিষেধ না মানিয়া জেতবনে বুদ্ধের নিকট ধর্মকথা শুনিতে উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষু তাহা জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, উপাসিকা অত্যন্ত বোকা প্রকৃতির সেজন্য তিনি জটিল ধর্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না।

তখন বুদ্ধ ভিক্ষুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে তিরস্কারচ্ছলে একথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—ধর্মজীবী আর্য অর্হৎগণের ধর্মোপদেশ অনুসরণ করিয়া দান, ধর্ম-শ্রবণ ইত্যাদিতে উৎসাহিত কোন লোককে যদি কোন নির্বোধ ব্যক্তি নিজের ভ্রান্ত দৃষ্টির বশবর্তী হইয়া তাহা সম্পাদনে নিবারণ করে অধিকন্তু তাঁহাদের প্রচারিত ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আক্রোশ বাক্য প্রয়োগ করে, তবে পরিণামে সে নিজের কৃত দুষ্কর্মের দ্বারা ধ্বংস-মুখে পতিত হয়।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' পঁয়ষট্টী

শ্রাবস্তীতে উপাসক চুলকাল জেতবনে অধিক রাত্রি পর্যন্ত ধর্মশ্রবণ করিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। পরদিন অতি ভোরে উঠিয়া জেতবন বিহারের নিকটবর্তী একটি পুকরিণীতে হাত-মুখ ধুইতেছিলেন। তখন চোরের সন্ধানে নিযুক্ত লোকজন ভোরবেলায় তাঁহাকে তথায় দেখিয়া চোর ভাবিয়া প্রহার করিতে লাগিল। সে সময় গৃহস্থঘরের কয়েকজন দাসী কলসী লইয়া সেই পুকরিণীতে জল আনিতে গিয়াছিল। তাহারা উপাসকের দুর্দশা দেখিয়া তাঁহার পরিচয় প্রদানপূর্বক তাঁহাকে লোকজনের হাত হইতে রক্ষা করিল। ভিক্ষুরা উপাসকের এই দুর্দশা দখিয়া বুদ্ধকে বলিলেন। তখন বুদ্ধ প্রসঙ্গে তাহাদিগকে এই গাথা উচ্চারণ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—নিজ কৃত অকুশল কর্মের দ্বারা নরকে পতিত হইয়া নিজেই অকুশলকারী নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে। নিজে পাপকর্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলে নিজেই সুগতি লাভ করিয়া অসীম সুখের অধিকারী হয়। সুতরাং পুণ্যের প্রভাবে যে সুখ এবং পাপের প্রভাবে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। একজন অপরজনকে কখনও বিশুদ্ধ করিতে পারে না। নিজের সম্যক প্রচেষ্টায় নিজেকে বিশুদ্ধি অর্জন করিতে হয়।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' ছেষট্টী

তিন মাসের মধ্যেই বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কথা জেতবনে ঘোষণা করা হইল। তাহাতে ভিক্ষুগণ অতিশয় বিচলিত হইয়া শোকার্ত হৃদয়ে বুদ্ধের তিরোধানের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অথদত্ত নামক জনৈক ভিক্ষু বুদ্ধের জীবদ্দশায় অর্হত্ব প্রাপ্তির আশায় সকল সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ধ্যান সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। ভিক্ষুরা

তাঁহাব সঙ্গে আলাপ কবিলেও তিনি নীবব থাকিতেন। তাঁহাব এই মৌনব্রত দেখিযা ভিক্ষুবা বুদ্ধের নিকট এই বিষয জ্ঞাপন কবিলেন। বুদ্ধ সেই ভিক্ষুব অভিপ্রায জ্ঞাত হইযা তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া এই গাথা উচ্চাবণ কবিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—গৃহস্থেব এক কড়ি মূল্য উপার্জিত পুণ্য সহস্র অর্থদানেও পবহিতার্থে ব্যয কবা উচিত নহে। অর্থাৎ নিজেব সাধন ত্যাগ কবিযা পবহিতব্রতী হওযা অনুচিত, কাবণ ব্রতাদি পবিপূবণে শীলবিশুদ্ধি সম্পন্ন হয। তাহাতে আর্যফল লাভেব সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যিনি 'অদ্যই আমাব ফল লাভ হইবে' এই আশায দৃঢ়বীর্যসহকাবে ধ্যান সমাধিতে বত থাকেন, ব্রতাদি ত্যাগ কবিযা তাঁহাব বিদর্শন ধ্যানানুষ্ঠানে নিরত থাকা বাঞ্ছনীয। কেননা, ব্রত অপেক্ষা সাধনার মূল্য অধিকতব গুরুত্বপূর্ণ।

লোকবগ্গো (১৩)
জগৎ

আখ্যানভাগ ঃ একশ' সাতষট্টী

শ্রাবস্তীতে মহাউপাসিকা বিশাখাব গৃহে প্রত্যহ পাঁচশত ভিক্ষুব ভোজনেব ব্যবস্থা ছিল। একদিন একজন তরুণ ভিক্ষু ভোজনেব জন্য তথায় গিযাছিলেন। তখন বিশাখাব একজন পৌত্রীব উপব ভিক্ষুদেব পরিচর্যাব ভাব পবিযাছিল। সে তরুণ ভিক্ষুব জল পবিস্রবণ কবিতে গেলে জলে তাহাব প্রতিবিম্ব পডিল। তাহাতে সে নিজেব প্রতিবিম্বের সঙ্গে হাসিতে লাগিল। তাহাব হাসি দেখিযা ভিক্ষুও হাসিলেন। তখন সে ভিক্ষুকে 'মুণ্ডক' বলিয়া ঠাট্টা কবিলে ভিক্ষুও রাগ কবিযা তাহাকে তাহাব চৌদ্দ পুরুষ 'মুণ্ডক' বলিযা গালি দিলেন। ইহাতে বিশাখাব পৌত্রী বাগ করিযা এ বিষয তাহাব পিতামহীর কাছে অভিযোগ কবিল। বিশাখা তথায আসিয়া উভযেব ঝগডা নিষ্পত্তি

করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সে চেষ্টা বিফলে গেল। সে সময়ে ঘটনা-চক্রে বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি তাহাদের সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সান্ত্বনাপূর্বক এ গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—মানুষ ইন্দ্রিয় সেবার জন্য কামে মত্ত হইয়া থাকিলে সৎপথের সন্ধান না পাইয়া কুপথে পরিচালিত হইয়া নরকে পতিত হয়। ইন্দ্রিয়-পরায়নতা হীনাচরণ ও পশুর আচরণ। ইহা সর্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে। এরূপ আচরণে শরীর ও মন প্রমাদের অধীন হয়। স্মৃতিভ্রষ্টতাই প্রমাদবিহার; তাহা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। তাহা ত্যাগ করিলে মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হইলে মানুষ সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হয়। তাহা সর্বোতভাবে পরিহার করিয়া মুক্তির আলোকে স্নাত হওয়া কর্তব্য।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' আটষটি-উনসত্তর

বুদ্ধ যখন বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া প্রথমবার কপিলাবস্তুতে[১] পদার্পণ করিয়া নিগ্রোধারামে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কপিলাবস্তু নগরে নূতন

১ ইহা শাক্যরাজ্যের রাজধানী ছিল। ললিতবিস্তরের মতে কপিলমুনির নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছে কপিলপুর বা কপিলবস্তু। ইহা বুদ্ধ তথাগতের জন্মভূমি বলিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজক 'য়ুয়ান চোয়াং এর মতে ইহা শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ হইতে পাঁচশত লি' দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। ডা: ফ্রিট পিপ্রাওয়া গ্রাম (বস্তিজেলায় বর্ডিপুর)-কে কপিলাবস্তুর বর্তমান অবস্থিতি নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু ডক্টর রিস ডেভিডসের মতে তিলভিরা কোটই কপিলাবস্তুর বর্তমান অবস্থান এবং বিড়ূড়ভ কর্তৃক কপিলাবস্তু ধ্বংসের পর পিপরাওয়ায় নূতন শাক্য রাজধানী স্থাপন করা হইয়াছিল। তিলাউরা তউলীবের দুইমাইল উত্তরে অবস্থিত। তউলিব তরাই প্রাদেশিক সরকারের প্রধান কেন্দ্র। তরাই অঞ্চল গোরক্ষপুরের উত্তরে নেপালী গ্রাম নিগলিবের সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। রুম্মিন-দেই (লুম্বিনীকানন) কপিলবস্তুর দশমাইল পূর্বে ও ভগবানপুর হইতে দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত।

আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। রাজা শুদ্ধোধন প্রমুখ নগরবাসিগণ সকলে বুদ্ধকে দর্শনের জন্য উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ এই বিরাট জ্ঞাতি সম্মেলনে ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। পরদিন তিনি সহস্র ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া নগরে ভিক্ষার জন্য বাহির হইলেন। রাহুলের মাতা যশোধরা দেবী বাতায়ন পথে ভিক্ষাচরণে নিরত বুদ্ধকে দেখিয়া রাজাকে ইহা বলিলেন। পিতা শুদ্ধোধন তাড়াতাড়ি বুদ্ধের নিকট গিয়া বন্দনা করিয়া ভিক্ষাচরণ রাজবংশের প্রথা নহে বলিলেন। তখন বুদ্ধ বলিলেন যে তিনি এখন রাজপুত্র নহেন। তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষ বুদ্ধগণের পন্থা অনুসরণ করিতেছিলেন। তিনি এ গাথা বলিয়া রাজাকে সেই উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—বুদ্ধ এই গাথায় রাজা শুদ্ধোধনকে শ্রমণদের ভিক্ষা চর্যা রীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন যে, শ্রমণগণ পরের গৃহের দ্বারে গিয়া ভিক্ষাচরণ প্রথানুযায়ী ভিক্ষা গ্রহণ করেন, প্রতি গৃহে ক্রমশঃ ভিক্ষাচরণ করাই শ্রমণদের ভিক্ষার প্রথা। উত্তম খাদ্য-ভোজ্য লাভের আশায় দরিদ্র ব্যক্তির গৃহে না গিয়া সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষা-চরণ ভিক্ষার রীতি নহে। এরূপ ভিক্ষাচরণকে প্রমোদবিহার বলে। উপাদেয় খাদ্যভোজ্যের আশা না করিয়া ভিক্ষাচরণ করাকে অপ্রমোদ-বিহার বলা হয়। সেজন্য বলা হইয়াছে ভিক্ষাচরণে হাজির হইয়া প্রমোদের আশ্রয় গ্রহণ করা ভিক্ষুদের উচিত নহে, অধর্ম উপায়ে ভিক্ষা-ন্বেষণ ত্যাগ করিয়া ধর্মনীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণপূর্বক কল্যাণ ধর্মাচরণ করা উচিত। মঙ্গল ধর্মাচরণকারীই ইহও পরলোকে সুখে জীবন অতিবাহিত করেন। গৃহস্থের পক্ষে সদুপায়ে জীবিকার্জন-পূর্বক অলসতা ত্যাগ করিয়া সদ্ধর্মাচরণ করা উচিত, তাহাতে জগতের মঙ্গল বিধান হয়।

আখ্যানভাগ : একশ' সত্তর

জেতবনে পাঁচশত ধ্যানী ভিক্ষু মাঠে মরীচিকা দর্শন করিয়া নিজেদের

শরীরকে মরীচিকার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর ভাবিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। বুদ্ধ তাঁহাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়া এই গাথায় তাঁহাদের উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—জলবুদ্বুদ যেমন ফুটিতে না ফুটিতেই ভাঙ্গিয়া যায়, এবং মরীচিকায় যতই নিকটবর্তী হওয়া যায়, উহা ততই দূরে অতিদূরে সরিয়া যায়, সেরূপ যিনি এ পঞ্চস্কন্ধ জগতের প্রতি শূন্য, তুচ্ছ, নিঃসার ও ঘৃণ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ বলিয়া ধারণা উৎপন্ন করেন, তাঁহাকে মৃত্যুরাজ আর দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারে না।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' একাত্তর

একদিন মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র অভয় রাজকুমার নর্তকীগণ পরিবৃত হইয়া স্নান ও ক্রীড়ার্থ নদীতে গিয়াছিলেন। তথায় হঠাৎ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া জনৈকা নৃত্যগীত কুশলা সুন্দরী নর্তকীর মৃত্যু হইল। ইহাতে কুমার অভয় অতিশয় শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি নর্তকীর বিয়োগ ব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া মানসিক শান্তি লাভের জন্য বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি কুমারের বিষাদ কাহিনী শুনিয়া এ গাথায় তাঁহাকে উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—এই রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানময় পঞ্চস্কন্ধ যা দেহজগৎ বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত রাজপথ সদৃশ। মোহান্ধ মানব এই দেহের বাহ্যিক রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া মুগ্ধ হয় এবং সেজন্য সে অপরিসীম দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু দেহতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ এই অসার দেহের প্রতি মুগ্ধ হইয়া আসক্তি উৎপাদন করেন না এবং সর্বতোভাবে উদাসীন হইয়া দেহের ক্ষণভঙ্গুরত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করেন।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' বাহাত্তর

জেতবনের একজন ভিক্ষু সর্বদা সম্মার্জনী হস্তে অপরিষ্কৃত স্থান পরিষ্কার করিয়া বেড়াইতেন। ধ্যান-সাধনার প্রতি তাঁহার মোটেই মনোযোগ

ছিল না। একদিন অর্হৎ বেবত স্থবিবেব উপদেশে তিনি ধ্যান-সাধনায তৎপব হইয়া অনতিবিলম্বে অর্হত্তলাভ কবিলেন। তখন হইতে তিনি ধ্যান-সাধনায মগ্ন থাকিতেন বলিযা পূর্বেব ন্যায সম্মার্জনী হস্তে বিচবণ কবিতেন না। ভিক্ষুবা তাঁহাকে পূর্বের ন্যায সম্মার্জন না কবিবাব কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলে তিনি বলিলেন যে, এখন আব সম্মার্জন কবিবাব প্রযোজন নাই। কেননা তিনি পবমমুক্তি লাভ কবিয়াছেন। তিনি কপটতা কবিতেছেন ভাবিযা ভিক্ষুবা বুদ্ধকে একথা বলিলেন। বুদ্ধ ভিক্ষুব কথাব সত্যতা প্রমাণ কবিয়া প্রশংসাচ্ছলে এ গাথা বলিযাছিলেন—

মর্মার্থ—যিনি জীবনেব প্রথমভাগে ধ্যানসমাধি ত্যাগ কবিয়া ব্রত সম্পাদন ও অধ্যযন-অধ্যাপনা প্রভৃতি বিধিকর্মে প্রমত্তভাবে ব্যস্ত-সমস্ত থাকিযা পববর্তী জীবনে ধ্যানসাধনায মনোনিবেশপূর্বক মার্গফল উপলব্ধি কবিযা দিবাবাত্র সুখে জীবন অতিবাহিত কবেন, তিনি মেঘ-মুক্ত চন্দ্রেব ন্যায আপনাব গুণালোকে এই জগবাসীকে এবং মার্গজ্ঞানে এই পঞ্চস্কন্ধকে আলোকিত করেন।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' তিহাত্তর

বুদ্ধেব প্রভাবে মহাদস্যু অঙ্গুলিমাল ভিক্ষু হইযা অনতিবিলম্বে অর্হত্ব লাভ কবিলেন। যখন তিনি পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, তখন ভিক্ষুব জেতবনে বুদ্ধের নিকট তাঁহাব পুনর্জন্মেব কথা জিজ্ঞাসা কবিলেন। বুদ্ধ এই গাথায তাঁহাদেব কাছে অঙ্গুলিমালেব অর্হত্বপ্রাপ্তির কথা বলিলেন—

মর্মার্থ—যিনি অতীত জীবনেব কৃত পাপকর্মকে পববর্তী জীবনে অর্হত্বজ্ঞানেব দ্বারা নিস্ক্রীয কবেন; তিনি জন্ম-মৃত্যু-বহস্য উদঘাটন কবিবা উদ্‌ঘাটন কবিয়া মুক্তি উপলব্ধি কবেন। তখন তাঁহাব পুনর্জন্মেব হেতু সম্পূর্ণরূপে বিধ্বংস হইযা যায। তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রেব ন্যায স্বীয়

গুণালোকে এই জগদ্বাসীকে এবং মার্গজ্ঞানে এই পঞ্চস্কন্ধকে উদ্ভাসিত কবেন।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' চুয়াত্তর

একদা বুদ্ধ আলবী রাজ্যে[১] ধর্ম প্রচাবে পদার্পণ কবিবা অগগালব নামক চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলেন। আলবীর অধিবাসিগণ বুদ্ধেব দর্শন পাইবা পুলকিত চিত্তে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাব ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিতেছিল। সে সময় আলবীব এক তন্তুবাব কন্যা ধর্মসভায় বুদ্ধেব নিকট ধর্মকথা শুনিতে গিয়াছিল। বুদ্ধ তাহাব স্রোতাপত্তিফল লাভেব হেতু দেখিয়াই আলবীবাজ্যে পদার্পণ কবিবা-ছিলেন। তিনি তাহাকে দেখিবা নিম্নোক্ত চাবিটি প্রশ্ন কবিলেন ঃ— প্রথম প্রশ্ন—'কুমাবী, তুমি কোথা হইতে আসিবাছ'? উত্তব—'প্রভু, আমি জানি ন।'। দ্বিতীয় প্রশ্ন—'কোথায যাইবে'? উত্তব—'প্রভু, আমি জানি না'। তৃতীব প্রশ্ন—'জান না'? উত্তব—'প্রভু, জানি' চতুর্থ প্রশ্ন—'জান'? উত্তর প্রভু, আমি জানি না'। বুদ্ধ ও তন্তুবায কন্যাব প্রশ্নোত্তব শুনিবা জনসাধারণ কুমাবীকে নিন্দা কবিতে লাগিল। তখন বুদ্ধ তাহাকে প্রশ্নেব উত্তর বিশদভাবে বুঝাইবা দিতে লাগিলে কুমারী বলিল যে, সে পূর্বজন্মে কোথায জন্মগ্রহণ করিবাছিল তাহা সে জানে না। মৃত্যুব পব কোথায় জন্মগ্রহণ কবিবে তাহাও সে বলিতে পারে না। তাহাব মৃত্যু যে একান্তই অনিবার্য তাহা সে জানে। কিন্তু কখন তাহাব মৃত্যু হইবে তাহা সে বলিতে পাবে না। বুদ্ধ কুমাবীব কথা শুনিবা তাহাকে প্রশংসাচ্ছলে এ গাথা উচ্চাবণ করিবা-ছিলেন—

১ জেনারেল কানিংহাম ও ডক্টর হর্নেল উত্তর প্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত নেওয়াল বা নওয়ালকে বর্তমানে আলবীর অবস্থান নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীনন্দলাল দের মতে আলবীর বর্তমান নাম অবিওয়া। এটাওয়ার সাতাইশ মাইল উত্তর-পূর্বে ইহা অবস্থিত। বুদ্ধ আলবীতে আলব যক্ষকে দমন করিয়াছিলেন। যক্ষের দুর্দান্ত প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল।

মর্মার্থ—নির্মল প্রজ্ঞাচক্ষুর অভাবে জগতের অধিকাংশ ব্যক্তি অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অতি অল্পসংখ্যক লোক অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম—এই ত্রিলক্ষণ যোগে বিদর্শন ধ্যানসাধনা করেন। যেমন ব্যাধের নিক্ষিপ্ত জালকে সঙ্কুচিত করিবার সময় অল্প পরিমাণ পক্ষী জাল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে এবং অধিকাংশ পক্ষী জালে আবদ্ধ হইয়া ব্যাধের কবলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেরূপ মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অধিকংশ মানুষ দুর্গতিগামী হয় এবং অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া মুক্তি বা নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' পঁচাত্তর

জেতবনে ত্রিশজন ভিক্ষু গন্ধকুটীতে বুদ্ধের নিকট ধর্মোপদেশ শুনিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় কোন কার্যোপলক্ষে আনন্দ স্থবির বুদ্ধের নিকট আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দিতেছেন দেখিয়া তিনি গন্ধকুটিরের ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে ভিক্ষুগণ বুদ্ধের ধর্মোপদেশে অর্হত্ব ফল লাভ করিয়া আকাশপথে উড়িয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আনন্দ স্থবির আসিয়া তাঁহাদের না দেখিয়া বুদ্ধকে তাঁহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহারা আকাশপথে উড়িয়া গিয়াছেন বলিলেন। সেই সময় বুদ্ধ প্রসঙ্গতঃ এ গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—হংসদল তাহাদের স্বাভাবিক শক্তিতে আকাশে উড়িয়া যায়। যাঁহারা ধ্যানসমাধি প্রভাবে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন, তাঁহারা আকাশে উড়িয়া যাইতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা সাধনা-প্রভাবে সমস্ত রিপুদলকে পরাভূত করিয়া তৃষ্ণামুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিমুক্তির বিপুল আনন্দে নিমগ্ন হইয়া চিরতরে জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

আখ্যানভাগঃ একশ' ছিয়াত্তর

একদা বুদ্ধ জেতবনে বিরাট জনসভায় ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে-ছিলেন। সে সময় চিঞ্চা নাম্নী একজন অপূর্ব সুন্দরী পরিব্রাজিকা গর্ভিণীবেশে সেই সভায় উপস্থিত হইল এবং বুদ্ধকে তাহার গর্ভরক্ষার সুব্যবস্থা করিতে বলিল। সে আরও বলিল যে, এই গর্ভের জন্য বুদ্ধই একমাত্র দায়ী। বুদ্ধমত-বিরোধী ভিক্ষুগণ বুদ্ধের বিরুদ্ধে অপবাদ রটাইবার জন্য চিঞ্চাকে নিযুক্ত করিয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্র চিঞ্চার এই অশ্লীল ব্যবহার জানিতে পারিয়া চারিজন দেবপুত্র সহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে একজন দেবপুত্র ইঁদুরের রূপ ধারণ করিয়া চিঞ্চার নকল গর্ভের রজ্জু কাটিয়া দিল। তখন উপস্থিত জনসাধারণ চিঞ্চার দুষ্টামি বুঝিতে পারিল। লোকজন তাহার এই হঠকারিতার জন্য তাহাকে প্রহার করিয়া সভা হইতে বাহির করিয়া দিল। সে সভার বাহিরে যাইতে না যাইতেই মহাপৃথিবী তাহাকে গ্রাস করিল। সে মৃত্যুর পর অবীচি নামক নরকে উৎপন্ন হইল। চিঞ্চার ভীষণ পরিণাম দেখিয়া ভিক্ষুরা তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুদ্ধ এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যে নির্বোধ সত্যকে উপেক্ষা করিয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই মিথ্যাবাদী ব্যক্তি পরলোককে অবিশ্বাস করে। পরিণামে তাহার নির্বাণ উপলব্ধি দূরের কথা, সে মনুষ্য ও দেবসম্পদ লাভেও বঞ্চিত হয়। এরূপ অধার্মিক ব্যক্তির জগতে অকরণীয় পাপকার্য কিছুই বাকী থাকে না।

আখ্যানভাগঃ একশ' সাতাত্তর

এক সময় কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নানাবিধ দ্রব্য সাজাইয়া মহাদানকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাহাতে রাজার চৌদ্দ কোটি ধন ব্যয় হইয়াছিল। সে জন্য তাহাকে অসদৃশ দান বলা

হইত। এই বিবাট দান কার্যে বাজাব দুইজন মন্ত্রী অতিশয দুঃখিত হইযাছিলেন। বাজা বুদ্ধকে মন্ত্রীদেব পবশ্রীকাতবতাব কথা বলিলে বুদ্ধ এ গাথায উপদেশ প্রদান কবিযাছিলেন—

মর্মার্থ—জগতে যাহাবা কৃপণ ও দানকুণ্ঠ, তাহাবা কখনও স্বর্গে জন্মগ্রহণ কবিতে পাবে না। প্রকৃতপক্ষে নির্বোধ ব্যক্তিগণ নিজেও দান কবে না, পবেব দান কার্যেও প্রশংসা কবে না। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সর্বকালেই দান অনুমোদন কবেন এবং তাঁহাবা দানে প্রীত হইযা পবলোকে সুখভোগ কবিবা নির্বাণ প্রত্যযেব হেতু উৎপন্ন কবেন।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' আটাত্তর

শ্রাবস্তীব মহাশ্রেষ্ঠি অনাথপিণ্ডদেব পুত্র কালকুমাব বুদ্ধেব প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন। সেজন্য শ্রেষ্ঠি অতিশয দুঃখিত ছিলেন। একদিন শ্রেষ্ঠি পুত্রকে অর্থে প্রলুব্ধ কবিযা জেতবনে বুদ্ধেব নিকট উপোসথব্রত পালন কবিতে পাঠাইলেন। পুত্র অর্থেব লোভে বিহাবে গিযা এক স্থানে বাত্রি যাপন কবিযা পবদিন প্রাতে গিযা পিতাব নিকট অর্থ আদায কবিলেন। তিনি আব একদিন পুত্রকে বলিলেন যে বুদ্ধেব নিকট হইতে একটি শ্লোক মুখস্থ কবিয়া আসিলে তিনি তাহাকে এক সহস্র মুদ্রা দিবেন। শ্রেষ্টি-পুত্র সহস্র মুদ্রাব লোভে বুদ্ধেব নিকট গিযা একটি গাথা শিক্ষাব জন্য অতিশয মনোযোগ দিলেন। বুদ্ধ তাঁহাব মনোযোগ দেখিযা তাঁহাব মনেব চিন্তানুরূপ একটি গাথা বলিলেন। তাহা শ্রবণ কবিযা তিনি স্রোতাপত্তিফল লাভ কবিলেন। পবদিন তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুদের সাথে আপন গৃহে আসিলেন। তখন শ্রেষ্ঠি পুত্রকে এক সহস্র মুদ্রা দিতে চাহিলে তিনি লজ্জিত হইযা তাহা প্রত্যাখ্যান কবিলেন। শ্রেষ্ঠি পুত্রেব অসম্ভব পবিবর্তন দেখিযা বুদ্ধকে আদ্যোপান্ত ঘটনা বলিলেন। তখন বুদ্ধ শ্রেষ্ঠিকে কালকুমাবেব স্রোতাপত্তিফল লাভেব কথা বলিযা এ গাথা উচ্চাবণ কবিযাছিলেন—

বুদ্ধবগ্‌গো—(১৪)

বুদ্ধ

আখ্যানভাগ ঃ একশ' উনাশি-আশি

যখন বুদ্ধ তথাগত বোধিতরুমূলে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন মারকন্যাগণ তাঁহাকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া ধ্যানচ্যুত করিবার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ এ গাথা বলিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—বোধিসত্ত্ব বোধিজ্ঞান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই কাম ও দ্বেষাদী কলুষ (পাপ) সর্বতোভাবে প্রহীন হইয়াছে। যে কোন প্রলোভনেই সেগুলি তাঁহার মধ্যে পুনরায় উৎপন্ন হয় না। তিনি তাঁহার সর্বজ্ঞতাজ্ঞানে অসীম ও অনন্ত ক্ষেত্রে বিচরণ করেন। তাঁহার মধ্যে কাম-রাগাদি কোনপ্রকার পাপধর্ম বিদ্যমান নাই। সুতরাং 'হে মারকন্যাগণ যাহার নিকট লোভ-দ্বেষ-মোহ প্রভৃতি কলঙ্ক আছে, তোমরা তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে পার। কিন্তু যাহার নিকট বিন্দুমাত্রও কলঙ্ক নাই এবং বিষময় তৃষ্ণার জাল যাঁহাকে জন্মজন্মান্তরের পথে পরিচালিত করিতে পারে না, সেই নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধকে তোমরা কিরূপে প্রলুব্ধ করিবে?'

আখ্যানভাগ ঃ একশ' একাশি

একদা বুদ্ধ তাঁহার মাতাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য তিনমাস ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে বর্ষাব্রত উদযাপন করিয়াছিলেন। তিনি বর্ষাবাসের পর স্বর্গ হইতে সাঙ্কাশ্যনগরে[১] অবতরণ করিলেন। সে সময় তাঁহাকে দেবনর ব্রহ্মগণ বিরাট সম্বর্ধনা জানাইয়াছিলেন। শারীপুত্র স্থবির এই

---

১ সাঙ্কাশ্যনগরের বর্তমান নাম সঙ্কিস্‌স বা সঙ্কিস্ বসন্তপুর। ইহা অত্রঞ্জি ও কনোজের মধ্যবর্তী ইক্ষুমতি বা কালি নদীর তীরে অবস্থিত, ইহা এটাজিলার ফতেগড় হইতে তেইশ মাইল ও কনোজের পঁয়তাল্লিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া বুদ্ধকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন বুদ্ধ তাঁহাকে এই গাথায় বুদ্ধগণের সর্বজনপ্রিয়তার কথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যে ধীর ব্যক্তিগণ সতত ত্রিলক্ষণ জ্ঞানে বিদর্শন ও সমর্থ চিন্তায় ধ্যানরত এবং এই দ্বিবিধ ধ্যানে আবর্তন, সমাবর্তন, অধিষ্ঠান, উত্থান ও প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা কলুষরাশি উপশম করিয়া নির্বাণ সুখে পরিতৃপ্ত ও নিত্যস্মৃতি সাধনায় সমুন্নত, তাঁহাদের ন্যায় প্রবুদ্ধ মহাপুরুষগণের পন্থা মানবগণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণ করে এবং দেবতাদিগের নিকট অতীব প্রিয় হয়।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' বিরাশি

একসময় বুদ্ধ বারানসীতে সপ্তশ্রী নামক তরুমূলে অবস্থান করিতেছিলেন। সে সময় এরকাপত্র[১] নামক জনৈক নাগরাজ জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে শুনিয়া পুলকিতচিত্তে বুদ্ধের নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল। বুদ্ধ তাঁহার রোদন করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, সে কাশ্যপবুদ্ধের সময়

১ ইনি দিব্য নাগরাজ। দিব্যনাগদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তাহারা ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণ করিতে পারে। কিন্তু নির্মীত রূপ তাহাদের স্থায়ী নহে। তাহাদের নিজস্ব সর্পরূপই স্থায়ী। দিব্যনাগের রূপ পরিবর্তন সম্বন্ধে বিনয় পিটকের মহাবগ্গ গ্রন্থে একটি সুন্দর গল্প আছে ঃ একটি দিব্যনাগ মানুষের বেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষুদের নিকট আসিয়া ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করে। পরে ভিক্ষুরা তাহাকে দিব্যনাগ জানিয়া ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। বুদ্ধও তির্যকজাতিকে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা দিতে ভিক্ষুদের নিষেধ করেন। নাগরাজ এরকাপত্র পূর্বে ভিক্ষুরূপে নলখাগড়া ছিঁড়িয়া অনুশোচনায় মৃত্যুবরণ করেন। সেজন্য তাঁহার অধোগতি। ভিক্ষুরা উদ্ভিদ কাটিতে পারে না। উদ্ভিদ কাটিলে তাহাদের পাপ হয়। পাপমুক্ত হইতে হইলে অন্য একজন ভিক্ষুর নিকট 'আপত্তি দেশনা' রূপে তাহা প্রকাশ করিতে হয়। এরকাপত্র ভিক্ষুরূপে পাপদেশনা বা পাপপ্রকাশ করিতে পারেন নাই। বৌদ্ধ ধর্মে মনের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মৃত্যুর সময় মনের অবস্থানুযায়ী মনের গতি নির্ধারিত হয়। মানসিক পবিত্রতায় আনন্দ ও শান্তি এবং মনের অনুশোচনা ও অপবিত্রতায় দুঃখ ও অশান্তি উৎপন্ন হয়।

ধ্যানী ভিক্ষু ছিল। একদিন ঘটনাক্রমে তাহাকে বন্যার স্রোত ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। সে একখানি নলখাগড়া ধরিয়া বন্যার স্রোত হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহা ছিঁড়িয়া গিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সে সেই পাপের ফলে সর্পযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পুনরায় মনুষ্য জন্মলাভ করিতে পারিতেছে না। এই অনুশোচনায় সে রোদন করিতেছে। বুদ্ধ নাগরাজের কথা শুনিয়া এ গাথায় তাঁহাকে উপদেশ দিলেন।

মর্মার্থ—মনুষ্যজন্ম লাভ করা অতিশয় দুর্লভ। মহান প্রচেষ্টা ও পূর্বজন্মার্জিত পুণ্য প্রভাবে তাহা লাভ হয়। আবার মানব জীবন লাভ করিয়া তাহা রক্ষা করাও কঠিন। সর্বদা ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া ধনোপার্জনপূর্বক লব্ধ-জীবনকে রক্ষা করিতে হয়। ইহা লাভ করা যেমন দুর্লভ, সেরূপ সদ্ধর্ম শ্রবণও অতিশয় দুর্লভ। কেননা, বুদ্ধগণের উৎপত্তি অতিশয় বিরল। বহু কল্পকোটি কাল ধরিয়া কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনায় পারমিতা পূর্ণ করিয়া বুদ্ধগণ বুদ্ধত্বলাভ করার পর তাঁহাদের উপলব্ধ সত্য বহু জনহিত ও মঙ্গলের জন্য জগতে প্রচার করেন। সকলে সেই সত্যের সন্ধান লাভ করিতে পারে না।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' তিরাশি—পঁচাশি

একদিন জেতবনে আনন্দ স্থবির বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভো' আপনি অতীতের সাতজন বুদ্ধের মাতা-পিতা; আয়ু, পরিমাণ, বোধিবৃক্ষ, শিষ্যসম্মেলন ও প্রধান মহাশিষ্যসম্মেলন প্রভৃতি আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের উপোসথ[১] সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলেন

১ পূর্ণিমা ও অমবস্যা তিথিতে উপোসথাগারে একত্রিত হইয়া ভিক্ষুদের উপোসথব্রত অনুষ্ঠান করিতে হয়। এদিনে তাঁহারা প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করেন। ভিক্ষুদের পালনীয় নিয়মসমূহকেই প্রাতিমোক্ষ বলা হয়। 'পাতিমোক্খন্তি—আদিমেতং পমুখমেতং কুসলানং ধম্মানং তেন বুচ্চতি প্রাতিমোকখন্তি।' অর্থাৎ কুশল বা পুণ্য সমূহের আদি মুখ বা শ্রেষ্ঠার্থে প্রাতিমোক্ষ বলা হয়।

নাই। বর্তমানে আপনি যে উপোসথ ভিক্ষুদের জন্য নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারাও কি এই উপোসথই ভিক্ষুদের জন্য নির্দেশ করিয়াছিলেন?' তখন বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে এ গাথায় বুদ্ধগণের অনুশাসন নীতি বর্ণনা করিলেন—

মর্মার্থ—সর্বপ্রকার পাপ কার্য হইতে বিরত থাকা, সংসার ত্যাগ হইতে অর্হত্বমার্গফল পর্যন্ত পুণ্যের অনুষ্ঠান, সঞ্চিত পুণ্য ধ্যানযোগে শুদ্ধি করা এবং পঞ্চনীবরণ হইতে নিজের চিত্তকে মুক্ত করা—ইহাই বুদ্ধগণের উপদেশ বা শিক্ষা। বুদ্ধের ধর্মে তিতিক্ষাকে উত্তম তপস্যারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বুদ্ধ ও বুদ্ধগণ প্রত্যেকে নির্বাণ উপলব্ধিকে শ্রেষ্ঠতম উপলব্ধি বলিয়া বর্ণনা করেন। যাহারা প্রব্রজিত হইয়াও অপরকে আঘাত করে, তাহারা প্রব্রজিত নহে, পরপীড়ক শ্রমণ নামেরও যোগ্য নহে। যাঁহারা নিজেও অপবাদ করেন না এবং নিজে অপবাদের হেতুও হন না, যাঁহারা পরের প্রতি নিজেও আঘাত হানেন না, কিংবা আঘাত হানিবার যন্ত্ররূপেও ব্যবহৃত হন না, যাঁহারা প্রাতিমোক্ষে নির্দিষ্ট শীলসমূহ সর্বদা পালন করেন, যাঁহারা পরিমিতাহারী, নির্জন বিহারী ও অষ্ট সমাপত্তি সাধনে সচেষ্ট—তাঁহারাই বুদ্ধগণের উপদেশ যত্নসহকারে পালন করেন।

আখ্যানভাগ : একশ' ছিয়াশি-সাতাশি

জেতবনে একজন ভিক্ষু ভিক্ষুধর্মে তৃপ্তি না পাইয়া সংসারী হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি চিন্তাগ্রস্ত হইয়া দৈনন্দিন কৃশতনু হইতে লাগিলেন। ভিক্ষুরা তাঁহাকে লইয়া বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহার মানসিক ব্যাধির কথা বলিলেন। বুদ্ধ উপদেশচ্ছলে তাঁহাকে এই গাথা বলিয়া প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—প্রচুর ধনসম্পদ লাভেও ভোগী তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু তথাগতের শ্রাবকগণ মনে করেন যে, ভোগে তৃষ্ণার তৃপ্তি নাই, কামসম্ভোগে মোটেও স্বাদ নাই। বরং দুঃখ বিস্তর। সেই কারণে তিনি

স্বর্গীয় ভোগসম্পদের জন্য আকাঙ্খা করেন না। তিনি সেই আশা সর্বতো-ভাবে ত্যাগ করিয়া তৃষ্ণাক্ষয়ে নির্বাণ উপলব্ধির জন্য সতত ধ্যান সাধনায় মগ্ন থাকেন।

আখ্যানভাগ : একশ' আটাশি-বিরানব্বই

কোশলরাজ প্রসেনজিতের পুরোহিত ব্রাহ্মণ অগ্নিদত্ত বৃদ্ধবয়সে সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করিয়া প্রভূত মান ও যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল। তিনি বন-জঙ্গল, আরাম-চৈত্য ও বৃক্ষ প্রভৃতি পূজা করিলে মুক্তি পাওয়া যায় বলিয়া ভক্ত-অনুরক্তদের উপদেশ দিতেন। এক-দিন বুদ্ধ অগ্নিদত্তের অর্হত্বপ্রাপ্তির হেতু দেখিয়া জেতবন হইতে তাঁহার আশ্রমে পদার্পণ করিয়া ধর্মোপদেশে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া এ গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—ভয়ার্ত মানুষ বিবিধ ভয় হইতে মুক্তি, পুত্র ও সম্পত্তি প্রভৃতি লাভের আশায় ঋষিগলি, বৈপুল্য, বেভার প্রভৃতি পর্বত গোশৃঙ্গ ও শালবন ইত্যাদি অরণ্য বেণুবন, জীবকাম্রবন প্রভৃতি আরাম, উদয়ন, গৌতমক প্রভৃতি চৈত্য এবং বিবিধ বৃক্ষের পূজা করিয়া শরণ গ্রহণ করে। প্রকৃত পক্ষে এরূপ শরণ গ্রহণ নিরাপদ ও উত্তম নহে। জগতে যেই বিজ্ঞ ব্যক্তি সংসার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি ও সংঘানুস্মৃতি ভাবনাকে নিজের মানসপটে সঞ্জীবিত করে, তিনিই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার এই শরণ উত্তম হইলেও যতক্ষণ মার্গফল লাভ করা যায় না, ততক্ষণ এই শরণাগতি হইতে বিচ্যুত হইবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু যিনি দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় স্বরূপ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ[১] এবং চতুরার্য্যসত্য সম্যক জ্ঞানে উপলব্ধি করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না। তিনি এই

---

১ সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি।

নির্বাণপদ ও উত্তম শ্রবণের প্রভাবে সর্ব দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া চিরশান্তিতে মগ্ন হইয়া থাকেন।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' তিরানব্বই

একদিন আনন্দ স্থবির জেতবনে বুদ্ধের নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষের জন্ম কোথায় হয় জানিতে চাহিলেন। বুদ্ধ এ গাথায় তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—জগতে বুদ্ধ তথাগতের উৎপত্তি অতিশয় দুর্লভ। সেই মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষ প্রবর সর্বকুলে, সকল সময়ে, সকল দেশে আবির্ভূত হন না। জম্বুদ্বীপের মধ্যদেশে[1], জনসাধারণের পূজা সম্মানের উপযুক্ত স্থানে এবং

---

১ প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাহিত্যে মধ্যদেশ বা মজ্ঝিমদেশের সীমার উল্লেখ আছে। বোধায়নের ধর্মসূত্রে আর্য্যাবর্তের (পরবর্তীকালে ইহাই মধ্যদেশ নামে অভিহিত।) সীমা : সরস্বতী নদীর স্থপ্রাশনের পূর্ব, কালকবনের (প্রয়াগের নিকটবর্তী স্থান) পশ্চিম, পারিপাত্রের উত্তর এবং হিমালয়ের দক্ষিণ। এখানে আর্যাবর্তের পূর্বসীমা হইতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান পীঠভূমি মগধ দেশকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

মনুর ধর্ম শাস্ত্রে মধ্যদেশের (আর্যাবর্তের) সীমা : উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পূর্বে বিনাশন (যেখানে সরস্বতী সীমা লুপ্ত হইয়াছে) এবং পশ্চিমে প্রয়াগ।

কাব্যমীমাংসায় বোধায়নের আর্যাবর্ত ও মনুর মধ্যদেশকেই অন্তর্বেদী বলা হইয়াছে। ইহার পূর্বসীমা বারানসী পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে যে, ক্রমশঃ মধ্যদেশের পূর্বসীমা বিস্তৃত হইয়াছে।

বিনয়পিটকের মহাবগ্গে বৌদ্ধ মজ্ঝিম দেশের সীমা নিম্নোক্ত রূপে নির্ধারণ করা হইয়াছে : পূর্বদিকে কজঙ্গল নগর (গ্রাম) য়ুয়ান চুয়াং-এর ক-চু-ওয়েন-কি-লো)। ইহার অপর পার্শ্বে মহাশাল নগর, দক্ষিণ-পূর্বে সললবতী (সরাবতী) নদী, দক্ষিণে শ্বেতকর্ণিক নগর, পশ্চিমে থূন ব্রাহ্মণ গ্রাম এবং উত্তরে উশীরধ্বজ (উশীর গিরি, ইহা কনখল বা হরিদ্বারের উত্তরে অবস্থিত।) পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দিব্যাবদানে মধ্য দেশের পূর্বসীমা পুণ্ড্রবর্ধন (বরেন্দ্র) বা উত্তর বঙ্গ। মজ্ঝিমদেশ দৈর্ঘ্যে তিন শত যোজন, প্রস্থে দুই শত পঞ্চাশ যোজন, এবং পরিধিতে নয় শত যোজন।

অঙ্গুত্তর নিকায়ে ষোড়শ মহাজনপদের উল্লেখ আছে। তাহাদের মধ্যে চৌদ্দটিকে মধ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, বজ্জি, মল্ল, চেতিয় (চেদি) বংশ, কুরু পঞ্চাল মচ্ছ, সুরসেন. অস্সক অবন্তী।

ক্ষত্রিয কিংবা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ কবেন। তখন সেই বংশ কিংবা দেশ সুখ-সমৃদ্ধিতে ভবপুব হয।

আখ্যানভাগ ঃ একশ' চুরানব্বই

একদিন জেতবনে ভিক্ষুবা অতিথিশালায বসিযা জগতেব শ্রেষ্ঠ সুখ কি হইতে পাবে আলোচনা কবিতেছিলেন। বুদ্ধ এই আলোচনা প্রসঙ্গে এই গাথা বলিযাছিলেন—

মমার্থ—বুদ্ধগণের উৎপত্তিতে জগদ্বাসী লোভ, দ্বেষ, মোহ হইতে পবিত্রাণেব পথ খুঁজিযা পায। সেজন্য তাঁহাদেব উৎপত্তি সকলেব সুখবিধায়ক। জনসাধাবণ তাঁহাদেব প্রচারিত সদ্ধর্মবাণী শ্রবণ কবিযা জন্ম-জবা, ব্যাধি মৃত্যু-দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ কবে। সে কাবণে সদ্ধর্ম প্রচাব সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক। বুদ্ধেব শিষ্যসংঘেব সমচিত্ততা বা একতা সুখজনক। এই সমগুণ প্রভাবে তাঁহাবা বুদ্ধবচন শিক্ষা, ধুতাঙ্গশীল পালন ও শ্রমণধর্ম পবিপূবণে বৈশিষ্ট্য অর্জন কবিতে সমর্থ হন। একতাবদ্ধ হইযা বাস কবিলে সকলের তপস্যাও সুষ্ঠ সম্পন্ন হয। সেজন্য বলা হইযাছে—ভিক্ষুগণ একচিত্ত হইযা সম্মেলনীতে একসঙ্গে উপস্থিত হইলে, সভা শেষে একসঙ্গে গাত্রত্থান কবিলে এবং এক সংগে সমস্ত কার্য সম্পাদন কবিলে তাঁহাদেব মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি হয। এরূপ আচবণে ভিক্ষুসংঘেব অবনতি ঘটিতে পাবে না।

আখ্যানভাগ ঃ একশ পঁচানব্বই-ছিয়ানব্বই

একদা বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘসহ বাবানসীতে যাইবাব সময পথিমধ্যে তোদেয্য গ্রামে এক পুবাতন মন্দির দেখিযা তথায অপেক্ষা কবিলেন। কিয়ৎক্ষণ পবে একজন ব্রাহ্মণ আসিযা সেই মন্দিবকে ভক্তিভবে পূজার্চনা কবিযা ভক্তিভবে প্রণাম কবিলেন। তখন বুদ্ধ তাঁহাকে মন্দিবেব ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ কবিযা বলিলেন যে, এই মন্দিব কাশ্যপবুদ্ধেব স্মৃতিবক্ষার্থ

নির্মিত হইয়াছিল। জনসাধারণ এখানে পূজার্চনা করিয়া প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ মহাপুরুষগণকে পূজার্চনার সার্থকতা বুঝাইয়া দিলেন।

মর্মার্থ—বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, বুদ্ধশ্রাবক প্রমুখ পূজনীয় মহাপুরুষগণকে সেবা, বন্দনা, চীবর, আহার, শয়নাসন ও ওষুধ পথ্য দ্বারা পূজা করিলে তাহাতে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহা কেহ পরিমাণ করিতে পারে না। কেননা, তাঁহারা তৃষ্ণা, মান, মিথ্যাদৃষ্টি সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া শোকসন্তাপ হইতে পরিমুক্তি লাভ করেন এবং কাম-বাসনা হইতে মুক্ত ও সর্বপ্রকার ভয় হইতে সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হন।

সুখবগ্‌গো (১৫)

সুখ

আখ্যানভাগ ঃ একশ' সাতানব্বই-নিরানব্বই

একদা বুদ্ধ শাক্যরাজ্যে কপিলাবস্তুতে অবস্থান করিয়াছিলেন। সে সময় শাক্য ও কোলীয়দের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। উভয় পক্ষ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ অভিযান করিলে বুদ্ধ জ্ঞাতিবর্গের কলহ নিবারণের জন্য নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় বুদ্ধকে দেখিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিল। তখন বুদ্ধ জল অপেক্ষা মানুষের জীবন অত্যধিক মূল্যবান বলিয়া এ গাথার উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—গৃহস্থ জনসাধারণ অসদুপায় অবলম্বনে এবং প্রব্রজিতগণ অননুমোদিত পন্থায় অর্থ সঞ্চয় করিয়া সুখে বাস করিতেছে বলিয়া মনে করে। কিন্তু তাঁহাদের অনুসৃত পন্থা শত্রুতাপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুল। বুদ্ধাদি মহামানবগণ এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজেদের সুন্দর পথে

পরিচালনা করিয়া সুখে জীবন যাপন করেন। সাধারণতঃ মানুষ তৃষ্ণায় কাতর হইয়া রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ—এই পঞ্চকাম্য বস্তুর সন্ধানে সতত ব্যাপৃত। তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ উদ্বেগপূর্ণ জীবন যাপন করে। কিন্তু কামনা বাসনা বিজয়ী অর্হৎগণ লোক সমাজে থাকিয়াও নিতৃষ্ণ ও নিরুদ্বেগ হইয়া সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করেন।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ'

একদা বুদ্ধ পঞ্চশালী ব্রাহ্মণ গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। সে সময় তিনি একদিন গ্রামে ভিক্ষাচরণে বাহির হইয়া মারের[১] চক্রান্তে রিক্তপাত্রে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। তখন মার আসিয়া বুদ্ধকে পুনরায় ভিক্ষার জন্য গ্রামে যাইতে অনুরোধ করিল। বুদ্ধ মারের চক্রান্ত টের পাইয়া তাহাকে বলিলেন যে, তিনি প্রীতিভক্ষ হইয়া বাস করিবেন। তাঁহার অন্য কোন স্থূল আহারের প্রয়োজন নাই। এ প্রসঙ্গে তিনি মারকে এই গাথা বলিলেন—

১ বৌদ্ধ সাহিত্যে মারের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মার পরনির্মিত বশবর্তী দেবলোকের অধিপতি হইলেও কামলোকে মারের অখণ্ড প্রভাব। ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গের রাজা ইন্দ্র মানুষের সৎকার্যের সহায়ক এবং সৎপুরুষের বন্ধু। কিন্তু মার মানুষের অমঙ্গল কার্যের সহায়ক এবং সর্বদা কুপ্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া মানুষকে বিপদগ্রস্ত করে। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে ও পরে মার বুদ্ধকে যথেষ্ট বিপদগ্রস্ত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বুদ্ধের অসম সাহসিক ধৈর্য মারের সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হইল। বোধিতরুমূলের বুদ্ধের মার পরাজয় সম্বন্ধে জাতকট্ঠকথায় (নিদান কথায়) মনোরম বর্ণনা দেখা যায়। বুদ্ধের বিরুদ্ধে মারের চক্রান্ত সম্বন্ধে বৌদ্ধ সাহিত্যে আরও অনেক গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এমনকি, সংযুক্ত নিকায়ে মার সংযুক্ত নামে একটি বিরাট অধ্যায় আছে। বুদ্ধের জীবনে যেমন মারের যথেষ্ট উল্লেখ দেখা যায়, সেরূপ বাইবেলে যীশুর জীবনে অনেক বার শয়তানের উল্লেখ আছে। তিনিও বুদ্ধের ন্যায় বারবার শয়তানকে পরাজিত করেন। বৌদ্ধদের মারের ন্যায়, খ্রীষ্টধর্মে শয়তানের প্রভাব যথেষ্ট আরোপ করা হইয়াছে। মার ও শয়তান কল্পনার মৌলিক উৎপত্তি গবেষণার বিষয়। প্রচলিত বিশ্বাস উপেক্ষা না করিয়া সাধারণ যুক্তিতে ইহা বলা হইয়াছে যে, মানুষ 'সু' ও 'কু' প্রবৃত্তির অধীন হইয়া চলে। মানুষের রিপুদলকে সংযত করিয়া মঙ্গলপথে পরিচালনা করাই 'সু'প্রবৃত্তির কাজ তাহাতে মানুষ শান্তি বা মুক্তি লাভ করে। কিন্তু 'কু'প্রবৃত্তি রিপুদলকে প্রশ্রয় দিয়া মানুষকে কুপথে লইয়া যায়। ইহা কি প্রকৃতপক্ষে মার বা শয়তান নহে?

মর্মার্থ—বুদ্ধগণ অন্তরের অনুরাগ প্রভৃতি পাপধর্ম সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা আভাস্বর ব্রহ্ম লোকের ন্যায় ধ্যান-প্রীতি সুখে নিমগ্ন থাকেন। সুতরাং পার্থিব ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাহারা কাতর হয় না।

আখ্যানভাগ : দুইশ' এক

কোশলরাজ প্রসনজিৎ তাঁহার ভাগিনের মগধরাজ অজাতশত্রুর হস্তে কাশীগ্রামের অধিকার লইয়া তৃতীয়বারও পরাজিত হইয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে অনশন আরম্ভ করিলেন। এই সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হইলে ভিক্ষুরা জেতবনে বুদ্ধকে রাজার অনশনের কথা বলিলেন। তখন বুদ্ধ উপদেশচ্ছলে এ কথা বলিয়া গিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—সাধারণতঃ মানুষের হিংসা প্রবৃত্তি প্রবল। অপরের জয়লাভে আনন্দানুভব করিতে পারে না। যে ব্যক্তি পরাজিত হয়, সে বিজিত ব্যক্তির কথা স্মরণ করিয়া প্রতিশোধ স্পৃহায় অহোরাত্র দুঃখে অতিবাহিত করে। কিন্তু জগতে যাঁহারা জয়-পরাজয়ের উর্ধ্বে, সেই তৃষ্ণাবিহীন অর্হৎগণ পরম শান্তিতে বাস করেন।

আখ্যানভাগ : দুইশ' দুই

শ্রাবস্তীতে এক নবদম্পতী বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতেছিলেন। নববধূ স্বহস্তে তাঁহাদের পরিবেশন করিতে-ছিল। কিন্তু তাহার স্বামী বুদ্ধের প্রতি ভ্রুক্ষেপও না করিয়া কামানলে জর্জরিত হইয়া তাহার পত্নীর কথাই ভাবিতেছিল। বুদ্ধ তাহার মনের গোপন কথা জানিয়া এ গাথায় তাহাদের উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—অনুরাগের দাহিকাশক্তি অতিশয় প্রবল। ইহার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় না। তুষাগ্নি যেমন ধূম কিংবা শিখা বাহির না করিয়া ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া তুষকে ভস্মে পরিণত করে, সেরূপ কামনাও অন্তরকে

অহোরাত্র দগ্ধ করিতে থাকে। এই অগ্নি নির্বাপণ করা দুঃসাধ্য। দ্বেষ মনকে অধিকার করিলে অঘটন ঘটায়। প্রকৃতিস্থ মানুষকেও উন্মাদপ্রায় করে। জীব রূপ, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ও বেদনা—এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি। ইহাকে বহন বা ধারণ করা অতিশয় দুঃখজনক। নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিলে এইসব দুঃখের অবসান হয়। সেই নির্বাণের ন্যায় অনুপম শান্তি আর নাই।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' তিন

বুদ্ধ সশিষ্যে শ্রাবস্তী হইতে আলবীরাজ্যে পদার্পণ করিলে আলবী-বাসীগণ প্রফুল্ল হইয়া বুদ্ধকে সম্বর্ধনা জানাইয়া ধর্মশ্রবণ করিতেছিল। সেদিন সন্ধ্যাকাল একজন দরিদ্র ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে বুদ্ধদর্শনে আসিয়াছিল। কিন্তু সে অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়া পড়িল। সেজন্য তাহার ধর্ম শুনিবার অবস্থা ছিল না। বুদ্ধ তাহার মুক্তিলাভের হেতু দেখিয়াই শ্রাবস্তী হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি দরিদ্রের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। দরিদ্র ব্যক্তি ক্ষুধা নিবারণ করিয়া বুদ্ধের নিকট ধর্মকথা শুনিয়া স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল। বুদ্ধ দরিদ্র ব্যক্তিটিকে আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অনুগ্রহ দেখাইলেন বলিয়া ভিক্ষুরা তাঁহার সমালোচনা করিতেছিলেন। বুদ্ধ তাঁহাদের কথা শুনিয়া তাঁহাদের নিকট সব প্রকাশ করিয়া এই গাথা বলিলেন—

মর্মার্থ—চিকিৎসায় রোগ আরোগ্য করা যায়। ক্ষুধা এমন ব্যাধি তাহা দুশ্চিকিৎস্য আজীবন ক্ষুধার তাড়নায় জীব জর্জরিত হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা যেমন জীবের নিত্যরোগ, সেরূপ পঞ্চস্কন্ধ বহনও অতীব দুঃখজনক। পণ্ডিতগণ এই দুঃখসমূহকে যথার্থরূপে জ্ঞাত হইয়া পরমসুখ নির্বাণ উপলব্ধি করেন। ইহাই সকল সুখের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সুখ।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' চার

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ অপরিমিত ভোজী ছিলেন। সেজন্য স্থূল শরীর হইয়াও তিনি অতীব দুঃখ ভোগ করিতেন। তিনি বুদ্ধের উপদেশে পরিমিত ভোজন করিয়া দেহের স্থূলতা কমাইয়া বেশ কর্মক্ষম ও আলস্য-বিহীন হইলেন। তাহাতে তিনি সন্তোষ লাভ করিয়া একদিন বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহার শরীরের সুস্থতার কথা জানাইলে তিনি এ গাথায় তাঁহাকে উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে রোগমুক্তি শ্রেষ্ঠসম্পদ। স্বীয় লব্ধ সম্পদে সন্তুষ্ট থাকা মানুষের শ্রেষ্ঠলাভ। বিশ্বস্ত বন্ধুবান্ধব জ্ঞাতি না হইলেও তাঁহারা জ্ঞাতির চেয়ে অধিক উপকার করেন। এই সব প্রকার সুখ অপেক্ষা নির্বাণ উপলব্ধিই শ্রেষ্ঠসুখ।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' পাঁচ

জেতবনে এক সময় প্রচার হইল যে বুদ্ধ এখন হইতে চারিমাসের মধ্যে নির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। ইহাতে ভিক্ষুরা ভীষণ দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের মধ্যে তিষ্য নামক একজন ভিক্ষু বুদ্ধের জীবদ্দশায় অর্হত্বলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এজন্য তিনি সকলের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করিয়া ধ্যানে নিবিষ্ট হইলেন। ভিক্ষুরা তাঁহার মৌনত্বের কথা বুদ্ধকে বলিলে, তিনি এই গাথায় তাঁহাদের উপদেশ দিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—বিবেকানুশীলনে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদিত হয়। তাহাতে চিত্ত উপশান্ত হইয়া পরম সুখলাভ করে। তখন অর্হৎ অন্তরের অনুরাগ দ্বেষ প্রভৃতি সমস্ত দাহ সর্বতোভাবে উপশম করিয়া নিষ্পাপ হইয়া ধর্ম-প্রীতিতে ভরপুর হইয়া অবস্থান করেন।

আখ্যানভাগ : দুইশ' ছয়-আট

একদা বুদ্ধ বেলুবগ্রামে[1] অবস্থান করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধের পরিচর্যার জন্য স্বর্গ হইতে আসিয়া উৎফুল্ল

---

১ বৈশালী রাজ্যের একটি গ্রাম।

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাহিত্যে ইন্দ্র সম্বন্ধে চমকপ্রদ বর্ণনা দেখা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ইন্দ্র ও বৌদ্ধ ইন্দ্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ব্রাহ্মণ্য ইন্দ্র অহিংসক নহেন। তাঁহার পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহার উদ্দেশে যাগযজ্ঞে ও বলি প্রদান করা হইত। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের স্তুতিমূলক অনেক শ্লোক রচনা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রের বৈদিক যুগের জাতীয় দেবতা রণদেবতারূপে পূজিত হইতেন। কেন না দৈত্যদানবের সঙ্গে ইন্দ্রের বীরত্বপূর্ণ অনেক যুদ্ধকাহিনী আছে। বিশেষত বৃত্রের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধকাহিনী বেদের অনেকাংশ অধিকার করিয়া আছে। গ্রীক দেবতা জিয়াস (zeus)-এর মতই ব্রাহ্মণ ধর্মশাস্ত্রে ইন্দ্রের আসন অতি ঊর্ধ্বে ছিল। ইন্দ্র সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনীতে বিভিন্ন গ্রন্থ ভরপুর। বৌদ্ধ সাহিত্যেও ইন্দ্র সম্বন্ধে মনোরম বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। সংযুক্ত নিকায়ে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তির জন্য সাতটি ব্রত পালনের কথা বলা হইয়াছে। তাহা এই—আজীবন মাতাপিতার সেবা, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন, মৃদুভাষণ, ভেদ কথা পরিহার, কৃপণতা ত্যাগ করিয়া উদারচিত্তে দানধর্ম অনুষ্ঠান, সত্যভাষণ ও ক্রোধ ত্যাগ করিতে হইবে। বৌদ্ধেরা ইন্দ্রকে সোমরসপুষ্ট. দৈত্য-দানব সংহারক রণদেবতারূপে কল্পনা করেন নাই। কিন্তু সংযুক্ত নিকায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে অসুরের যুদ্ধকাহিনী দেখা যায়। বৌদ্ধের ইন্দ্রকে সৎপুরুষগণের বিপদের সহায়ক ও ত্রাণকর্তারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রে ইন্দ্রের আসন অনেক ঊর্ধ্বে হইলেও বৌদ্ধেরা তাঁহাকে সেই আসন প্রদান করেন নাই। ইন্দ্র, ব্রহ্ম ও অন্যান্য দেবতারা মানুষ হইতে একটু উচ্চস্তরের জীব। রাগ, দ্বেষ, মোহের অধীন বলিয়া তাঁহারা মুক্ত পুরুষ নহেন। পুণ্য প্রতিভায় দেবত্ব কিংবা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ঘটে ; আবার পুণ্যক্ষয়ে তাঁহাদের পতন হয় এবং কর্মানুযায়ী ফল ভোগ করে। বৌদ্ধ সাহিত্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইন্দ্রের অস্তিত্ব দেখা যায়। এক ইন্দ্রই আবহমান কাল স্বর্গে রাজত্ব করেন না। গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায় ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধের নিকট ধর্মকথা শুনিয়া স্রোতাপত্তিফল লাভ করিয়াছিলেন। দীঘনিকায়ে সক্ক পঞ্হ সুত্তে উল্লেখ আছে যে, ইন্দ্র রাজগৃহের ইন্দ্রশাল গুহায় বুদ্ধের নিকট ধর্মকথা শ্রবণ ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। ধর্মপট্ঠকথায় দেখা যায় যে. ইন্দ্র স্বয়ং বুদ্ধের পরিচর্যা করিতেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যও ইন্দ্রের কাহিনীতে ভরপুর। ভারতীয় সাহিত্যে ইন্দ্রকে যেভাবে রূপায়িত করা হইয়াছে, তাহা কৌতূহলের বিষয় বটে।

চিত্তে তাঁহার পরিচর্যা করিতেছিলেন। এমন কি মলমূত্র পাত্রও স্বহস্তে পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুরা ইন্দ্রের এরূপ কার্যে অবাক হইলেন এবং তাঁহার মহানুভবতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের আলোচনা বুদ্ধের কর্ণগোচর হইলে তিনি ইন্দ্রের আর্য-সঙ্গ পছন্দ সম্বন্ধে এ গাথা বলিলেন—

মর্মার্থ—মানুষ সৎপুরুষ আর্যগণের দর্শন, তাঁহাদের সাঙ্গ একস্থানে অবস্থান এবং তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষায় সুখী হয় এবং নির্বোধগণের সঙ্গে ত্যাগেও পরম সুখ উৎপন্ন হয়। কেননা, যাহারা অজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্যে থাকে, তাহারা তাহাদের পরামর্শে পরিচালিত হইয়া কুপথে বিচরণ করিতে থাকে এবং দীর্ঘকাল শোকানুতাপ ভোগ করে। সেজন্য শত্রুর সঙ্গে বাস করা যেমন ক্লেশজনক, সেরূপ অজ্ঞব্যক্তির সাহচর্যও অতিশয় দুঃখ ও নিত্য বিপজ্জনক। যাঁহারা অজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গত্যাগ করিয়া পণ্ডিত সাহচর্যে বাস করেন, তাঁহাদের জীবন মধুময় হইয়া ওঠে এবং তাহা জ্ঞাতিগণের সঙ্গে বাসতুল্য সুখময় হয়। সেজন্য অজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া ধৃতিসম্পন্ন, লৌকিক লোকোত্তর জ্ঞানসম্পন্ন, শাস্ত্রবিদ, বহুদর্শী, অর্হৎধুরে অবস্থিত, ধৈর্যশীল, শীলাচারসম্পন্ন, পাপ-তৃষ্ণা হইতে দূরে অবস্থানকারী আর্য ও সুমেধাসম্পন্ন সৎপুরুষের নীতি অনুসরণ কর।

পিয়বগ্গো (১৬)

প্রিয়

আখ্যানভাগ ঃ তুইশ' নয়-এগার

শ্রাবস্তীতে এক পরিবারের একটিমাত্র ছেলে মাতাপিতার অনুমতি না লইয়া জেতবনে ভিক্ষুদের নিকট প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিল। তাহার পিতামাতা

পুত্রের সন্ধানে বিহারে আসিয়া পুত্রকে প্রব্রজিত দেখিয়া নিজেরাও প্রব্রজিত হইলেন। কিন্তু প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিলেও তাহারা পৃথকভাবে বসবাস করিতে পারিত না। সর্বদা একত্রে থাকিত। ভিক্ষুরা তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া বুদ্ধকে বুঝাইলে, তিনি তাহাদের ডাকাইয়া উপদেশ দিলেন।

মর্মার্থ—যে ব্যক্তি পঞ্চকামে নিমগ্ন থাকিয়া শীল পালন ও বিদর্শন সাধনাদি আত্মহিতমূলক করণীয়কার্যে আত্মনিয়োগ করে না, সে সর্বদা প্রিয়বস্তুর সন্ধানে নিজকে ব্যাপৃত রাখিয়া প্রার্থিত বস্তুর অভাবে অনুতাপানলে দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া যখন যে যোগ সাধনায় সৎপুরুষকে দর্শন করে, তখন তাঁহার অনুসৃত মুক্তিমূলক আদর্শ অবলম্বন করিতে অভিলাষী হয়। সেজন্য বলা হইয়াছে, প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুর সাহচর্য সর্বতোভাবে পরিহার করা উচিত। প্রিয়-বিচ্ছেদ ও অপ্রিয়-সংযোগ দুঃখ আনয়ন করে। যাঁহারা কোন সংস্কারের প্রতিই প্রিয়ভাব পোষণ করেন না, তাঁহারা লোভ, দ্বেষ প্রভৃতি গ্রন্থি (বন্ধন) ছিন্ন করিয়া পরমানন্দের অধিকারী হইয়া থাকেন।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' বার

শ্রাবস্তীর একজন উপাসক পুত্রবিয়োগে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। বুদ্ধ এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়া সান্ত্বনাচ্ছলে এ গাথায় উপদেশ দিলেন।

মর্মার্থ—অতীত কর্ম নিবন্ধন প্রিয়বস্তু ও প্রিয়জন হইতে শোক এবং ভয় উৎপন্ন হয়। সংস্কারের প্রতি মমত্ববোধেই জীবের প্রিয়ভাব সঞ্জাত হয়। যাঁহাদের সংস্কারের প্রতি মমত্ববোধ নাই, তাঁহাদের শোক কিংবা ভয় বিদ্যমান থাকে না।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' তের

শ্রাবস্তীতে মহাউপাসিকা বিশাখা তাঁহার পৌত্রী কুমারী সুদত্তার অকাল মৃত্যুতে অতিশয় শোকাভিভূতা হইয়া জেতবনে গিয়া বুদ্ধের নিকট

উপস্থিত হইলেন। তখন বুদ্ধ প্রিয়বিয়োগ ব্যথাতুরা বিশাখাকে উপদেশ স্বরূপ এ গাথা উচ্চারণ করিয়া তাঁহার শোক নিবারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—স্ত্রী-পুত্র ও বিষয়বাসনা হইতে প্রেম উৎপন্ন হয়। এই প্রেম হইতেই সংসারাসক্ত জীবের শোক ও ভয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু যাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র কিংবা বিষয়বাসনার প্রতি প্রেম বা আসক্তি নাই, তাঁহারা সর্বতোভাবে শোক ও ভয় হইতে মুক্তি হন।

আখ্যানভাগ : দুইশ' চৌদ্দ

একদা বৈশালীনগরের[১] লিচ্ছবী রাজকুমারগণ এক উৎসবের দিনে মনোরম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া জনৈকা বারবণিতাকে সঙ্গে লইয়া এক উদ্যানে আমোদ-প্রমোদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তথায় তাহারা বার-বণিতাকে উপলক্ষ করিয়া ঝগড়া করিতে লাগিলেন। তাহারা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করিয়া ভীষণভাবে মারামারী করিয়া রক্তাক্ত হইয়া পড়িলেন। ভিক্ষুরা এই দৃশ্য দেখিয়া বৈশালীর কুটাগারশালায় বুদ্ধকে ইহা জ্ঞাপন করিলেন। এখানে তিনি কামনা-বাসনার দোষ দেখাইয়া এ গাথায় ভিক্ষুদের উপদেশ দিলেন।

---

১ কানিংহাম ও ডাঃ রিস ডেভিডসের মতে বৃজিজাতি অষ্টকুলের অন্তর্গত ছিল। অষ্টকুল বা অষ্টমিত্র জাতিপুঞ্জের মধ্যে বিদেহী, বৃজি ও লিচ্ছবিজাতি অগ্রগণ্য। মিথিলা বিদেহ রাজ্যের রাজধানী ছিল। যুয়ান চুয়াং-ফুলি, ছি রাজ্যকে বৈশালী (ফেই-শী-লি) হইতে পৃথক রাজ্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বৈশালী শুধু লিচ্ছবিদের রাজ-ধানী ছিল, এমন নহে, ইহা এই অষ্টমিত্র রাজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। বিহারের মুজাফফরপুর জেলার অন্তর্গত বেসার-(Besarh) কে লিচছবিদের রাজধানী বৈশালী বর্তমান অবস্থান নির্ণয় করা হইয়াছে। বুদ্ধের সময় বৈশালী ধনধান্যে সমৃদ্ধ জনাকীর্ণ ও সুভিক্ষ নগরী ছিল। চুল বগ্গে দেখা যায় যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে এই বিশালী নগরে দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতি (মহাসভা) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দীঘ নিকায়ের মহাপরিনির্বাণ সুত্তেন্ত আছে যে, বৈশালী লিচ্ছবীদের মধ্যে একতা ও গভীর বন্ধুত্ব ছিল। লিচছবীরা অতিশয় তেজস্বী ও কর্মঠ ছিলেন। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন যে, যতদিন লিচছবীগণ বিলাস ও আলস্যপূর্ণ জীবন যাপন না করিয়া একতাবদ্ধ হইয়া বাস করিবেন, ততদিন মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁহাদের পরাভূত করিতে পারিবেন না। প্রথমতঃ মগধ ও বৈশালীর মধ্যে গভীর প্রীতি ছিল এবং কোশলরাজ প্রসেনজিতের সঙ্গেও অনৈক্য ছিল না। কিন্তু মগধের প্রধান মন্ত্রী সুনীধি বর্ষকারের বিশ্বাসঘাতকতা ও ভেদনীতির ফলে অজাতশত্রু বিশালী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মর্মার্থ—রূপ শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শে জীবের রতি উৎপন্ন হয়। এই রতি হইতে ভয় ও শোক উৎপন্ন হয়। তাছাড়া জীবকে অসীম দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাঁহারা রতিবিমুক্ত তাঁহারা শোক ও ভয় হইতে সম্পূর্ণ পরিমুক্ত।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' পনের

শ্রাবস্তীর জনৈক সম্ভ্রান্ত ধনীর সন্তান অনিত্থিগন্ধ কুমার বাল্যকাল হইতেই নারী সংস্পর্শ ঘৃণা করিতেন। তাঁহার বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইলে তাহার মাতাপিতা তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য অনেক পীড়া-পীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বিবাহে কিছুতেই সম্মতি দিতে রাজী হইলেন না। অবশেষে পিতামাতার বিশেষ কাতরতায় সম্মত হইয়া একটি স্বর্ণপ্রতিমা প্রস্তুত করিয়া বলিলেন যে, তিনি এরূপ অপূর্ব সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। চতুর্দিকে তখন ঘটক নিযুক্ত করা হইল। তাহারা যথাসময়ে স্বর্ণপ্রতিমা অপেক্ষা অপূর্ব সুন্দরী কন্যার সন্ধান দিল। কুমারের মাতাপিতা আনন্দিত হইয়া কন্যাকে আনিতে পাঠাইল। কিন্তু আনিবার সময় অর্ধপথে হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই অপূর্ব সুন্দরীর মৃত্যু হইল। কুমার এই সংবাদ পাইয়া আহার-বিহার ত্যাগ করিলেন। এই ঘটনা শুনিয়া বুদ্ধ কুমারের গৃহে পদার্পণ করিয়া এই গাথায় উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—বিষয়বস্তু-কামনা ও কাম-বাসনা হইতে কাম বা আসক্তি জন্মে। এই কাম হইতে শোক ও ভয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু কাম-বাসনা হীন ব্যক্তি শোক ও ভয় হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত হন।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' ষোল

অকালবর্ষণে শ্রাবস্তীর জনৈক ব্রাহ্মণের সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া গেল। তিনি শস্যের শোকে আহার-বিহার ত্যাগ করিলেন। বুদ্ধ ইহা অবগত হইয়া ব্রাহ্মণের গৃহে পদার্পণ করিলেন এবং তৃষ্ণার দোষ দেখাইয়া এই গাথায় উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—ষড়দ্বারে উৎপন্ন তৃষ্ণা হইতে শোক ও ভয় উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণাবিমুক্ত ব্যক্তি শোক ও ভয়হীন হইয়া গভীর শান্তিতে নিমগ্ন থাকেন।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' সতের

রাজগৃহের পাঁচশত বালক এক সঙ্গে এক উৎসবের দিনে পাত্রপূর্ণ পিঠা লইয়া বনভোজনে যাইতেছিল। তখন বুদ্ধ বেনুবন হইতে সশিষ্যে রাজগৃহে ভিক্ষাচরণে বাহির হইয়াছিলেন। বালকগণ বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া যথাস্থানে যাইতে লাগিল। বুদ্ধও তাহাদিগকে দেখিয়া সশিষ্যে একটি ছায়াসম্পন্ন বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বালকগণ মহাকাশ্যপ স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাহাদের সমস্ত পিঠা তাঁহাকে দান করিল। বালকগণ বুদ্ধ অপেক্ষা মহাকাশ্যপ স্থবিরের প্রতি অধিক ভক্তিসম্পন্ন দেখিয়া ভিক্ষুরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ ভিক্ষুদের আলোচনা শুনিয়া স্থবিরের প্রশংসা করিয়া এ গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—চতুর্পারিশুদ্ধ শীলে শীলবান; মার্গফল প্রাপ্তিতে সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন, নবলোকোত্তর ধর্মে স্থিত, চতুরার্যসত্য প্রত্যক্ষকারী, সত্যজ্ঞ ও আত্মকর্তব্য সম্পাদনে তৎপর সজ্জনকে জনসাধারণ আপনজনের ন্যায় ভালবাসে এবং পূণ্য সঞ্চয়ের জন্য তাঁহাকে বন্দনা, পূজা ও সম্মান করে।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' আঠার

শ্রাবস্তীতে জনৈক অনাগামী ভিক্ষুর মৃত্যুতে তাঁহার শিষ্যবর্গ তাঁহার জন্য রোদন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ তাঁহাদের গুরু শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের সান্ত্বনা প্রদান করিয়া এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যিনি স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী ও অনাগামী মার্গ প্রভাবে নির্বাণ উপলব্ধি করিয়াছেন এবং যাঁহার চিত্ত অনাগামী মার্গ প্রভাবে অনুরাগাদি সংযোজন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সেই সাধক প্রথমে

অবৃহা ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর যথাক্রমে অতৃপ্ত, সুদর্শন, সুদর্শী ও অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। সেজন্য অনাগামী ঊর্ধ্বস্রোত বলিয়া অভিহিত হন।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' উনিশ-বিশ

বারানসীর শ্রদ্ধাবান উপাসক নন্দ ঋষিপতনে বুদ্ধকে এক সুরম্য বিহার দান করিয়াছিলেন। সেই দানের ফলে ত্রয়াস্ত্রিংশ স্বর্গে তাঁহার জন্য একখানি বিমান উৎপন্ন হইল। বিমানে অপ্সরাগণ নন্দের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। একদিন মহামৌদগল্যায়ন স্থবির স্বর্গ পরিদর্শনে গিয়া স্বচক্ষে নন্দের জন্য উৎপন্ন বিমান দেখিয়া আসিয়া বুদ্ধকে এই সম্বন্ধে বলিলেন। তখন এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ এ গাথা বলিলেন—

মর্মার্থ—যদি সুদীর্ঘ প্রবাসে ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা রাজকর্মে ধনোপার্জন করিয়া নিরাপদে স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তখন তাহাকে জ্ঞাতি-মিত্র ও বন্ধু-বান্ধব সকলে স্নেহাপ্যায়ন দ্বারা অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সেরূপ যে ব্যক্তি ইহজন্মে পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়া পরলোক গমন করে, সেই কৃতপুণ্য তাহাকে তথায় দিব্য আয়ু, বর্ণ, সুখ, যশ ও আধিপত্য এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, ও স্পর্শের দ্বারা প্রবাস হইতে আগত প্রিয় জ্ঞাতির ন্যায় সাদরে বরণ করিয়া লয়।

কোধবগ্‌গো—(১৭)
ক্রোধ

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' একুশ

একদা বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে নিগ্রোধারামে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অনুরুদ্ধ স্থবিরের ভাগনী রোহিণী একখানি মনোরম প্রাসাদ তৈয়ার করাইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুদের ব্যবহারের জন্য দান করিয়াছিলেন।

তখন রোহিণী দুরন্ত চর্মরোগে ভুগিতেছিলেন, সেজন্য বিহার উৎসর্গের সময় তিনি লজ্জায় বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। বুদ্ধ রোহিণীকে না দেখিয়া তাঁহাকে ডাকাইলেন। তিনি আসিয়া বুদ্ধকে তাঁহার চর্মরোগের কথা বলিলে বুদ্ধ তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতেছেন। এক জন্মে তিনি বারানসী রাজার রাণী হইয়া ক্রোধ বশতঃ জনৈকা নর্তকীর ক্ষতি করিয়াছিলেন। তাহার পরিণাম স্বরূপ এই দুঃখ ভোগ করিতেছেন বলিয়া বুদ্ধ বলিলেন।

মর্মার্থ—যে ক্রোধ অন্তরে জলিয়া উঠিয়া মানুষের প্রভূত অনিষ্ট করে এবং যে অহমিকা উন্নত জীবনের ভীষণ শত্রুরূপে কাজ করে সেই ক্রোধ ও মানকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। ইহাদের পরি-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কাম, রূপ, অরূপ, প্রতিঘ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, শীলব্রত, বিচিকিৎসা (সন্দেহ), ঔদ্ধত্য, ও অবিদ্যা—এই দশবিধ সংযোজন বা সংসার বন্ধনের মূল হেতু সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করিতে হইবে। এই সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করিয়া নামরূপে (পঞ্চস্কন্ধে) অনাসক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইহা আমার রূপ, ইহা আমার বেদনা, এই প্রকারে পঞ্চস্কন্ধে অহং মমত্ব আরোপ করিয়া তাহাতে আনন্দিত ও গর্বিত হয় তদ্রূপ রূপ ও বেদনার পরিবর্তনে অনুশোচনাগ্রস্ত হইয়া দুঃখানুভব করে, সে ব্যক্তি ঐভাবেই নামরূপে আসক্ত হয়। যিনি নাম-রূপকে অনিত্যধর্মী মনে করিয়া তাহার প্রতি আসক্তিপরায়ণ হন না, তিনিই অনাসক্ত। নামরূপে অনাসক্ত মহাপুরুষের দ্বেষ, লোভ, মোহ থাকে না। মহাপুরুষকে কোন প্রকার দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না।

আখ্যানভাগঃ ভিক্ষু ও বৃক্ষদেবতা

একদা বুদ্ধ আলবী রাজ্যে অগ্গালব চৈত্যে বাস করিতেছিলেন। তখন আলবীবাসী একজন ভিক্ষু বিহার প্রস্তুত করিবার জন্য একটি বৃক্ষ ছেদন করিতে গিয়া বৃক্ষের অধিবাসী দেবতার পুত্রের বাহুচ্ছেদ করে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতা অপরাধী ভিক্ষুকে বধ করিতে ইচ্ছা করিল।

কিন্তু পরে চিন্তা করিয়া তাহাকে বধ না করিয়া বুদ্ধের নিকট নিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল, এবং বলিল যে, সে উৎপন্ন ক্রোধ সংযত করিয়াছে। এ প্রসঙ্গে দেবতাকে প্রশংসাচ্ছলে বুদ্ধ এ গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—সুদক্ষ সারথি যেমন দ্রুতগামী উদভ্রান্ত রথকে সুনিয়ন্ত্রিত করে, সেরূপ যিনি নিজের অন্তরের উৎপন্ন ক্রোধকে সংযত করিতে পারেন, তিনিই উপযুক্ত সংযমশীল। যাহারা রথকে নিজের সুনিয়ন্ত্রণে আনিতে পারে না তাহারা শুধু বলগাধারীমাত্র, সারথি নামের যোগ্য হয় না। সেরূপ যাহারা ক্রোধকে সংযত করিতে পারে না, তাহারা সংযমশীল নহে।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' তেইশ

একদিন রাজগৃহে পূর্ণশ্রেষ্ঠির কন্যা উত্তরার মস্তকে শ্রীমা নাম্নী জনৈকা বারবণিতা ক্রোধভরে উত্তপ্ত ঘৃত ঢালিয়া দিয়াছিল। তাহাতে উত্তরা ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া শ্রীমার প্রতি মৈত্রীপরায়ণা হইলেন। তাঁহার অখণ্ড মৈত্রী প্রভাবে তাঁহার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইল না। বুদ্ধের কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি উত্তরার প্রশংসাচ্ছলে এ কথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—ক্রোধান্ধ ব্যক্তি ক্রোধকে নিজের জ্ঞান প্রভাবে, অভদ্র অভদ্রতাকে নিজের ভদ্রব্যবহারে, কৃপণ কৃপণতাকে স্বীয় সম্পত্তির উপর ত্যাগ চিত্ত উৎপাদনে ও মিথ্যাভাষী অসত্যকে সত্য ভাষণে জয় করিতে হইবে।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' চব্বিশ

একদিন মহামোদগল্যায়ন স্থবির স্বর্গে গিয়া দেবতাদের কৃত পুণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিলেন—তাঁহারা শুধু

সত্য ভাষণেই দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। অপর দেবতারা বলিলেন, তাঁহারা জনৈক সৎপুরুষকে অল্প মাত্র আহার্যবস্তু দান করিয়া স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছেন, আর একজন বলিলেন যে, তিনি অন্য কোন প্রকার পুণ্য-কার্য না করিয়া শুধু নিজের ক্রোধকে সংযত করিয়াছিলেন। স্থবির স্বর্গ হইতে জেতবনে আসিয়া বুদ্ধকে দেবতাদের কৃতকর্মের কথা বলিলে তিনি এ গাথা বলিলেন—

মর্মার্থ—যে বিজ্ঞ ব্যক্তি সর্বদা সত্য ব্যবহার বা সত্যে প্রতিবিম্বিত হন, মন্দ ব্যবহার ও অপরের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না. এবং শীলবান প্রব্রজিতগণকে অল্প মাত্র হইলেও দান করেন, তিনি স্বর্গে গিয়া প্রচুর সুখ সমৃদ্ধি লাভ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' পঁচিশ

একদা বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ সঙ্গে লইয়া সাকেত নগর[১] ভ্রমণে গিয়া নগরের উপকণ্ঠে অঞ্জনবনে বাস করিতেছিলেন। তথায় একদিন নগরের ভিক্ষাচরণ করিতেছিলেন। তখন একজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে দেখিয়া অপত্য-স্নেহে বুদ্ধের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলেন এবং গৃহে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণীও তাঁহাকে অপত্যস্নেহে পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা উভয়ে বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া অর্হত্বলাভ করতঃ পরি-নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা বুদ্ধকে পুত্র সম্বোধন করিলে ভিক্ষুরা বুদ্ধকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে এই ব্রাহ্মণদম্পতি পাঁচশত জন্ম পূর্বে তাঁহার মাতাপিতা ছিলেন ব্রাহ্মণদম্পতি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে ভিক্ষুরা তাঁহাদের অর্হত্বলাভের কথা না জানিয়া বুদ্ধকে তাঁহাদের গতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ এ গাথায় তাঁহাদের অর্হত্ব প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করিলেন।

---

১ কোশল রাজের দ্বিতীয় নগর

মর্মার্থ—অর্হৎগণ নিত্য কায়মনে সংযত থাকেন। তাঁহারা সততঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি মৈত্রীচিত্ত পোষণ করেন। সেজন্য তাঁহারা শোক অনুশোচনা ও চ্যুতিহীন ধ্রুব-শাশ্বত নির্বাণ উপলব্ধি করেন।

আখ্যানভাগঃ দুইশ' ছাব্বিশ

এক সময় বুদ্ধের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থানকালে ভিক্ষুরা অধিকরাত্র পর্যন্ত তাঁহার নিকট ধর্মশ্রবণ করিয়া প্রদীপহস্তে নিজেদের বাসস্থানে চলিয়া যাইতেন। একদিন রাত্রিতে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠির একজন দাসী প্রদীপহস্তে ভিক্ষুদের ইতস্ততঃ যাইতে দেখিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, নিশ্চয়ই কোন ভিক্ষুকে সর্প দংশন করিয়াছে। পরদিন প্রাতে পুকুরঘাটে যাইবার সময় সে বুদ্ধকে ভিক্ষাচরণে নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকে অল্প পরিমাণ পিঠা দান করিল। বুদ্ধ ভিক্ষুদের সম্বন্ধে দাসীর গত রাত্রির চিন্তার কথা জ্ঞাত হইয়া তাহাকে ভিক্ষুদের দুঃখমুক্তির তৎপরতার কথা বলিলেন।

মর্মার্থ—অর্হৎগণ সতত সমাধি-ভাবনানুষ্ঠানে জাগরণশীল। তাঁহারা অহোরাত্র শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার অনুশীলনে নিরত ও তৃষ্ণাসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বংস করিয়া নির্বাণগত চিত্ত হইয়া পরম শান্তিতে বাস করেন।

আখ্যানভাগঃ দুইশ' সাতাশ-ত্রিশ

একদিন শ্রাবস্তীবাসী উপাসক অতুল পাঁচশত উপাসক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম শ্রবণের জন্য জেতবনে রেবত স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি ধ্যান সুখে মগ্ন বলিয়া নীরব রহিলেন, উপাসকগণ রাগ করিয়া উঠিয়া শারীপুত্র স্থবিরের নিকট গেলেন। তিনি তাঁহাদের গভীর মনস্তত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাহার কিছু বুঝিতে না পারিয়া আনন্দ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহাদের সরল কথায় অল্প পরিমাণ ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহাতেও তাঁহারা সন্তুষ্ট না হইয়া বুদ্ধের নিকট যাইয়া আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা বলিলেন। বুদ্ধ অতুল প্রমুখ উপাসকগণের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া এ গাথায় তাঁহাদের উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—জগতে লোকনিন্দা নূতন নহে, ইহা বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে; যদি কেহ মৌনভাবে থাকে, তখন লোকে বলে—এই ব্যক্তি হয় বোবা, না হয় বধির, নতুবা কিছু জানে না বলিয়া অধোবদনে রহিয়াছে। কেহ বায়ুতাড়িৎ তালপত্রবৎ তাড়াতাড়ি কথা বলিলে লোকে বলে—এই ব্যক্তির কথার বোধ হয় অন্ত নাই। যিনি মিতভাষী, চিন্তা সহকারে কথা বলেন, লোকে তাঁহাকেও সমালোচনা করিয়া বলে বোধ হয়, লোকটি নিজের কথাকে স্বর্ণরৌপ্যতুল্য মনে করে, সেজন্য দু'একটি কথা বলিয়া নীরব থাকে। এরূপে জগতে একান্ত নিন্দিত ও একান্ত প্রশংসিত ব্যক্তি অতীতেও ছিল না, ভবিষ্যতেও হইবে না। কিংবা বর্তমানেও দেখা যায় না। এজন্য সাধারণ জনতার নিন্দা-প্রশংসার কোন মূল্য নাই। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিগণ প্রতিদিন সম্যক বিবেচনা সহকারে নিন্দা-প্রশংসা অবগত হইয়া যাঁহাকে বিশুদ্ধিশীল পালন, লোকোত্তর প্রজ্ঞাসাধনা ও চতুর্পরিশুদ্ধশীল সংরক্ষণের জন্য প্রশংসা করেন, সেই ধার্মিক পুরুষকে জম্বু নদী হইতে সংগৃহীত স্বর্ণের ন্যায় কেহ নিন্দা করিতে সমর্থ হয় না। অধিকন্তু তিনি দেব ও ব্রহ্মগণের প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' একত্রিশ-চৌত্রিশ

একদিন রাজগৃহের বেনুবনে ষড়বর্গীয় (ছয়জন) ভিক্ষু কাষ্ঠ নির্মিত পাদুকা পরিয়া ইতস্ততঃ পায়চারী করিতেছিলেন। তাঁহাদের পাদুকার শব্দে অপরের কাজের বিঘ্ন হইতেছিল। ভিক্ষুরা বুদ্ধের নিকট এ কথা বলিলে বুদ্ধ তাঁহাদের ডাকাইয়া এই উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—পণ্ডিতগণ ত্রিবিধ কায়িক দুষ্কর্ম, চতুর্বিধ বাচনিক দুষ্কর্ম ও ত্রিবিধ মানসিক দুষ্কর্ম সর্বতোভাবে পরিহার করতঃ কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া বাস করেন।

মলবগ্‌গো (১৮)

অপবিত্রতা

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' পঁয়ত্রিশ-আটত্রিশ

শ্রাবস্তীর একজন গো-ঘাতকের গো-হত্যার বিষময় পরিণাম দেখিয়া তাহার পুত্র মাতার পরামর্শে গো-হত্যা-ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া তক্ষশিলায় স্বর্ণকারের ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল। তথায় সে জনৈক স্বর্ণকারের মেয়েকে বিবাহ করিয়া কালক্রমে সন্তান-সন্ততি লাভ করিল। সে দানধর্ম কিছুই করিত না, তাহার পুত্রগণ বড় হইয়া সেখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বুদ্ধের নিকট ধর্মকথা শুনিয়া বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন হইল। তাহাদের পিতা পুণ্যকর্ম কিছুই সম্পাদন করিতেছে না দেখিয়া তাহারা একদিন সশিষ্যে বুদ্ধকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিল এবং উত্তম আহার্যদ্রব্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুকে পরিবেশন করিল। বুদ্ধের আহারের পর স্বর্ণকার-পুত্রগণ বুদ্ধকে বলিল যে, তাহাদের বৃদ্ধ পিতাকিছুই দানধর্ম করিতেছে না। সেইজন্য এই পুণ্য-কর্মের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে স্বর্ণকারকে উপদেশচ্ছলে বুদ্ধ একথা-বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—উপাসক, তুমি এখন ভূমি পতনোন্মুখ জীর্ণপত্র তুল্য হইয়াছ, মৃত্যু তোমার নিকট আগতপ্রায়। তোমার অন্তিম সময় উপস্থিত এবং তুমি ধ্বংসমুখে দণ্ডায়মান। কিন্তু পথযাত্রীর তিলতণ্ডুল পাথেয়

তুল্য পরলোক যাত্রীর উপযোগী পুণ্য পাথেয়ও তোমার নাই। সমুদ্রে অর্ণবপোত ভগ্ন হইলে সমুদ্রের মধ্যস্থ দ্বীপ বিপন্ন অর্ণবপোত যাত্রীদের আশ্রয়স্থল হয়। সেরূপ তুমিও অবিলম্বে দৃঢ়বীর্য সহকারে পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়া পরলোক যাত্রার পুণ্যদ্বীপ প্রতিষ্ঠা কর। মৃত্যুর পূর্বে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন, তুমিও শীঘ্রই পুণ্যকার্য সম্পন্ন করিয়া পণ্ডিততুল্য হও। মূর্খের ন্যায় পাপকার্যে তোমার সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কামনা-বাসনা মল হইতে মুক্ত, নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক হইয়া আর্যভূমি শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে গমন কর।

মর্মার্থ—তোমার বয়স অতীত হইয়াছে, তুমি এখন মৃত্যুসদনে গমনার্থ প্রস্তুত হইয়াছ। পথিক পথ চলিতে চলিতে ক্লান্ত শ্রান্ত হইলে একস্থানে বিশ্রাম করে। কিন্তু তোমার পুণ্যকর্ম সম্পাদনের আর সময় নাই, মৃত্যু তোমার জন্য কিছুতেই অপেক্ষা করিবে না, অথচ তোমার পরলোক যাত্রার পুণ্য পাথেয়ও সঞ্চিত হয় নাই। সেজন্য অনতিবিলম্বে দ্বীপতুল্য পুণ্যকর্মে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে পুণ্য সঞ্চয়ে ধৌতমল ও নিষ্কৃষ্ট হইলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' উনচল্লিশ

শ্রাবস্তীর একজন পুণ্যার্থী ব্রাহ্মণ ভিক্ষুসংঘের সুবিধার জন্য স্নান-তীর্থে একখানি স্নানঘর তৈয়ার করাইয়া দান করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রচুর খাদ্য-ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করাইলেন। তখন বুদ্ধ ব্রাহ্মণের জনহিতকর কার্যের প্রশংসা করিয়া এ গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—রজতকার রজতকে একবার মাত্র উত্তপ্ত করিয়া মল বিদূরিত করিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে পারে না। সে বারংবার রজতকে উত্তপ্ত

ও পরিমর্দন করিয়া কার্যক্ষম করতঃ বিবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়। সেরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিও অবসর সময়ে অল্প অল্প করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন এবং স্বীয় কামরাগাদি মল বিদূরিত করিয়া তৃষ্ণাহীন পরম শান্তিতে অহোরাত্র অতিবাহিত করেন।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' চল্লিশ

শ্রাবস্তীর তিষ্য নামক একজন ভিক্ষু একখানি উত্তম চীবর পাইয়া অতিশয় পুলকিত হইলেন। তিনি চীবরের প্রতি অত্যধিক আসক্তি লইয়া হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ভিক্ষুরা তিষ্যের চীবরের প্রতি তৃষ্ণা লইয়া মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া আলোচনা করিলে বুদ্ধ এ গাথায় তাহাদের উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—যেমন লৌহ হইতে মল উত্থিত হইয়া তাহা পুনরায় লৌহকে খাইয়া থাকে, সেরূপ যদি প্রব্রজিতগণ চারি প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা না করিয়া চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, ভৈষজ্য প্রভৃতি গ্রহণ করে, তাহা তাহাদের চিত্ত কলুষিত করিয়া দুর্গতিগামী করে।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' একচল্লিশ

শারীপুত্র স্থবির ও মহামোদগল্যায়ন স্থবিরের ধর্মোপদেশ শুনিয়া শ্রাবস্তীর জনসাধারণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছিল। ইহাতে লালোদায়ী নামক জনৈক ভিক্ষু তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার নিকট ধর্মশ্রবণের জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করিলেন। তাহারা তাঁহার অনুরোধে তাঁহার নিকট ধর্মশ্রবণের আয়োজন করিল। তিনি ধর্মসভায় উঠিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। জেতবনে ভিক্ষুরা এ প্রসঙ্গে বুদ্ধকে বলিলে তিনি লালোদায়ীকে নিন্দা করিয়া এ গাথা বলিলেন—

মর্মার্থ—অধীত শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ চিন্তন-মনন না করিলে তাহা স্মৃতি পথে জাগ্রত থাকে না। সর্বদা আলোচনা-সমালোচনায় তাহা মনে রাখিতে হয়। গৃহে বাস করিলে সর্বদা গৃহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীর্ণ সংস্কার করিতে হয়, না হয় তাহা নষ্ট হইয়া যায়। সর্বদা ধৌত করিয়া মলাপসারণ করিলে শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়, অলসতাবশতঃ শরীর পরিষ্কার না করিলে ইহা দুর্বল ও ব্যাধি নিকেতন হয়। অসাবধানতায় রক্ষকের প্রচুর ক্ষতি হয়। যেমন গো-রক্ষক যদি নিদ্রালু কিংবা ক্রীডা-পরায়ণ হয়, তাহা হইলে গরুগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া অপরের ক্ষেত্র নষ্ট করে কিংবা হিংস্র জন্তুর কবলে পড়ে। ইহাতে সে প্রভু কর্তৃক তিরস্কৃত ও দণ্ডিত হয়। সেরূপ যে প্রব্রজিত ব্যক্তি নিজের ষড়েন্দ্রিয়কে প্রলোভন হইতে রক্ষা না করে, তাহাতে তাহার চিত্তে পাপরাশি সঞ্চিত হইয়া প্রব্রজ্যাচ্যুত হইবার আশঙ্কা প্রবল হয়। সেজন্য বলা হইয়াছে—প্রমাদ রক্ষকের মলস্বরূপ।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ

রাজগৃহের জনৈক উপাসকের পত্নী অতিশয় দুশ্চরিত্রা ছিল। সেজন্য তিনি লজ্জায় কোথায়ও যাইতেন না। একদিন তিনি বেনুবনে বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহার দুঃখের কথা বলিলে বুদ্ধ তাঁহাকে এ গাথায় উপদেশ দিয়া সান্তনা প্রদান করেন।

মর্মার্থ—অসতীত্ব রমণীর মহা কলঙ্ক। কেননা, দুশ্চরিত্রা রমণীকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয় মাতাপিতাও ভ্রষ্টা ললনা ভাবিয়া তাহাকে দর্শন করিতেও ইচ্ছা করে না। সেজন্য অসতী রমণী অনাথিনী হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বহু দুঃখ কষ্ট নির্যাতন ভোগ করে। কৃপণতা দাতার ভীষণ পরিপন্থী। কেন না কৃপণতায় মানুষকে দান চেতনা হইতে বঞ্চিত করে, কাহাকেও কিছু দান, করিতে দেয় না। ইহাতে মানুষ দেব-মনুষ্য ও নির্বাণ সম্পদে বঞ্চিত হয় এবং ভীষণ

দুঃখ ভোগ করে। আবার যদি মানুষ নানাবিধ পাপকার্য সম্পাদন করে, সে ইহ ও পরলোকে নিদারুণ দুঃখকষ্ট ভোগ করে। এই সকল অন্তরায় অপেক্ষা অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা মানুষের মুক্তিলাভের গুরুতর অন্তরায়। অবিদ্যাচ্ছন্ন মানব বহু জন্ম জন্মান্তর ব্যাপিয়া সংসারে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' চুয়াল্লিশ—পঁয়তাল্লিশ

শ্রাবস্তীতে চুলসারী নামক শারীপুত্র স্থবিরের জনৈক ভিক্ষুশিষ্য চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া উত্তম খাদ্যদ্রব্য লাভ করিতেছিলেন। জেতবনে ভিক্ষুরা একথা বুদ্ধকে জানাইলে বুদ্ধ তাহার নিন্দা করিয়া এ গাথা বলিলেন—

মর্মার্থ—পাপ কার্যে লজ্জা ও ভয়হীন ব্যক্তি যে মাতা নহে তাহাকে মাতা, যে পিতা নহে তাহাকে পিতা সম্বোধন করিয়া নানাবিধ ছলনায় আহারের সংস্থানপূর্বক সুখে জীবন-যাপন করে। ধূর্ত কাক যেমন অনবধানতায় গৃহে প্রবেশ করিয়া পাত্র হইতে চঞ্চুপূর্ণ আহার্যদ্রব্য লইয়া পলায়ন করে, সেরূপ নির্লজ্জ ও দুঃশীল ভিক্ষু শীলবান ভিক্ষুর ন্যায় নিজেকে প্রকাশ করিয়া গৃহস্থের শ্রদ্ধাকর্ষণ করতঃ উপাদেয় আহার্য দ্রব্যে সুখে জীবিকা নির্বাহ করে। তখন দুঃশীল ভিক্ষু, অন্য কোন সুশীল ভিক্ষুর গুণ বর্ণনা শ্রবণ করিলে বলে যে, 'আমি কি দুঃশীল? আমিও শীলাচার পালন করিয়া সংযত জীবন-যাপন করি।' তাহার এই কথায় প্রসন্ন হইয়া দায়কগণ তাহাকেও শ্রদ্ধার সহিত দান দিতে আরম্ভ করে। পরে তাহার কপটস্বভাব বুঝিতে পারিয়া তাহারা সেই ভিক্ষুকে দান দেওয়া বন্ধ করে। ইহাতে দুঃশীল ভিক্ষু নিজের ও পরের লাভের ক্ষতি করে। শীলবান ভিক্ষুগণ নিত্য ব্রতাদি পরিপূরণ করিয়া শীল ও ধ্যান সাধনায় নিমগ্ন থাকেন, তাঁহারা লজ্জা ও শীল সম্পন্ন বলিয়া

নিজের মাতাপিতাকেও স্বীয় মাতাপিতা বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কোচ প্রকাশ করেন। অধর্মতঃ লব্ধ দ্রব্য বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মানুসারে লব্ধ আহারাদির দ্বারা কৃচ্ছ্রতাসহকারে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁহারা সর্বদা কায়বাক্যমনের শুচিতা অনুসন্ধান করেন। সেজন্য ইহারা শুদ্ধ-জীবী নামে কথিত হন। বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিবার জন্য তাঁহাদের দুঃখময় পন্থা অনুসরণ করিতে হয়।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' ছেচল্লিশ—আটচল্লিশ

একদা শ্রাবস্তীতে পাঁচশত উপাসক জেতবনে বুদ্ধের নিকট গিয়া প্রত্যেকে এক একটি শীল পালন করে বলিয়া নিজেদের প্রশংসা করিতেছিল। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ পঞ্চশীলের[১] গুণ বর্ণনা করিয়া এ গাথায় তাদের উপদেশ দিলেন :

মর্মার্থ—এই জগতে যাহারা প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা-ভাষণ ও নেশাদ্রব্য সেবন করে, তাহারা স্বীয় ক্ষেত্র, কৃষি কর্মাদি প্রয়োজনীয় কর্তব্যে অবহেলা করিয়া থাকে। তাহাতে তাহারা ইহ-জন্মেই নানাবিধ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া নিজের সুখ ও সমৃদ্ধির পথ কণ্টকময় করে। সেজন্য বুদ্ধ সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিতেছেন—'হে মানব মণ্ডলী, যদি তোমরা লোভ ও পাপানুষ্ঠানে সংযত না হও, তাহাতে তোমরা দীর্ঘকাল দুঃখ ও অনুতাপ ভোগ করিবে। যাহাতে তোমাদের ইহ ও পরলোকে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়, সেরূপ পথ অনুসরণ কর।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' উনপঞ্চাশ—পঞ্চাশ

শ্রাবস্তীতে তিষ্য দহর নামক একজন ভিক্ষু খাদ্য-ভোজ্য প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া দায়কদের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এ প্রসঙ্গে জেতবনে

১ পঞ্চশীল গৃহস্থ বৌদ্ধদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। প্রাণীহত্যা, চুরি, পরদার-লঙ্ঘন, মিথ্যাকথন ও মদ্যদ্রব্য সেবন—এই পঞ্চবিষয়ে বৌদ্ধগণের সম্পূর্ণ সংযম অবলম্বন করিতে হয়।

বুদ্ধের নিকট উত্থাপন করা হইলে তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া এই গাথা বলিলেন—

মর্মার্থ—দায়কগণ নিজের ভক্তি ও বিশ্বাস অনুসারে উত্তম কিংবা নিকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রী দান করিয়া থাকেন, তখন যদি গ্রহীতা ভিক্ষু 'আমি অল্প পরিমাণ কিংবা নিকৃষ্ট বস্তু পাইলাম' এরূপ মনে সঙ্কীর্ণতা আনয়ন করে, তাহাতে সে দিবারাত্র কোন সময়ে শান্তি পায় না, উপচার কিংবা অপর্ণাধ্যান ও মার্গফল উৎপাদনে সফল কার্য হয় না করেন। যিনি যথা-লব্ধ বস্তুতে এমন সন্তুষ্ট থাকেন যে, মনে কোন প্রকার চাঞ্চল্য উৎপন্ন হয় না, তিনিই মানসিক শান্তিতে ভরপুর হইয়া নির্বাণ উপলব্ধি করেন।

আখ্যানভাগ : দুইশ' একান্ন

শ্রাবস্তীবাসী পাঁচজন ভিক্ষু জেতবনে বুদ্ধের নিকট ধর্ম শুনিতে গিয়া ক্ষোভ-দ্বেষ-মোহের বশবর্তী হইয়া ধর্মোপদেশের প্রতি মনোযোগ না দিয়া নিজের নিজের চিন্তায় নিযুক্ত ছিল। আনন্দ স্থবির তাঁহাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া বুদ্ধকে ইহা বলিলেন এবং বুদ্ধ এ গাথায় তাঁহাদের উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—অনুরাগের দাহিকা শক্তি অতিশয় তীব্র। বহির্দৃষ্টিতে কিছুই প্রতীয়মান হয় না, কিন্তু আভ্যন্তরীণ দহনজ্বালা দুঃসহনীয়। যক্ষ, অজগর ও কুম্ভীর প্রভৃতির আক্রমণে একমাত্র প্রাণ হারাইতে হয়। কিন্তু দ্বেষ বহু জন্ম মানুষকে প্রপীড়িত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত করে। মোহ মানুষের চিত্তকে জালাবদ্ধ পাখির ন্যায় বিজড়িত করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন করে। পাখি যেমন জালের গণ্ডী অতিক্রম করিতে না পারিয়া ব্যাধের কবলে পড়ে, সেরূপ মানুষও মোহজালাবদ্ধ হইয়া সংসারাকর্ষণে মুক্তি পথের সন্ধান পায় না। গঙ্গানদীর জোয়ার-ভাটা আছে। কিন্তু তৃষ্ণানদীর ন্যূনতা ভিন্ন পূর্ণতা নাই। ইহাতে বশীভূত হইয়া জীব অপরিসীম দুঃখ ভোগ করে।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' বায়ান্ন

একদা বুদ্ধ মণ্ডকশ্রেষ্ঠী, তাঁহার পত্নী চন্দ্রপদ্মা ও পুত্র ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠী পুত্রবধূ সুমনাদেবী, পৌত্রী বিশাখা ও ভৃত্য পূর্ণের স্রোতাপত্তিফল লাভের হেতু দেখিয়া শ্রাবস্তী হইতে অঙ্গ রাজ্য পদার্পণ করিয়া তদীয় নগরের নিকটবর্তী জাতীয়বনে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রেষ্ঠী স্বীয় নগরে বুদ্ধের আগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য যাইতেছিলেন। তখন বুদ্ধমতবিরোধী সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে বুদ্ধের নিকট যাইতে নিষেধ করিল। তিনি তাঁহাদের কথা না মানিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্মকথা শ্রবণ করতঃ স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। পরে তিনি সন্ন্যাসীদের কথা বুদ্ধকে বলিলে তিনি এ গাথার উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—অন্যের দোষানুসন্ধানে মানুষ আনন্দ পায়। সেজন্য অপরের কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিলে তাহা সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়ায়, কিন্তু সেখানে সকলে নিজের দোষ গোপন করিয়া রাখে।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' তিপ্পান্ন

শ্রাবস্তীর জনৈক ভিক্ষু সকলের দোষানুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ভিক্ষুরা তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে বুদ্ধ সেই ভিক্ষুর নিন্দা করিয়া এই গাথার উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—যে ব্যক্তি সর্বদা পরের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র দোষদর্শন ও পরনিন্দায় ব্যাপৃত থাকে, তাহার কাম, ভব, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা আস্রবসমূহ বাড়িতে থাকে। সে যেই অর্হত্বগুণে তৃষ্ণাঙ্কুর সম্ভব হয়, তাহা হইতে অতিশয় দূরে অবস্থান করে।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' চুয়ান্ন—পঞ্চান্ন

কুশী নগরে বুদ্ধ পরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত হইলে পরিব্রাজক সুভদ্র[১] নিজের সন্দেহ বিনোদন করার জন্য বুদ্ধের নিকট আসিয়া তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বুদ্ধের উত্তর শুনিয়া সুভদ্র অনাগামী ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মর্মার্থ—আকাশ যেমন শূন্যময় এবং ইহার বর্ণাকৃতি প্রদর্শন করা যায় না, সেরূপ মার্গফল লাভী কোন শ্রমণ নাই। জগতে প্রাণীমাত্রেই তৃষ্ণা মিথ্যা দৃষ্টি ও মান প্রপঞ্চে নিমগ্ন, তথাগতগণ সর্বপ্রকার প্রপঞ্চবিহীন। তাঁহারা পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে সমস্তই অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুররূপে পর্যবেক্ষণ করেন। সেজন্য তাঁহারা তৃষ্ণা-মান প্রভৃতি ছিন্ন করিয়া অবিচলিত অবস্থায় বাস করেন।

ধম্মট্‌ঠবগ্‌গো—(১৯)
ধার্মিক

আখ্যান ভাগ ঃ দুইশ' ছাপ্পান্ন-সাতান্ন

একদিন কয়েকজন ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাচরণে বাহির হইলে হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হইল, তখন তাঁহারা নিকটবর্তী এক বিচারালয়ে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে সময়ে তথায় একজন বিচারক বিচার-

১ পরিব্রাজক সুভদ্র বুদ্ধের শেষ সাক্ষাৎশিষ্য। বুদ্ধের পরিনির্বাণের অল্প কাল আগেই তিনি, বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীর্ঘনিকায়ের 'মহাপরি-নির্বাণসুত্তে' অপর একজন সুভদ্রের উল্লেখ আছে। সে বৃ কালে প্রব্রজ্যালাভ করিয়াছিল। সে বুদ্ধের পরিনির্বাণে আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিল, গৌতমের মৃত্যুতে আমরা বিনয়ের খুঁটিনাটি হইতে মুক্ত হইলাম। এখন আমরা যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারিব। এজন্যই মহাকাশ্যপ স্থবির ধর্মের পবিত্রতা রক্ষাকল্পে মগধরাজ অজাতশত্রুর সাহায্যে রাজগৃহে প্রথম মহাসঙ্গীতি আহবান করিয়াছিলেন।

কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ভিক্ষুরাও কৌতূহলভরে তাঁহাদের বিচারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, বিচারক এক পক্ষের উৎকোচ গ্রহণ পূর্বক পক্ষপাতপূর্ণ বিচার করিতেছিলেন। বৃষ্টিপাত বন্ধ হইলে ভিক্ষুরা জেতবনে বুদ্ধের নিকট গিয়া বিচারকের পক্ষপাতপূর্ণ বিচারের কথা বলিলেন। বুদ্ধ তাহা শুনিয়া প্রকৃত বিচারকের গুণ বর্ণনাচ্ছলে এ গাথায় উপদেশ দিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যে বিচারক বিচারাসনে বসিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া পক্ষপাতিত্ব করে, মোহের অধীন হইয়া উৎকোচগ্রহণ পূর্বক জয়লাভীকে পরাজিত করে এবং ভয়বশতঃ বিত্তশালী লোকের পক্ষাবলম্বনপূর্বক অন্যায়ভাবে পরাজিতকে জয়ী করে, সে ব্যক্তি ন্যায়বিচারক নহে। যে পণ্ডিত ব্যক্তি সত্য-মিথ্যা উভয় দিক বিবেচনা করিয়া সুবিচার করেন এবং অন্যায় বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বেচ্ছাচারিতা, দ্বেষ ও ভয়, মোহ (অজ্ঞানতা) সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ন্যায়-অন্যায় কর্মানুযায়ী নিরপরাধ ও অপরাধী সাব্যস্ত করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক ও ন্যায় বিচারক।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' আটান্ন

শ্রাবস্তীর ছয়জন ভিক্ষু অতিশয় পাণ্ডিত্যাভিমানী ছিলেন। তাঁহারা অন্যান্য সকলকে হেয় করিয়া সর্বত্র নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেন। ভিক্ষুরা জেতবনে বুদ্ধকে এ বিষয় জ্ঞাপন করিলে তিনি এ গাথা বলিলেন—

মর্মার্থ—যে ব্যক্তি শুধু বক্তৃতাবহুল ও বাক্য বিশারদ হয়, সে পণ্ডিত-রূপে গণ্য হয় না। যিনি সর্বদা ধৈর্যশীল শান্ত, ভয়হীন ও পরের ভয়ের কারণ না হইয়া শত্রুবিহীন হইয়া বাস করেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' উনষাট

জনমানবহীন এক বনে একজন বৃদ্ধ অর্হৎ মহাস্থবির বাস করিতেন। তিনি কেবল একটি মাত্র গাথা আবৃত্তি করিতে জানিতেন। তিনি

উপোসথদিনসমূহে ধর্মোপদেশ স্বরূপ সেই গাথাটি আবৃত্তি করিতেন। বনের দেবতারা তাহা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে বনভূমি মুখরিত করিয়া সাধুবাদ দিত। একদিন তথায় দুইজন ত্রিপিটকধর ভিক্ষু গিয়াছিলেন। মহাস্থবির তাঁহাদের ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ধর্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলে বনের কোন দেবতা সাধুবাদ প্রদান করিল না। তখন মহাস্থবির তাঁহার সেই গাথাটি আবৃত্তি করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বনদেবতাদের সাধুবাদ ধ্বনিতে বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। জেতবনে এই ঘটনা বুদ্ধকে বলিলে তিনি প্রকৃত ধর্মধরের গুণ বর্ণনাচ্ছলে এ গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—কেহ বহু ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন, ধারণ কিংবা অধ্যাপনা দ্বারা ধর্মধর হইতে পারে না। যিনি অল্প পবিত্রাণ ধর্ম শ্রবণ করিয়া জ্ঞান ও চিন্তা দ্বারা অর্থ সম্যকরূপে অবগত হইয়া ধর্মাচরণে রত হইয়া থাকেন, নাম কায়দ্বারা চতুরার্যসত্য মনশ্চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন এবং অদ্যই মার্গ-ফল লাভ করিব। এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পে ও অদম্য উৎসাহে স্মৃতি সাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন, তিনিই প্রকৃত ধর্মধররূপে অভিহিত।

আখ্যানভাগঃ দুইশ' ষাট—একষট্টি

একদিন জেতবনে লকুণ্ঠ ভাদ্দিয় নামক একজন বামন জাতীয় অর্হৎ ভিক্ষু বুদ্ধের পরিচর্যা করিয়া গন্ধকুটী হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন। সে সময় ত্রিশজন বনবিহারী ভিক্ষু বুদ্ধ দর্শনে তথায় গিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ছোট শ্রামণের মনে করিয়াছিলেন। বুদ্ধ তাঁহাদের মনোবৃত্তি অবগত হইয়া লকুণ্ঠক ভাদ্দিয় স্থবিরের অর্হত্ব প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করিয়া এ গাথায় উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—যাঁহার শিরকেশ শুভ্র হয় তাঁহাকে স্থবির বা প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি বলা যায় না। যাঁহার চতুরার্যসত্য সুপরিজ্ঞাত এবং যিনি নব লোকোত্তর ধর্মে অবস্থিত, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এই চারি ব্রহ্ম

বিহারগুণে পরিপূর্ণ, শীল সংরক্ষণ ও ইন্দ্রিয় সংযমে রত ও মার্গফল লাভে সমস্ত ক্লেশমল অপনোদন করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত এবং স্থির গুণসম্পন্ন, তিনিই স্থবির নামে উক্ত হন।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' বাষট্টি—তেষট্টি

এক সময় জেতবনে শ্রামণেরগণ তাহাদের গুরু ভিন্ন অন্য কাহারও পরিচর্যা করিত না। ইহাতে কয়েক জন ভিক্ষু নিজেরা পাতিত হইয়াও কোন শ্রামণের তাঁহাদের নিকট অধ্যয়ন করিতে আসে না এবং তাঁহাদের কোন পরিচর্যা লাভ করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া বুদ্ধকে বলিলেন যে, শ্রামণেরগণ তাঁহাদের নিকট যেন অধ্যয়ন করিতে আসে। বুদ্ধ তাঁহাদের স্বার্থপর মানসতা জ্ঞাত হইয়া এ গাথায় উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—কোন ব্যক্তি বাক্‌যুদ্ধে পটু ও রূপলাবণ্যময় হইয়াও যদি অপরের লাভ সৎকারে ঈর্ষা উৎপাদন করে, স্বীয় সম্পত্তিতে কৃপণতা করে এবং প্রবঞ্চক হয়, সে সজ্জন নামে পরিচিত হইতে পারে না। যিনি উপরোক্ত দোষসমূহ অর্হত্ত্বমার্গজ্ঞানে সমূলে ধ্বংস করিয়া নির্মল প্রজ্ঞার সমল কৃত তিনিই সজ্জন নামে উক্ত হন।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' চৌষট্টি—পঁয়ষট্টি

শ্রাবস্তীতে হস্তক নামে একজন ভিক্ষু বুদ্ধমতবিরোধী পরিব্রাজকদের তর্কে পরাজিত না করিয়াও পরাজিত করিয়াছে বলিয়া জনসাধারণের নিকট নিজের মিথ্যা কৃতিত্বের কথা গাহিয়া বেড়াইতেছিল। ভিক্ষুরা জেতবনে বুদ্ধকে একথা বলিলে তিনি তাহার নিন্দা করিয়া এ গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—শীল সাধনাবিহীন কপট ব্যক্তি শুধু মস্তক মুণ্ডনে শ্রমণ হইতে পারে না। যিনি ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রকার পাপ প্রশমন করিয়াছেন, তিনি প্রকৃত শ্রমণ।

আখ্যানভাগ ঃ ছেষট্টি—সাতষট্টি

শ্রাবস্তীর একজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধমতবিরোধী পরিব্রাজকদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাচরণে জীবন ধারণ করিতেন। তিনি একদিন বুদ্ধের নিকট গিয়া বুদ্ধ তাঁহাকে ভিক্ষু বলিয়া স্বীকার করেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিম্নোক্ত গাথার তাঁহাকে ভিক্ষুর গুণ বর্ণনা করিলেন—

মর্মার্থ—যদি কেহ শুধু পরগৃহে ভিক্ষা করিয়া ধর্মনীতির বিরুদ্ধ আচরণ করে এবং আধ্যাত্মিক সাধনার রত না থাকে, সে কখনও ভিক্ষু হইতে পারে না। যিনি পাপ-পুণ্যকে মার্গ ব্রহ্মচর্য প্রভাবে প্রবাহিত করিয়া ব্রহ্মচর্যশীলাচরণে রত থাকেন এবং এই পঞ্চস্কন্ধের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক স্বভাবধর্ম পরিজ্ঞাত হইয়া জ্ঞানদ্বারা পাপসমূহের বিনাশ করেন তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু নামে অভিহিত হন।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' আটষট্টি—উনসত্তর

শ্রাবস্তীতে ভিক্ষুরা জনসাধারণকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলে তাহারা ভিক্ষুদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া অধিকতরভাবে তাঁহাদের পূজা সম্মান করিতে লাগিল। পরিব্রাজকগণ মৌন থাকিয়া নিজেদের গুরুত্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিল। ইহা বুদ্ধের কর্ণগোচর করা হইলে তিনি এ গাথা বলিলেন—

মর্মার্থ—মৌন পন্থা অবলম্বনে যাহার মার্গজ্ঞান উৎপন্ন হয় তিনি মুনি নামে খ্যাত। কিন্তু যে অবিজ্ঞ ব্যক্তি বৃথা মৌনতা অবলম্বন করে, সে কখনও 'মুনি' হইতে পারে না। যেমন মানদণ্ড দ্বারা পরিমাপ কালে অতিরিক্ত দ্রব্য অপসারণ করা হয় এবং ন্যূন হইলে প্রক্ষেপ করা হয়, সেরূপ যে জ্ঞানী ব্যক্তি পাপ-পুণ্য পরিমাপ করিয়া অকুশল সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শীলসমাধি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পঞ্চস্কন্ধের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বশে বিভাগ করিতে সমর্থ হন, তিনিই প্রকৃত 'মুনি' নামে খ্যাত হন।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' সত্তর

একদা শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ ভিক্ষাচরণে বাহির হইয়া পথে একজন মৎস্য শিকারীকে দেখিতে পাইয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। মৎস্য শিকারী বুদ্ধের সদ্ধর্ম শ্রবণ করিয়া স্রোতাপত্তিফল লাভ করার পর হইতে চিরতরে প্রাণী হত্যা বর্জন করিলেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নোক্ত গাথায় প্রকৃত আর্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলেন—

মর্মার্থ—জীব হিংসা না করিলে আর্য বা নিষ্পাপ হয় না, যাঁহার মন বিশ্বে সর্বজীবের প্রতি উদার ও মৈত্রীভাবে পরিপূর্ণ, তিনিই যথার্থ আর্য নামে অভিহিত হন।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' একাত্তর—বাহাত্তর

কয়েকজন শীলবান ও পণ্ডিত ভিক্ষু ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা যে কোন সময়ে ইচ্ছা করিলেই অর্হত্ব লাভ করিতে পারিবেন। একদিন তাঁহারা বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় বুদ্ধের নিকট ব্যক্ত করিলেন। তথাগত বুদ্ধ উপদেশচ্ছলে এই গাথা আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—শুধু চতুর্পারিশুদ্ধি শীলে প্রতিষ্ঠিত, ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ ব্রত পালন ত্রিপিটক বুদ্ধবচন অধ্যয়ন, অষ্টবিধ সমাধিলাভ ও নির্জন বাস করিয়া জনসাধারণের অগম্য অনাগামী সুখ অনুভব করিলেও নির্বাণ প্রত্যক্ষ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নহে। যতক্ষণ না তৃষ্ণাক্ষয় করিয়া অর্হত্বজ্ঞান লাভ করা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ভববন্ধন মুক্ত হইয়াছি বলিয়া ধারণা করা সাধকের পক্ষে উচিত নহে।

মগ্‌গবগ্‌গো—(২০)

মার্গ পথ

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' তিয়াত্তর-ছিয়াত্তর

একবার বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ সঙ্গে কিছুদিন জনপদ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় জেতবনে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। একদিন বুদ্ধের সঙ্গে ভ্রমণকারী সেই ভিক্ষুগণ অতিথিশালায় গিয়া তাঁহাদের ভ্রমণ-পথের সুগমতা ও দুর্গমতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। বুদ্ধ তাঁহাদের অর্হত্বের হেতু দেখিয়া তথায় আসিয়া তাহাদের আলোচ্য বিষয় জানিয়া লৌকিক পথ সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় রত হইয়া আর্য মার্গের সন্ধান করিতে এ গাথায় উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—মুক্তি লাভের জন্য বিবিধ প্রকার পথের নির্দেশ আছে। তাহার মধ্যে সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ উদ্যম স্মৃতি, সম্যক সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ সমন্বিত আর্যমার্গকে আশ্রয় করিলে মিথ্যাদৃষ্টি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া চতুরার্যসত্য প্রত্যক্ষ করিবার উপায় পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। সেজন্য ইহা শ্রেষ্ঠ। দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায়—এই চতুরার্য-সত্য সত্যসমূহের মধ্যে উত্তম, ইহার উপলব্ধিতে জীবের দুঃখের অবসান হয় এবং পরম শান্তির সন্ধান মিলে। সংস্কৃত বা অসংস্কৃত অথবা ঘাত-প্রতি-ঘাতযুক্ত ও ঘাত-প্রতিঘাতের বহির্ভূত সর্বপ্রকার স্বভাবধর্মসমূহের মধ্যে নির্বাণপ্রবণ বিরাগ শ্রেষ্ঠ। বিরাগ বা নির্জন জরা-মৃত্যুর অতীত এবং শান্তি ও আনন্দে পরিপূর্ণ। দেব-নর প্রভৃতির মধ্যে দ্বিপদ যতপ্রাণী আছে, তন্মধ্যে জ্ঞানচক্ষু সম্পন্ন তথাগতই শ্রেষ্ঠ। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই মোহমায়ার অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দৃষ্টি বিশুদ্ধ করে। দৃষ্টি বিশুদ্ধির ইহাই একমাত্র পথ। এই পথ অনুসরণ না করিলে মুক্তির সন্ধান পাওয়া

যায় না। সুতরাং পঞ্চ মারবিজয়ী[1] এই পথ অনুসরণ করিয়া দুঃখের মূলোচ্ছেদ কর। আমি (বুদ্ধ) নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা জানিয়া বলিতেছি—ইহা অন্তরের রাগশল্য প্রভৃতি সমূলে উৎপাটন করে। সে জন্য আমি বহুজনের হিত সুখের জন্য এই পথ নির্দেশ করিয়াছি। আমি উপদেষ্টা মাত্র। উদ্যোগ প্রচেষ্টা তোমরাই করিবে। যাহারা এই পথ অবলম্বন করিয়া মার বন্ধন ছিন্ন করিবে তাহারাই মুক্তি ও আনন্দের সন্ধান পাইবে।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' সাতাত্তর—উনাশি

পাঁচশত ভিক্ষু বনে ধ্যান সাধনায় সফলতা অর্জন করিতে না পারিয়া জেতবনে বুদ্ধের নিকট আসিলেন। তিনি তাঁহার মানসতা জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদের নিম্নোক্ত গাথায় অনিত্য, দুঃখ অনাত্মা ভাবমূলক উপদেশ প্রদানচ্ছলে এ গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—কাম, রূপ ও অরূপভবে উৎপন্ন সংস্কার বা স্কন্ধ (অবয়ব) সেই সেই ভবেই নিরুদ্ধ হয় বলিয়া এই পঞ্চস্কন্ধ অনিত্য (পরিবর্তনশীল ও ক্ষণভঙ্গুর), দুঃখ ও অনাত্ম। যখন সাধক বিদর্শনজ্ঞানে পঞ্চস্কন্ধের অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মস্বভাব দর্শন করেন, তখন তিনি স্কন্ধ রক্ষণাবেক্ষণে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। এই উৎকণ্ঠার সমাধিমগ্ন হইয়া তিনি দুঃখসত্যকে উপলব্ধি করেন, সমুদয় সত্যকে গ্রহনযোগ্য মনে করেন। নিরোধসত্যকে প্রত্যক্ষরূপে সাক্ষাৎ করেন এবং দুঃখ নিরোধের উপায়-সত্যকে অনুধ্যানের (ভাবনার) যোগ্য বিবেচনা করেন। এরূপে তিনি চতুরার্য সত্যে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ বা নির্বাণ প্রত্যয়ের ইহাই একমাত্র পথ।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' আশি

শ্রাবস্তীর পাঁচশত শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বুদ্ধের নিকট ভিক্ষু ধর্ম গ্রহণ করিয়া ধ্যানসাধনার জন্য অরণ্যে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন

১ পঞ্চমার ঃ স্কন্ধ, মৃত্যু, ক্লেশ, দেবপুত্র ও অভিসংস্কার।

জেতবনে বহিয়া গেলেন। অবিশষ্ট ভিক্ষুরা ধ্যানসাধনায় অর্হত্ব লাভ করিয়া পুনরায় জেতবনে বুদ্ধের নিকট আসিলেন। বুদ্ধ তাঁহাদের সঙ্গে মধুর আলাপ করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া ভিক্ষুটি নিজে বুদ্ধের সঙ্গে আলাপ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া অনুতপ্ত হইয়া অর্হত্ব লাভের আশায় সেইরাত্রেই ধ্যান নিবিষ্ট হইয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি রাত্রিতে ধ্যান হইতে উঠিয়া ইতস্ততঃ পায়চারি করিতে করিতে হঠাৎ এক প্রস্তরখণ্ডে আঘাত পাইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন এবং উচ্চঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। চীৎকার শুনিয়া তাঁহার সেই অর্হৎ ভিক্ষু বন্ধুরা আসিয়া তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে বুদ্ধ তাহা জানিয়া তাঁহার (সেই ভিক্ষুর) কর্ত্তব্য ত্রুটির কথা বলিলেন।

মর্মার্থ—যে ব্যক্তি সমর্থ-বিদর্শন সাধনার উপযুক্ত সময়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া বৃথা সময় নষ্ট করে, যুবক ও বলসম্পন্ন হইয়া আলস্যে কালাতিপাত করে এবং অসৎ চিন্তায় চিত্তকে জর্জরিত করিয়া অবসন্ন ও দুর্বল হইয়া পড়ে, সে ব্যক্তি বিদর্শন শুনিয়া আর্যমার্গ উপলব্ধি করিতে পারে না।

অখ্যানভাগ ঃ দুইশ' একাশি

একদা রাজগৃহে মহামৌদগল্যায়ন স্থবির গৃধকুট পর্বতে একটি বিরাট শূকরমুখ দেখিতে পাইলেন। তাহার শরীর মনুষ্যাকৃতি এবং মুখে লেজ দেখা যাইতেছিল। তিনি এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া বেনুবনে বুদ্ধের নিকট আসিয়া এই সম্পর্কে বুদ্ধকে বলিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে এই প্রেতের পূর্ব জন্মের কথা বলিলেন। অতীতে কাশ্যপবুদ্ধের সময়ে এই প্রেত একজন ভিক্ষু ছিল। সে লোভের বশবর্তী হইয়া ভেদ কথায় দুইজন ভিক্ষুর বহুদিনের বন্ধুত্ব নষ্ট করিয়াছিল। পরিণামে সে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বর্তমানে শূকরমুখ প্রেতরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এ প্রসঙ্গে ভিক্ষুদের তিনি নিম্নোক্ত গাথা উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—মিথ্যা, পিশুন, পরুষ এবং সম্প্রলাপ—এই চতুর্বিধ বাচনিক পাপ পরিহার ; অভিধ্যা (পরসম্পত্তিতে লোভ), ব্যাপাদ (দ্বেষ) ও মিথ্যা-দৃষ্টি (ভ্রান্ত ধারণা)—এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ চিত্তে অনুৎপাদন এবং প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার—এই ত্রিবিধ কায়িক পাপ সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া উপরোক্ত (কায়িক, বাচনিক ও মানসিক) ত্রিবিধ কর্মপথকে পবিত্র রাখিয়া বুদ্ধ কর্তৃক জ্ঞাত এবং প্রচারিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

আখ্যানভাগ : দুইশ' বিরাশি

শ্রাবস্তীর পোট্ঠিল নামক জনৈক ভিক্ষু ত্রিপিটক পারদর্শী হইয়া ভিক্ষুদের অধ্যাপনা করিতেন। কিন্তু ধ্যান ধারণার প্রতি তাঁহার মোটেই মনোযোগ ছিল না। সে জন্য বুদ্ধ তাঁহার মনের পরিবর্তনের জন্য সর্বদা তাঁহাকে 'তুচ্ছ পোট্ঠিল' বলিয়া ডাকিতেন। একদিন তিনি বুদ্ধের মনের ভাব বুঝিয়া পাত্রচীবর লইয়া অরণ্যবিহারে চলিয়া গেলেন। তথায় পূর্ব হইতে ত্রিশজন অর্হৎ ভিক্ষু বাস করিতেন। তিনি তাঁহাদের নিকট গিয়া পাণ্ডিত্যের অভিমান ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নির্দেশে ধ্যান সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। বুদ্ধ জেতবন হইতে তাঁহার ধ্যানে একনিষ্ঠ মনোযোগ দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশে দিব্যশক্তিতে নিম্নোক্ত গাথা বলিলেন—

মর্মার্থ—জ্ঞানের উৎস ধ্যানে। ধ্যানযোগে মনের একাগ্রতা সম্পাদন ও বিষয়বস্তুর সম্যক বিশ্লেষণে মনে জ্ঞানের আলোকপাত হয়। ধ্যানের সা না ও অনুশীলনের অভাবে চিত্ত চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করে এবং চিত্তে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সেইজন্য এই দ্বিবিধ পন্থা সম্যকরূপে জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য ধ্যান সাধনায় নিমগ্ন হইতে হইবে।

আখ্যানভাগ : দুইশ' তিরাশি—চুরাশি

শ্রাবস্তীর পাঁচজন ধনী ব্যক্তি বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু হইলেন। তাঁহাদের একজনের গৃহস্থ জীবনের সহধর্মিণী সর্বদা

তাঁহাদের সকলকে সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেন। তাহাতে তাঁহারা রসাল ব্যঞ্জনের লোভে প্রত্যহ তাঁহার নিকট ভিক্ষার্থ যাইতেন। একদিন তিনি হঠাৎ উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহারা বান্ধবীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তথায় গিয়া শবদেহ পরিবেষ্টিত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভিক্ষুরা ইহা দেখিয়া তাঁহাদের লইয়া বুদ্ধের কাছে গেলে বুদ্ধ তাঁহাদের এ গাথায় উপদেশ দিলেন—

মর্মার্থ—ভগবান বুদ্ধ নব প্রব্রজিত (দীক্ষিত) ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, 'তোমরা বনচ্ছেদন কর'। ইহাতে তাঁহারা মনে করিলেন যে, বুদ্ধ তাঁহাদিগকে বন-জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিতে বলিতেন। তখন তাঁহারা বনের বৃক্ষাদি ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। তাহা দেখিয়া বুদ্ধ বলিলেন—'আমি তোমাদিগকে রাগ-দ্বেষ-মোহ প্রভৃতি কলুষবন[১] ছেদন করিতে বলিতেছি—বৃক্ষবন ছেদন করিতে বলিতেছি না।' প্রাকৃতিক বন-জঙ্গল যেমন শ্বাপদ সঙ্কুল, সেরূপ অন্তরের কলুষবন জন্ম, জরা, ব্যাধি মৃত্যু প্রভৃতিতে ভয়পূর্ণ। সেজন্য বুদ্ধ উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন—'মনের কলুষবন ও বনথ নামে অভিহিত আনুষঙ্গিক কলুষরাশিকে সমূলোচ্ছিন্ন করিয়া নিষ্কলুষ হও।' যদি কিছু মাত্রও তৃষ্ণা থাকে, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া অসীম দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

আখ্যানভাগঃ তুইশ' পঁচাশি

শারীপুত্র স্থবিরের একজন সুবর্ণকার ভিক্ষু শিষ্য তাঁহার নিকট ধ্যানানুশীলনের জন্য বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি পরম উৎসাহে সাধনায় মগ্ন হইয়া কৃতকার্য হইতে না পারিয়া গুরুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি তাহাকে জেতবনে বুদ্ধের নিকট লইয়া গিয়া

১ এখানে বৃহৎ বৃক্ষসমূহকে বন এবং সেই বনের ক্ষুদ্র বৃক্ষসমূহকে বনথ বলা হইয়াছে। পূর্বে উৎপন্ন বৃক্ষগুলিকে বন এবং পরে উৎপন্ন লতাগুল্মাদি ছোট বৃক্ষকেও বনথ বলা হয়। সেজন্য ভবে আকর্ষণকারী বৃহৎ কলুষগুলি বন এবং তাহা প্রতিসন্ধি ও বিপাকদান কালে বনথ নামে অভিহিত হয়।

আদ্যোপান্ত ঘটনা বলিলেন। বুদ্ধ তাঁহার মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া তদনুরূপ ধ্যানবিষয় প্রদান করিলেন। তিনি সেই বিষয়ে ধ্যানমগ্ন হইয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইলে বুদ্ধ অলৌকিক শক্তিতে নিম্নোক্ত গাথার উপদেশ প্রদান করিলে তিনি অর্হত্বপ্রাপ্ত হইলেন—

মর্মার্থ—অর্হত্বমার্গে নিজের তৃষ্ণাকে উচ্ছেদ করিয়া নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়া শান্তি পথ অনুসরণ কর।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' ছিয়াশি

বারানসীর মহাধন বণিক শ্রাবস্তীতে গিয়া বস্ত্র ব্যবসায়ের জন্য দোকান খুলিয়া বসিলেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে ব্যবসা করিবেন মনস্থ করিলেন। একদিন বুদ্ধ ভিক্ষাচরণে বাহির হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া মৃদু হাসিলেন। আনন্দ স্থবির তাঁহার হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সপ্তাহের মধ্যে মহাধন বণিকের মৃত্যুর কথা বলিলেন। আনন্দ স্থবির বুদ্ধের অনুমতিতে এই বিষয়ে মহাধন বণিককে বলিলেন। ইহাতে বণিক উদ্বেগচিত্তে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে আহার্য দ্রব্যাদি দানে পুণ্যার্জন করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে বণিককে উপদেশ প্রদানচ্ছলে বুদ্ধ এ গাথা বলিলেন—

মর্মার্থ—এই স্থানে এই এই কাজ করিয়া বর্ষা যাপন করিব এবং সেরূপ হেমন্ত ও গ্রীষ্মকালে এই এই স্থানে থাকিয়া এই এই কাজ করিয়া দিনাতিপাত করিব—অজ্ঞ ব্যক্তি এই সব চিন্তায় ব্যস্ত থাকিয়া নিজের ইহ-পরলৌকিক মঙ্গলের কথা ভাবিতে পারে না এবং কোন্ সময়ে, কোন্ স্থানে কত বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইবে, সেই ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার অবসর পায় না।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' সাতাশি

শ্রাবস্তীর কৃশাগোতমী নাম্নী একজন শ্রেষ্ঠি পুত্রবধূ তাঁহার একমাত্র পুত্রবধূকে হারাইয়া জেতবনে গিয়া বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলেন। তখন বুদ্ধ শোকবিধুরা রমণীকে এ গাথায় উপদেশ প্রদান করিলেন—

মর্মার্থ—'আমার পুত্র রূপবান, বলসম্পন্ন, পণ্ডিত ও সকল বিষয়ে সুদক্ষ, আমার গরুগুলি সুন্দর, নিরোগ ও ভারবহনে সমর্থ এবং গাভীগুলি প্রচুর পরিমাণে ক্ষীর প্রদান করে।'—এরূপ ভাবিয়া যে ব্যক্তি মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া পুত্র, পশু, হিরণ্য, সুবর্ণ প্রভৃতি পার্থিব বিষয় সম্পদের প্রতি ব্যাসক্তচিত্ত হয়, সে ব্যক্তি নিজের বাসনা কামনার তৃপ্তি সাধনের পূর্বেই অতর্কিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া নরকে উৎপন্ন হওয়ার পর অসীম যন্ত্রণা ভোগ করে।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' আটাশি—উননব্বই

শ্রাবস্তী নগরের 'পটাচারা' নাম্নী একজন শ্রেষ্ঠিকন্যা একই সময় স্বামী, পুত্র, পিতা, মাতা এবং ভ্রাতার মৃত্যুতে আত্মহারা হইয়া উম্মাদিনী বেশে জেতবনে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তথাগত বুদ্ধ প্রিয় বিয়োগকাতরা পটাচারার শোক নিবারণ করার উদ্দেশে নিম্নোক্ত গাথায় উপদেশ দিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—পুত্র, পিতা বা জ্ঞাতিগোত্র, বন্ধুবান্ধব কেহই মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। পুত্র-কন্যা বা জ্ঞাতিগোত্র, বন্ধুবান্ধব মাতাপিতা বা অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন শ্রমসাধ্য কাজ হইতে বিরত করিয়া রাখিতে পারে বটে কিন্তু কোন মতেই কেহ মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেনা। সেই জন্যই পণ্ডিত ব্যক্তি চতুর্পারিশুদ্ধি শীলে সংযত হইয়া নির্বাণ লাভের উপায়স্বরূপ আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ অনুসরণপূর্বক শমথ বিদর্শন ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন।

পাকিন্নক বগ্গো—(২১)
প্রবঞ্চক বা বিবিধ বর্গ

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' নব্বই

একদা বৈশালীতে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং দৈত্য-দানব ইত্যাদি অমনুষ্যগণের ভীষণ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল। বৈশালীবাসিগণ

শোকে, দুঃখে ও ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া প্রতিকার খুঁজিতে বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলেন। তখন বুদ্ধ রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। বৈশালীবাসী-দের প্রার্থনায় তথাগত বুদ্ধ রাজগৃহ হইতে বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে বৈশালীতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অলৌকিক শক্তি প্রভাবে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইয়া বৈশালীর সমস্ত দুর্গন্ধ ও আবর্জনা পরিষ্কার হইয়া গেল। তারপর তিনি আনন্দ স্থবিরের দ্বারা বৈশালীর চতুর্দিকে বুদ্ধ ধর্মসংঘ-গুণ-মন্ত্র-পূত রক্ষাবন্ধনী দ্বারা ঘেরাও করিয়া লইলেন। তাহাতেই বৈশালী নগরের আকস্মিক প্রাদুর্ভূত সর্বপ্রকার রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং অমনুষ্য ভয় দূরীভূত হইয়া গেল; আবার বৈশালী নগরে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। বুদ্ধ বৈশালীর শোক, দুঃখ, দুর্ভিক্ষ, অমনুষ্য ভয় ইত্যাদি নিবারণ করিয়া দিয়া মহাসমারোহে রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন ভিক্ষুগণ বুদ্ধের প্রতি প্রদর্শিত বিরাট সম্বর্ধনার কথা আলোচনা করিতেছিলেন। বুদ্ধ এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া বলিলেন যে, ইহা তাঁহার পূর্বজন্মের কৃত সৎকর্মেরই সুন্দর ফল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, 'আমি বহু পূর্বে এক জন্মে কোন এক প্রত্যেক বুদ্ধের মন্দিরে পুষ্পাদির দ্বারা পূজা করিয়াছিলাম, আমার সেই সৎকার্যের ফলেই এই বিরাট পূজা সৎকার ও সম্বর্ধনা লাভে সমর্থ হইয়াছি।' এই বিষয় ব্যাখ্যাচ্ছলে তিনি এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্ণ সুখ নির্বাণ প্রত্যক্ষের আশায় স্বল্প পরিমাণ সুখ প্রত্যাখ্যান করেন। অর্থাৎ নানারূপ রসাল খাদ্যভোজ্য ইত্যাদির লালসা পরিহার করিয়া তিনি উপোসথ ব্রত পালনেই তৎপর হন। তাঁহার তাদৃশ ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন করার ফলেই তিনি নির্বাণ লাভ করা রূপ পরম সুখ লাভে সমর্থ হন।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' একানব্বই

দুইজন রমণী শত্রুতার কবলে পড়িয়াছিল। জন্মজন্মান্তর দুঃখ ভোগ করিতেছিল। অবশেষে এক জন্মে তাহারা শ্রাবস্তীতে একজন যক্ষিণী

এবং অপরজন কুলনারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। কুলনারী সন্তান প্রসব করিলে যক্ষিণী ছদ্মবেশে আসিয়া কৌশলে তাহা খাইয়া ফেলিত। একদিন ঘটনাক্রমে তাহারা জেতবনে বুদ্ধের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। বুদ্ধ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিম্নোক্ত গাথায় তাহাদের উপদেশ দিয়া দীর্ঘ দিনের শত্রুতার পরিসমাপ্তি ঘটাইলেন—

মর্মার্থ—জগতে যে ব্যক্তি পরের ক্ষতি সাধন করিয়া সুখসমৃদ্ধি কামনা করে, সে ব্যক্তি শত্রুতামুক্ত হইতে পারে না। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিত্যই নানাভাবে ক্ষতিকারকের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে এবং যে কোন সুযোগেই তাহার ক্ষতি সাধন করিয়া জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া লয়। এইরূপ আচরণের দ্বারা উভয় পক্ষই সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া জন্মজন্মান্তরে নানাভাবে শত্রুতানলে দগ্ধ হইতে হইতে প্রপীড়িত হইতেই থাকে এবং বৈরিতামুক্ত হইতেই পারে না।

আখ্যানভাগঃ দুইশ' বিরানব্বই-তিরানব্বই

এক সময় ভদ্দিয় নামধারী কয়েকজন ভিক্ষু বুদ্ধের সঙ্গে জাতীয় বনে বাস করিতেন। তথায় তাঁহারা অধ্যাত্ম সাধনা ত্যাগ করিয়া নানাবিধ পাদুকা প্রস্তুত কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কারপূর্বক নিম্নোক্ত গাথায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যাহারা সাধন ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া সাধনার উপযোগী শীল পালন, অরণ্যবাস, ধুতাঙ্গব্রত সংরক্ষণ এবং ধ্যানধারণায় আত্ম-নিয়োগ না করিয়া, সাধনার অন্তরায়কর নিরর্থক কার্যে মনোনিবেশ করে, তাহাদের কাম, ভব, দৃষ্টি এবং অবিদ্যা এই আস্রবগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাঁহারা দেহের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া নিরর্থক কার্য সর্বতো-ভাবে পরিহারপূর্বক নিত্য শীলপালন এবং সাধনায় নিমগ্ন থাকেন তাঁহা-দেরই আস্রবসমূহের ক্ষয় সাধিত হইয়া থাকে।

আখ্যানভাগ ঃ তুইশ' চুরানব্বই-পঁচানব্বই

জেতবনে কযেকজন ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট বসিয়া তাঁহার ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন। তখন সেই স্থান দিয়া 'লকুণ্ঠক ভদ্দিয়' নামক একজন অর্হৎ ভিক্ষু অন্যত্র যাইতেছিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে দেখাইয়া ভিক্ষুদেরকে বলিলেন যে, 'লকুণ্ঠক ভদ্দিয়' ভিক্ষু মাতা, পিতা (তৃষ্ণা ও মান), রাষ্ট্র সানুচর এবং পঞ্চম ব্যাঘ্র হত্যা করিয়া সুখেই (নিষ্পাপ হইয়া) বিচরণ করিতেছেন। ভিক্ষুগণ বুদ্ধের এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিষয়ক ভাষণ বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি তাঁহাদিগকে এই উক্তির যথার্থ ভাব বুঝাইবার জন্য নিম্নোক্ত গাথায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—তৃষ্ণাই ত্রিভবে সত্ত্বদের জন্মজন্মান্তর পরিভ্রমণ করায় বলিয়া তৃষ্ণাকে 'মাতা' এবং আমি 'অমুক রাজা বা অমাত্য কিংবা ধনীর পুত্র' ভাবিয়া পিতার জন্য মনে যে অহমিকার বা মান-অভিমানের সঞ্চার হয় তাহাকে অর্থাৎ সেই মান বা অমিকাকে পিতা রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন রাজাকে সর্বশ্রেণীর লোকে ভজনা করে, সেরূপ জগতে যত প্রকার মতবাদ আছে সেইগুলিকে শাশ্বত ও উচ্ছেদ দৃষ্টির অন্তর্গত করা হয়।[১] সুতরাং উক্ত মতবাদদ্বয়কে ক্ষত্রিয় রাজদ্বয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বাদশ প্রকারের আয়তন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক তুল্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং ঐ রাষ্ট্রের কোষাধ্যক্ষ মন্ত্রীর ন্যায় নন্দীরাগ বা পুনঃপুনঃ অভিনন্দনকারিণী তৃষ্ণাকে অনুচররূপে অভিহিত করা হইয়াছে। ব্যাঘ্র যেমন বন্য পথে পথিকের অন্তরায় সৃষ্টি করে,

১ বুদ্ধঘোষ ইহার অর্থ করিয়াছেন—দুই ব্রাহ্মণকে (দেখ ব্রাহ্মণে)। এই দুই ব্রাহ্মণ শাশ্বত ও উচ্ছেদ দৃষ্টিকে বলা হইয়াছে। পূর্ববর্তী শ্লোকেও শাশ্বত উচ্ছেদ দৃষ্টিকে ক্ষত্রিয় রাজদ্বয় বলা হইয়াছে। এই দৃষ্টিদ্বয়কে ক্ষত্রিয় রাজদ্বয় বলার যুক্তিও টীকাকার দিয়াছেন। কিন্তু তিনি শ্রোত্রীয় রাজদ্বয় বলার কি যুক্তি আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তিনি শুধু বুদ্ধের 'দেসনা বিধি কুসলতা' (দেশনার অর্থাৎ প্রকাশ ভঙ্গির নিপুণতা) বলিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

তদ্রূপ ব্যাঘ্ররূপী পঞ্চ নীবরণ (কাম, হিংসা, আলস্য, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও সন্দেহ) কে ক্ষীণাস্রব ব্রাহ্মণ অর্হত্ব জ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণাস্ত্রের সাহায্য নিঃশেষে হত্যা করিয়া সর্ব দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া চিরশান্তিতে বাস করেন।

আখ্যানভাগ ঃ দুইশ' ছিয়ানব্বই-তিনশ' এক

একদিন রাজা বিম্বিসার বেনুবনে বুদ্ধের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বুদ্ধের গুণ আবৃত্তি করায় অধিক পুণ্য লাভ হয় না, ধর্মের গুণ আবৃত্তি করিলে অধিক পুণ্য লাভ হয়? তদুত্তরে ভগবান বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাগুলি বলিয়া রাজা বিম্বিসারের সন্দেহ অপনোদন করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—তথাগতের শ্রাবকগণ সতত অহোরাত্র বুদ্ধের গুণধর্মের গুণ, সংঘের গুণ, দেহের বত্রিশ প্রকার অশুচি (ঘৃণ্য) পদার্থের চিন্তা বিশ্লেষণ ও অনুশীলন করিয়া ধ্যান সাধনায় মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক স্মৃতি ধ্যানেরই সমান ফল। গৌতম শ্রাবকগণ হিংসা পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রী ও করুণা ধ্যানে দিবারাত্র অতিবাহিত করিয়া নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করেন।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' দুই

একদা বৈশালীর এক বৃজি বংশীয় রাজপুত্র ভিক্ষু হইয়া বনে ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত ছিলেন। একদিন বৈশালী নগরে মহাসমারোহে উৎসব আরম্ভ হইলে, তিনি সেই উৎসবের নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্রের মনোমুগ্ধকর শব্দ শুনিয়া পূর্বের স্মৃতি মনে করিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি সেই আনন্দ হইতে বঞ্চিত বলিয়া অনুতপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারী হইবার সঙ্কল্প করিলেন। ভিক্ষুরা মহাবনে যাইয়া এই ঘটনার বিষয় বুদ্ধকে নিবেদন করিলে তথাগত বুদ্ধ সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া নিম্নোক্ত গাথায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—অল্পবিস্তর পার্থিব ধনসম্পদ ও জ্ঞাতিমিত্রের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা বড়ই কষ্টকর। সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত

হইলেও ভিক্ষাচরণে জীবন যাপন, শীলপালন ও ধ্যানধারণায় তৃপ্তি লাভ করা অতিশয় কঠিন। গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিলেও রাজগণের রাজকৃত্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ধনোৎপাদন কর্মে নিত্য নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতে হয়। এজন্য গার্হস্থ্য জীবনও দুঃখময়। পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ ও ধার্মিক শ্রমণ ব্রাহ্মণের উপকার সাধন গৃহস্থ জীবনের অন্যতম কর্তব্য। সুতরাং ছিদ্রযুক্ত ঘট ও মহাসমুদ্রতুল্য নিত্য অভাব-অভিযোগে পরিপূর্ণ এই গার্হস্থ্য জীবনের পূর্ণতা দান করা সম্ভব নহে। জাতি, গোত্র, কুল, শীল ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতিতে সমমর্যাদা সম্পন্ন সঙ্গ লাভ করিতে না পারিলে অসম সংসর্গে বাস করাও কষ্টকর। কেননা, সর্বদা উচ্চ, নীচ ইত্যাদি মর্যাদা বিষয়ে ভেদ বিজড়িত হইয়া বাস করিতে হয়। আবার এহেন সংসারে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করাও অতিশয় দুঃখজনক। সেই জন্যই সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধন পূর্বক নির্বাণ পথের যাত্রী হইয়া পরম শান্তিতে বাস করা উচিত।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' তিন

শ্রাবস্তীর চিত্ত গৃহপতি অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও শীলবান উপাসক ছিলেন। সেজন্য তিনি সকলের নিকট অভ্যর্থনা ও সম্মান লাভ করিতেন। আনন্দ স্থবির বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া গৃহপতির এইরূপ অভ্যর্থনা ও সম্মান লাভের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথায় উপাসকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—লৌকিক, লোকোত্তর শ্রদ্ধায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত, আগারিকশীল সৌরভে বিমণ্ডিত, কীর্তি, যশ ও সপ্ত আর্যধনে[১] পরিপূর্ণ সজ্জন ব্যক্তি সর্বত্র সকলের পূজা ও সম্মান লাভ করিয়া থাকেন।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' চার

বুদ্ধের প্রধান ভক্ত মহাশ্রেষ্ঠী অনাথ পিণ্ডদের ছোট কন্যা সুভদ্রাকে উগ্রনগরে উগ্রশ্রেষ্ঠীর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু

১ সপ্ত আর্যধন যথা—শ্রদ্ধা, শীল, লজ্জা ভীতি, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা।

তাঁহার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা নিগ্রন্থ ভক্ত ছিল। বিবাহের পর সুভদ্রার শ্বশুর পত্রবধূকে তাঁহার গুরুদেবদিগকে প্রণাম করিতে বলিলে সুভদ্রা নগ্ন সন্ন্যাসী দেখিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে প্রণাম না করিয়াই চলিয়া গেলেন। ইহার পর আলোচনা প্রসঙ্গে সুভদ্রার নিকট তাঁহার শ্বশুর বুদ্ধের গুণ গাথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার গৃহে নিয়া আসার কথা বলিলেন। শ্রাবস্তী উগ্রনগর হইতে বহু দূরে অবস্থিত ছিল। সেজন্য তিনি (সুভদ্রা) প্রাসাদের উপরে আরোহণ করিয়া আট মুষ্টি পুষ্প লইয়া বুদ্ধের উদ্দেশে জেতবনের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে বুদ্ধের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আগামীকল্য তাঁহার শ্বশুর বাড়ীতে ভিক্ষান্ন গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। সেই পুষ্পগুলি জেতবনে গিয়া বুদ্ধের মস্তকোপরি চন্দ্রাতপের ন্যায় হইয়া রহিল। তখন বুদ্ধ ধর্মসভায় ধর্মোপদেশ দিতেছিলেন। ধর্মোপদেশ দান শেষ হইলে মহাশ্রেষ্ঠী অনাথ পিণ্ডদ বুদ্ধকে আগামী কল্য তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। তখন তথাগত বুদ্ধ তাঁহার শিরোপরি চন্দ্রাতপ আকারে স্থিত সুভদ্রার উৎসর্গীকৃত পুষ্পগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন যে আগামীকল্যের জন্য তিনি সুভদ্রার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। সুভদ্রা অনেক দূরদেশে থাকিয়া কিভাবে বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মহাশ্রেষ্ঠী তাহা জানিতে চাহিলেন। তখন বুদ্ধ শ্রেষ্ঠীকে এই গাথা বলিয়াছিলেন—

(পরদিন বুদ্ধ পাঁচশত ভিক্ষু সমভিব্যাহারে ঋদ্ধি শক্তি প্রভাবে আকাশমার্গে গিয়া সুভদ্রার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া তথাকার সকলকে সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।)

মর্মার্থ—শান্ত সজ্জনগণ বহু দূর হইতেই হিমালয় পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ সজ্জনগণ যত দূরেই অবস্থান করুন না কেন, তাঁহারা জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি উপশান্ত হইয়াছে

বলিবাই বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ ও শ্রাবকগণ শান্ত বলিবা অভিহিত হন। কিন্তু এখানে যাঁহাবা পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের দর্শন লাভ কবিবা এবং আশীর্বাদ-প্রাপ্ত হইবা কুশল কর্ম সম্পাদন ও ধ্যানানুশীলনে ব্যাপৃত বহিবাছেন, তাঁহাবাও শান্ত নামে অভিহিত। তাঁহাদের ন্যায পারমিতা পূর্ণকাবী শান্তগণ অতিদূবে অবস্থান কবিলেও বুদ্ধগণের জ্ঞানপথে প্রকাশিত হইবা পড়েন। যাহারা পার্থিব ভোগ সম্পদে পবিতৃপ্ত থাকিতে চায়, অথচ পাবত্রিক কর্তব্য কর্মে অবাহেলা করে এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রব্রজিত হইবা থাকে, তাহাবা বুদ্ধগণের নিকটে অবস্থান কবিলেও তাঁহাদের জ্ঞানপথে প্রকাশিত হইবা পড়ে না। সেই অপকর্মবত মূর্খগণ পূর্বজন্মের পুণ্য হেতুব অভাবে বুদ্ধগণের সদ্ধর্ম শ্রবণ কবিবাও মার্গফল লাভী হইবা নির্বাণ উপলব্ধি কবিতে পাবে না।

আখ্যানভাগ : তিনশ' পাঁচ

শ্রাবস্তীতে একজন ভিক্ষু সর্বদা একাকী বাস কবিতেন। অন্যান্য ভিক্ষুবা বুদ্ধকে এ বিষয় জ্ঞাত কবাইলে তিনি উক্ত ভিক্ষুব প্রশংসাচ্ছলে এই গাথা বলিবাছিলেন—

মর্মার্থ—সাধক ভিক্ষু যদি সহস্র ভিক্ষুর মধ্যে উপবিষ্ট থাকিযা একাগ্রমনে ধ্যান নিমগ্ন থাকেন তথাপি তাঁহাকে একাসনে উপবিষ্ট বলিযা বলা হয। যে ভিক্ষু সুবম্য প্রাসাদে, মহার্ঘ, সুচিত্রিত শয্যাস্তবণ খচিত শয্যায স-উপাধান দক্ষিণ পার্শ্বে শযন কবিবা স্মৃতি সাধনে নিমগ্ন থাকেন, তিনিও এক শয্যাশায় বলিবা অভিহিত হন। যোগী ভিক্ষু স্বীব শক্তিব উপব নির্ভব কবিবা ভিক্ষাচবণ দ্বাবা আলস্য পবিত্যাগ কবিবা চাবি ঈর্যাপথে বিদর্শন ধ্যানে নিমগ্ন থাকিযা মার্গফল লাভার্থ নিজেব মনকে সংযত কবিবা থাকেন। আত্ম-দমন কবিতে হইলে স্ত্রী, পুরুষ ও অন্যান্য শব্দহীন নির্জন বনভূমিতে অবস্থান কবাই উত্তম মনে কবিবা কলকোলাহল মুখবিত স্থান পবিত্যাগ কবিয়া নির্জন বনভূমিতে অবস্থান-পূর্বক আত্মপ্রসাদ লাভ কবেন।

নিরয় বগ্‌গো—(২২)
নরক বর্গ

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' ছয়

বুদ্ধের আবির্ভাবে বুদ্ধমত-বিরোধী শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকদের পূজা সম্মান কমিয়া গেল। তখন তাহারা প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিল। একদিন তাহারা বুদ্ধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার অভিপ্রায়ে শ্রাবস্তীতে রূপসী তরুণী সুন্দরী নাম্নী পরিব্রাজিকার শরণাপন্ন হইল এবং বুদ্ধের বিরুদ্ধে অপবাদ রটাইতে প্ররোচিত করিল। সুন্দরীও তাহাদের প্ররোচনায় প্রত্যহ সন্ধ্যা ও প্রাতে জেতবনে গিয়া ফিরিবার সময় পথে জনসাধারণের নিকট বুদ্ধের বিরুদ্ধে অপবাদ রটাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। কিছুদিন পর পরিব্রাজকগণ কয়েকজন দুর্বৃত্তকে অর্থে বশীভূত করিয়া সুন্দরীকে হত্যা করাইল। তারপর বাহিরে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, বুদ্ধের ভক্তবৃন্দ তাঁহার মানহানির ভয়ে সুন্দরীকে হত্যা করিয়াছে। বুদ্ধের নিকট এই ঘটনা প্রকাশ করা হইলে তিনি মিথ্যা ভাষণের দুঃখময় পরিণাম বর্ণনা করিয়া এই গাথা বলিয়াছিলেন— (ইহা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পরে রাজার গুপ্তচরকর্তৃক সুন্দরী হত্যার প্রকৃত তথ্য আবিষ্কৃত হইলে দুষ্কৃতিকারিগণ উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিয়াছিল।)

মর্মার্থ—যাহারা নির্দোষ ব্যক্তির নামেও মিথ্যা অপবাদ রটনা করে এবং পাপকর্ম করিয়াও অস্বীকার করিয়া বলে 'আমি করি নাই', সেইরূপ মিথ্যা অপবাদকারী ও অপরাধ অস্বীকারকারী মৃত্যুর পরও নিরয় গমন করিয়া সমান হীনগতি প্রাপ্ত হয়। যাহার পাপের মাত্রা অধিক সে দীর্ঘকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করে এবং যাহার পাপের মাত্রা অল্প সে অপেক্ষাকৃত স্বল্পকাল ব্যাপিয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

আখ্যানভাগ : তিনশ' সাত

রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবির অগ্নিতে দাহ্যমান কতকগুলি প্রেতমূর্তি দেখিয়া মৃদু হাসিলেন। বেণুবনে বুদ্ধের নিকট আসিয়া উপস্থিত হওয়ার পর তাঁহার সহচর লক্ষণ স্থবির তাঁহাকে গৃধ্রকূট পর্বতে হাস্য করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তথাগত বুদ্ধ সেই প্রেতগুলির অতীত জন্ম ও কর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে অতীতে কাশ্যপ বুদ্ধের সময় ঐ প্রেতগুলি পাপী ভিক্ষু ছিল। তাহারা এই জন্মেও তাহাদের সেই পূর্বকৃত পাপকর্মের ফল ভোগ করিতেছে ' এই প্রসঙ্গেই বুদ্ধ এই গাথা বলিয়া মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবির প্রমুখ উপস্থিত ভিক্ষুদের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিয়া অনেকে কায়মনোবাক্যে অসংযত হইয়া হীন পাপাচরণ করে। এরূপ কপট ব্যক্তিগণ স্বীয় পাপকর্ম প্রভাবে নিরয়ে উৎপন্ন হইয়া অপরিসীম দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

আখ্যানভাগ : তিনশ' আট

বৈশালী নগরে কয়েকজন ভিক্ষু নিজেদের লাভ ও পূজা সম্মান বৃদ্ধির আশায় জনসাধারণের নিকট তাহারা অলৌকিক গুণের অধিকারী বলিয়া প্রচার করিতেছিল। মহাবনে বুদ্ধের নিকট এই ঘটনার বিষয় প্রকাশ করা হইলে বুদ্ধ তাহাদিগকে ডাকাইয়া ভর্ৎসনা করিয়া উপদেশদানস্থলে এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—শ্রমণগণের পক্ষে দুঃশীল ও কায়মনোবাক্যে অসংযত হইয়া জনসাধারণকর্তৃক শ্রদ্ধা প্রদত্ত অন্নব্যঞ্জন, খাদ্যভোজ্য ইত্যাদি ভোগ করা অপেক্ষা তপ্ত লৌহগোলক গলাধঃকরণ করাই উত্তম। কেননা, ইহাতে একজন্ম মাত্র দেহখানি দগ্ধ হইবে। কিন্তু যে দুঃশীল হইয়াও সুশীল ভিক্ষুরূপে প্রবঞ্চনা করিয়া জনসাধারণের প্রদত্ত অন্ন, পানীয় ও বস্ত্রসামগ্রী পরিভোগ করে, তাহাতে সে বহু সহস্র জন্ম নরকে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' নয়-দশ

শ্রাবস্তীর মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের ভাগিনের 'ক্ষেম' অতিশয় রূপবান যুবক ছিল। সেজন্য মহিলারা তাহাকে অতিশয় ভালবাসিত। 'ক্ষেম' মহিলাদের ভালবাসায় পড়িয়া সর্বদা পরদার লঙ্ঘন করিয়া বেড়াইত। একদিন সে রাজ কর্মচারীদের হাতে ধরা পড়িয়া গেল। রাজ কর্মচারীরা তাহাকে বিচারার্থে রাজা প্রসেনজিতের নিকট লইয়া গেল। রাজা মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের ভাগিনেয় বলিয়া জানিতে পারিয়া শ্রেষ্ঠীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্যই তাহাকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। মহাশ্রেষ্ঠী এই সংবাদ অবগত হইয়া ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইয়া জেতবনে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথাগত বুদ্ধ শ্রেষ্ঠীর মুখে তাঁহার ভাগিনেয়ের অপকর্মের কথা শুনিয়া তাহাকে উপদেশ দানচ্ছলে এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—প্রমাদপরায়ণ ব্যক্তি পরদার লঙ্ঘন করিয়া চতুর্বিধ অবস্থার সম্মুখীন হয়, যথা—পাপ সঞ্চয়, উদ্বেগচিত্তে বিনিদ্র রজনী যাপন, লোকনিন্দা ও মৃত্যুর পর নরক গমন। অধিকন্তু সে ভীত চিত্তে ভীতা নারী সহবাসে সামান্য পরিমাণ তৃপ্তিই লাভ করিয়া থাকে ওদিকে আবার তার পাপকার্য প্রকাশ হইয়া পড়িলে হস্তচ্ছেদন, কর্ণচ্ছেদন, নাসিকাচ্ছেদন ইত্যাদি গুরুতর রাজদণ্ডের ভয়। সেই হেতু পরদার গমন করা উচিত নহে। এই পাপ সর্বদা পরিত্যাজ্য।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' এগার-তের

শ্রাবস্তীতে একজন ভিক্ষু অসাবধানতাবশতঃ হঠাৎ একখানা তৃণচ্ছেদন করিয়াছিলেন। তাহাতে উক্ত ভিক্ষুর মনে তাঁহার শীলভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া সন্দেহের উদ্রেক হইল। তখন অন্য একজন ভিক্ষুর নিকট এই তৃণ ছেঁড়ার পাপ হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। 'তৃণ ছিঁড়িলে আবার কি পাপ হইতে পারে' এই বলিয়া সেই ভিক্ষু নিজে রাগ করিয়াই

যেন অবজ্ঞাসহকারে একগুচ্ছ তৃণ ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ভিক্ষুরা এই বিষয় বুদ্ধের গোচরীভূত করিলেন। বুদ্ধ তৃণচ্ছেদনকারী ভিক্ষুকে ভর্ৎসনা করিয়া এই গাথা বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট তৃণ বা তালপত্র অসাবধানে গৃহীত হইলে যেমন হাত কাটিয়া যায়, তদ্রূপ পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধভাবে শ্রামণ্য ধর্ম পালিত না হইয়া খণ্ডবিখণ্ড ছিদ্রযুক্ত হইলে নরকে পতিত হইতে হয়। উৎসাহ-হীন হইয়া কর্তব্যকর্ম সম্পাদন, অপবিত্রতার সহিত ব্রত অনুষ্ঠান এবং শঙ্কিত দোলায়মান চিত্তে উপোসথাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিলে মহা ফল-দায়ক হয় না। যাহারা এতাদৃশ দুঃশীল শ্রমণকে দান করে, তাহারা উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে পারে না। সেই জন্যই সৎকর্ম অনুষ্ঠান করিলে দৃঢ় পরাক্রম সহকারে সম্পাদন করা উচিত। যদি অদম্য উৎসাহ ও পবিত্রতা সহকারে শ্রামণ্য ধর্ম পালিত না হয়, তাহা হইলে অভ্যন্তরস্থ রিপুদল প্রবল হইয়া ভীষণ দুঃখ প্রদান করে।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' চৌদ্দ

শ্রাবস্তী নগরে একব্যক্তি গৃহের দাসীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইলে, তাহার পত্নী ভীষণ রাগিয়া গিয়া দাসীর নাক-কান কাটিয়া তাহাকে গৃহের এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়া স্বামীকে সঙ্গে নিয়া জেতবনে অনাথপিণ্ডদের আরামে বুদ্ধের নিকট গিয়া ধর্ম শ্রবণ করিতেছিল। সেই সময় তাহার কয়েকজন আত্মীয় অতিথি তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া দাসীর দুরবস্থা দেখিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দিল। দাসী মুক্তিলাভ করিয়া অনতিবিলম্বে দৌড়িয়া গিয়া ধর্মসভায় তাহার গৃহিনীর দুষ্কর্মের কথা উচ্চৈস্বরে প্রচার করিয়া দিল। ইহা বুদ্ধের শ্রুতি-গোচর হইলে তিনি ঐ গৃহিণীকে উপদেশচ্ছলে এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যে কর্ম দোষাবহ ও নরকের দিকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ কর্ম না করাই উত্তম। কারণ লোকে ইহা পুনঃপুনঃ অনুসরণ করিয়া

সন্তাপ ভোগ করে। সে কর্ম সুখাবহ ও পুনঃপনঃ স্মরণে শান্তি ও আনন্দ আসে, সেরূপ সৎকর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত। কেননা, তাদৃশ সৎকর্ম সম্পাদন করিলে ইহার জন্য পরে অনুতাপ করিতে হয় না।

আখ্যানভাগঃ তিনশ' পনের

এক সময় কয়েকজন ভিক্ষু এক সীমান্ত গ্রামে বর্ষাযাপন করিয়াছিলেন। গ্রামবাসিগণ প্রথম অবস্থায় তাঁহাদিগকে খাদ্যভোজ্য ইত্যাদি দ্বারা বিশেষভাবে সেবা করিত। সেজন্য তাঁহারাও সুখে-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছিলেন। কিছুকাল পরে হঠাৎ ডাকাতদের দ্বারা সে গ্রাম লুণ্ঠিত হইলে গ্রামবাসিগণ পূর্বের ন্যায় ভিক্ষুদের সেবাযত্ন করিতে পারিতেছিল না। তখন ভিক্ষুরা উপযুক্ত আহারের অভাবে কষ্টভোগ করিতেছিলেন। তাঁহারা অতিকষ্টে বর্ষাবাস শেষ করিয়া শ্রাবস্তীতে জেতবনে বুদ্ধদর্শনে আসিলেন। বুদ্ধ তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা প্রথমে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়া শেষে অতি কষ্টে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল বলিলেন। বুদ্ধ সেই প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে নিম্নোক্ত গাথায় উপদেশ দান করিলেন—

মর্মার্থ—সীমান্ত নগর যেমন বহিঃশত্রু আক্রমণ ভয়ে দ্বারপ্রাকার ইত্যাদি দ্বারা অভ্যন্তর ভাগ এবং পরিখা-অট্টালিকা দ্বারা বহির্ভাগ সুদৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত করা হয়, সেরূপ তোমরাও স্মৃতিজাগ্রত রাখিয়া দেহরূপ নগরের চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনোদ্বার উত্তমরূপে স্মৃতিরূপ দ্বাররক্ষক দ্বারা সুরক্ষিত করিবে, যাহাতে উহারা রূপ, শব্দ গন্ধ রস ও স্প্রোষ্টব্য দ্বারা সংক্রান্ত না হইতে পারে। যদি এইভাবে নিজকে সুরক্ষিত করিতে পার তাহা হইলে তৃষ্ণা উৎপাদনের হেতু বিনষ্ট হইবে। যাহারা ক্ষণসম্পদ[১] লাভ করিয়াও তাহা বৃথা নষ্ট করে, তাহারা নরকে

১ ক্ষণ-সম্পদঃ বুদ্ধের উৎপত্তিক্ষণ মধ্যদেশে জন্মগ্রহণ, সম্যকদৃষ্টির প্রদুর্ভাব, ষড়ায়তনের নিরুপদ্রব অর্থাৎ ষড়ায়তন বা ইন্দ্রিয়ের বৈকল্যহীনতা—ইত্যাদি।

গমনপূর্বক অপরিসীম দুঃখ ভোগ করে। অতএব শুভক্ষণ অতিক্রম করিয়া অনুশোচনায় জর্জরিত হইও না।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' ষোল-সতের

একদিন ভিক্ষুরা বিবস্ত্র নিগ্রন্থ সন্ন্যাসীদের শরীরের ঊর্ধ্বাংশ আবৃত দেখিয়া আলোচনা করিতেছিলেন যে, বোধহয়, এইবার নিগ্রন্থদের লোকলজ্জা উৎপন্ন হইয়াছে। নগ্ন সন্ন্যাসীরা ভিক্ষুদের মন্তব্য শুনিয়া বলিতে লাগিল যে, 'আমরা লোকলজ্জার ভয়ে শরীরের উপরের অংশ আবৃত করি নাই, অধিকন্তু ধূলাবালি হইতে ভিক্ষাপাত্র রক্ষা করিবার জন্যই দেহের উপরাংশ আবৃত করিয়াছি।' এই বিষয় লইয়া তাহাদের উভয় দলের মধ্যে ঘোরতর তর্ক শুরু হইলে, ভিক্ষুরা জেতবনে গিয়া বুদ্ধের নিকট এই কথা জ্ঞাপন করিলেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ তাহাদিগকে নিম্নোক্ত গাথায় উপদেশ দিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—নগ্ন পরিব্রাজকগণ লজ্জার অযোগ্য ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতিতে লজ্জানুভব করে। জগতে শৃঙ্খলা রক্ষাকারী লোকধর্ম লজ্জায় লজ্জিত হয় না। ভিক্ষাপাত্রে রাগ, দ্বেষ, মোহ, ভ্রান্তদৃষ্টি, কলুষ, অসদাচরণ ও মায়া ইত্যাদি কিছুই উৎপন্ন হয় না, সেজন্য ভিক্ষাপাত্র ভয়হীন। কিন্তু ভয়ে তাহারা উহাই আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। লজ্জাযুক্ত স্থান দ্বারা কাম, রাগ ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া মন কলুষিত হয়। ঐ সমস্ত স্থানই তাহারা অনাবৃত রাখিয়া দেয়। এইরূপ বিবেক-বিচারহীন ব্যক্তিগণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া নিরয়ে গিয়া অসীম দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' আঠার-উনিশ

একদা শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ-বিরোধী পরিবারের ছেলেরা বুদ্ধভক্ত পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে খেলধূলা ও বিহার যাতায়াত করিতে নিষেধ করিল।

একদিন বুদ্ধবিরোধী পরিবারের কতকগুলি ছেলে জেতবন বিহারের নিকটবর্তী একটি মাঠে খেলিতে খেলিতে পিপাসার্ত হইয়া পড়িলে একজন বুদ্ধভক্ত পরিবারের ছেলের সঙ্গে বিহারে গিয়া জল পান করিল। বুদ্ধ তাহাদের সকলকে করুণাপূর্ণ মধুরস্বরে ডাকিয়া নিকটে আনিয়া মধুর ও মঙ্গলজনক উপদেশদানে মুগ্ধ করিয়া ত্রিশরণ মন্ত্র দিলেন। তাহারা বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন হইয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়া অভিভাবকদের নিকট তাহারা বুদ্ধের ধর্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বলিল। এই সংবাদ শুনিয়া তাহাদের অভিভাবকগণ অতিশয় মর্মাহত হইয়া পড়িলে প্রতিবেশী বুদ্ধভক্তদের উপদেশে সান্ত্বনা লাভ করিল। পরে একদিন তাহারা ছেলেদের সঙ্গে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলে, বুদ্ধ তাহাদিগকে নিম্নোল্লিখিত গাথায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যাহারা মিথ্যাদৃষ্টির (ভ্রান্ত ধারণার) বশবর্তী হইয়া নির্দোষ বিষয়ে দোষ দর্শন এবং দোষাবহ বিষয়ে দোষহীনতা দর্শন করিয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া দোষযুক্ত পাপ পন্থা অনুসরণ করে, তাহারা নিরয়গামী হইয়া দুঃখ ভোগ করে। পক্ষান্তরে যাঁহারা সত্য দৃষ্টির আশ্রয়ে দোষকে দোষরূপে এবং নির্দোষ ধর্মকে নির্দোষরূপে জ্ঞাত হইয়া সত্যযুক্ত পুণ্য পন্থা অনুসরণ করিয়া চলেন তাঁহারা ইহজগতেও সুখী হন এবং মৃত্যুর পরও সুগতি লাভ করিয়া মহান সুখের অধিকারী হতে পারেন।

নাগ বগ্‌গো—(২৩)

নাগহস্তী বর্গ

আখ্যানভাগ : তিনশ' বিশ—বাইশ

কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন'-এর অন্যতমা রাণী মাগন্ধিয়া বুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণা হইয়া বুদ্ধবিরোধী জনগণ দ্বারা আক্রোশসূচক বাক্যে

বুদ্ধকে অপমান করাইতেছিল। বুদ্ধের সেবক আনন্দ স্থবির ঐ সমস্ত আক্রোশবাক্য শুনিয়া বিরক্ত হইয়া বুদ্ধকে কৌশাম্বী ত্যাগ করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। তখন বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে এই গাথাগুলি বলিয়া উপদেশচ্ছলে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—হস্তী রণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের ধনু-নির্গত শর নিজ শরীরে বিদ্ধ হইলেও তাহা সহিষ্ণুতার সহিত অগ্রাহ্য করিয়া আপন কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনে নিরত থাকে। তদ্রূপ আমি (বুদ্ধও) দুঃশীল জনসাধারণের দুর্বাক্য সহিষ্ণুতা সহকারে সহ্য করিব। কারণ, এই পৃথিবীতে সুশীল ব্যক্তি বিরল, দুঃশীল ব্যক্তির সংখ্যাই অত্যধিক, তাহাদের দুর্ব্যবহার আমায় বিচলিত করিতে পারে না। সুদান্ত হস্তী জনতার মধ্য পরিচালিত হয়, তাহাকে দেখিয়া জনতা ভীত ও ত্রাসিত হয় না। কারণ সে সুশিক্ষিত ও বশীভূত। রাজাও তাহার উপর আরোহণ করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হন। সেইরূপ চারিমার্গ প্রভাবে (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত মার্গ প্রভাবে) আত্মদমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি দুর্জনগণের কটু ব্যবহার মৈত্রীচিত্তে সহ্য করেন এবং তিনিই মানবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অশ্বতর, প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন সিন্ধু দেশীয় অশ্ব এবং কুঞ্জর নামক মহাহস্তীকে সুশিক্ষিত ও দমন করা অপেক্ষা আত্মদমনই শ্রেয়স্কর।

আখ্যানভাগ : তিনশ' তেইশ

শ্রাবস্তীর একজন হস্তীবিদ্যাবিশারদ ভিক্ষু অচিরাবতী নদীতে স্নান করিতে যাইয়া দেখিলেন যে, জনৈক হস্তীপালক বহু চেষ্টাতেও একটি বন্য হস্তীকে পোষ মানাইতে পারিতেছে না। তাহা দেখিয়া সেই ভিক্ষু হস্তীপালককে বলিলেন যে, পূর্বে তিনিও হস্তীপালক ছিলেন এবং হস্তীকে পোষ মানাইয়া বশে আনার জন্য হস্তীদেহের অমুক স্থানে আঘাত করিতেন, তাহাতেই হস্তী পোষ মানিয়া বশীভূত হইত। উক্ত

ভিক্ষুর নির্দেশ অনুযায়ী হস্তীপালক হস্তীকে পোষ মানাইল। অন্যান্য ভিক্ষুরা এই বিষয় বুদ্ধের গোচরীভূত করিলে তখন তিনি ভিক্ষুগণকে আত্মদমনের উপদেশ প্রদানচ্ছলে এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—হস্তীযান, অশ্বযান প্রভৃতি দ্বারা কেহ কখনও নির্বাণপুরে গমন করিতে পারে না। যিনি ইন্দ্রিয় দমন করিয়া আর্যমার্গ উপলব্ধি করিতে পারেন, সেই জিতেন্দ্রিয় ও আত্ম-দান্ত পুরুষই নির্বাণপুরে গমন করিতে সমর্থ হন।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' চব্বিশ

শ্রাবস্তীর প্রভূত বিত্তশালী একজন ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বয়সে পুত্রদের নিকট ভরণপোষণ না পাইয়া একদিন বুদ্ধের নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহার পারিবারিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। তৎশ্রবণে বুদ্ধ তাঁহার উপকারার্থ কয়েকটি গাথা শিক্ষা দিয়া তাঁহার পুত্রদের সভায় আবৃত্তি করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ বুদ্ধের নির্দেশানুযায়ী সভায় শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিলে জনসাধারণ তাঁহার উচ্চারিত শ্লোকগুলির মর্মার্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহার পুত্রদের কর্তব্য পালনে পরাঙমুখ না হইয়া পিতার প্রতি যথোচিত কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য তাঁহার পুত্রদেরকে সামাজিক চাপ দিয়া বেশ করিয়া শাসাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের পুত্রগণ সামাজিক শাসন ও অপবাদের ভয়ে ভীত হইয়া যথোপযুক্তভাবে পিতার সেবা করিতে লাগিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বুদ্ধের নির্দেশে পুত্রগণের সেবা লাভে সন্তুষ্ট হইয়া বুদ্ধের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ পুত্রদের দ্বারা তাঁহার গৃহে বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করাইলেন এবং পাঁচশত ভিক্ষুসহ বুদ্ধের ভোজন শেষে, বুদ্ধকে স্বীয় পুত্রদের সেবাযত্নে শান্তিতে বাস করিতেছেন বলিয়া জানাইলেন। তখন বুদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্রদের প্রশংসা করিয়া উপদেশচ্ছলে এই গাথাটি বলিয়াছিলেন—

২৯—

মর্মার্থ—মদমত্ত দুর্ধর্ষ ধনপাল নামক হস্তী কাশীরাজের আদেশে ধৃত হইয়া রাজ হস্তীশালায় আনীত হইয়াছিল। সেখানে তাহাকে বিচিত্র যবনিকায় আবৃত করিয়া সৌরভমণ্ডিত ও চিত্রিত বিশাল চন্দ্রাতপযুক্ত রমণীয় প্রকোষ্ঠে রাখা হইল এবং উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যে তাহাকে আপ্যায়িত করার কোনরূপ ত্রুটিই রহিল না। ধনপাল কিন্তু তাহার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার মর্মবেদনার দরুন আহার গ্রহণে বিরত থাকিল। ঐ সময় সেই কুঞ্জর ধনপাল মাতৃবিচ্ছেদ ও স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বিহার স্থান নাগবন হইতে দূরে থাকার বিষয় স্মরণ করিয়াই দুঃখ অনুভব করিতেছিল।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' পঁচিশ

একদিন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ উত্তমরূপে নানারূপ উপাদেয় রুচিকর খদ্যভোজ্য গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম না নিয়াই জেবতনে বুদ্ধের নিকট গিয়াছিলেন। তথায় তিনি অল্পক্ষণ মাত্র বুদ্ধের সহিত আলাপ আলোচনার পর আলস্যে জড়িত ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন এবং এদিক-সেদিক পাশ পরিবর্তন করিতে ও হাই তুলিতে লাগিলেন। বুদ্ধ রাজার এই অবস্থা অবলোকন করিয়া আলস্য বিনোদনের জন্য উপদেশ প্রদানচ্ছলে এই গাথা আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যে ব্যক্তি আলস্য তন্দ্রায় অভিভূত, অপরিমিত ভোজী ও অতিশয় নিদ্রাতুর হইয়া পড়ে এবং শয্যায় এপাশ-ওপাশ করিয়া গড়াগড়ি দিতে থাকে সেই ব্যক্তি চারিটি ঈর্যাপথের মধ্যে কোন একটি ঈর্যাপথে স্থির থাকিতে পারে না। সেজন্য সে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম—এই ত্রিলক্ষণ স্মৃতি সহকারে মনোনিবেশ করিতে পারে না। এইরূপ মন্দ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বারংবার সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখ ভোগই করিয়া থাকে।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' ছাব্বিশ

মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান বালক 'সানু' বাল্যকালেই প্রব্রজিত হইয়া নিয়মিত গুরুর সেবা ও শীল পালন করিয়া ধর্মশিক্ষা করিত। সে যৌবনে পদার্পণ করার পর হঠাৎ তাহার সংসারী হইবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। সেজন্য সে একদিন গুরুর অগোচরে গৃহে যাইয়া তাহার মাতার নিকট মনের দুর্বলতা জ্ঞাপন করিল। এদিকে তাহার মাতা ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধাবতী ও জ্ঞানসম্পন্না উপাসিকা। তিনি পুত্রের সাময়িক চিত্তচাঞ্চল্যের বিষয় জ্ঞাত হইলেন। তৎপর তিনি নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যভোজ্যাদি প্রস্তুত করাইয়া পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইয়া দিয়া নানা বিষয়ে খুব বিচারপূর্বক উপদেশ দিয়া তাহাকে আবার বিহারে পাঠাইয়া দিলেন। এই ঘটনার বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাহার গুরুদেব তাহাকে উপসম্পদা প্রদান করিয়া বুদ্ধের নিকট লইয়া গেলেন। বুদ্ধ 'সানু'র ঘটনা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া নিম্নোক্ত গাথায় তাহাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—আমার এই চিত্ত পূর্বে রূপ শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়াছে, অদ্য আমি সেই কামনা বাসনার বিষয়বস্তু (আলম্বন বা অবলম্বন) হইতে আমার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিব।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' সাতাইশ

কোশলরাজ প্রসেনজিতের পাবেয্যক নামক একটি শক্তিশালী হস্তী অতিশয় জরাজীর্ণ হইয়া শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। দৈবক্রমে একদিন সে কর্দমে পড়িয়া গিয়া কর্দমেই আবদ্ধ হইয়া রহিল, সেখান হইতে উঠিয়া আসিতে পারিতেছিল না। রাজার আদেশে হস্তীশিক্ষক রণবাদ্য বাজাইয়া হস্তীর মনে রণোন্মদনার সঞ্চার করিয়া দেওয়ায়

প্রাণপণ উদ্যমে হস্তী চেষ্টা করিয়া কর্দমমুক্ত হইল। ভিক্ষুগণ বুদ্ধকে এই কথা বলিলে বুদ্ধ এই গাথা আবৃত্তি করিয়া তাঁহাদের উপদেশ দিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—সর্বদা স্মৃতি সহকারে যাবতীয় কার্য সম্পাদন কর। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের আবেষ্টনী হইতে নিজের চিত্তকে সযত্নে রক্ষা কর। হস্তী পঙ্কে নিমগ্ন হওয়ার পর যেমন প্রবল চেষ্টায় নিজকে উদ্ধার করিয়াছিল, সেরূপ তোমরাও পাপকলুষ দুর্গ হইতে নিজেদের উদ্ধার সাধন করিয়া নির্বাণ সুখ উপলব্ধি কর।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' আটাশ-ত্রিশ

একদা বুদ্ধ পারিলেয্যক বনে পারিলেয্যক হস্তী-রাজের অতিথিরূপে অবস্থান করার সময় বুদ্ধের সেবক আনন্দ স্থবির পাঁচশত ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া তথায় বুদ্ধ দর্শনে গিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা বুদ্ধের নির্জন বাস দেখিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন এই প্রসঙ্গে তাহাদিগকে উপদেশদানচ্ছলে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাগুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যদি প্রজ্ঞাবান ও মৈত্রীভাবাপন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির সাহচর্য লাভ কর, তাহা হইলে সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি দৃশ্যমান এবং রাগ-দ্বেষাদি অদৃশ্যমান উপদ্রব পরিহার করিয়া, আনন্দিত চিত্তে তাহার সহিত বাস করা উচিত। আর যদি প্রজ্ঞাবান ও ধর্মপরায়ণ ধীর ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে রাজা মহাজনক অথবা মাতঙ্গবনবিহারী মহাহস্তীরাজের ন্যায় একাকী বাস করা উচিত। রাজা মহাজনক বিজিত রাষ্ট্র পরিত্যাগ করিয়া সন্যাস ধর্ম অবলম্বনপূর্বক বনে একাকী তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মাতঙ্গারণ্যবাসী হস্তীরাজ নিজের দলের দ্বারা উৎপীড়িত হওয়ায় দলত্যাগপূর্বক নিরুদ্বেগে মাতঙ্গবনে অবস্থান করিতেছিলেন। যদি প্রব্রজ্যাগ্রহণ হইতে সৎসঙ্গ লাভ না হয়, তাহা হইলে অসৎ সংসর্গ পরিহার করিয়া

একাকী বিচরণ করিতে করিতে শীলরক্ষা, ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গব্রত পালন, বিদর্শন জ্ঞান লাভ, চারিমার্গ ও চারিফলের উপলব্ধি, ত্রিবিদ্যা, ষড়ভিজ্ঞা ও নির্বাণ উপলব্ধি করা উচিত। পাপাচরণরত মূর্খ ব্যক্তির সঙ্গে বাস করা উচিত নহে। মূর্খের সাহচর্যে মুক্তির আলোক পাওয়া যায় না, সেহেতু মূর্খের সাহচর্য সর্বতোভাবেই পরিত্যাজ্য।

আখ্যানভাগঃ তিনশ' একত্রিশ-তেত্রিশ

এক সময় বুদ্ধ হিমালয় প্রদেশের কোন একটি অরণ্যে বাস করিতেছিলেন। তখন রাজাগণ প্রজাবর্গকে অযথা উৎপীড়ন করিত। বুদ্ধ এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া ন্যায় বিচারক ও ধার্মিক রাজা হওয়া সম্ভব কিনা চিন্তা করিতেছিলেন। মার বুদ্ধের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে রাজ্য শাসন করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিল। এই প্রসঙ্গ নিয়া বুদ্ধ মারকে পরাভূত করার অভিপ্রায়ে নিম্নোক্ত গাথায় স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—প্রব্রজিতের পক্ষে চীবর (কাষায় বস্ত্র) প্রস্তুত, পাত্ররঞ্জন, উপস্থিত বিবাদ নিষ্পত্তি প্রভৃতি বিষয়ে এবং গৃহস্থগণের পক্ষে কৃষি শিল্প ও গুরুত্বপূর্ণ বিবাদ মীমাংসা প্রভৃতিতে বন্ধুর উপস্থিতি আনন্দ প্রদান করে। গৃহস্থগণ স্বীয় ধনে সন্তুষ্টি লাভ করিতে না পারিয়া চৌর্য ও দস্যুবৃত্তি অবলম্বনে ধনার্জন করে এবং প্রব্রজিতগণও যথালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট না হইয়া যাচঞাবহুল হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াও যথার্থ নির্মল সুখের অধিকারী হইতে পারে না। স্বোপার্জিত সম্পদে সন্তুষ্ট থাকিলেই পরম সুখ লাভ করা যায়। মৃত্যু উপস্থিত হইলে পুণ্য অনুষ্ঠান ও ঐ কর্মের স্মরণেও বিপুল আনন্দ লাভ করা যায়। সর্বশেষে অর্হত্ব জ্ঞান দ্বারা সমস্ত ভবদুঃখের অবসান করা হইলে অত্যন্ত সুখের অধিকারী হওয়া যায়। পুত্রের পক্ষে মাতা-পিতার সেবা করাই পরম সুখ। পুত্রের সেবা-পরিচর্যায় কোন কোন পিতা

বঞ্চিত হইয়া স্বীয় সম্পত্তি মাটিতে পুতিয়া রাখে, অথবা অপরের হস্তে সমর্পণ করে, তথাপি কুপুত্রকে স্বীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যায় না। মাতা-পিতার যথোচিত সেবা-শুশ্রূষা না করিলে পুত্রগণ সকলের নিন্দাভাজন হয় এবং মৃত্যুর পর নরকে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করে। মাতৃ-পিতৃভক্ত পুত্রগণ উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃধন লাভ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে এবং মৃত্যুর পরও সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ ও বুদ্ধশ্রাবক প্রভৃতি সজ্জনদিগের অন্ন-বস্ত্র ও ঔষধ-পথ্য প্রভৃতি দ্বারা সেবা করিলে পরম সুখপ্রাপ্ত হওয়া যায়। বয়সের অনুপাতে অলঙ্কার ধারণ ও বস্ত্র পরিধান শোভনীয় হয়। বালক বৃদ্ধের, বৃদ্ধ বালকের বেশভূষা পরিধান করিলে জনসমাজে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু পঞ্চশীল বা দশশীল প্রভৃতি সদাচরণরূপ শীলভূষণ বালক-বৃদ্ধ-যুবক নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই শোভনীয় ও কল্যাণপ্রদ হয়। সর্ববয়সে, সর্বকালে শীলালঙ্কার ধারণ সকলের পক্ষে শোভনীয় এবং সকলেরই প্রশংসার্হ হইয়া থাকে। সেজন্য শীল পালন, চরিত্র সংযমন সর্ব অবস্থায় সকলকে সুখ প্রদান করে। লৌকিক ও লোকোত্তর গুণ লাভ করিলে শ্রদ্ধা নিশ্চলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদর্শন ও শমথ ধ্যান দ্বারা লৌকিক লোকোত্তর প্রজ্ঞা লাভ করিলেই পরম সুখ লাভ হয়। পাপাচরণে বিমুক্তির পথ রুদ্ধ হয়। সেজন্য পাপাচরণ সর্বতোভাবে পরিহার করিলেই পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে।

তনহা বগ্‌গো—২৪
তৃষ্ণা বর্গ

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' চৌত্রিশ-সাঁইত্রিশ

একদিন রাজা প্রসেনজিতের নিকট সুবর্ণ বর্ণ অথচ মুখে ভীষণ দুর্গন্ধপূর্ণ একটি মৎস্য আনীত হইলে, তিনি সেই মৎস্যটি সহ জেতবনে

বুদ্ধের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ তদ্দর্শনে রাজাকে মৎস্যের পূর্বজন্মের কাহিনী বর্ণনাচ্ছলে এই কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, এই মৎস্যটি- কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে কপিল নামক একজন সুপণ্ডিত ভিক্ষু ছিল। সে অতিশয় অভিমানী হইয়া সকলকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও- কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিত এবং যথাধর্ম আচরণ করিত না। অত্যধিক অভিমান, পরের প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করা ও বুদ্ধের প্রদর্শিত বিনয় ও ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে বহু কাল নরক ভোগ করার পর এই জন্মে মৎস্যযোনিতে জন্মলাভ করিয়া এহ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ শ্রোতৃবর্গের মনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—স্মৃতি সাধনায় অসতর্ক প্রমত্ত মানব ধ্যান বিদর্শন, কিংবা মার্গফল কিছুই অধিকার করিতে পারে না। মালুবা লতা যেমন বৃক্ষে বর্ধিত হইয়া বৃক্ষকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ ষড়দ্বার আশ্রয় করিয়া উৎপদ্যমান তৃষ্ণা বর্ধিত হইয়া মানুষকে ধ্বংসের মুখে পতিত করে। ফলাভিলাষী বানর যেমন বনে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করে, তদ্রূপ তৃষ্ণা বশীভূত মানব আপন কর্মফল ভোগের নিমিত্ত, পুনঃ পুনঃ ভব হইতে ভবান্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। এই বিষময়ী বর্ধনশীলা ও ষড়দ্বারকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন তৃষ্ণা যাহাকে পরাভূত করে মেঘের বর্ষণে যেমন বীরণ তৃণ শীঘ্র শীঘ্রই বর্ধিত হয়, তদ্রূপ সংসারে তাহার শোক-দুঃখও বাড়িতে থাকে। জগতে যিনি এই দুরতিক্রম্যা ও বর্ধনশীলা তৃষ্ণাকে অতিক্রম করিতে পারেন পদ্ম-পত্রে বারিবিন্দুবৎ তাঁহার তৃষ্ণাও দূরীভূত হইয়া যায় এবং শোকও থাকে না। সেই জন্যই এই স্থানে সমাগত তোমাদিগকে বলিতেছি— তোমাদের শুভ হউক তোমরা তৃষ্ণার অর্গলে আবদ্ধ হইয়া থাকিও না। উরীরার্থী ব্যক্তি যেমন বীরণ তৃণের মূল খনন করে, সেরূপ

তোমরা ষড়দ্বারে উৎপন্ন তৃষ্ণামূলকে অর্হত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা খনন কর। প্রবল জলস্রোতে পড়িয়া নলখাগড়া বন যেমন ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় তদ্রূপ তোমরা ক্লেশ-মার, দেবপুত্র মার ও মৃত্যুমারের বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ ধ্বংসমুখে পতিত হইও না।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' আটত্রিশ-তেতাল্লিশ

একদিন ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘসহ রাজগৃহ নগরে ভিক্ষাচরণ করিতে করিতে একটি শূকর ছানা দেখিয়া মৃদুহাস্য করিলেন। আনন্দ স্থবির তাঁহার হাস্যের কারণ জানিতে ইচ্ছা করিলে বুদ্ধ বলিলেন যে, ঐ শূকর ছানাটি পূর্বে 'ককুসন্ধ' বুদ্ধের সময়ে একটি মোরগরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মোরগটি একজন ধ্যানী ভিক্ষুর ধর্মমূলক আবৃত্তি শুনিয়া মৃত্যুর পর রাজকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সেই জন্মে সে ধ্যান-নিবিষ্টা হইয়া মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে গিয়া জন্মগ্রহণ করে, তৎপর বহু পূর্বজন্ম সঞ্চিত অদত্ত ফল প্রসবী কূটকর্মচক্রের কুটিল আবর্তে পড়িয়া সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন। বুদ্ধ তাঁহাদের নিকট তৃষ্ণার মূলোচ্ছেদ না হইলে যে জীব কর্মচক্রের আবর্তনে ঊর্ধ্বভব হইতে অধোভবে, আবার অধোভব হইতে ঊর্ধ্বভবে সততই আবর্তিত হইতে থাকে এবং তৃষ্ণাডোর ছিন্ন করিতে পারিলে জীবের ভবচক্রে সংসরণ বন্ধ হইয়া যায় সেই প্রসঙ্গে নিম্নের গাথাগুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—বৃক্ষের শিকড় সমূলে উৎপাটিত না হইলে, শুধু বৃক্ষের উপরিভাগ পুনঃ পুনঃ কর্তন করা হইলেও তাহা পুনরায় অঙ্কুরিত হইয়া শাখা-প্রশাখায় বর্ধিত হইয়া থাকে। এইরূপ ষড়দ্বারে উৎপন্ন তৃষ্ণাধার (অনুশয়) অর্হত্ত্বমার্গজ্ঞানে সমূলে উচ্ছিন্ন না হইলে ভব হইতে ভবান্তরে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যাহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ছত্রিশটি[১] তৃষ্ণাস্রোত বিদ্যমান (তাহাদের মধ্যে রূপ, শব্দ, গন্ধ; রস, স্প্রোষ্টব্য ও স্বভাবধর্ম এই ছয়টি অনুক্ষণ প্রবাহিত হয়) তাহার তৃষ্ণা বলবতী হইয়া থাকে। সেই ভ্রান্তদৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তি সমর্থ ও বিদর্শন ভাবনার অভাবে তৃষ্ণানুশয় শক্তি সংকল্পে সংসার-স্রোতে ভাসমান হইয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখ ভোগ করে। এই তৃষ্ণাস্রোত চক্ষু প্রভৃতি ষড়েন্দ্রিয় দ্বারের মধ্য দিয়া রূপ প্রভৃতি ষড়বিধ আলম্বনের (বিষয় বস্তুর) সাহায্যে তৃষ্ণা রূপ ধারণ করে। তখন ইহা রূপ-তৃষ্ণা শব্দ-তৃষ্ণা ইত্যাদিতে (রূপান্তরিত) পরিণত হয়। সততই নব নব রূপে এই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। লতা যেমন বৃক্ষকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, সেরূপ তৃষ্ণাও পঞ্চস্কন্ধকে জড়াইয়া রাখে। ষড়দ্বার হইতে তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়া রূপ প্রভৃতি আলম্বনে (বিষয়বস্তুতে) প্রবাহিত হয়। উৎপন্নশীলা এই তৃষ্ণা উৎপন্ন হইতেছে দেখিয়া অস্ত্রের সাহায্যে বনজাত লতা ছেদন করার ন্যায় মার্গপ্রজ্ঞার দ্বারা দেহজাত তৃষ্ণার মূল উৎপাটন কর। জীবগণ সর্বদা তৃষ্ণাসিক্ত ও তৃষ্ণায় সংযুক্ত হয়। জীবগণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বাদে প্রলুব্ধ হইয়া সুখ অন্বেষণে লিপ্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে প্রলুব্ধ জীবগণই জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু কবলিত হইয়া বারংবার সংসার-দুঃখ ভোগ করে। তৃষ্ণাবদ্ধ জীবগণ অরণ্যে ব্যাধি কবলিত শশকের ন্যায় সন্ত্রস্ত হয়। সেই জীবগণ দশবিধ সংযোজনসঙ্গ ও সপ্তবিধ রাগসঙ্গে (অনুরাগ সংস্পর্শে) আবদ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু কবলে পতিত হইয়া অপরিসীম দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। সেইজন্যই নির্বাণকামী ব্যক্তি অর্হত্ত্ব জ্ঞানে এই বিষাত্মিকা তৃষ্ণাকে চিরতরে ছিন্ন করিয়া পরম-নির্বৃত্তি সুখের অধিকারী হন।

---

১ চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন এই ষড়ইন্দ্রিয় এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস স্প্রোষ্টব্য ও ধর্ম ষড়ায়তনকে কাম-তৃষ্ণা, ভব-তৃষ্ণা, এবং বিভব-তৃষ্ণারূপে গুণ করিলে অর্থাৎ ষড়ইন্দ্রিয় ও ষড় আয়তনকে তিন দিয়া পৃথক গুণ করিয়া লইলে ছত্রিশ (ষড় ত্রিংশ) সংখ্যা হয়। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন—এইগুলি আভ্যন্তরিক এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রোষ্টব্য ও ধর্ম—এইগুলি বাহ্যিক তৃষ্ণা ভেদেই গণ্য করা হয়।

আখ্যানভাগঃ তিনশ' চুয়াল্লিশ

রাজগৃহনগরে বুদ্ধের অন্যতম মহান শিষ্য মহাকাশ্যপ স্থবিরের জনৈক ভিক্ষুশিষ্য ধ্যানসাধনার চতুর্থ ধ্যানস্তর লাভ করিয়াও দৈবাৎ প্রলোভনে পড়িয়া প্রলুব্ধ হইয়া পড়ায় তাঁহার ধ্যানচ্যুতি ঘটে। ইহার পর তিনি রীতিমত সংসারী সাজিয়া বসেন, কিন্তু সংসার জীবন যাপনের উপযোগী কোনরূপ জীবিকার্জন উপায়ের যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। সেজন্য কেহই তাঁহাকে কোন কার্যে নিযোজিত করিত না। অবশেষে তিনি জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া নিরুপায় হইয়াই যেন জীবিকা নির্বাহের জন্য চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বসিলেন। একদিন তিনি চৌর্যকার্যে ধরা পড়িলেন এবং রাজার বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞার আদেশ হইল। রাজকর্মচারিগণ তাঁহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া শূলে চড়াইবার উপক্রম করিলে, সেই সময় মহাকাশ্যপ স্থবির ভিক্ষাচরণে বহির্গত হইয়া তাঁহার এই দুর্দশা দেখিতে পাইলেন এবং করুণার্দ্র হৃদয়ে তাঁহার পূর্বে লব্ধ ধ্যানের অনুস্মৃতি ভাবনার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাঁহার গুরুদেবের উপদেশে তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া অচিরেই স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভী হইয়া আকাশ-পথে উড়িয়া গিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে নিম্নোক্ত শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলে তিনি অর্হত্ত্বফল লাভ করার পর ভববন্ধন মুক্ত হইয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যে ব্যক্তি একবার বৈরাগ্যের উন্মাদনায় গার্হস্থ্যবন ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণপূর্বক তপোবনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাংসারিক তৃষ্ণাবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে সে আবার পার্থিব সুখ-সম্পদের আশায় সংসারে প্রবিষ্ট হইতেছে। তাহার দুঃখ-দুর্দশা নিরীক্ষণ কর। কারণ গৃহস্থজীবন বনতুল্য, সর্বদা বিষয় বাসনায় লিপ্ত থাকিতে হয়। প্রব্রজ্যা-জীবন মুক্ত ও স্বাধীন ভজনের অনুকূল তপোবন তুল্য।

যদি কেহ এরূপ পবিত্র ও মুক্ত জীবন ত্যাগ করিয়া পুনরায় সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহার দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকে না।

আখ্যানভাগ : তিনশ' পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ

একদল ডাকাত ধরা পড়িয়া কঠোর রাজদণ্ড লাভ করিয়া কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। কয়েকজন ভিক্ষু জেতবন বিহার হইতে শ্রাবস্তী নগরে পিণ্ডাচরণে বহির্গত হইয়া ডাকাতদের নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া পিণ্ডাচরণের পর বিহারে ফিরিয়া আসিয়া বুদ্ধের নিকট কারাবন্ধন অপেক্ষাও কোন দৃঢ়বন্ধন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথাগুলি বলিয়া তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন—

মর্মার্থ—বুদ্ধ প্রভৃতি বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ লৌহবন্ধন, কাষ্ঠবন্ধন ও শণ ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত রজ্জু বন্ধনকে দৃঢ়বন্ধন বলিয়া বর্ণনা করেন না। কেননা সেই সমস্ত বন্ধন অস্ত্র দ্বারা ছেদন করা যায়। কিন্তু ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-পুত্রের প্রতি যে আসক্তি তাহা ছিন্ন করা অতিশয় কঠিন। পণ্ডিতগণ এই বন্ধনকেই দৃঢ়বন্ধন বলিয়া থাকেন। এই বন্ধন সর্বদা নিম্নদিকে টানিয়া থাকে। ইহা বাহ্যতঃ শিথিল বলিয়া মনে হইলেও অতিশয় শক্ত। এই বন্ধন হইতে সহজে মুক্ত হওয়া যায় না? মুক্তিকামী পুরুষগণ এই দৃঢ়তর আসক্তিকে ছিন্ন করিয়া কামনা-বাসনার অতীত অবস্থাকে অভিনন্দন করিয়া সংসার ত্যাগপূর্বক বিপুল সুখে নিমগ্ন থাকেন।

আখ্যানভাগ : তিনশ' সাতচল্লিশ

রূপের গরবে গরবিণী রাজা বিম্বিসারের প্রধান রাণী ক্ষেমাদেবী কখনও বেনুবনে বুদ্ধের নিকট যাইতেন না, যেহেতু বুদ্ধ রূপের অনিত্যতা সম্বন্ধেই সতত উপদেশ দিয়া থাকেন। মহারাণীর মোহভঙ্গ করার জন্য রাজার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। সেইজন্য তিনি চারণ কবির দ্বারা রাজপ্রাসাদে বেনুবনের সৌন্দর্য বর্ণনামূলক গান করাইতেন। একদিন

মহারাণী চারণদের গানে মুগ্ধ হইয়া বেনুবন দর্শনে গেলেন। তথায় গিয়া তিনি বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্হত্ত্ব ফল লাভ করার পর ভিক্ষুণী হইলেন। পরবর্তীকালে তিনি বুদ্ধের অন্যতমা মহাশিষ্যা হইয়াছিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে উপদেশ দানচ্ছলে এই গাথা বলিয়াছিলেন।

মর্মার্থ—উর্ণনাভ সূত্র জাল নির্মাণ করিয়া জালের মধ্যভাগে শয়ন করিয়া থাকে। জালপ্রান্তে পতঙ্গ প্রভৃতি পতিত হইলে, সবেগে আসিয়া উহাদের ধরিয়া উদর পূর্ণ করে এবং পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া শয়ন করিয়া থাকে। সেইরূপ রাগাসক্ত, দ্বেষদুষ্ট ও মোহমূঢ় জীবগণ স্বীয় তৃষ্ণা স্রোতাবর্তে পতিত হইয়া থাকে। তাহারা সেই আসক্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই সুকঠিন আসক্তি বন্ধনকেও অর্হত্ত্ব মার্গজ্ঞানে ছিন্নবিছিন্ন করিয়া সকল দুঃখের অবসান করেন।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' আটচল্লিশ

একদিন রাজগৃহ নগরের উগ্রসেন নামক জনৈক শ্রেষ্ঠিপুত্র বংশদণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া সমবেত জনতাকে তাঁহার ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইতেছিলেন। সেই সময় বুদ্ধ বেনুবন হইতে তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে ধর্মোপদেশচ্ছলে এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—অতীত স্কন্ধের প্রতি যে আলয়, সূক্ষ্ম তৃষ্ণা, কামনা, প্রবল আগ্রহ, দৃঢ় গ্রহণ, দৃষ্টি ও তৃষ্ণা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হও। অনাগত স্কন্ধ ও যেই আসক্তিসমূহ উপস্থিত হইবে, তাহা হইতে মুক্তি লাভ কর। বর্তমান স্কন্ধের প্রতিও যে আলয়সমূহ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা হইতেও মুক্ত হও। এই প্রকারেই ত্রিবিধ ভবদুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। অভিজ্ঞান, ত্যাগ, ভাবনা এবং প্রত্যক্ষ দর্শন—এই চারিটি সত্য দর্শন প্রভাবেই ভবোত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। তখন স্কন্ধ, ধাতু ও আয়তনের আশ্রয়ে যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে বিমুক্ত চিত্ত হইতে পারা

যাইবে। পুনরায় জন্ম, জরা, মৃত্যুর অধীন হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ

শ্রাবস্তীতে জনৈক তরুণ ভিক্ষু একজন রমণীর প্রেমে পড়িয়া তাহার চিন্তায় আহার-বিহার ত্যাগ করিয়া দিন দিন কৃশ হইতে কৃশতর হইতে লাগিলেন। তাঁহার সহচর ভিক্ষুরা তাঁহার মানসিক অস্থিরতার বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া জেতবনে বুদ্ধের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ তাঁহার চিত্ত দৌর্বল্যের বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে নিম্নোক্ত গাথায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—কামচিন্তায় মথিত, ঘোর বিষয়াসক্ত ও মনোজ্ঞ বস্তুর আকর্ষণে আকৃষ্ট ব্যক্তির পঞ্চদ্বারিকা তৃষ্ণা প্রবলভাবে বর্ধিত হইয়া থাকে। তখন ধ্যান-সাধনা হইতে তাহার চিত্ত দূরে সরিয়া যায়। এইরূপ ব্যক্তিই তৃষ্ণা-বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। কিন্তু যিনি কুচিন্তা ও কুভাবনা পরিত্যাগ করিয়া এবং দেহের ঘৃণ্য পদার্থ সম্বন্ধে নিত্য স্মৃতি জাগ্রত করিয়া ধ্যান-সাধনায় নিমগ্ন থাকেন, তিনি ত্রিভবে উৎপন্ন তৃষ্ণা সমূলে ধ্বংস করিয়া মারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' একান্ন-বায়ান্ন

একদিন অষ্টম বর্ষীয় অর্হৎ রাহুল স্থবির জেতবনে বুদ্ধের গন্ধকুটীরের দ্বারপ্রান্তে শয়ন করিয়াছিলেন। তখন বুদ্ধও গন্ধকুটীরের ভিতরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় মার রাহুলের ভীতি উৎপাদনের জন্য একটি বিরাট হস্তীরূপ নির্মাণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ভীষণ শব্দ করিল। বুদ্ধ মারের চক্রান্ত টের পাইয়া রাহুলের গুণ বর্ণনাচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যিনি বুদ্ধ শাসনে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, তিনিই রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিহার করিয়া ভয়মুক্ত এবং তৃষ্ণা ও পাপবিহীন হইয়া সংসার রূপ শল্য ত্যাগ করিতে সমর্থ হন। তিনি অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ (বোধ)—এই চারি প্রকার প্রতি সম্ভিদা জ্ঞানে দক্ষ, শাস্ত্র বিশ্লেষণে নিপুণ এবং তাঁহার এই শেষবার শরীর ধারণ। তিনি পুনরায় জন্ম মৃত্যুর অধীন হইবেন না। এইরূপ মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষ শ্রেষ্ঠই মহাপুরুষ আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

আখ্যানভাগ: তিনশ' তিপ্পান্ন

বুদ্ধ সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করিয়া প্রথম ধর্ম প্রচারের জন্য গয়াধাম হইতে বারানসী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। অর্ধপথে বুদ্ধের সহিত আজীবক সন্ন্যাসী উপকের সাক্ষাৎ হইল। উপক বুদ্ধের দেহের দিব্যকান্তি ও মুখমণ্ডলের জ্যোতি দেখিয়া বিস্মিত চিত্তে তাঁহার ইষ্ট দেবতা কে, জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথা বলিয়া তাঁহাকে পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—আমি সর্বপ্রকারে কাম, রূপ ও অরূপ ধর্মকে জয় করিয়াছি। কাম, রূপ, অরূপ ও লোকোত্তর ভূমি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত হইয়া পাপ-পুণ্যের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পর অর্হত্ত্বজ্ঞানে তৃষ্ণা ক্ষয় করিয়া পরম মুক্তিলাভ করিয়াছি। আমি নিজেই অদম্য উৎসাহ ও প্রচেষ্টা-বলে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছি। এই অবস্থায় আমি আবার কাহাকেই বা আচার্য বা উপাধ্যায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিব? সুতরাং আমি স্বয়ম্ভু, জগতে আমার গুরু বা আচার্য কেহই নাই।

আখ্যানভাগ: তিনশ' চুয়ান্ন

একদা সপার্ষদ দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া জগতে শ্রেষ্ঠ দান কি হইতে পারে জানিতে চাহিলে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথায় তাহার উত্তর দান করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—অন্নদান, বস্ত্রদান ইত্যাদি সকল প্রকার দান অপেক্ষা ধর্মদান শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ ও অর্হৎগণের সম্মুখে ব্রহ্মলোকের সমান করিয়া দানীয় সামগ্রী সাজাইয়া যদিও বা দান করা হয়, তদপেক্ষাও একটি চতুষ্পদী গাথার দ্বারা ধর্মোপদেশ প্রদানে অধিক পুণ্য সঞ্চয় হয়। দ্রব্য সামগ্রী দানের পুণ্য ধর্মদানের পুণ্যের ষোড়শ অংশের একাংশও হইতে পারে না। ধর্মোপদেশ, ধর্ম শিক্ষাদান ও ধর্ম শ্রবণজনিত পুণ্য মহাফলদায়ক। যেহেতু ধর্মোপদেশে মানুষের জ্ঞানচক্ষু উদয় হয়। বুদ্ধ শ্রাবকশ্রেষ্ঠ শারী-পুত্রের ন্যায় মহাজ্ঞানী পুরুষও অশ্বজিৎ স্থবিরের নিকট ধর্ম শ্রবণ না করিলে তাঁহার জ্ঞান-চক্ষুর উন্মেষ হইতে পারিত না। সেজন্য জগতে সকল দান অপেক্ষা ধর্মদান শ্রেষ্ঠ। খাদ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় দ্রব্যের স্বাদ অপেক্ষা দেবতাদের সুধা ভোজনের স্বাদ অত্যন্ত অধিক। সেই স্বাদ অনুভব করিয়াও কেহ অজর ও অমর হইতে পারে না। তাঁহাকেও পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া দুঃখে পতিত হইতে হয়। কিন্তু সপ্তত্রিংশৎ বোধি পক্ষীয় ও নবলোকোত্তর ধর্মের স্বাদ গ্রহণে চিরদুঃখের অবসান ঘটে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ধনসম্পদ ও নৃত্যগীতাদি বহুপ্রকার আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী আছে, তদপেক্ষা ধর্মপ্রীতিই অতিশয় আনন্দ-দায়ক। ধর্ম শ্রবণ ও ভাষণে নিজের মনে যে প্রীতির সঞ্চার হয় তাহাতে অর্হত্ত্ব লাভের হেতু হয়। অতএব নিখিল বিশ্বের সমস্ত পার্থিব আনন্দ অপেক্ষা ধর্মে নিষ্কাম প্রীতিই মহত্তর। ইহাতেই অর্হত্ত্ব জ্ঞান লাভ হইয়া সর্বদুঃখের অবসান ঘটে।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' পঞ্চান্ন

শ্রাবস্তীর জনৈক অপুত্রক শ্রেষ্ঠী অতিশয় কৃপণ ছিলেন। ধনহানির ভয়ে তিনি কাহাকেও কিছু দান করিতেন না এবং নিজেও কিছু ভোগ করিতেন না। এই অবস্থায় একদিন তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। কোন উত্তরা-ধিকারী না থাকায় তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে রাজেযাপ্ত

করা হইল। একদিন কোশলরাজ প্রসেনজিত জেতবনে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধের নিকট সেই কৃপণ শ্রেষ্ঠীর বিষয় উত্থাপন করিলে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথায় রাজাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—ভোগ-তৃষ্ণা (সম্পদ লিপ্সা) প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে বিধ্বংস করে। কেননা, সে ভোগ সম্পদে মত্ত হইয়া নিজের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের কথা ভুলিয়া যায়। এই ভোগতৃষ্ণার মায়াজালে মুগ্ধ হইয়া পরের প্রতি শত্রুতাচরণের ন্যায় সে নিজেরই অমঙ্গলের পথ সুগম করে। কিন্তু যিনি মুক্তি কামনায় নিজের মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ভোগসম্পদকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকেন, তিনিই ভব-সমুদ্রের পরবর্তী তীরে যাইতে সমর্থ হন।

আখ্যানভাগঃ তিনশ' পঁয়ষট্টি—ছেষট্টি

একদা বুদ্ধ ত্রয়ত্রিংশৎ দেবলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের পুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সে সময় তিনি ইন্দ্রক নামক দেবপুত্রের প্রসঙ্গে অঙ্কুর দেবপুত্রকে নিম্নোক্ত গাথা বলিয়াছিলেন। ইন্দ্রক অনুরুদ্ধ স্থবিরকে এক চামচ পরিমাণ অন্ন দান করিয়া স্বর্গে মহান সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে অঙ্কুর দেবপুত্র প্রকৃত দান গ্রহণের অযোগ্য পাত্রে ভববন্ধনযুক্ত ব্যক্তিকে বহু বৎসর পর্বত প্রমাণ দান করিয়াও মুক্ত পুরুষকে এক চামচ পরিমিত অন্ন দানে অপেক্ষা অনেকাংশে ন্যূনতর ভোগসম্পদের অধিকারী হইয়াছে। মুখ্যতঃ ইহাই এই শ্লোকগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়।

মর্মার্থ—তৃণযুক্ত শস্যক্ষেত্রে বীজবপন করিলে যেমন নিজের আশানুরূপ পরিপূর্ণ ফসল লাভের অন্তরায় ঘটে, তদ্রূপ রাগ, দ্বেষ মোহ ও আসক্তিপূর্ণ ব্যক্তিদিগকে দান করিলেও সেই দানে মহান ফল প্রসূত হয় না। সেই জন্যই মহান ফল লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিলে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র—রাগ, দ্বেষ মোহ ও আসক্তিবিহীন পুরুষদিগকে দান করাই কর্তব্য।

ভিক্‌খু বগ্‌গো—(২৫)
ভিক্ষু বর্গ

আখ্যানভাগঃ তিনশ' ষাট-একষট্টি

শ্রাবস্তীতে জেতবন মহাবিহারে পাঁচজন ভিক্ষু চক্ষু ইত্যাদি পঞ্চদ্বার-সমূহের মধ্যে এক একজন এক একটি দ্বার সংযত করিয়া চলিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিতেন, তিনি যে দ্বার দমন করিয়া চলিতেছেন তাহাই অধিকতর দুর্দম। আবার অপর কেহ বলিতেন, তাঁহারা যে যে দ্বার দমন করিয়া চলিতেছেন তাহাই দুর্দম। এরূপে তাঁহারা নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে যাইয়া রীতিমত বিবাদ করিতে লাগিলেন। এই বিষয় বুদ্ধের গোচরীভূত করা হইলে তিনি ভিক্ষুদিগকে উপদেশচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—চক্ষুদ্বারে জ্ঞান রূপ দর্শন করিয়া মনোজ্ঞ বিষয়বস্তু (আলম্বন) রূপে আসক্ত হওয়া উচিত নহে। অমনোজ্ঞ রূপ দর্শন করিয়াও তৎপ্রতি বিদ্বেষচিত্ত উৎপন্ন করা অনুচিত। যদি তৎ তৎ দৃষ্ট রূপের প্রতি আসক্তি উৎপাদন না করিয়া স্মৃতি সহকারে তাহা নিরীক্ষণ করা হয় তাহা হইলে মোহ উৎপন্ন হইতে পারিবে না। এইরূপ হইলে চক্ষুদ্বারে সংযম আসে; ইহাতে চক্ষুদ্বার আবদ্ধ ও সুরক্ষিত হয়। ঠিক তদ্রূপভাবেই শ্রোত্র-দ্বারে শব্দ, ঘ্রাণ দ্বারে গন্ধ এবং জিহ্বা দ্বারে রস উৎপন্ন হইলে সংবরণ করা উচিত। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বার অসংযত হইলে অকুশল বীথিতে (চিত্তের পাপগতি) অশ্রদ্ধা, অধৈর্য, হীন বীর্যভাব, ভুল, ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা উৎপন্ন হয়। চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি সংযম হইলে কুশলাবীথিতে (চিত্তের পুণ্য গতিতে) শ্রদ্ধা, ক্ষান্তি, বীর্য, স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার না করিলে কায় সংযত হয়। মিথ্যা, পিশুন (ভেদ বাক্য), কর্কশ বাক্য ও সম্প্রলাপ (আবাটে গল্প) বাক্য ইত্যাদি

ভাষণ না করিলে বাক্য সংযত হয় এবং অভিধ্যা (পরসম্পত্তিতে লোভ), ব্যাপাদ (দ্বেষ) ও ভ্রান্ত ধারণার অধীন না হইলে মন সংযত হয়। যাঁহার এই দশবিধ কর্মপথে সম্যকরূপে সংবৃতি ঘটিয়াছে, তিনি সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নির্বাণ উপলব্ধি করিয়া চিরশান্তির অধিকারী হন।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' বাষট্টি

একদিন শ্রাবস্তী নগরে দুই বন্ধু ভিক্ষু অচিরবতী নদীতে স্নান করিয়া রৌদ্র সেবনরত থাকিয়া আলাপ করিতেছিলেন। তখন আকাশে উড্ডীয়মান একদল হংসশাবক দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন ঢিল ছুঁড়িয়া একটি হংসশাবক বধ করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া অন্যান্য ভিক্ষুরা তাঁহাকে লইয়া জেতবনে গিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত করিলেন। বুদ্ধ সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত হইয়া তাহাকে উপদেশচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথা উচ্চারণ করিলেন—

মর্মার্থ—যিনি হস্তদ্বারা কোনরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ করেন না বা কাহাকেও প্রহার করেন না, গমনাগমনে নিজের পদযুগলের সম্যক পরিচালনা স্মৃতি সহকারে করিয়া থাকেন, মিথ্যা ভাষণ প্রভৃতিতে অপরকে বঞ্চনা কিংবা মানসিক দুঃখ প্রদান করেন না, অসংযতভাবে শরীর কিংবা শির পরিচালনা করেন না, ভিক্ষাচরণ প্রভৃতিতেও সাধনারত থাকেন, একাচারী হইয়া আনন্দিত চিত্তে বিদর্শন ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, সেই সদানন্দময় অর্হৎ পুরুষকেই ভিক্ষু বলা হয়।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' তেষট্টি

দেবদত্তের অনুচর কোকালিক ভিক্ষু বুদ্ধের দুই মহান শিষ্য শারীপুত্র ও মহা মৌদ্গল্যায়ন স্থবিরকে সর্বদা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতেন। এই কুকর্মের ফলে মৃত্যুর পর তিনি নিরয়ে গিয়া উৎপন্ন হইলেন। একদিন

জেতবনে ধর্মসভায় ভিক্ষুদের মধ্যে তাঁহার বিষয় লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। তাহা শুনিয়া বুদ্ধ নিম্নে উক্ত গাথায় তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—প্রকৃত ভিক্ষু মুখে কখনও পরের মর্মপীড়াদায়ক বাক্য প্রয়োগ করেন না। তিনি নিত্য স্থির, গম্ভীর ও জ্ঞানগর্ভ বাক্যে লোকের উপকার সাধনে রত থাকেন। তিনি ধর্ম ও যথার্থ তত্ত্ব বর্ণনা করিতে সমর্থ হন। তাঁহার বাক্য মধুর এবং সকলের হিতজনক হয়।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' চৌষট্টি

জেতবনে ভিক্ষুদের মধ্যে এই সংবাদ প্রচারিত হইল যে, এখন হইতে তিন মাসের মধ্যেই তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। ইহা শুনিয়া সাধারণ ভিক্ষুগণ অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। অর্হৎ ভিক্ষুগণ নির্বিকার চিত্তে অনিত্যতা চিন্তা করিতেছিলেন। বুদ্ধের অন্তর্ধানের কথা শুনিয়া ধর্মারাম নামক জনৈক ভিক্ষু ভাবিতে লাগিলেন যে, যদি তিনি বুদ্ধের জীবদ্দশায় অর্হত্ত্বফল লাভ না করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার জীবন ধারণই বৃথা। সেই জন্য তিনি ভিক্ষুদের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ধ্যানসাধনায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। অন্য ভিক্ষুরা এই বিষয় বুদ্ধের গোচরীভূত করিলে, বুদ্ধ ধর্মারাম ভিক্ষু মহোদয়ের প্রশংসাচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথায় ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যে ভিক্ষু শমথ ও বিদর্শন ধর্ম সাধনায় সততঃ নিমগ্ন থাকিয়া গভীর ধর্মপ্রীতিতে ভরপুর, সততঃ বিপুল উদ্যমে এই ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিয়া স্মৃতি সহকারে তাহা পুনঃ পুনঃ অনুধ্যাসন করেন, তিনি সপ্তত্রিংশৎ বোধি পক্ষীয় ধর্ম এবং নবলোকোত্তর ধর্ম হইতে কখনও পতিত হন না।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' পঁয়ষট্টী-ছেষট্টি

রাজগৃহে জনৈক ভিক্ষু অতিরিক্ত লাভের আশায় দেবদত্তের অনুচর ভিক্ষুদের সহিত বিচরণ করিতেছিল, ভিক্ষুরা তাঁহাকে লইয়া গিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত করিলে বুদ্ধ তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে এই গাথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—প্রকৃত ভিক্ষু ধর্মতঃ লব্ধ বস্তুর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন না। তিনি পর্যায়ক্রমে ভিক্ষাচরণ না করিয়া উত্তম খাদ্যভোজ্যের সন্ধানে কেবল সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে যাইযাই ভিক্ষাচরণ করেন না। অধিকন্তু যাচঞাবহুল হইয়াও জীবিকা নির্বাহ করেন না। তিনি সর্বদা ধর্মতঃ লব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সজ্জীবিকপরায়ণ হইয়াই অবস্থান করেন। তিনি কখনও অপরের অধিক লাভের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন না। ঈর্ষাপরায়ণ ভিক্ষু ধ্যান সাধনায় কখনও কৃতকার্য হইতে পারেন না। পবিশুদ্ধভাবে জীবন-যাপনকারী ভিক্ষুকেই দেব-মনুষ্যেরা প্রশংসা করিয়া থাকেন।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' সাতষট্টি

শ্রাবস্তী নগরের জনৈক পঞ্চাগ্রদায়ক ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে খাদ্যভোজ্য দান করিয়া ভিক্ষু কাহাকে বলা হয়, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বুদ্ধ তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে নিম্নোক্ত গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই চারিটি নামস্কন্ধে এবং এই দেহরূপ স্কন্ধের প্রতি যাঁহার চিত্তে অহং মমত্ব জ্ঞান নাই এবং সেই নামরূপ স্কন্ধের ক্ষয়-ব্যয়েও যিনি শোক-পরিতাপ করেন না, সেই ধীর, স্থির ও অবিচলিত ব্যক্তিই প্রকৃত ভিক্ষু নামে অভিহিত হন।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' আটষট্টি-ছিয়াত্তর

একদা বুদ্ধের অন্যতম মহান শিষ্য মহাকাত্যায়ন স্থবির অবন্তী নগরে অবস্থানকালীন তাঁহার ধর্মোপদেশ শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া 'শোণ কোটিকর্ণ

নামক একজন উপাসক স্থবির মহোদয়ের নিকট ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পর তিনি গুরুর অনুমতি নিয়া বুদ্ধ দর্শন জন্য শ্রাবস্তীতে গিয়াছিলেন। তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া অবন্তী নগরে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার মাতা লোকমুখে পুত্রের গুণপনার কথা শুনিয়া পুত্রের মুখে ধর্ম শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা করিয়া বিরাট এক ধর্মসভার আয়োজন করিয়াছিলেন। কোটিকর্ণের মাতা গৃহে একটি মাত্র দাসী রাখিয়া অন্যান্য সমস্ত পরিজনবর্গকে সঙ্গে লইয়া মাঠে ধর্ম শ্রবণ করিতে গিয়াছিলেন। কোটিকর্ণ ধনীর সন্তান ছিলেন। এই সুযোগে নয়শত ডাকাত কোটিকর্ণের মাতার গৃহ আক্রমণ করিয়া সমস্ত ধনসম্পদ লুণ্ঠন কার্যে ব্যাপৃত ছিল। দাসী এই সংবাদ গোপনে ধর্মশ্রোবণনিরতা কোটি-কর্ণের মাতার নিকট গিয়া বলিলে, তিনি নির্বিকারচিত্তে তাঁহার ধর্ম শ্রবণে অন্তরায় সৃষ্টি না করিয়া দাসীকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। ডাকাত সর্দার কোটিকর্ণের মাতার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য ধর্ম-সভায় উপস্থিত ছিল। সে কোটিকর্ণের মাতার কথা শুনিয়া স্বীয় কৃত অপকর্ম চৌর্যবৃত্তির প্রতি ঘৃণা উৎপাদন করিয়া তার অনুচরবর্গকে লুণ্ঠন কার্য হইতে বিরত করিয়া সকলকে বিহারে নিয়া আসিয়া চিরতরে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সদলবলে কোটিকর্ণের নিকট ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষা নিয়া একটি পর্বতে যাইয়া ধ্যান ধারণায় নিমগ্ন হইলেন। তথাগত বুদ্ধ তাহাদের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া জেতবন হইতে দিব্যশক্তিতে তাঁহাদের উদ্দেশ করিয়া এই গাথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—মৈত্রীভাবনা অনুশীলন করিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানপ্রাপ্ত ভিক্ষুই মৈত্রীবিহারী। সেই মৈত্রীবিহারী ভিক্ষুই বুদ্ধ শাসনে প্রসন্নতা লাভ করিয়া সমস্ত কামনা-বাসনার অতীত পরম সুখকর নির্বাণ উপলব্ধি করেন।

হে ভিক্ষু! তোমার দেহ-রূপ নৌকা হইতে কামচিন্তা প্রভৃতি মিথ্যা চিন্তা দূরীভূত কর, দেহের ষড়দ্বার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া রাখ। দ্বেষ ও মোহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হও।

সৎপায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সন্দেহ), গোব্রত, শীলব্রত ও ব্যাপোদ (দ্বেষ), এই পাঁচটি নিম্নভাগীয (নীচ গতি সাধক) সংযোজন (বন্ধন): স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী ও অনাগামী মার্গে রূপরাগ, অরূপরাগ, (রূপ-তৃষ্ণা, অরূপতৃষ্ণা), মান, ঔদ্ধত ও অবিদ্যা—এই পাঁচটি উধ্বর্ ভাগীয় (দেবলোকে জন্মপ্রদ) সংযোজন অর্হত্বমার্গে পরিহাব কবিতে হইবে। উধ্বর্ ভাগীয় সংযোজন পরিহাব করিতে হইলে, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, প্রজ্ঞা ও সমাধি—এই পঞ্চ বিষয়ে উত্তরোত্তর অনুশীলন এবং অনুধ্যান করিতে হইবে। তাহাতেই বাগ (আসক্তি), দ্বেষ, মোহ, মান ও মিথ্যা-দৃষ্টি দুরীভূত হইবে। তখন, কাম, ভব, দৃষ্টি (ভ্রান্ত ধারণা) ও অবিদ্যা (অজ্ঞানতা) দুরীভূত হইযা মুক্তির সন্ধান পাওযা যাইবে।

হে ভিক্ষু! শমথ ও বিদর্শন ধ্যানে মগ্ন হইযা কায়মনোবাক্যে প্রমাদ পরিহাব কর। রূপ, শব্দ, গন্ধ, বস ও স্পর্শ—এই পঞ্চ-কাম বিষয়ে চিত্তকে ব্যাপৃত রাখিবে না।

যে ব্যক্তি স্মৃতি সাধনায় তৎপর নহে, সে নিবয গমন কবিযা তপ্ত লৌহগোলক গলাধঃকরণ পূর্বক 'হায় দুঃখ! হায় দুঃখ!' বলিযা অসহ্য যাতনায় ছটফট করিতে থাকে।

ধ্যান অনুশিলনে অনভিজ্ঞ হইলে জ্ঞান লাভ হয় না, আবার জ্ঞান (প্রজ্ঞা) অনুশীলিত না হইলেও ধ্যান লাভ করা যায় না। প্রজ্ঞা ও ধ্যান পরস্পর সাপেক্ষ। একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান যোগেই নির্বাণ উপলব্ধি করা যায।

জন-সঙ্গ-প্রিয়তা পবিহার কবিয়া নির্জন স্থানে একাকী ধ্যান সাধনায নিমগ্ন যোগী ভিক্ষু সম্যকরূপে ধর্মেব সত্যতত্ত্ব উদঘাটন করিতে সমর্থ হইয়া দিব্য প্রীতিতে ভরপুর থাকেন। তিনি বিদর্শন ধ্যান বা রূপারূপ ধ্যানজনিত অষ্ট-সমাপত্তি সুখের অধিকারী হইয়া অবস্থান কবেন। যখন সেই যোগী ভিক্ষু পঞ্চস্কন্ধের উদয় ও ভঙ্গুরতা সম্যকরূপে দর্শন করেন,

তখন তাঁহার অন্তর ধর্ম প্রীতিতে নিমজ্জিত হইয়া থাকে এবং তিনি নির্বানোপলব্ধ ব্যক্তির ন্যায় অনুপম প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে অবস্থান করেন। পণ্ডিত ভিক্ষু চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত করিয়া যথালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট হইয়া পবিত্র জীবন যাপন করেন, এবং ভিক্ষুদের জন্য নির্দিষ্ট প্রাতি-মোক্ষের নীতিসমূহ যত্নপূর্বক পালন করিয়া কল্যাণমিত্রের সাহচর্য অবলম্বনে প্রশান্ত চিত্তে অবস্থান করেন। পুণ্যকর্ম সম্পাদনে বিঘ্নজনক আলস্য ও কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শীল পালনে নিপুণ ও তৎপর হইয়া প্রীতি বহুল চিত্তে বাস করিলে দুঃখের অবসান ঘটে।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' সাতাত্তর

শ্রাবস্তীনগরের পাঁচশত ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট ধ্যান সাধনা শিক্ষা করিয়া এক অরণ্যে গমন পূর্বক মনোযোগ সহকারে ধ্যান ধারণায় মগ্ন হইলেন। একদিন তাঁহারা যুঁই ফুল বৃন্তচ্যুত হইতেছে দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এইরূপেই তাঁহাদেরও তৃষ্ণাক্ষয় করিতে হইবে। বুদ্ধ সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রভাবে তাঁহাদের মনের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া দিব্য জ্ঞান প্রভাবে তাঁহাদের উদ্দেশে নিম্নোক্ত গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—হে ভিক্ষুগণ! বর্ষিকা (যুঁই ফুল) লতা যেমন স্বীয় মলিন পুষ্পগুলিকে পরিহার করে, তদ্রূপ তোমরাও স্ব স্ব অভ্যন্তরস্থিত রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি মলবৃত্তিগুলিকে পরিহার করিয়া ফেলিয়া দিয়া প্রকৃত মুক্তির আনন্দ অনুভব কর।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' আটাত্তর

শ্রাবস্তীর জেতবন বিহার বাসী জনৈক শান্ত প্রকৃতি ভিক্ষুর কোন প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী পরিলক্ষিত হইত না। ভিক্ষুরা তাঁহার মধুর স্বভাবে প্রসন্ন হইয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতেছিলেন। বুদ্ধ ভিক্ষুগণের কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকেও শান্তকায় ভিক্ষুর ন্যায় হইতে উপদেশ প্রদানচ্ছলে এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যেই ভিক্ষু প্রাণী হত্যা ইত্যাদি কায়িক পাপ, মিথ্যাভাষণ ইত্যাদি বাচনিক পাপ এবং লোভাদি মানসিক পাপ হইতে বিরত হইয়া চারি মার্গ লাভে যাবতীয় সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া রাগ, দ্বেষ পরিহারে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই উপশান্ত ও জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' ঊনাশি-আশি

একদা শ্রাবস্তীর জনৈক দরিদ্র কৃষক ভূমি কর্ষণ করিয়া গৃহে ফিরিবার সময় জেতবনে ভিক্ষুদের অনুগ্রহে ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি দীক্ষা গ্রহণের সময় তাঁহার লাঙ্গল-জোয়াল ও ছিন্ন বস্ত্রখানি বিহারের নিকটবর্তী এক বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কিছুদিন ভিক্ষুধর্ম পালন করার পর তাঁহার মনে সংসারী হইবার চিন্তা উৎপন্ন হইল। সেজন্য তিনি যেখানে তাঁহার কৃষি কর্মের যন্ত্রপাতি ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া তিনি নিজকে নিজে উপদেশ দিয়া পুনরায় বিহারে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে আরও কয়েকবার তথায় গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তৎপর চিত্তের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া তিনি অদম্য উৎসাহে ও বীর্য বলে ধ্যান সাধনায় নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া অর্হত্বফল লাভ করিলেন। তাঁহাকে আর সেদিকে যাইতে না দেখিয়া অন্যান্য ভিক্ষুরা তাঁহাকে সেদিকে আর না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নির্বিকারভাবে শান্তচিত্তে উত্তর প্রদান করিলেন যে, সেদিকে যাওয়ার প্রয়োজন তাঁহার শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত নির্বীকারচিত্ত ভাব ও উত্তর শ্রবণ করিয়া অপর ভিক্ষুগণ তাঁহাকে কপটতা প্রদর্শন করিতেছেন মনে করিয়া বুদ্ধ সকাশে উপনীত হইয়া এই ভিক্ষুর বিষয় জ্ঞাপন করিলে, বুদ্ধ সেই ভিক্ষুর উক্তির সত্যতা প্রমাণের জন্য এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যে ভিক্ষু সর্বদা আত্ম-পরীক্ষা ও আত্মশুদ্ধিপরায়ণ, তিনি সুরক্ষিত ও স্মৃতিমান হইয়া স্থিত-গতি, গমন, উপবেশন ও শয়নে সুখে অবস্থান করিতে পারিবেন। আত্ম-নির্ভরতা ও আত্মোপলব্ধিতেই মুক্তি সুখ আসে। স্বয়ং চেষ্টা না করিয়া পরনির্ভরশীল হইলে মার্গ ভাবনা ও ফল সাক্ষাৎকার করা সম্ভব নহে, সেজন্যই আত্ম-নির্ভরশীল হইয়া অনুৎপন্ন পাপের উৎপত্তি নিবারণ, স্মৃতি বিহ্বলতা পরিহার এবং আত্ম-সংযমনপূর্বক লৌকিক-লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারী হইয়া পরম শান্তি লাভের জন্য চেষ্টিত হওয়াই উচিত।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' একাশি

শ্রাবস্তীনগরবাসী ব্রাহ্মণ যুবক বক্কলী বুদ্ধের দৈহিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া নিত্য বুদ্ধ দর্শনের জন্য ভিক্ষু হইলেন। ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষা নিয়াও তিনি শুধু বুদ্ধের দেহ সৌন্দর্য সন্দর্শন করিয়াই দিন কাটাইতেন। বুদ্ধ প্রায় সময়ই তাঁহাকে দেহের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তাঁহার মনের পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বক্কলির কোনমতেই জ্ঞান চক্ষুর উন্মেষ হইতেছে না দেখিয়া বেণুবনে পদার্পণ করার পর উক্ত ভিক্ষুর সহিত বাক্যালাপ করাও বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন তিনি নিদারুণ মর্মপীড়া পাইয়া আত্মহত্যা করার অভিপ্রায়ে রাজগৃহের গৃধ্রকুট পর্বতে আরোহণ করিতেছিলেন। বুদ্ধ তাঁহার সংকল্পের বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান করিয়া আশ্বস্ত করিলেন। ভিক্ষু মহোদয় শ্রীবুদ্ধের দর্শন লাভ করিয়াও তাঁহার আশ্বাসবাণী শুনিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। তৎপর বুদ্ধ তাঁহার চিত্তের গতিপথ নিরীক্ষণ করিয়া নিম্নলিখিত গাথায় উপদেশ প্রদান করিলে ভিক্ষু অর্হত্ব লাভ করিয়া-ছিলেন।

মর্মার্থ—যে ভিক্ষু বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করিয়া আনন্দিত মনে সাধনায় রত থাকেন, তিনি অচিরেই পাপ-পুণ্যের অতীত হইয়া নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

আখ্যানভাগঃ তিনশ' বিরাশি

বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য অনুরুদ্ধ স্থবির হিমালয় প্রদেশ হইতে তাঁহার সপ্ত বর্ষীয় শ্রামণের সুমনকে লইয়া বুদ্ধ দর্শন অভিলাষে শ্রাবস্তী নগরে উপাসিকা বিশাখা নির্মিত পূর্বারামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিহার অঙ্গনে ভিক্ষুরা তাঁহাকে আগু বাড়াইয়া লইতে গিয়া ছোট শ্রামণের সুমনকে দেখিয়া কেহ তাঁহার হাত ধরিয়া. কেহবা তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আদর, স্নেহ প্রদর্শন করিতেছিলেন। বুদ্ধ সুমনের প্রতি ভিক্ষুদের আচরণ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ইহারা সুমনের গুণ এবং শক্তির কথা জানেন না, সুতরাং তাঁহাদের নিকট সুমনের প্রভাবের পরিচয় দিতে হইবে, সেই ইচ্ছায়ই তিনি হিমালয়ের মানস সরোবরের জলে হস্তপদ ধৌত করার অভিপ্রায় জানাইলেন। বুদ্ধের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া সুমন একটি বড় কলসী লইয়া স্বীয় ঋদ্ধিশক্তি প্রভাবে মানস সরোবর হইতে জল আনিয়া বুদ্ধকে প্রদান করিলেন। সুমন আকাশ পথে উড়িয়া গিয়া জল আনয়নের সময় বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে সুমনের দিব্যশক্তি দেখিতে বলিলেন। ভিক্ষুরা তাহার অলৌকিক শক্তিতে স্তম্ভিত হইয়া ধর্মসভায় এই বিষয় আলোচনা করিলে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথায় সুমনের প্রশংসা করিলেন—

মর্মার্থ—যিনি বয়সে তরুণ হইয়াও তথাগতের প্রদর্শিত সাধন ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া অর্হত্ব জ্ঞানে বিভূষিত হন, তিনি এই লোককে অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধকে এক আলোকে আলোকিত করিয়া জগৎপূজ্য হন।

ব্রাহ্মণ বগ্‌গো—(২৬)

ব্রাহ্মণ বর্গ

আখ্যানভাগঃ তিনশ' তিরাশি

শ্রাবস্তী নগরবাসী প্রসাদবহুল ব্রাহ্মণ নিত্য ষোলজন ভিক্ষুকে তাঁহার গৃহে ভোজন করাইতেন। বুদ্ধের প্রতি ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধাবহুলতা নিবন্ধন

উক্ত ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদিগকেও 'অর্হৎ' বলিযা সম্বোধন কবিতেন। কিন্তু সেই ভিক্ষুগণেব মধ্যে কেহই অর্হৎ ছিলেন না। সেইজন্যই ভিক্ষুগণ তাহাদিগকে কপট সাজিবাব ভযে আব তাঁহাব গৃহে ভোজন কবিতে যাইতেন না। ভিক্ষুগণ তাঁহাব গৃহে ভোজন কবিতে না যাওযায ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। জেতবনে বুদ্ধ এই বিষয জ্ঞাত হইযা ভিক্ষুদেব ডাকিয়া বলিলেন যে, দাযকদেব সম্বোধন কবাব জন্যে তোমাদেব উপব কোন দোষ বর্তিতে পারে না বটে, তবে তোমাদিগকেও দৃঢ় পবাক্রমেব সহিত অর্হত্ত্ব ফল লাভেব চেষ্টা করিতে হইবে, এই প্রসঙ্গেই গাথাটি উচ্চাবণ কবিযাছিলেন—

মর্মার্থ—হে ব্রাহ্মণ। বিপুল প্রচেষ্টা ও পবমোৎসাহে তৃষ্ণাস্রোত ছিন্ন কব। বস্তুকাম ও কলুষকাম এই বাসনা-কামনা দুইটিকে দূবীভূত কব। ওহে ক্ষীণাশ্রব ব্রাহ্মণ। তুমি সংস্কাবসমূহ ও পঞ্চস্কন্ধেব ক্ষয-ধর্ম (অনিত্য ভাব) জ্ঞাত হইয়া অকৃত অনির্মিতবস্তু-ভাব বহিত নির্বাণজ্ঞ—নির্বাণ সাক্ষাৎকাব লাভ কবিযা পবম আনন্দ উপভোগ কব।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' চুরাশি

একদা ত্রিশজন ভিক্ষু বুদ্ধ দর্শনেব জন্য শ্রাবস্তী নগবেব জেতবন বিহাবে আসিযাছিলেন। শাবীপুত্র স্থবিব তাঁহাদেব অর্হত্ত্ব লাভেব হেতু দেখিতে পাইয়া বুদ্ধকে শমথ ও বিদর্শন ধ্যান সম্বন্ধে প্রশ্ন কবিলেন। শাবীপুত্রেব প্রশ্নেব উত্তবেই বুদ্ধ এই গাথা বলিযাছিলেন—

মর্মার্থ—যখন অর্হৎ ব্রাহ্মণ শমথ ও বিদর্শন সাধনা দুইটিতে অভিজ্ঞা ইত্যাদি জ্ঞান লাভে পাবদর্শী হন, তখন তিনি উপলব্ধি কবিতে পাবেন যে, তাঁহাকে পুনবায সংসাবাবর্তে প্রত্যাবর্তন কবিযা কাম, ভব, মিথ্যা দৃষ্টি ও অবিদ্যাব বন্ধনে আবদ্ধ হইযা জন্ম-মৃত্যুব অধীন হইতে হইবে না এবং তিনি সমমুক্ত হইযা নির্বাণ সুখ উপলব্ধি কবিতে পাবেন।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' পঁচাশি

একদা মার ছদ্মবেশে জেতবনে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে 'পার ও অপার' সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। বুদ্ধ মারের চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া তাহাকে পরাভূত করার জন্যই এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায ও মন এই আভ্যন্তরিক ষড়ায়তন, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম এই বাহ্যিক ষড়ায়তন এবং অহংকার, মমকার ইত্যাদি যাঁহার বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁহার 'পার ও অপার'ই আর থাকিতে পারে না। সেই বিতৃষ্ণ ও সর্ববন্ধনমুক্ত অর্হৎকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' ছিয়াশি

শ্রাবস্তী নগরের জনৈক ব্রাহ্মণ নিজকে জাতি ও গোত্রে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ তৃষ্ণা বিমুক্ত অর্হৎকেই তিনি ব্রাহ্মণ অভিহিত করেন বলিয়া এই গাথায় ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—শমথ বিদর্শন ধ্যান লাভী, কামচিত্ত বিহীন, একাকী অরণ্যবিহারী, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী অনাগামী ও অর্হত্ত্ব মার্গে অধিষ্ঠিত সর্বকৃত্য সম্পন্ন ও কামাশ্রবাদি বিহীন অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত পুদ্‌গলকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' সাতাশি

একদা প্রবারণা দিনে (কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমায়) কোশলরাজ প্রসেনজিত সালঙ্কারে অলংকৃত হইয়া পূর্বারামে বুদ্ধ দর্শনে গিয়াছিলেন। তখন পূর্বাকাশে পূর্ণ চন্দ্রোদয় পশ্চিম গগনে সূর্যের অস্তগমন হইতেছিল। অর্হৎ ভিক্ষু 'কালুদায়ী' স্থবির অদূরে ধ্যানমগ্ন ছিলেন এবং তথাগত বুদ্ধও বিহারের অভ্যন্তরে ভিক্ষু-সংঘ পরিবেষ্টিত হইয়া উপবেশন করিয়া-

ছিলেন। তখন বুদ্ধের প্রধান উপস্থায়ক (সেবক পরিচর্যাকারক) আনন্দ স্থবির এই দৃশ্য দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া সর্বাপেক্ষা বুদ্ধের শোভাই মনো-মুগ্ধকর বলিয়া বুদ্ধেরই প্রশস্তি গাহিতেছিলেন। আনন্দ স্থবিরের প্রশস্তি শুনিয়াই বুদ্ধ ইহা বলিলেন।

মর্মার্থ—দিবাভাগে সূর্য রাত্রিভাগে চন্দ্র, সর্বাভরণ পরিমণ্ডিতা ও চতুরঙ্গিনী সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা শোভা প্রাপ্ত হন এবং ক্ষীণাশ্রব অর্হৎ ধ্যান প্রভাবে তেজোদ্দীপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু বুদ্ধ তথাগত, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি সর্ব গুণ-গরিমায় অহোরাত্র প্রদীপ্ত হইয়া থাকেন।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' অষ্টাশি

একদা জনৈক ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক জেতবনে বুদ্ধের নিকট গিয়া তিনি প্রকৃতই প্রব্রজিত নামে অভিহিত হইতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে বুদ্ধ এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যিনি পাপকে দূরীভূত করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণ। যিনি সদাচারে পাপকে প্রশমিত করিয়াছেন তিনিই শ্রমণ। যিনি রাগ (আসক্তি) ইত্যাদি পাপমল বিদূরিত করিয়া নির্মল হইয়াছেন তিনিই প্রব্রজিত নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' উননব্বই-নব্বই

একদা জনৈক বুদ্ধমত-বিরোধী ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাচরণ নিরত শারীপুত্র স্থবির মহোদয়ের পৃষ্ঠে হঠাৎ জোরে চপেটাঘাত করিয়া বসিল। তাহাতেও স্থবির মহোদয় ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়া অবিচলিতভাবে আপন কর্তব্য কার্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের গৃহে আনিয়া উপাদেয় আহার্য দ্রব্যে পরিতৃপ্ত করিলেন। এই সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িলে স্থবির মহোদয়ের ভক্তবৃন্দ আসিয়া

অপরাধী ব্রাহ্মণের গৃহ পরিবেষ্টন করিলেন। তিনি তাঁহাবে ভক্তবৃন্দকে ধর্মোপদেশদানে শান্ত করিয়া জেতবনে চলিয়া গেলেন। ভিক্ষুগণ ধর্ম-সভায় এই বিষয় উত্থাপন করিয়া আলোচনা আরম্ভ করিলে, বুদ্ধ তাঁহাদের নিম্নোক্ত গাথাগুলি উচ্চারণ করিয়া উপদেশ দিযাছিলেন—

মর্মার্থ—যাঁহার 'আমি সমস্ত আশ্রব (তৃষ্ণা) ক্ষয় করিয়া অর্হত্ব লাভ করিব।' এই ধারণা প্রবল, তিনি ক্ষীণাশ্রব কিংবা জাতিগত গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে প্রহার করেন না। ক্ষীণাশ্রব ব্রাহ্মণ প্রহৃত হইলেও প্রহার-কারীর প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করেন না। বরং তিনি দয়ার্দ্র চিত্ত হইযা তাহার মঙ্গল কামনা করেন। যে ব্যক্তি ক্ষীণাশ্রব ব্রাহ্মণকে প্রহার কিংবা নিন্দা, হিংসা করে সে নিন্দনীয় হয। আবার যে ব্যক্তি ক্ষীণাশ্রব ব্রাহ্মণের প্রহারকারীকে আঘাত করে, সে অত্যধিক নিন্দাভাজন হয়। ক্রোধীর প্রতি ক্রোধ উৎপাদন মনের শুভ লক্ষণ নহে ; মানুষ ক্রোধের বশবর্তী হইযা নিজের মাতা-পিতা কিংবা বুদ্ধ প্রমুখ মহামানবদের প্রতি অপরাধ করিয়া থাকে। তদ্ধেতু যিনি নিজের ক্রোধকে উপশম করেন, তাহা হইলে সেই ক্রোধকে উপশান্ত করাটাই স্বল্প লাভের নয় অর্থাৎ সেটা মহান লাভ। ক্ষীণাশ্রব ব্রাহ্মণ অনাগামী মার্গেই ক্রোধোৎপত্তির সমস্ত বিষয় বিনাশ করিয়া সংসার-দুঃখ হইতে চিরতবে অব্যাহতি লাভ করেন।

আখ্যানভাগ : তিনশ' একানব্বই

একদিন বুদ্ধের মাসী মহাপ্রজাপতি গৌতমী নিজেই কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইযাছিলেন। তখন বুদ্ধ তাঁহাকে সেই বেশেই ভিক্ষুণী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ভিক্ষুণীদের জন্যে নিয়ম প্রবর্তন করা হইলে গৌতমী নিয়মানুগভাবে দীক্ষিতা নহেন বলিয়া ভিক্ষুণী সম্প্রদায় তাঁহার সঙ্গে ভিক্ষুণীদের করণীয় কর্ম সম্পাদন করিতে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছিলেন। জেতবনে বুদ্ধের

নিকট ভিক্ষুণীরা এই বিষয় জানাইলে বুদ্ধ তাঁহাদের সন্দেহ নিরসনার্থ নিম্নোক্ত গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—কায়মনোবাক্যে নরকে উৎপত্তি কোন পাপ কর্মই যিনি করেন না, যাঁহার এই দ্বারই সংবৃত (সুরক্ষিত) তাঁহাকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি। অর্থাৎ যাঁহারা তৃষ্ণার ক্ষয় অর্হত্ত্ব লাভের পর প্রকৃত ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের গতানুগতিক নিয়ম-কানুনের পর্যায়ে লইয়া গিয়া বিচার করিতে যাওয়ার তেমন সার্থকতা নাই।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' বিরানব্বই

শ্রীবুদ্ধের প্রধান শিষ্য শারীপুত্র স্থবির, বুদ্ধ সর্বপ্রথম অন্যতম অশ্বজিৎ স্থবির যেদিকে অবস্থান করিতেন, সেই দিকে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম ও শিরস্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইতেন। তাঁহার ঐরূপ আচরণে অন্যান্য ভিক্ষুরা মনে করিতে লাগিলেন যে, শারীপুত্র স্থবির মহোদয় দিক্ প্রণাম করিবার ছলেই ঐরূপ করিতেছেন। তখন অন্যান্য ভিক্ষুরা মিলিয়া এ বিষয় বুদ্ধের গোচরীভূত করিলে, বুদ্ধ তাঁহাদের সন্দেহ নিরসনার্থ এই গাথা উচ্চারণ করিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—সম্যক সম্বুদ্ধ উপদিষ্ট নৈর্বাণিক ধর্ম যাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়া পরম শান্তিপদ লাভে সমর্থ হওয়া যায় তাঁহার প্রতি—সেই গুরুর প্রতি কায়মনোবাক্যে ভক্তিপরায়ণ হওয়া কর্তব্য।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' তিরানব্বই

শ্রাবস্তীর জনৈক জটাধারী ব্রাহ্মণ নিজেকে যথার্থ ব্রাহ্মণরূপে পরিচয় দেওয়ার জন্য একদিন জেতবনে বুদ্ধের নিকট গিয়া বলিলেন যে, বুদ্ধ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন কি না। বুদ্ধ ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণকে এই গাথা বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—জটা গোত্র কিংবা জাতি দ্বারা কেহ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, যিনি চারিটি আর্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গভীর নির্বাণতত্ত্বচিন্তায় নিমগ্ন সেই পবিত্র ব্যক্তিই যথার্থ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' চুরানব্বই

বৈশালী নগরের জনৈক ব্রাহ্মণ তাপসের ভাণ করিয়া জনসাধারণের নিকট পূজার্চনা, প্রচুর ধনসম্পদ ও দাস-দাসী দাবী করিয়াছিল। ঐগুলি না পাইলে সে অভিশাপে বৈশালী নগর ধ্বংস করিয়া ফেলিবে বলিয়া জনসাধারণকে ভীতিপ্রদর্শন করিল। ভয়ে জনসাধারণ তাহাকে প্রচুর পরিমাণে তাহার প্রার্থিত দ্রব্য দিতেছিল, সে প্রচুর ধনসম্পদ ও দাস-দাসী পাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল। তাহার এইরূপ ভণ্ডামির কথা বৈশালীর কূটাগারশালায় বুদ্ধের কর্ণগোচর করা হইলে তিনি শঠ প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণের অপকর্মের নিন্দাচ্ছলে এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যাহার অন্তর কামাদি-রাগ-মল পূর্ণ, তাহার জটা ধারণ কিংবা মৃগ-চর্ম পরিধান করায় কোন ফল নাই। সে কেবল বাহিরটা পরিমার্জন করিয়া জগতকে প্রতারণা করিয়াই বেড়ায় মাত্র।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' পাঁচানব্বই

একদা ভিক্ষুণী কৃশা গৌতমী রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থানরত বুদ্ধের দর্শন লাভের জন্য আকাশ পথে উড়িয়া আসিয়া রাত্রির দ্বিতীয় যামে বেণুবন বিহারে ধর্মসভায় উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিতির পর সপার্ষদ ইন্দ্ররাজকে ধর্মশ্রবণ নিরত দেখিয়া ভিক্ষুণী কৃশা গৌতমী বুদ্ধকে বন্দনা করিয়াই প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্ররাজ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বুদ্ধের নিকট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর প্রদানচ্ছলেই বুদ্ধ এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যিনি পাংশুকুল ছিন্ন বস্ত্রে লজ্জানিবারণ পূর্বক কৃশা ও অস্থি কঙ্কাল সার হইয়া একাকিনী ধ্যানে নিমগ্ন তাঁহাকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত করি।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' ছিয়ানব্বই

শ্রাবস্তী নগরের জনৈক ব্রাহ্মণ জেতবনে বুদ্ধের নিকট গিয়া বুদ্ধ তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করেন কিনা জিজ্ঞাসা কহিলে, তাঁহাকে উপদেশ-চ্ছলে বুদ্ধ এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—রাগ, দ্বেষ, মোহবদ্ধ ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিলে কিংবা ব্রাহ্মণ যোনিজ হইলেও প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। কাম, দ্বেষ ও মোহ-মুক্ত এবং কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা উপাদান বিরহিত নিষ্কলুষ পুরুষই 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

আখ্যানভাগ ঃ তিনশ' সাতানব্বই

শ্রাবস্তী নগরের উগ্রসেন শ্রেষ্ঠী পুত্র সমস্ত ভয় পরিহার করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করায় ভিক্ষুগণ মনে করিলেন যে, তিনি ভাণ করিতেছেন। এই মনে করার ফলে তাঁহারা বুদ্ধের নিকট গিয়া ইহা জ্ঞাপন করিলেন। বুদ্ধ শ্রেষ্ঠী পুত্রের বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করার অভিপ্রায়ে এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যিনি সর্ববিধ সংযোজন (বন্ধন) ছিন্ন করিয়া তৃষ্ণার সংস্পর্শ পরিত্যাগ পূর্বক নির্ভয় হইয়া অবস্থান করেন এবং যিনি রাগ ইত্যাদি কামনা বাসনা পরিহার পূর্বক সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া থাকেন তাঁহাকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলা হয়।

আখ্যানভাগঃ তিনশ' আটানব্বই

একদিন অচিরাবতী নদী তীরে শক্তি পরীক্ষার জন্য দুইটি ষাঁড়ের গাড়ী টানিবার প্রতিযোগিতা দেওয়া হইয়াছিল। ষাঁড় দুইটি যথাশক্তি গাড়ী টানিতেছিল। টানাটানিতে গাড়ীর বন্ধন-রজ্জু ছিঁড়িয়া গেল। কিন্তু গাড়ী একটুও নড়িল না। তখন কয়েকজন ভিক্ষু অচিরাবতীতে স্নান করিতে গিয়া এই দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা জেতবনে আসিয়া এই বিষয় বুদ্ধকে জানাইলে, তিনি তাঁহাদের তৃষ্ণারজ্জু ছেদন করিতে উপদেশ দিয়া এই গাথাটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যাঁরা নন্দী (আসক্তি) ও তৃষ্ণা-বন্ধন ছেদন করিয়া ক্রোধ, সপ্তবিধ অনুসার সহিত শাশ্বত দৃষ্টি উচ্ছেদ দৃষ্টি সমূহ বিনষ্ট হইয়াছে যিনি চতুরার্য সত্য জ্ঞানে অজ্ঞানতা প্রাচীর উৎখাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত 'ব্রাহ্মণ'।

আখ্যানভাগঃ তিনশ' নিরানব্বই

রাজগৃহের ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণের ভ্রাতার পত্নী। বুদ্ধের ধর্ম শুনিয়া স্রোতাপন্না উপাসিকা হইয়াছিলেন। তিনি নিত্য বুদ্ধ-প্রশস্তি গাহিয়া বেড়াইতেন। একদিন ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ তাঁহার ভ্রাতৃ জায়ার মুখে বুদ্ধের গুণ বর্ণনা শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বুদ্ধকে প্রশ্নে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে বেণুবনে বুদ্ধের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় গিয়া বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং গৃহবাস ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়া বেণুবনে ভিক্ষুসংঘের সহিত রহিয়া গেলেন। তাঁহার আরও তিন জন ভ্রাতা ঐভাবেই ক্রোধান্বিত হইয়া বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহার ধর্মোপদেশ শুনিয়া অর্হৎ ফল লাভ করিয়াছিলেন; তার পর আর কেহই গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। ধর্মসভায় ভিক্ষুরা এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে বুদ্ধ নিম্নোক্ত গাথা উচ্চারণ করিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যিনি আক্রোশ বাক্য, প্রহার, পীড়ন ইত্যাদি, দুর্বাক্য দুর্ব্যবহার, নিপীড়ন সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিয়া যান এবং সতত ক্ষমা, তিতিক্ষা, ধৈর্য, সহ্য ইত্যাদি বলে বলীয়ান, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ'

একদা শারীপুত্র স্থবির পাঁচশত ভিক্ষু লইয়া রাজগৃহ হইতে নালক গ্রামে ভিক্ষার্থ তাঁহার মাতার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণী পুত্রকে ভিক্ষাচরণ করিতে দেখিয়া রাগে অস্থির হইয়া ভীষণভাবে কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে তাহাদের ভিক্ষা দিতেছিলেন, এদিকে কিন্তু শারীপুত্র স্থবির মাতার কর্কশবাক্য সহ্য করিয়া অত্যন্ত শান্তভাবে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বিহারে ফিরিয়া গেলেন। বেণুবনে ভিক্ষুরা ধর্মসভায় স্থবির মহোদয়ের সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, বুদ্ধ এই গাথায় অর্হৎগণ যে ক্রোধমুক্ত সেই বিষয়ই বিশদীকৃত করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যিনি সর্বতোভাবে হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি পরিত্যাগ পূর্বক চারি পারিশুদ্ধি শীলাচরণে তৃষ্ণা বিমুক্তি হইয়া অবস্থান করেন, সেই দান্ত, ব্রতধারী অন্তিম দেহ ধারণ করিয়া অর্থাৎ পুনর্জন্মের অতীত হইয়া নির্বাণ উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং তাদৃশ পুদ্গলকেই 'ব্রাহ্মণ' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ' এক

একদা বুদ্ধের অন্যতমা শিষ্যা ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণা অরণ্যে ধ্যান নিমগ্না ছিলেন। তখন একজন দুর্বৃত্ত হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিল। এই বিষয় তিনি সহচারিনী ভিক্ষুণীদের নিকট বলিলেন। ভিক্ষুণীরা ইহা ভিক্ষুগণের গোচরীভূত করিলে ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় অর্হতের কামনা-বাসনা থাকে কিনা এই বিষয় লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলে, বুদ্ধ তাঁহাদের সন্দেহ নিরসনার্থ এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—অর্হৎগণ পদ্মপত্রে জলবিন্দু ও সূচাগ্রে সর্ষপতুল্য সর্ববিধ কামনা বিমুক্ত থাকেন এবং তাদৃশ বাসনা-কামনা নির্লিপ্ত ব্যক্তিই 'ব্রাহ্মণ' নামের যোগ্য।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ' দুই

শ্রাবস্তী নগরবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের ভৃত্য পলায়ন করিয়া গিয়া বুদ্ধের নিকট উপসম্পদা লাভ করিয়া ধ্যান সাধনা দ্বারা অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি বুদ্ধের সঙ্গে ভিক্ষাচরণে বহির্গত হইয়া সেই ব্রাহ্মণের গৃহ দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ বুদ্ধের পশ্চাৎভাগে-স্থিত ঐ ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, ঐ ব্যক্তিই তাঁহার পলাতক ভৃত্য: সুতরাং তাঁহাকে টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া আসিলেন, সেজন্য তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার পরিহিত চীবর ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ঐ ভিক্ষুর অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি জানাইবার উদ্দেশ্যে এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যিনি পঞ্চস্কন্ধ ধারণের দুঃখ প্রকৃষ্টরূপে অবগত হইয়া ইহ-জীবনেই সত্য উপলব্ধি পূর্বক পুনর্জন্ম ধারণ করা রূপ দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ-রূপে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন এবং সমস্ত সংযোজন বিচ্ছিন্ন করিয়া পরম আনন্দময় নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত 'ব্রাহ্মণ'।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ' তিন

একদা বুদ্ধের অন্যতমা মহাশিষ্যা ক্ষেমা ভিক্ষুণী রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে বুদ্ধ দর্শনে আকাশপথে উড়িয়া আসিয়াছিলেন। তিনি তথায় ধর্ম শ্রবণ নিরত সপার্ষদ ইন্দ্ররাজকে দেখিতে পাইয়া বুদ্ধকে বন্দনা করিয়াই পুনরায় আকাশ মার্গে উড্ডীন হইয়া ফিরিয়া গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধের নিকট তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলে বুদ্ধ উক্ত ভিক্ষুণীর পরিচয় প্রদানচ্ছলেই এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—গভীর প্রজ্ঞাশালী, সুগতি-দুর্গতি বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত ও পরম শান্তিপদ নির্বাণ যিনি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সুগতি-দুর্গতি মূলক পথ নির্দেশ করিয়া যিনি নির্বাণ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ' চার

পর্বত গুহাবাসী তিষ্য ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট ধ্যান-সাধনা শিক্ষা করিয়া অরণ্যে প্রবেশ পূর্বক একটি পর্বত গুহায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার ভিক্ষু জীবনের প্রথম হইতেই নিজের শীল বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া আনন্দিত মনে ও উদ্যম সহকারে সাধনায় তৎপর হইয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বর্ষাবাস শেষ করিয়াই শ্রাবস্তীর জেতবনে বুদ্ধ দর্শনে আসিয়াছিলেন, তখন অন্য ভিক্ষুরা তাঁহার ভিক্ষু জীবনের সফলতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাদের নিকট নিজের কৃত-কার্যতা সম্বন্ধে বলিলেন। ভিক্ষুরা মনে করিয়া বসিলেন যে, তিনি ভাণ করিয়াই এরূপ বলিতেছেন। তখন তাঁহারা বুদ্ধের নিকট তাঁহার বিষয় জানিতে চাহিলেন, তদুত্তরেই বুদ্ধ এই গাথা আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—ক্ষীণাশ্রব ব্রাহ্মণ গৃহস্থ এবং অনাগরিক উভয়েরই সংস্রব ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে সংসার সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া লোভশূন্য হইয়াই অবস্থান করেন।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ' পাঁচ

কোন একজন ভিক্ষু অরণ্যে নিজের কর্তব্য সম্পাদন পূর্বক অর্হত্ব লাভ করিয়া বুদ্ধ দর্শনের জন্য শ্রাবস্তী নগরে যাইতেছিলেন। বন্য পথ অতিক্রম করার সময় একটি রমণী স্বামীর সঙ্গে কলহ করিবার পর স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছিল। সেই রমণী বন্য পথে ভিক্ষু

মহোদয়কে দেখিতে পাইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু ভিক্ষু মহোদয় সে দিকে লক্ষ্যও করেন নাই। পতিগৃহ হইতে পলায়নরতা রমণীর স্বামী তাহার পত্নীর অনুসন্ধানে আসিয়া বন্য পথে ভিক্ষুর পেছনে পেছনে তাহার পত্নীকে দেখিতে পাইয়া ভিক্ষুর প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া ভিক্ষুকে ভীষণভাবে প্রহার করিয়া নিজের পত্নীকে টানিয়া লইয়া নিজের গৃহে চলিয়া গেল। এদিকে ভিক্ষু মহোদয় প্রহার যন্ত্রণায় জর্জরিত হইয়া অত্যন্ত কষ্টে স্বষ্টে কোন মতে জেতবনে গিয়া উপস্থিত হইয়া তথাকার ভিক্ষুদিগকে এই ঘটনার বিষয় বলিলেন। তখন ভিক্ষুরা প্রহারের সময় তাঁহার কোন প্রকার ক্রোধচিত্ত উৎপন্ন হইয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন যে, তাঁহার ক্রোধের মূলই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ভিক্ষুরা তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া বুদ্ধকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে বুদ্ধ ভিক্ষুর উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যিনি তৃষ্ণাত্রস্ত ও তৃষ্ণামুক্ত সমস্ত জীবের প্রতি সদয় ও ক্ষমাশীল এবং নিজে কাহাকেও হত্যা বা আঘাত করেন না। অধিকন্তু তার কারণও হন না।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ' ছয়

শ্রাবস্তী নগরবাসী একজন ব্রাহ্মণ রমণী চারিজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিবার জন্য ব্রাহ্মণকে জেতবনে পাঠাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ জেতবন বিহারে উপস্থিত হইয়া চারিজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পরিবর্তে, 'সংকিচ্চ', 'পণ্ডিত', 'সোপক' এবং 'রেবত' নামক চারিজন সপ্তম বর্ষীয় অর্হৎ শ্রামণেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণী চারিজন শিশুকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন দেখিতে পাইয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া ব্রাহ্মণকে বহু তিরস্কার করিয়া তাঁহার পূর্ব কথিত মত চারিজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে আনিবার জন্য পুনরায় বিহারে

পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণী অবহেলা করিয়া শ্রামণেরদিগকে নিম্ন আসনে বসিতে দিলেন। ব্রাহ্মণ এইবার বিহারে উপস্থিত চারিজন শিশু শ্রামণের-দিগের গুরু শারীপুত্র মহাস্থবির এবং মহা মৌদগল্লায়ন মহাস্থবির মহোদয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণী মহাস্থবির দুইজনকে বয়সে প্রবীণ দেখিয়া একদিকে সুখী হইলেন বটে। ওদিকে কিন্তু মহাস্থবিরদ্বয় শ্রামণেরদিগকে দেখিতে পাইয়া বিহারে চলিয়া গেলেন। পরিতাপের বিষয় হইল যে, ভোজনবেলা হওয়ায় শ্রামণেরগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে ব্রাহ্মণীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়া শ্রামণেরদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ব্রাহ্মণীকে তাঁহাদের অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। শ্রামণেরগণ আহারের পর বিহারে ফিরিয়া গিয়া ভিক্ষুগণের নিকট এই ঘটনা বিবৃত করিলে ভিক্ষুরা শ্রামণেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গৃহ স্বামিনী ব্রাহ্মণীর তাদৃশ ব্যবহারে ব্রাহ্মণীর প্রতি তাঁহাদের কোনরূপ বিদ্বেষ চিত্ত উৎপন্ন হইয়াছিল কিনা—তদুত্তরে শ্রামণেরগণ বলিলেন যে, তাঁহারা ক্রোধ জয় করিয়াছেন। ভিক্ষুরা শ্রামণেরদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া বুদ্ধের নিকট গিয়া এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন, তথাগত বুদ্ধ শ্রামণেরদিগের উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—অর্হৎ ব্রাহ্মণ শত্রুবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিলেও সকলের প্রতি মৈত্রী পোষণ করেন। তিনি সদা সর্বদা দুর্বৃত্তদের মধ্যে থাকিয়া শান্ত থাকেন এবং পঞ্চস্কন্ধের প্রতি 'আমিত্ব' 'মমত্ব' পোষণ না করিয়া নিরাসক্তভাবেই অবস্থান করেন।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ' সাত

রাজগৃহে 'মহাপন্থক' স্থবির তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'পন্থক'কে চারিমাসে একটি মাত্র শ্লোকও মুখস্থ করাইতে না পারিয়া তাঁহার বৃথা জীবন ইত্যাদি

বাক্য বলিয়া বিহার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইহাতে ভিক্ষুরা বেণুবনে ধর্মসভায় অর্হৎদেব ক্রোধ বিদ্যমান থাকে কিনা এই প্রসঙ্গে উত্থাপন করিয়া আলোচনা করিতেছিলেন। বুদ্ধ তথায় আগমন পূর্বক এই প্রসঙ্গে অর্হৎগণেব ক্রোধ থাকে না বলিয়া নিম্নোক্ত গাথা উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষুদেব উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—অর্হৎ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অন্তর হইতে রাগ, দ্বেষ, মান, কপটতা ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া গিয়া সততই তাঁহারা নির্মল অন্তঃকরণে আনন্দেই বিভোর হইয়া কালযাপন করেন।

আখ্যানভাগ : চারশ' আট

রাজগৃহ নগরে 'পিলিন্দবচ্ছ' স্থবির সকলকে 'চণ্ডাল' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার এই আচরণে অপর ভিক্ষুরা ক্ষুব্ধ হইয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। তথাগত বুদ্ধ সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা তাঁহার জন্মার্জিত সংস্কার, সুতরাং অন্যান্য ভিক্ষুকে সেজন্য 'পিলিন্দবচ্ছ' ভিক্ষুর প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে ইহাও বুঝাইয়া বলিলেন যে, 'পিলিন্দবচ্ছের' ঐরূপ সম্বোধন করা ইচ্ছাকৃত বা অবজ্ঞাসূচক নহে, ইহা তাঁহার জন্মার্জিত অভ্যাস. কাহারও প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ বা ঘৃণার ভাব নাই। যেহেতু তিনি অর্হত্ত্ব ফললাভী যথার্থ ব্রাহ্মণ— ইহাই ব্যক্ত করার জন্য বুদ্ধ এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবাচ্য অর্হৎ-এর ক্রোধ, ঘৃণা, বিদ্বেষ ইত্যাদি কোনরূপ অসৎবৃত্তিই থাকিতে পারে না, তাঁহারা সর্বতোভাবে, শুদ্ধ, শান্ত নিষ্কলুষ।

আখ্যানভাগ : চারশ' নয়

একদা শ্রাবস্তী নগরে একজন অর্হৎ ভিক্ষু বুদ্ধমত বিরোধী কোন ব্রাহ্মণের গৃহদ্বার দিয়া যাইবার সময় রাস্তায় একখানি বস্ত্রখণ্ড দেখিয়া

কাহারও পরিত্যক্ত বস্ত্র মনে করিয়া এদিক-সেদিক অবলোকন করার পর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া চীবরের জন্য তাহা গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ঐ বস্ত্রখণ্ড কোন কারণবশতঃ গৃহের বাহিরে রাখিয়া দিয়াছিলেন, ভিক্ষু ঐ বস্ত্রখণ্ড তুলিয়া লইতেছেন দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি গৃহের বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে তিরস্কার পূর্বক বস্ত্রখানি তাঁহার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইলেন। সেই ভিক্ষু জেতবনে গিয়া এই বিষয় ভিক্ষুদিগকে বলিলেন। ভিক্ষুগণ ঐ বিষয় লইয়া তাঁহাকে উপহাস করিতেছিলেন। বুদ্ধ এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া সেই ভিক্ষু যে অর্হত্ত্ব ফললাভী তাহা ঘোষণা করার উদ্দেশ্যেই এই গাথাটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—অর্হৎ ফলপ্রাপ্ত যথার্থ ব্রাহ্মণে লোভ সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়, সুতরাং পরস্বাপহরণ বৃত্তি তাঁহার অন্তরে আর উৎপন্নই হইতে পারে না।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ' দশ

একদা শারীপুত্র স্থবির পাঁচশত ভিক্ষু সঙ্গে করিয়া কোন এক গ্রামে বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। গ্রামবাসী দায়কগণ ভিক্ষুদের প্রচুর পরিমাণে 'বর্ষাবাসিক' বস্ত্র দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। বর্ষাবাস সমাপনান্তে শারীপুত্র স্থবির বুদ্ধ দর্শনে শ্রাবস্তীনগরে যাইতেছিলেন। যাইবার সময় তিনি ভিক্ষুদিগকে বলিলেন যে, বর্ষাবাসিক বস্ত্রগুলি দায়ক আসিয়া বিহারের ভিক্ষুদের জন্য দিয়া গেলে সেইগুলি যেন সকলের মধ্যেই বিতরণ করা হয় এবং অনুপস্থিত ভিক্ষুদের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহা শুনিয়া অন্যান্য ভিক্ষু মনে করিতে লাগিলেন যে, শারীপুত্র স্থবিরেরও আসক্তি রহিয়াছে যেহেতু তিনি নিজের শিষ্যগণের জন্যও বেশ চিন্তা করিতেছেন। এ বিষয় বুদ্ধের কর্ণগোচর হইলে বুদ্ধ শারীপুত্র স্থবিরের প্রতি ভিক্ষুগণের উৎপন্ন সন্দেহ নিরসনার্থ এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—যিনি অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইয়াছেন, তাঁহার অন্তরে ইহ-পরলোকের কোন আশাই থাকে না, তাঁহারা সতত নিরাসক্ত ও বন্ধনহীন। সুতরাং তাঁহাদের অন্তরে কোনরূপ আসক্তি আছে বলিয়া মনে করা ভুল।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ' এগার

একদা মহামৌদগল্লায়ন স্থবির একটি গ্রামের বিহারে পাঁচশত ভিক্ষু সঙ্গে করিয়া বর্ষাব্রত উদযাপন করিয়াছিলেন। তিনি বর্ষাবাস শেষ করিয়া বুদ্ধ দর্শনের জন্য শ্রাবস্তীতে যাইবার সময় ভিক্ষুদের বলিলেন যে, তাঁহারা যেন লব্ধ দানীয় বস্তু সকলকে প্রদান করে এবং অনুপস্থিত ভিক্ষুদের জন্যও পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ মনে করেন যে, এখনও বোধহয় তাঁহার আসক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। নচেৎ তিনি তাঁহার শিষ্যদের জন্য চিন্তা করিতেছেন কেন? এই প্রসঙ্গ বুদ্ধের শ্রুতিগোচর হইলে মহামৌদগল্লায়নের প্রতি ভিক্ষুদের উৎপন্ন সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য বুদ্ধ এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—অর্হত্ত্ব ফল লাভ 'ব্রাহ্মণ' পদবাচ্য পুদ্গলের তৃষ্ণা ছিন্ন হইয়া যায়, তিনি আর্য সত্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া সংশয়মুক্ত। তিনি শুদ্ধ মাত্র নির্বৃতিজনিত পরমানন্দ লাভে ধন্য হইয়া বিচরণ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ' বার

এক সময় শারীপুত্র স্থবিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রেবত স্থবির বনে বুদ্ধ প্রমুখ পাঁচশত ভিক্ষু সঙ্ঘের আহার-বিহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ রেবত স্থবিরের পুণ্য প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। এইরূপ আলোচনার বিষয় গোচরীভূত হইলে, অর্হৎগণ যে পাপপুণ্যের অতীত অবস্থায় উন্নীত হইয়া অবস্থান করেন, তাহাই প্রকাশার্থ বুদ্ধ এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—অহ'ৎ ফল প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ আখ্যালাভী পুদ্‌গল পাপ-পুণ্য উভয় বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনি শোকশূন্য, পাপামুক্ত, শুদ্ধ, শান্ত ও নির্মল আনন্দ উপভোগ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ' তের

বুদ্ধের অশীতি মহা শিষ্যদের অন্যতম সীবলী স্থবির সাত বৎসর ব্যাপী মাতৃজঠরে কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। পরে বুদ্ধের স্বস্তিবাচন প্রভাবে তিনি মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। কোলীয রাজ্যের কুণ্ডধান নগরে যখন বুদ্ধ অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন ভিক্ষুরা ধর্মসভায় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতেছিলেন। ভিক্ষুদের আলোচনার বিষয় জ্ঞাত হইয়া সীবলী স্থবিরের গুণ বর্ণনাচ্ছলেই বুদ্ধ এই গাথা আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—সীবলী স্থবির অহ'ত্ব ফল প্রাপ্ত যথার্থ 'ব্রাহ্মণ' আখ্যাধারী তিনি চন্দ্রের ন্যায় বিমল, শুদ্ধ, প্রসন্ন-চিত্ত, নিষ্কলুষ এবং চির পবিত্র নির্বাণানন্দ লাভী।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ' চৌদ্দ

শ্রাবস্তী নগরবাসী 'সুন্দর সমুদ্র' নামধারী একজন ধনী সন্তান বুদ্ধের মুখে ধর্ম শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া রাজগৃহ নগরে অবস্থান করিয়া ধ্যান ধারণার নিরত ছিলেন। সুন্দর সমুদ্র মাতাপিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। সেজন্য পুত্রকে ভুলাইয়া গৃহে আনয়নের জন্য তাঁহার মাতাপিতা জনৈক বারবণিতাকে টাকা দিয়া নিয়োজিত করিয়াছিলেন। উক্ত বরাঙ্গনা তাঁহাকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে রাজগৃহ নগরের এক প্রসাদে বাস করিয়া তাঁহাকে সেই গৃহে নিমন্ত্রণপূর্বক প্রতিদিনই তাহার প্রাসাদে উত্তম এবং উপাদেয় খাদ্য-ভোজ্যাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। একদিন উক্ত বারবণিতা ভিক্ষুকে উত্তম খাদ্য-ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিয়া

কামোদ্দীপক নানা কথা ও ইঙ্গিতে তাঁহাকে প্রলুব্ধ কবাব চেষ্টা করিল। ভিক্ষু ছলচাতুবী টেব পাইয়া আত্মসংববণ পূর্বক তথায উপবিষ্ট থাকিযাই ধ্যান নিমগ্ন হইলেন। বুদ্ধ জেতবনে অবস্থান করিয়াও দিব্য শক্তিতে বারবণিতাব সহিত ভিক্ষুব জয়-পরাজযেব সংগ্রামের অবস্থা জ্ঞাত হইযা তাঁহাব চৈতন্য উদয়েব জন্য এই গাথা উচ্চারণ করিযা তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন (বুদ্ধেব এইরূপ উপদেশ বাক্যেই তিনি বরাঙ্গণাকে পবাভূত করিয়া অর্হৎফল লাভত্ব কবিযাছিলেন।)—

মর্মার্থ—ব্রাহ্মণ (অর্হত্বফল লাভী ভিক্ষু) কামরাগ ইত্যাদি পঙ্কিল আবর্ত. কলুষরূপ দুর্গ সংসাবাবর্ত ও চতুরার্য সত্য জ্ঞানহীন মোহকে অতিক্রম কবেন। তিনি চাবি প্রকাব ওঘ[১] উত্তীর্ণ হইয়া পাবগত, শমথ বিদর্শন ধ্যানে নিমগ্ন, নিতৃষ্ণ, সংশয়মুক্ত এবং উপাদানহীন হইযা নির্বাণ প্রত্যক্ষ কবেন।

আখ্যানভাগ : চারশ' পনের

তক্ষশীলা নগবের মহাশ্রেষ্ঠী জটিল বুদ্ধেব ধর্ম উপদেশ শুনিয়া বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া কঠোব ধ্যান সাধনায় শীঘ্রই অর্হত্ব ফল লাভ কবিলেন। একদা বুদ্ধ পাঁচশত ভিক্ষু লইয়া তাঁহার পুত্রের গৃহদ্বাবে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। তখন জটিলও বুদ্ধেব সঙ্গে ছিলেন। জটিল শ্রেষ্ঠীব পুত্র বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে উত্তম আহার্য দ্রব্য প্রদানের সেবা কবিলেন। বুদ্ধের প্রতি তাঁহার পুত্রেব বিপুল অভ্যর্থনা ও আদর আপ্যাযন দেখিয়া বেনুবনে আসিয়া ভিক্ষুরা আলোচনা কবিতেছিলেন যে, এখনও বোধহয জটিলের ধন সম্পদ ও পুত্র পবিবারেব প্রতি আসক্তি বহিয়াছে। তাঁহাদেব আলোচনা বুদ্ধের গোচরীভূত হইলে তিনি জটিলের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করার জন্য ভিক্ষুদিগকে এই গাথা বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন—

১. চারি ওঘ—কাম, ভব, দৃষ্টি, অবিদ্যা।

মর্মার্থ—যথার্থ ব্রাহ্মণ পদবাচ্য অর্হৎ ফল প্রাপ্ত পুদ্‌গল সর্বপ্রকার কাম ও ভববাসনা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব প্রকারে বিমুক্ত হইয়াই এই জগতে অবস্থান করেন।

আখ্যানভাগঃ চারশ' ষোল

অজাতশত্রু দেবদত্তের প্ররোচনায় তাঁহার পিতা বিম্বসারকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি রাজত্ব গ্রহণ করিয়া একদিন রাজগৃহের মহাশ্রেষ্ঠী জ্যোতিকের অনুপম সুন্দর প্রাসাদ অধিকারের জন্য সৈন্য সামন্ত লইয়া শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মহাশ্রেষ্ঠীর যক্ষ প্রহরীগণ তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া দিল। সেইদিন মহাশ্রেষ্ঠী উপোসথ শীল গ্রহণ করিয়া বেণুবনে বুদ্ধের নিকট ধর্মকথা শ্রবণ করিতেছিলেন। রাজা অজাতশত্রু পরাজিত হইয়া বেণুবনে গিয়া শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন, মহাশ্রেষ্ঠী! আপনি আমার বিরুদ্ধে আপনার প্রহরীদের নিযুক্ত করিয়া এখানে বসিয়া ধর্ম শ্রবণের ভাণ করিতেছেন? তখন শ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'মহারাজ! আমি আপনার বিরুদ্ধে কাহাকেও নিযুক্ত করি নাই। তবু ইহাও শুনিয়া রাখুন যে, জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহাতে আমার পুণ্য প্রভাবে উৎপন্ন সম্পদ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে'। মহাশ্রেষ্ঠী অজাতশত্রুর বল প্রয়োগে পরসম্পদ অধিকারের প্রচেষ্টা দেখিয়া অতিশয় মর্মবেদনা অনুভব করিলেন। তিনি সেই দিনই এই অনিত্য ও হিংসা বিদ্বেষ, পরস্বাপহরণ প্রবণতা ইত্যাদি অশুভ শক্তির বৃথা আস্ফালন ও বাড়াবাড়ি দেখিয়া এই অসার সংসারে সমস্ত মুহূর্তেই বিসর্জন দেওয়ার অভিপ্রায়ে ভিক্ষু ধর্ম গ্রহণ করিয়া বেণুবনেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। অসার সংসারের সমস্ত মায়া বিসর্জন দিয়া দিব্য জ্ঞান অর্হত্ত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া পরমপদ নির্বাণ সুখ লাভের জন্য তিনি পরম উৎসাহে ধ্যান সাধনায় মগ্ন হইয়া অচিরেই অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। একদিন ভিক্ষুরা কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে

তাঁহার বিপুল ধন সম্পদের প্রতি আসক্তি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তদুত্তরে ভিক্ষুদিগকে বিনয় নম্র বচনে বলিলেন যে, তাঁহার সমস্ত আসক্তিই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার এই উক্তিতে ভিক্ষুরা আস্থাজ্ঞাপন করিতে না পারিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া এই বিষয় বুদ্ধের গোচরীভূত করিলেন। বুদ্ধ 'জ্যোতিক' স্থবিরের উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্যই এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—অর্হত্বফল লাভী প্রকৃত 'ব্রাহ্মণ পদবাচ্য পুদগলের সর্ব-প্রকার তৃষ্ণা ও ভবদুঃখের অবসান ঘটিয়াছে, তিনি নিতৃষ্ণ, সর্ববন্ধন মুক্ত এবং পরম শান্তিপদ নির্বাণলাভী।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ' নটের

রাজগৃহের জনৈক নৃত্যকুশলী ভিক্ষু ধর্ম গ্রহণ করিয়া কঠোর সাধনা বলে অচিরেই অর্হত্ব লাভ করিলেন। একদিন অন্য ভিক্ষুরা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নগরে ভিক্ষাচরণে বহির্গত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, জনৈক নটকার সেই ভিক্ষু কর্তৃক প্রদর্শিত ও অভিনীত নাট্যই প্রদর্শনে রত ছিলেন। তখন অপর ভিক্ষুরা তাঁহাকে এই রঙ্গ তামাশার প্রতি তাঁহার কোনরূপ মোহ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই মোহ হইতে সম্পূর্ণ বিনির্মুক্ত বলিয়াই প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ঐরূপ উক্তিতে ভিক্ষুগণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া সেই বিষয় বুদ্ধের গোচরীভূত করিলেন। তৎশ্রবণে বুদ্ধ উক্ত ভিক্ষুর বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত যথার্থ ব্রাহ্মণ পার্থিব ও দিব্য পঞ্চকাম গুণের[২] প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া চতুর্বিধ ওঘ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিনির্মুক্ত হইয়াই বাস করেন।

২. পঞ্চকামগুণ,—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ' আঠার

রাজগৃহ নগরের জনৈক নাট্যকার ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়া অচিরেই ধ্যান সাধনায় অর্হত্বফল লাভ করিলেন। একদিন অন্য ভিক্ষুরা প্রসঙ্গক্রমে নৃত্যগীতের প্রতি তাঁহার কোনরূপ আসক্তি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি অতি সহজ কণ্ঠেই বলিলেন যে, ঐ সব বিষয়ে তাঁহার আর কোনরূপ আসক্তিই নাই। তাঁহার উত্তরে সম্পূর্ণ অবস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া ভিক্ষুগণ বুদ্ধের নিকট এই বিষয় বিবৃত করিলেন। তখন বুদ্ধ এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—অর্হত্বলাভী প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবাচ্য সুধীমুক্ত ব্যক্তি রতি, অরতি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া শান্ত কলুষশূন্য হইয়া সর্বভবকে অতিক্রম করিয়া পরম নির্বাণ প্রীতিতে ভরপুর হইয়া অবস্থান করেন।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ' উনিশ-বিশ

রাজগৃহের ব্রাহ্মণ বঙ্গীশ মৃত ব্যক্তির মস্তক দেখিয়া তাহার স্বর্গ কিংবা নরকে উৎপত্তির বিষয় বলিতে পারিতেন। তিনি এই বিদ্যা দ্বারা অর্থোপার্জনের জন্য গ্রাম, নগর ও জনপদে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন শ্রাবস্তীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় আসিয়াই তিনি বুদ্ধের গুণ মহিমার বিষয় শুনিয়া জেতবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ধর্ম উপদেশ শ্রবণ করার পর ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হইলেন এবং কঠোরভাবে ধ্যান সাধনায় নিরত থাকিয়া অনতিকাল পরেই তিনি অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন। একদিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলে তিনি বলিলেন, তাঁহার সংসার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভিক্ষু বঙ্গীশের ঐরূপ উক্তি শুনিয়া অন্য ভিক্ষুরা তাঁহার প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া এই বিষয় বুদ্ধের গোচরীভূত করিলে, তাঁহাদের সন্দেহ

নিরসন জন্য বঙ্গীশ ভিক্ষুর অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে ইহা জ্ঞাত করাইবার জন্য বুদ্ধ এই গাথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—অর্হত্ত্ব ফল প্রাপ্ত যথার্থ ব্রাহ্মণ প্রাণিগণের জন্ম-মৃত্যু রহস্য সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া থাকেন। তিনি সর্ববিষয়ে অনাসক্ত ও সুন্দর গতি প্রাপ্ত হইয়া চতুরার্য সত্য পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। দেবমনুষ্যগণ তাঁহার গতি নির্ধারণ করিতে পারে না। তিনি তৃষ্ণাক্ষয় করিয়া অর্হত্ত্ব ফল লাভের পর নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ' একুশ

রাজগৃহ নগরের বিশখ নামক উপাসক বুদ্ধের ধর্মোপদেশে অনাগামী ফল লাভ করিয়াছিলেন। তিনি গৃহে গিয়া তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁহার পত্নী ধর্মদিন্নাকে প্রদান করিতে চাহিলে পত্নী তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি স্বামীর অনুমতি লইয়া বিহারে গমন পূর্বক ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া গভীর ধ্যান সাধনায় নিরতা থাকিয়া অচিরেই অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। একদিন উপাসক বিশাখ তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তৎপর তিনি বেণুবন বিহারে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্মদিন্নার গভীর জ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিলেন। বুদ্ধ ভিক্ষুণী ধর্মদিন্নার অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় ঘোষণা করা উপলক্ষে এই গাথা বলিয়াছিলেন—

মর্মার্থ—অর্হত্ত্বফল লাভী যথার্থ ব্রাহ্মণের অতীত, অনাগত ও বর্তমান পঞ্চস্কন্ধের প্রতি কোনরূপ তৃষ্ণাই বিদ্যমান থাকে না।

আখ্যানভাগ ঃ চারশ' বাইশ

একদিন জেতবনে ভিক্ষুরা অঙ্গুলীমাল স্থবিরের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি বন্য হস্তীকে ভয় করেন কিনা? তিনি উত্তরে বলিলেন

যে. তাঁহাব ভীতি অপসৃত হইযা গিযাছে। তাঁহাব এইরূপ সংক্ষিপ্ত উত্তব শুনিযা ভিক্ষুগণ মনে কবিলেন যে, তিনি ভণ্ডামি কবিযাই এইরূপ বলিতেছেন। সেজন্য তাঁহাবা বুদ্ধেব নিকট উপনীত হইযা এই বিষব নিবেদন কবিলে, তিনি অঙ্গুলীমাল স্থবিবেব উক্তিব সত্যতা প্রমাণিত কবাব অভিপ্রাযে এই গাথা বলিযাছিলেন—

মর্মার্থ—অর্হত্ত্ব ফল প্রাপ্ত যথার্থ ব্রাহ্মণ বৃষভেব ন্যায ভযশূন্য, অতি উত্তম, বীর্যবান শীলাদি আচবণে মহৎ, মাব বিজযী, নিতৃষ্ণ ও চতুবার্য-সত্যজ্ঞ হইযা নির্বাণ লাভে আনন্দে ভবপুব হইযা অবস্থান কবেন।

আখ্যানভাগ ঃ চাব্‌শ' ভেইশ

একদা জেতবনে বাযু বোগে পীড়িত হইযা পড়িলে, শ্রাবস্তী নগবে দেবহিত নামক ব্রাহ্মণ তাঁহাব গৃহ হইতে গবম জল ও গুড আনিযা বুদ্ধকে প্রদান কবিলেন। বুদ্ধ গবম জলে স্নান কবিযা এবং গুড মিশ্রিত গবম জল পান কবিযা আবোগ্য লাভ কবিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ অতিশয আনন্দিত হইলেন এবং তৎপব বুদ্ধেব নিকট জানিতে চাহিলেন যে জগতে কাহাকে দান কবিলে অধিক পুণ্য লাভ হয। তদুত্তবে বুদ্ধ এই গাথা উচ্চাবণ কবিযা ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান কবিযাছিলেন—

মর্মার্থ—অর্হত্ত্বফল লাভী প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবাচ্য পুদ্গলই দাক্ষিণেব ও অনুত্তব পুণ্যক্ষেত্র। তিনি স্বর্গ-নবক সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবগত হইযা থাকেন। তিনি জন্ম-ক্ষয কবিযা অর্হত্ত্ব লাভে অভিজ্ঞেব ধর্ম অভিজ্ঞাত, পবিজ্ঞেয ধর্ম পবিজ্ঞাত, পবিহাবযোগ্য ধর্ম প্রহীন এবং প্রত্যক্ষীকবণ যোগ্য ধর্ম প্রত্যক্ষীকৃত কবিযা সর্ববিষযে উর্ধ্বস্তবে অবস্থিত থাকেন। তিনি তৃষ্ণাক্ষয কবিযা অর্হত্ত্ব মার্গ জ্ঞানে সমস্ত কলুষবাশি বিনাশ পূর্বক ব্রহ্মচর্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইযা অবস্থান কবেন।

লেখক পরিচিতি

পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বরুয়া চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত দক্ষিণ জোয়ারা জনপদে ১৮৯১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রনজিত বরুয়া ও মাতা ফুলেশ্বরী বড়ুয়া। তাঁর শিক্ষাজীবন কাটে গ্রামের বাড়ী ও কলকাতায়। পরে তিনি পালি ও সংস্কৃতি ভাষায়ও পারদর্শী হয়ে উঠেন। বঙ্গীয় সারস্বত সমাজ তাঁকে 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। কলকাতা অবস্থানকালে গুনালঙ্কার মহাস্থবির, ডঃ বেনীমাধব বরুয়া, ডঃ হরিমোহন দে, স্যার আশুতোষ মুখার্জি প্রমুখ মনীষীদের সংস্পর্শে আসেন। এই সময় তিনি বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সুযোগ পান। ভারত বিভাগ হলে তিনি কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে চলে আসেন।

গিরিশচন্দ্র বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা ; তিনি 'ধম্মপদ' ও 'জাতকের গল্প' নামে দুটি বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক। দুটি বই-ই বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। ধম্মপদের দ্বিতীয় মুদ্রণও বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্র ১৯৬৩ সালে ৩০শে মে পাইরোলে মৃত্যুবরণ করেন।